শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

দীপিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

অথ বিঘ্নবিনাশায় মঙ্গলা চরণং যথা।

শ্রীচৈতন্যাকৃতিং বন্দে চৈতন্যগুণ স...
...স্য প্রসাদাৎ ক্ষুদ্রোপিবেদার্থং ...
...না॥

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযা...
...মাত্রসত্তা প্যংশোযস্যাং শকৈঃ স্বৈ...
বশয়ন্নেবমায়াংপুমাংশ্চ। একংযস্যৈ...
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংস...
বিধত্তাংস্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজ...

স্বামী ওঙ্কারানন্দ সংগ্রহ

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

দীপিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যাত্রব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযা...
ন্মাত্রসত্তা প্যংশোযস্যাং শকৈঃ স্বৈর্বি...
বশয়ন্নেবমায়াংপূমাংশ্চ। একংযস্যৈব ...
বিলসতিপরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃ...
বিধত্তাংস্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভা...

যস্যেতি সর্ব্ববেদান্তবাক্যসম্প্রতিপন্নপদ্যাং যস্য... তিসংজ্ঞামিত্যাদি অত্র বিভুচৈতন্যগুণকস্য কৃষ্ণস... ভগবতঃ চিন্মাত্রসত্তা, ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি অত্র বে... বেদান্তে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে সূত্রং। অরূপব... তৎপ্রধানত্বাদিতি।

অত্র ব্রহ্ম অরূপবৎ তস্যৈব প্রধানত্বং কৃষ্ণস্তু ঈশ্বরঃ... তস্য অপ্রাধান্যং।

তত্রোত্তরং। শাস্ত্রাভিপ্রায় এমত নহে উ... ভগবৎশঙ্করাচার্য্যপাদ, পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণ ব্রহ্ম...

নহেন ইহাই বুঝাইয়াছেন মাত্র পঞ্চদশাদি গ্রন্থ কর্ত্তারা শাঙ্কর ভাষ্যাভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই ।

অত্র ননু শব্দে বিবাদির বাক্য উত্থাপিত হইবেক।
উত্তর বাক্য উত্থাপিত হইয়া বিচারিত হইবেক ।

ননু দর্শিত সূত্রভাষ্যে ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য চরণ কি লিখিয়াছেন ইহা দৃষ্ট করাও ।

দর্শ্যাতে তৎ। বেদান্তে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে সূত্রং।

অরূপবদেবহি তৎপ্রধানত্বাৎ ।। ১৪ ।।

অস্য শাঙ্করভাষ্যঞ্চ রূপাদ্যাকার রহিত মেবহি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং নরূ-পাদিমৎ কস্মাৎ তৎপ্রধানত্বাৎ। অস্থূল মনণু অহ্রস্বমদীর্ঘং অশব্দ মস্প-র্শমরূপ মব্যয়ং আকাশোবৈনাম নামরূপ যো নির্বহিতা তেযদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃপুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্ব মন-পরম নন্তরাং বাহ্যং অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যেবমাদীনিহি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব প্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং তত্তু সমন্বয়াদিত্যত্রেতি ।। ১৪ ।।

সূত্রংচ। প্রকাশ বচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥১৫॥

পর সূত্রং। আহচতন্মাত্রং ॥ ১৬ ॥ দর্শয়তিচাথো অপিস্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

দর্শিত সূত্র চতুষ্টয়ে শ্রীকৃষ্ণ এব পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম ইহাই বুঝায়াছেন বিচার মুখে দর্শাইব ।

ননু যেভাষ্য দর্শাইলে অত্র কেবল অমূর্ত্ত ব্রহ্ম ইহাই শ্রুতিশব্দে দেখিতেছি ইহাতে সাকারের প্রসঙ্গও নাই কোন্ শ্রুতিশব্দে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছ ?

তত্রোচ্যতে। দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃপুরুষ ইত্যত্র। দিব্যশব্দে প্রকৃতিসম্বন্ধগন্ধশূন্য, অমূর্ত্ত শব্দে জীবের ন্যায় মূর্ত্তি মান নহেন, চিন্মাত্রস্বরূপ জীবেরমূর্ত্তি প্রাকৃত, সুতরাং ভেদবান্ এই ভেদপরমাত্মচৈতন্যে নাই অতএব ভেদশূন্য চৈতন্যমাত্রঘন পরমাত্মচৈতন্যঃ আর পুরুষ শব্দে নরাকারঃ। স্যুঃপুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ পূরুষাঃ পূরুষানর ইতি রূঢেঃ। রূঢিঃ সর্ব্ব যোগ মপ হরতি। যদোর্ব্বংশংনরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পূর্ণং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ।

নন্নু শাঙ্কর ভাষ্যে সর্ব্বত্রৈব নিরাকার ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতে প্রমাণিত করিয়াছেন অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয় মিত্যা-দি ইহাতে রূপবদ্ব্রহ্মের প্রসঙ্গও নাই।

উত্তরং সত্য বটে কিন্তু কৃষ্ণ রূপবান্ নহেন ইহাই বুঝাইতে ঐ কঠশ্রুতি দর্শাইয়াছেন ইহাতে জীব চৈতন্য রূপ-বান্ অর্থাৎ রূপ রূপি ভেদ বিশিষ্ট অনুচৈতন্য গুণক জীব ইহার রূপ প্রপঞ্চ। সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র আত্মা ব্রহ্ম ইহাই বুঝাইতেশ্রুতিগণ, অনা-কার ব্রহ্ম কহিয়াছেন, তন্মধ্যে ভাষ্যে উট্টঙ্কিত কঠশ্রুতি প্রপঞ্চ বস্তুমাত্র নিষেধ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জীবচৈতন্য, মৃত্যুমুখহইতেমুক্তহন এতাবন্মাত্র অতএব ঐ কঠশ্রুতিমন্ত্র সমুদায় দর্শাইতেছি॥ যথা

কঠোপনিষদি। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। তথাঽরসংনিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। অনাদ্যন-ন্তং মহতঃপরং ধ্রুবং নিচায্যতন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ইতি॥

তত্র সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মস্বরূপং অবধারয়িতুং তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু-মাত্রং প্রতিষেধতি। তত্র প্রথমং অমূর্ত্তবস্তু প্রতিষেধতি অশব্দমিতি অনেন শব্দগুণসহিত গগনস্য প্রতিষেধঃ। অস্পর্শ মিতি স্পর্শগুণসহিত বায়োঃ প্রতিষেধঃ। দ্বাভ্যাং শব্দাভ্যাং অমূর্ত্তবস্তুপ্রতিষেধোঽভবৎ। মূর্ত্ত-বস্তু প্রতিষেধতি অরূপমিতি অনেন রূপসহিত তেজসঃপ্রতিষেধঃ। তথা অরসমিতি রসসহিত জলস্যপ্রতিষেধঃ। অগন্ধবদিতি গন্ধসহিতভূমেঃ প্র-তিষেধঃ। এতেকালেনব্যয়ত্বে ব্যাকৃতত্বাৎ। ইদমেবক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞস্তুপুরুষঃ জীবাত্মা অণুচৈতন্যগুণকত্বাৎ অব্যয়মিতি। ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে জীবাত্মবিবৃতি।

শেষার্দ্ধে পরমাত্মানং দ্যোতয়তি। অনাদীতি নাস্তি আদির্যস্য অনেন কালতঃ পরিচ্ছেদাভাবোদর্শিতঃ। অনন্তমিতি নাস্তিগুণানামন্তোযস্য বিভু-চৈতন্যগুণকত্বাৎ গুনাঙ্গালোকবদিতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যপাদেন লিখিতং। অণুচৈতন্যগুণকোজীবঃ বিভুচৈতন্যগুণকঃ পরমাত্মা। মহতঃ পরমিতি জগৎকারণং মহত্তত্ত্বং তস্মাদপি পরমতিরিক্তং। ধ্রুবমিতি নিত্য শক্তিকং। তংনিচায্য অবগত্য জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ॥ অত্র জ্ঞাতা পূর্ব্বদর্শিত-জীবঃ জ্ঞেয়ংতু বিভুচৈতন্যগুণকং ব্রহ্ম, পরব্রহ্মণ এবসর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং তদুপাসনাপরিপাকেন মৃত্যু মুখাৎ পুনঃপুনর্জননমরণাৎ প্রমুচ্যতে অবি-দ্যাবন্ধনাৎ প্রকর্ষেণ মুক্তোভবতীত্যর্থঃ। তদেবঅরেঽয়মাত্মা হপহতপাপ্মা সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতিশ্রুতেঃ। অর্থাৎবদ্ধো জীবঃ প্রত্যগ্‌ভূত চৈতন্য মাত্রংস্বয়ংলোকান্তরং চর্ত্তুং নশক্নোতি মায়াগুণপরিচ্ছিন্নত্বাৎ যদা-তস্মান্মুক্তো ভবতি তদা নারদাদিবৎ বৈকুণ্ঠাৎ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পুনঃ ব্রহ্মাণ্ডা-দ্বৈকুণ্ঠং গন্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ যদুপাসনয়া অণুচৈতন্যগুণকস্য কামচারিত্ব মভবৎ। তর্হি নিত্য মপহপাপ্মনো বিভুচৈতন্যগুণকস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ স্বতোঽস্তীতি।

অস্যার্থঃ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপকে বুঝাইতে তদিতর বস্তু অর্থাৎ জগদ্গত মূর্ত্তামূর্ত্তবস্তুমাত্রের নিষেধ করিতেছেন।

ঐ কঠশ্রুতিতে, (অশব্দমস্পর্শ মিত্যাদি) প্রথমে জগদ্গত অমূর্ত্তবস্তু আকাশ তদগুণ শব্দেরসহিত, দ্বিতীয় অমূর্ত্তবস্তু

বায়ু তদগুণ স্পর্শেরসহিত নিষেধ করিলেন। এবং জগদ্গত মূর্ত্তবস্তুত্রয়, রূপেরসহিত তেজকে, রসেরসহিত জলকে, ও গন্ধেরসহিত মৃত্তিকাকেও নিষেধ করিলেন। এই সকল জগদ্গত মূর্ত্তবস্তু অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও মৃত্তিকা ঘটিত বিশ্ব বিচিত্র বিকাররূপ ক্ষেত্র, সুতরাং নশ্বর, অর্থাৎ প্রলয়কালে ইহারনাশ আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রকে ধারণ করিয়া তদভিমানী অণুচৈতন্যগুণকো বদ্ধজীববর্গঃ অনাত্মক দেহাভিমানী প্রত্যগভূত চৈতন্যমাত্রস্বরূপ অর্থাৎ অন্তস্থ সূক্ষ্ম-চৈতন্যমাত্র অতএব ঐ বিশ্বেরপ্রলয়ে ঐ চৈতন্য মাত্রের প্রলয় নাই। এই হেতু কঠমন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধে অব্যয় শব্দ আছে।

এবং ঐ শ্রুতির মন্ত্র শেষার্দ্ধে পরমাত্মাকেও উট্টঙ্ক করি-তেছেন। (অনাদীতি) যাঁহার আদি নাই, অর্থাৎ যিনি সক-লের আদি, সুতরাং দেশভেদে তাঁহার পরিচ্ছেদ নাই।

(অনন্ত মিতি) যাঁহার চৈতন্যগুণগণের অন্ত না থাকায় অনন্ত নাম বিভুচৈতন্যগুণকত্ব হেতুক, যথা ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে, অণু-চৈতন্যগুণকঃ জীব, বিভুচৈতন্যগুণকঃ পরমাত্মা। (মহতঃ পর) জগৎ কারণ মহত্তত্ত্ব তদতিরিক্ত নিরূপাধিক বিভুচৈতন্য-গুণক। সুতরাং (ধ্রুবং) অর্থাৎ নিত্য। (নিচায্য) ইহার স্বরূপতত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব জ্ঞাত হইয়া তদুপাসনা পরি-পাকে, (মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে) পুনঃ পুনর্জন্ম মরণরূপ অবিদ্যা বন্ধন হইতে জীবচৈতন্য মুক্ত হন। সেই মুক্ত জীব ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইতে পারেন, আর বদ্ধ জীবগণ প্রত্যগভূত চৈতন্য মাত্রই আছেন, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে পরমাত্মোপাসনায় অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া

তদ্দত্ত ক্ষমতায় ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইতে পারেন. যেমন নারদাদি ব্রহ্মাণ্ড হইতে বৈকুণ্ঠে ও বৈকুণ্ঠ হইতে পুনঃব্রহ্মাণ্ডে গমনাগমনে সক্ষম হন। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি বিভুচৈতন্যগুণকতায় সদৈব সর্ব্বত্র আছেন, ইহাতে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে নিত্যমুক্ত বর্গেরসহিত মাংসনেত্র গোচর হওনের অসম্ভাবনা কি ? যথা শ্রুতি,

অরে অয়মাত্মা ঽপহতপাপ্মা সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি।

সত্য।—মূর্ত্তামূর্ত্তবস্তুমাত্র শূন্য আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র সর্ব্ব লোকে চরেন ইহা মান্য করিতে পারি, কিন্তু নিত্যমুক্ত বর্গেরসহিত চরেন, ইহাতে চৈতন্যের ভেদাবস্থান ও রূপবত্ত্ব বোধ হইতেছে, ইহা কি প্রমাণে মান্য করিতে পারি।

উত্তর.—পরমার্থ সত্যতত্ত্ব বস্তু নির্ণায়ক তৃতীয় মুণ্ডক শ্রুতি কহিতেছেন। যথা,

বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চতৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎসুদূরেতদিহান্তিকেচ পশ্যৎ স্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং ॥

ইত্যাদি বেদান্তবাক্য সমূহের নিগূঢ়ার্থ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্রাদ্যুক্ত অবলম্বন ব্যতিরেকে জীবগণের স্ববুদ্ধি কল্পনাতে বোধগম্য হইতে পারে না, ইহা সতর্ক নিষ্ঠ জীবদিগকে বুঝাইতে ব্রহ্মসূত্র লিখিত আছে। যথা,—দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রথম সূত্রং।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতিচেন্নান্যস্মৃত্য নবকাশদোষ প্রসঙ্গাদিতি।

অত্রৈব শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যে স্বতন্ত্র প্রজ্ঞানাং পরতন্ত্র প্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণজনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যার্থ মবধারয়িতু মশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাত প্রণেতৃকাসু স্মৃতিষু অবলম্বেরন্ তদ্বলেনচ শ্রুত্যার্থং প্রতিপৎস্যেরন্ অস্মৎকৃতেচ ব্যাখ্যানে নবিশ্বস্যুঃ বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ। (স্বতন্ত্র প্রজ্ঞানামিতি) অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিরপেক্ষ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ কপিল, পরাশর, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন্ বাল্মীকি প্রভৃতিদেগের প্রকাশিত স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি সর্ব্বজ্ঞকল্প শাস্ত্র, তদ্ব্যতিরেকে সর্ব্বজীবগণ অস্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ। সুতরাং উক্ত সর্ব্বজ্ঞকল্প শাস্ত্রাদ্যবলম্বন ব্যতিরেকে শ্রুতিশাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ প্রতিপন্ন করিতে কদাচ সক্ষম হইতে পারেন না অর্থাৎ সম্যক্ প্রতিপত্তি কদাচই হয় না। সর্ব্বজ্ঞকল্প ভগবদ্ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা (অস্মৎকৃতে চেতি) আমিও যদি ঐ সকল শাস্ত্রাদ্যবলম্বন না করিয়া স্বকপোলকল্পিত বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করি তাহা তত্তচ্ছাস্ত্রাবলম্বি ব্যক্তিরা বিশ্বাস করিবেক না। কারণ ঐ সকল শাস্ত্রপ্রণেতা পরাশর, দ্বৈপায়ন, প্রভৃতি মহাত্মাগণ অতিশয় মান্যরূপে অত্র ভূমণ্ডলে উদিত আছেন অতএব বেদান্তবাক্য নিচয়ের নিগূঢ়ার্থ স্মৃতি পুরাণাদিতেই সুপ্রকাশিত আছে। অতএব মুণ্ডক মন্ত্রের স্মৃতি সম্মত বৃত্তিশ্চ।

বৃহচ্চেতি সর্ব্বস্মাৎ বৃহৎঈক্ষিতৃপুরুষঃ তস্মাদপি বৃহত্ত্বাৎ একং তৎপরং ব্রহ্ম। দিব্যমিতি অপ্রাকৃতং পূর্ব্বদর্শিত মূর্ত্তামূর্ত্ত বস্তুব্যতিরিক্ত মিত্যর্থঃ। যদ্বা সূক্ষ্মাৎ চিন্মাত্রঘণাৎ পরং জ্যোতির্ম্মাত্রাৎ সূক্ষ্মতরং দুর্জ্ঞেয়তম মিত্যর্থঃ। অতএব

অচিন্ত্যরূপং তাপনীশ্রুতিভিরুক্তং সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে ইতিস্মৃতরাং চিদানন্দবস্তুনঃ রূপং তর্কগোচরী কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ অচিন্ত্যরূপমিত্যুক্তং শ্রুতিভিঃ। সূক্ষ্মাচ্চেতি অকাশাদপিসূক্ষ্মতরং অকাশোবৈআনন্দোনস্যাৎ সুতরাং স্বরূপানন্দং। বিভাতীতি স্বরূপশক্ত্যাবিশেষেণ ভাসতে। অত্রাস্মাকংবুদ্ধেঃ সৌষ্ঠবোনাস্তি অচিন্ত্যরূপত্বাৎ স্বরূপ শক্তিত্বাচচ দূরাৎ সুদূরেইতি উক্তংহিকাঠকে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চপরংমনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ মহতঃপর মব্যক্তমব্যাক্তাৎ পুরুষঃপরঃ। পুরুষান্নপরংকিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতি রিত্যাদিনামহৎস্রষ্টূঃ পুরুষাদপিলীলাপুরুষোত্তমঃপরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ সুতরাং দূরাৎ সুদূরে। নম্নু চিন্মাত্রঘনাৎ পরো মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ তস্মাদপিপরোলীলাপুরুষোত্তমঃ। এতৎকুতঃতদিতি তৎইহপৃথিব্যাং কদাচিৎ অন্তিকে মাংসনেত্রগোচরে আবির্ভবতি পুনরপি ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিঃ প্রকৃতিঃ। তহোহতিদূরে চিন্মাত্রঘনং নির্গুণং ব্রহ্মতদাশ্রয়ং পরব্যোমনাথপুরং লীলয়া গচ্ছতি। তদেবর্বিশিনষ্টি পশ্যৎসু ভক্তেষু অর্থাৎ ভক্তাঃ সদৈবজানন্তি আকাশলিঙ্গংপরং ব্রহ্ম অদৃশ্যতয়া সদা সর্ব্বত্রৈবাস্তে। যথা,

বেদান্তেপ্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে। সূত্রং অদৃশ্যত্বাদি গুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ। ২১।

অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্য মগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুরশ্রোত্রং তদপানিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তিধীরা ইতি শ্রূয়তে। তদুদাহরণং আরণ্যক পর্ব্বণি প্রথমস্কন্ধেচ মহারাজ যুধিষ্ঠিরং প্রতি অর্জুন বাক্যং।

তথাহি। যোনোযুগোপবনমেত্যদুরন্ত কৃচ্ছাৎ দর্ব্বাসসোহরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্যঃ। শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ। ১।

শ্রীধরস্বামিকৃতাটীকাচ। শিষ্যাণামযুতস্যাগ্রে তৎপংক্তৌভুংক্ষেষ স্তস্মদুর্ব্বাসসঃ হেতোঃ অরিণারচিতং যৎদুরন্তং কৃচ্ছ্রং শাপলক্ষণং তস্মাৎ সকাশাৎ নোহস্মান্ বনে এত্য মুগোপ কিংকৃত্বা শাকান্নং শাকমেবান্নংতস্মিন পাত্রে অবশিষ্টং উপযুজ্য ভুক্ত্বা যত উপযোগাৎ সলিলে বিনিমগ্নো মুনীনাং সজ্বঃ ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত। এবংহি মহাভারতে কথা কদাচিৎ দুর্ব্বাসসো দুর্য্যোধনেন আতিথ্যং কৃতং তেনচ পরিতুষ্টেন বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তে দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ পাণ্ডবা নশ্যেয়ু রিতিমনসিনিধায় দুর্য্যোধনেনোক্তংযুধিষ্ঠিরোহ স্মৎ কুলমুখ্যোহতস্তস্যাপি ভবতৈব শিষ্যাযুতসহিতেনাতিথিনাভাব্যং কিন্তু দ্রৌপদী যথা ক্ষুধয়া নসীদেৎ তথাতস্যাং ভুক্তবত্যাং তদগৃহংগন্তব্যমিতি। ততশ্চ তথৈবদুর্ব্বাসসি প্রাপ্তে পরমাদরেণ যুধিষ্ঠিরেণ মাধ্যাহ্নিকং কৃত্বা আগম্যতামিতি বিজ্ঞাপিতো মুনিসংঘো অঘমর্ষণায়জলেনিমমজ্জ। তত্র চিন্তাতুরয়া দ্রৌপদ্যাস্মৃতমাত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অঙ্কস্থাং রুক্মিণীং হিত্বা তৎক্ষণাদেব ভক্ত বাৎসল্যে নাগতঃ। তয়াচাবেদিতে বৃত্তান্তে ভগবতোক্তং হে দ্রৌপদি অহংচ বুভুক্ষিতোহস্মি প্রথমং মাংভোজয় তয়া লজ্জিতয়া অহো মদীয় মভাগ্যং ভাগ্যংচ যতস্ত্রৈলোক্যনাথো যজ্ঞপুরুষোভগবান্ মদগৃহমাগত্য ভোজনংপ্রার্থয়তীতি। মনসি বিধায়োক্তং। স্বামিন্ মদ্ভোজনপর্য্যন্ত মক্ষয় মন্নংসূর্য্যদত্তস্থাল্যাং যয়াচ সর্ব্বান্ সম্ভোজ্য ভুক্তংময়া অতোপিনাস্ত্যন্নমিত্য শ্রুপাতংচকার। তথাপ্যতিনির্ব্বিন্ধেন স্থালী মানায্য তৎকণ্ঠলগ্নং কিঞ্চিচ্ছাকান্নং প্রাশ্যোক্তং ভোক্তুং মুনিসংঘমাহ্বয়েতি অথভীমংচ প্রহিতবান ভীমেনগত্বোক্তং স্বামিন্ ভোজনার্থমাগম্যতাং কথং বিলম্বঃ ক্রিয়তে সচতাবতাতৃপ্তঃ বৃথাপাকভয়েন পলায্য গত ইতি॥

এই প্রকরণে লীলা বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের আকাশ লিঙ্গত্ব বিজ্ঞাত্রী শ্রীদ্রৌপদীদেবী দুর্ব্বাসার আতিথ্যে কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ তন্নয়ন গোচর হইয়া প্রেম্মাদত্ত শাকান্নকণা ভোজন করত সর্ব্বাত্মার তৃপ্তিতে ত্রিলোক তৃপ্ত-হইবায় ক্ষুধিত মুনিবৃন্দও তৃপ্ত হইলেন।

নন্নু, এতৎসত্যং যে দ্বারকাস্থ কৃষ্ণ কাম্যবনস্থ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক স্মৃতমাত্রই ক্রোড়স্থা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ-

দ্রৌপদীর নয়নগোচর হইবায় তাঁহার তৃপ্তিতে ত্রিলোক তৃপ্ত হওয়াতে তিনিই সর্ব্বাত্মা ইহা সিদ্ধ হইল, কিন্তু স্মরণ মাত্রে দর্শনদান ইহা শিব বিরিঞ্চ্যাদিতেও হইতে পারে, তবে ঐ কৃষ্ণকে শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মলক্ষণে লক্ষিত করিব কি প্রমাণে?

উত্তর। সত্যবটে কিন্তু ঐ দুই দেব এবং তদনুগত ইন্দ্র ও যমাদি দেবতারাও তদ্দত্ত স্বাধিকার যে ব্রহ্মাণ্ড তদগত জীবকর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তল্লোকে তৎক্ষণাৎ গমনাদি ব্যাপার করিবারশক্তি আছে কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত মায়াগুণ সম্বন্ধ গন্ধ রহিত স্বরূপশক্তি বিলসিত পরব্রহ্মেরলোকে সেই পরব্রহ্ম কিপ্রকার লীলা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কাহারো স্ব বুদ্ধি গোচর নাই কিন্তু অপহত-পোপ্মাকাদি গুণক শ্রীহরি স্বেচ্ছায় মাংসনেত্র গোচর হইয়াছেন ইহা ঐদেবগণ জ্ঞাত আছেন?

তর্হি, স্বরূপশক্তি বিলসিত লোকে পরব্রহ্মের কীদৃশী স্বরূপশক্তি বিলাস লীলা যাহা ব্রহ্মাদিরাও জ্ঞাত নহেন। ইহা শাস্ত্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে মানিতে পারি।

উত্তর। শাস্ত্র গণমধ্যে প্রধান মহাভারত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীভাগবত এই শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীদ্বারকা লীলা বর্ণনে। তত্রস্থ এক বিপ্রের কুমার জাতমাত্র মৃত হয় সেই মৃতশরীর সুধর্ম্মা সভাদ্বারে উপস্থিত করিয়া যাবদীয় যদুপার্ষদের সহিত শ্রীরাম কৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসন করিয়া ঐদ্বারে ঐমৃতশরীর রাখিয়া প্রস্থান করেন। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাঙনিষ্পত্তি নাই। এইরূপ তিনবার তিনমৃতশরীর রাখিয়া প্রস্থান করেন।

সেই তৃতীয় মৃতশরীর রাখিবার কালে শ্রীঅর্জুন নাম মহাধনুর্দ্ধর সেই সভায় ছিলেন উক্তপ্রকার বিপ্রকর্ত্তৃক ভর্ৎসন

শুনিয়া ঐ বিপ্রকে কহিলেন যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমি এই দ্বারকায় রহিলাম এইবার গর্ব্ভকালে প্রসব হইবার পূর্ব্বে আমাকে সমাচার করিবা আমি গর্ব্ভ রক্ষা করিব। তখন বিপ্র কহিলনে যাহাতে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অক্ষম হইয়াছেন ইহাতে তোমার কথায় বিশ্বাস কি, অর্জুন কহিলেন আমি গাণ্ডীবী নাম মহা ধনুর্দ্ধর আমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি তোমার পুত্রকে রক্ষা করিতে নাপারি তবে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। চতুর্থ গর্ব্ভকালে প্রসবের পূর্ব্ব-ক্ষণে ঐ বিপ্র ঐ সভায় আসিয়া অর্জুনকে কহিলেন।

শ্রীদশমে। প্রসূতিকালে আসন্নে ভার্য্যায়া দ্বিজসত্তমঃ। পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যো রিত্যাহার্জ্জুন মাতুরঃ। সউপস্পৃশ্য শুচ্য-ম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরং॥ দিব্যান্য স্ত্রাণ্য-নুস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীব মাদদে।

অস্যার্থঃ। প্রসবের বেদনা হইবামাত্রই ঐ বিপ্র আতুর হইয়া অর্জুনকে কহিলেন রক্ষ রক্ষ আমার পুত্রকে, এতৎশ্রবণে অর্জুন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপ্রকে অনাদৃত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করত শুদ্ধজলে স্নানাচমনানন্তর শ্রীমহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তদ্দত্ত দিব্যাস্ত্রগণ স্মরণ ও সুসজ্য গাণ্ডীব গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্র গৃহে তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন।

ন্যরুণৎ সুতিকাগারং শরৈর্নানাস্ত্রযো-জিতৈঃ। তির্য্যগুর্দ্ধমধঃ পার্শ্বশ্চকার শর পঞ্জরং। ততঃকুমারঃসংজাতো বিপ্রপত্নী

রুদন্মুহুঃ। সদ্যোহদর্শন মাপেদে সশরীরো বিহায়সা।

অস্যার্থঃ। ঐ বিপ্রপত্নীর সূতিকাগার উর্দ্ধ, অধঃ পার্শ্ব শিবদত্ত দিব্যাস্ত্র সমূহ দ্বারা শর পঞ্জরে বেষ্টিত করিলেন, তদনন্তর কুমার জাতমাত্রই সশরীর আকাশ গামি, কোন দেব কর্তৃক হৃত হইল, তখন ঐ বিপ্রপত্নী পূর্ব্ববৎ মৃতশরীরও দেখিতে না পাইয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন ইহাতে সূতিকাগার বেষ্টিত শিবদত্ত দিব্যাস্ত্রগণ ব্যর্থ হইল কারণ পুত্রহারক দেবের সূতিকাগার প্রবেশের নিরোধে অক্ষম হইল। তদনন্তর ঐ বিপ্র অর্জুনকে অনেক ভর্ৎসন করেন।

ধিগর্জুনং মৃষাবাচং ধিগাত্মশ্লাঘিনোধনূঃ। দৈবোপসৃষ্টং যো মৌর্খ্যা দানিনীষতি দুর্ম্মতিঃ। এবংশপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যা মাস্থায় ফাল্‌গুণঃ। যযৌসংযমনী মাশু যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ। বিপ্রাপত্য মচক্ষাণ স্তত ঐন্দ্রীমগাৎপুরীং ইতাদি।

অস্যার্থঃ। মির্থ্যাবাদি অর্জুনকে ধিক, আত্মশ্লাঘি অর্জুনের গাণ্ডীবকেও ধিক। এই দুর্ম্মতি স্বমূর্খতা হেতু দৈবোপপাদিত মৎপুত্র মরণ, তাহাকেও অন্যথা করিতে ইচ্ছাকরে। এই প্রকার দ্বারকাস্থবিপ্রের দুরুক্তিশ্রবণে অর্জুন ঐ বিপ্রকুমারকে আনয়নার্থ বিদ্যাং আস্থায় অর্থাৎ সর্ব্বলোকগামিনী স্বাভাবিকী শক্তিকে অনুমোদন করত এই বিচার করিলেন এই জগদ্ধাত

জীব মৃত হইয়া যমালয় গমন করে অর্থাৎ জীবগণের সংযমনার্থ যমরাজ স্থূলদেহ হইতে অদৃশ্য সূক্ষ্মশরীরকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, অতএব যমস্থানে গমন করিলেই বিপ্রকুমার প্রাপ্ত হইব এই অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ সংযমনপুরে গমন করিয়া যমরাজকে বিপ্রকুমার মরণ বৃত্তান্ত কহিলেন। যমরাজ কহিলেন ঐ দ্বারকা ধামস্থ যাবদীয় জীবগণ আমার অধিকারস্থ নহে, কারণ তত্রস্থ শ্রীহরি, তাঁহার স্বরূপশক্তি বিলাস লীলা অস্মদাদির গোচর নহে। সেই ধাম সচ্চিদানন্দরূপ ইহা জ্ঞাত আছি তাহা নচিকেতাকেও উট্টঙ্ক করিয়াছি। যথা,

কঠবল্যাং। বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহ বান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতিত দ্বিষ্ণোঃ পরমংপদমিতি।

অস্যার্থঃ। অধ্বনঃ অর্থাৎসংসার গতির পার শ্রীবাসুদেবের ধাম ঐ দ্বারকাপুরী। এই বিষ্ণুশব্দে ব্যাপনশীল ব্রহ্ম (আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদত্মাহি পরমোহহরিরিতি বিষ্ণু পুরাণনিরুক্তেঃ) পরমাত্মা। আর সর্ব্বাশ্রয়ত্ব হেতু বসুদেবের পুত্র বাসুদেবাখ্য ইহাঁর পরমং, পরাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা মালক্ষ্মী রূপাঃ শক্তয়ো যস্মিন্ তৎপরমং পদং প্রকৃষ্টং স্থানং তদেবতত্ত্বং।

(ইহাও শাঙ্করী বৃত্তির সহিত পশ্চাৎ বিস্তারিত হইবেক।)

মৃত্যুনাম ধর্ম্মরাজ মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া মৃত বিপ্রকুমারকে প্রাপ্ত না হইয়া ঐ অর্জুন ঐন্দ্রীপুরে, ইন্দ্রস্থানে জিজ্ঞাসায় পূর্ব্ববৎ শ্রুত হইয়া সমুদ্র মধ্যে বারুণী পুরীতে বরুণের তাদৃশ বাক্য সকল দিক্‌পাল ভবনে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক কৈলাস

রসাতলাদি সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কাহার মুখে ঐ দ্বারকাধামস্থ বিপ্র কিম্বা বিপ্রকুমারের প্রসঙ্গও শ্রুত হইলেন না, সুতরাং ঐ ধাম মধ্যে স্বরূপশক্তি বিলাস লীলা কিপ্রকার হইতেছে ইহা কাহারো গোচর নাই ইহা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু বিপ্রকুমার-হারী শ্রীভূমাখ্যনারায়ণ। তিনি মনে বিচার করিলেন অধুনা নরাকৃতি পরব্রহ্ম চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইয়া পরমকরুণত্ব হেতু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ইন্দ্র বরুণাদির ধামে গমনাগমন লীলা করিতে-ছেন ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডের বাহির অতিদূর ঘন তমোনাম প্রকৃতির পার আমার এই বৈকুণ্ঠ ধাম এখানে আগমন করিবেন কি প্রয়োজনে, তবে বিপ্রার্থমাগমিষ্যতে (ইতি হরিবংশ বচনাৎ)। অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণার্থ অবশ্য আগমন করিবেন। এই মত মনে বিচার করিয়া দ্বারকাস্থ বিপ্রকুমারকে চৌর্য্য করেন। এই বৃত্তান্ত ব্রহ্মাণ্ডে যম ব্রহ্মাদি দেবগণ মধ্যে কেহই জ্ঞাত নহেন। অতএব ঐ দ্বারকা ধামে স্বরূপশক্তি বিলাস লীলাব্যঞ্জিত হইল। ঐ মহানারায়ণের চৌর্য্য লীলা কেবল এক নরাকৃতিপরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞাতা সুতরাং সর্ব্ববেদোক্ত সর্ব্বজ্ঞ পর-ব্রহ্ম ইহাঁকেই কহিতে হইবেক, আর ব্রহ্মাণ্ডের পার পরব্যোম-নাম ধাম গমনে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কাহারো শক্তি নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাতে সেই ধামে গমনাগমন করেন এবং তদ্ব্যতিরেকেও ঐ ধাম দর্শন করান। ইহাও ঐ সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তদনন্তর অর্জুন কুত্রাপি বিপ্রকুমারান্বেষণ প্রাপ্ত না হইয়া পুনর্দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক স্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া প্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতেছেন। যথা,

দর্শয়েদ্বিজপুত্রাংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মন।।
যেত্তেনঃকীর্ত্তিংবিমলাং মনুষ্যাস্থাপয়িষ্যন্তি।

অস্যার্থঃ। হে অর্জুন তুমি আপনাকে অবজ্ঞা করিহ না, আমি তোমার সখা, দ্বিজপুত্রগণকে দেখাইতেছি, যেহেতু তোমার এবং আমার এই কীর্ত্তি মনুষ্যাদি সকলেই স্থাপন করিবেক।

ইতিমধ্যে সেই বিপ্র ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আগত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ঐ বিপ্র আর অর্জুনকে লইয়া রথারূঢ় হইলেন। যথা,

দিব্যাশ্বং রথমারুহ্য প্রতীচীংদিশমাগমৎ।
সপ্তদ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্তসপ্তগিরীনথ।
লোকালোকংতথাতীত্যবিবেশ সুমহত্তমঃ।
তত্রাশ্বাঃ শৈবসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ।
তমসিভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ। তান্দৃষ্ট্বা
ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ। সহস্রা-
দিত্য সংকাশং সচক্রং প্রাহিণোৎপ্রভুঃ।।

অস্যার্থঃ। অপ্রাকৃত অশ্ব চতুষ্টয় যুক্ত অপ্রাকৃত রথে আরূঢ় হইয়া ঐ অর্জ্জুনকে সারথ্য কর্ম্মে নিয়োগপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন পথমধ্যে যেসকল অচিন্ত্যশক্তি ঘটিত লীলা অর্থাৎ সাগর সলিল স্তম্ভন পূর্ব্বক রথপথ প্রকাশনাদি পর্ব্বত সাগর সহ সম্বাদাদি করত লবণসমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া অন্য দ্বীপে রথ উপস্থিত হইল এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞায় সমস্ত সাক্ষাৎরূপী

হইয়া রথপথ প্রদান করিলেন এবং পর্ব্বতগণ তাদৃশ পথ প্রদান করিলেন এই প্রকারে মুহূর্ত্তমাত্রে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ লঙ্ঘন করিয়া লোকালোক নাম ব্রহ্মাণ্ড কটাহ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু ঐ কটাহ ছিদ্র না করিয়া রথ সহ তদ্বহির্গমন করিবায় সংপ্রতি সূক্ষ্মাচ্চতৎসূক্ষ্ম তরমিতিশ্রুতি সংপ্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃষ্ণ ও তৎপরিকরের অচিন্ত্যরূপত্ব সিদ্ধ হইল, এবং আকাশ স্তল্লিঙ্গাদিতি ব্রহ্মসূত্রও সুসঙ্গত হইল। ব্রহ্মাণ্ড কটাহা দ্বহিঃসুমহত্তমো নাম প্রকৃতিঃ অত্র মহান্ধকারে রথাশ্বগণ গমনে অশক্ত হইলেন। ঐ অশ্বগণের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদি যুক্ত। মহাযোগেশ্বরেশ্বর ইতি অত্র যোগেশ্বরাঃ শ্রীরুদ্রাদয়ঃ, তেষামপীশ্বরঃ শ্রীমন্নারায়ণঃ মহাযোগেশ্বরঃ, তস্যাপীশ্বরঃ মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। সহস্র সূর্য্যতুল স্বীয়চক্র প্রতি অনুমোদন করিবামাত্র ঐ চক্র রথাগ্রে চলিলেন।

তমঃসুঘোরং গহনংকৃতং মহদ্বিদারয়দ্ভূরি তরেণরোচিষা। মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং গুণচ্যুতো রামশরো যথাচমূঃ ॥

অস্যার্থঃ। সেই সুঘোর অন্ধকার প্রকৃতির পরিণামরূপ, অতএব মহদ্গাহনং, ঐ ভগবানের সুদর্শন নাম চক্র অতি ভূরিতর স্বীয়জ্যোতিদ্বারা ঐ সুঘোর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া মন হইতে বেগে ঐ প্রকৃতির পরিণামরূপ অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের বাণ রাক্ষস সেনা সমূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন॥

**দ্বারেণ চক্রানুপথেনতত্তমঃ পরংপরং জ্যোতি-
রনন্তপারং। সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্যফাল্গুণঃ
প্রতাড়িতাক্ষোঽপিদধেঽক্ষিণী উভে॥**

শ্রীধরস্বামিভিঃকৃতাটীকাচ। চক্রানুপথেনচক্রমনুগতেসদ্বারেণ তত্তমঃপরং তস্মাৎতমসঃপরং দূরেবর্ত্তমানং পরংশ্রেষ্ঠংভাগবতং জ্যোতিঃ সমশ্নুবানং ব্যাপ্নুবৎ অর্জুনঃ প্রসমীক্ষ্যপ্রতাড়িতাক্ষো নেত্রে ন্যমীলয়দিতি॥

অস্যার্থঃ। যেমন মন হইতে চক্রের বেগ. সেইরূপ বেগে ঐ রথ ঐ চক্রের অনুপথে সেই ঘোর অন্ধকার হইতে অতিদূরে অর্থাৎ জ্যোতির্ধামে গমন করিলেন। শ্রুত্যুক্ত পরংজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠজ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্ম তত্তু ভাগবতমিতি অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গ-চৈতন্যজ্যোতি তিনি অপার অর্থাৎ যে জ্যোতির পার নাই, অতএব অনন্ত ব্যাপক ইতি যাবৎ। সেই অপাদ, অপাণি, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অগোত্র, অনামেত্যাদিশ্রুত্যুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম, এখানে স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের অঙ্গচৈতন্যজ্যোতি সেই জ্যোতি দেখিয়া অর্জ্জুন চক্ষুর্ম্মুদ্রিত করিলেন॥

**ততঃপ্রবিষ্টঃসলিলংনভস্বতাবলীয়সৈজদ্বৃহ
দূর্ম্মিভূষণং। তত্রাদ্ভুতংবৈভবনংদ্যুমত্তমং
ভ্রাজন্মণিস্তম্ভ সহস্রশোভিতং॥**

অত্র টীকাচ। এজন্ত উচ্ছলন্তঃ বৃহন্তো মহান্ত ঊর্ম্ময়ো ভূষণং যস্য তং তত্র সলিলে ভবনং মহাকালপুরং দ্যুমত্তমং দ্যুতিমৎসু শ্রেষ্ঠং।

অস্যার্থঃ। সেই পরংজ্যোতি সন্নিধানে চিন্ময়সলিল চিন্ময়বায়ু কর্ত্তৃক সদা উচ্ছলিত, তাহাতে বৃহত্তরঙ্গরূপ ভূষণ

আছে। সেই জলে চিৎশক্তিবৃত্তিরূপ ভূমি নির্ম্মিত চিদাধার রূপা অদ্ভুত ভবন। যাবদীয় দ্যুতিমৎ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ, আর সহস্র মণিময় স্তম্ভ দ্বারা অতিসুশোভিত। মহাকালনাম ভগবানের অধিষ্ঠান॥

তস্মিন্মহা ভোগমনন্ত মদ্ভুতং সহস্র মূর্দ্ধন্য ফণামণি দ্যুভিঃ। বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষ ণোল্বণং শিতাচলাভং শিতি কণ্ঠ জিহ্বং।

অস্যার্থঃ। সেই মহাকালপুরে মহাদ্ভুত স্ফটিক পর্ব্বত সদৃশ শ্রীঅনন্তদেবের নীলকণ্ঠ ও নীলজিহ্বা বিশিষ্ট মহাবিপুল শরীর দ্বিসহস্র নেত্র এবং সহস্র মস্তকস্থ মণিগণে দেদীপ্যমান আছেন।

দদর্শ তদ্ভোগ সুখাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমং। সান্দ্রাম্বুদাভং সুপি শঙ্গবাসসং প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণং। মহামণি ব্রাতকিরীটকুণ্ডল প্রভাপরিক্ষিপ্ত সহস্রকুন্তলং। প্রলম্বচার্ব্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতং। সুনন্দ নন্দ-প্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈঃ চক্রাদিভির্মূর্ত্তিধরৈ র্নি-জায়ুধৈঃ। পুষ্ট্যাশ্রিয়া কীর্ত্ত্যজয়াখিলর্দ্ধিভি র্নিষেব্যমাণং পরমেষ্ঠিনাং পতিমিতি॥

অস্যার্থঃ। দেখিতেছেন সেই ভবনমধ্যে অনন্তদেবের শরীর সুখ আসন, তদুপরি বিভু মহাকাল নারায়ণ। তিনি

মহানুভব অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তমোত্তম। নিবিড় জলধর সদৃশ অঙ্গ আভা, সুন্দর পীতবসন পরিধান, সুপ্রসন্ন বদন, অতি মনোহর আকর্ণ নেত্র, মস্তকে মহামণি সমূহ ঘটিত কিরীট, ঐ কিরীট কুণ্ডলের প্রভায় সুশোভিত অসঙ্খ্য কুন্তল। আজানুলম্বিত সুচারু অষ্টভুজ, গলদেশে শোভিত কৌস্তুভমণি বক্ষ দক্ষিণভাগে শ্রীবৎস অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার শুক্লবর্ণ রোমাবলি, এবং বামভাগে সুবর্ণ রেখারূপ লক্ষ্মী চিহ্ন সুশোভিত। আর আজানু পর্য্যন্ত বনমালাতে আবৃত।

এইধ্যানে বর্ণিত হইলেন স্ফটিকাচলাভ অনন্তের শরীর যাঁহার আসন, তিনি মহাকাল নাম নারায়ণ। পুরুষোত্তমোত্তমমিতি। (পুরুষঃ জীবঃ তস্মাদপ্যুত্তমঃ তদন্তর্যামী, তস্মাদপ্যুত্তমং ভগবৎ প্রভাবরূপ মহাকাল শক্তিময়ং) পুরুষ শব্দে জীব, তাহাহইতে উত্তম তদন্তর্যামী গর্ব্ভোদশায়ী ব্রহ্মার পিতা তাহাহইতেও উত্তম ভগবৎ প্রভাবরূপ মহাকাল নারায়ণ অতএব ইনি পুরুষোত্তমোত্তম।

পূর্ব্বদর্শিত অনন্ত নাম সহস্রানন ইনি নরাকৃতি বলদেবের অংশ। এবং তদুপরি ঐ মহাকাল নারায়ণ ইনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। আর ঐ বৈকুণ্ঠ ধামস্থ সুনন্দ নন্দাদি পার্যদগণ শ্রীকৃষ্ণপার্যদযাদবগণের বিলাসরূপ। ও ঐ ধামস্থ পুষ্ট্যাদি স্বরূপশক্তিবৃত্তিমূর্ত্তিমতীগণ, দ্বারকাস্থ শ্রীরুক্মিণ্যাদিমহিষীগণের বিলাসরূপ।

ভাল, মহাকালকে কৃষ্ণের অংশ কি হেতুতে কহিতেছ?

উত্তর। যদি ঐ মহাকাল কৃষ্ণাংশ না হন তবে তদ্দর্শনার্থ তন্নগরস্থ বিপ্রবালক চৌর্য্য করেন কেন।

নন্নু, স্ব হইতে উত্তম পুরুষকে স্ব গৃহে দর্শনের নিমিত্তে স্বাভাবিক যত্ন হয়, ইহাতে মহাকাল কৃষ্ণের অংশ ইহা মান্য করিতে হয়, কিন্তু পূর্ব্বদর্শিত পদ্যে পরমেষ্ঠিনাং পতি মিত্যনন্তর পদ্যং। যথা,

ববন্দ আত্মান মনন্তমচ্যুতো জিষ্ণুশ্চতদ্দর্শন জাতসাধ্বসঃ। তাবাহভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুর্ব্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জ্জয়াগিরা। ৩২।

স্বামিব্যাখ্যা। ঊর্জ্জয়া ঊর্জ্জিতয়া গিরা। ৩২।

দ্বিজাত্মজামে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবিধর্ম্ম গুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণা ববনের্ভরা স্সুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তিমে। ৩৩। পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোক সংগ্রহং। ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা। ওমিত্যানম্য ভূমান মাদায় দ্বিজদ্বারকান্। ন্যবর্ত্তেতাং স্মকং ধাম সংপ্রহৃষ্টৌ যথাগতং। বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং তথা প্রভূ। নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ। যৎ কিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতং।

অত্র প্রথমপদ্যে মহাকাল দর্শনে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ঐ মহাকালকে বন্দনা করেন এবং তৎ সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলী হন আর অল্প হাস্য

পূর্ব্বক ঐ মহাকাল প্রগল্‌ভ বাক্যদ্বারা ঐ দুইকে আদেশ করেন। ৩২।

দ্বিতীয় পদ্যে আদেশ স্পষ্ট আছে তোমরা উভয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করিতে ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তে অবতীর্ণ হইয়াছ, শীঘ্র পৃথিবীরভাররূপ অসুরদিগকে সংহার করিয়া আমার এই মুক্তিস্থানে প্রেরণ করহ ইত্যাদিতে জ্ঞান হয় মহাকালের অংশ কৃষ্ণার্জ্জুন।

উত্তর। ঐ নরাকৃতিপরব্রহ্মের অতি মধুররূপ ও লীলা দর্শনার্থ যত্নশীল মহাকাল, যেহেতু দ্বারকাস্থ বিপ্রকুমারগণকে চৌর্য্য করেন ইহাতে ঐ মহাকালের অতিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ববন্দ ইত্যাদিতে তাদৃশ লীলা দর্শাইতেছেন। যথা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে।

কিঞ্চ যদি তস্য তৌ অংশৌ অভবিষ্যতাং তর্হি করতলমণিবৎ সদাসর্ব্বমেব পশ্যন্নসৌ তাবপি দূরতঃ পশ্যন্নেবাভবিষ্যৎ। তচ্চ যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেতি তদ্বাক্যেন ব্যভিচারিতং। যদিস্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ তদুপাস্থানৌ দর্শয়তি তেদৈব তেন তৌ দৃশ্যোয়াতা মিত্যানীতং চ। তথাচ সতি তয়ো দৃশ্যত্বাভাবাৎ অংশত্বং নোপপদ্যতে। এবমপি যত্তু বার্জ্জুনস্য তক্তোক্তিঃ প্রতাড়িতাগুক্ষত্বং তদ্দর্শনজাতসাধ্বসত্বং চ জাতং তত্রস্বয়মেব ভগবতা তত্তল্লীলারসৌপয়িকমাত্রশক্তেঃ প্রকাশনাৎ অন্যাস্যাঃস্থিতায়া অপিকুণ্ঠনাৎ ন বিরুদ্ধং। দৃশ্যতেচ। স্বস্যাপি ক্বচিদকৃতাদপিপরা ভবাদিকং। যথাত্রৈব তাবৎ স্বয়মেব বৈকুণ্ঠাদাগতানাং শুদ্ধচৈতন্যরূপাণাং অশ্বানাং প্রাকৃততমসা হদৃষ্টগতিত্বং। তদেবমেব শ্রীকৃষ্ণস্য তস্মিন্ ভক্তিভরদর্শনেনাপি অন্যথা নমস্তব্যং। শ্রীরুদ্রাদৌ শ্রীনারদাদৌচ তথাদর্শনাৎ। এবমত্র পরত্রাপি তদীয় লীলায়াং পূর্ব্বপক্ষোনাস্তি। তস্য স্বৈরাচরণত্বাৎ। অতস্তদীয় তাৎপর্য্যোত্থশব্দোত্থাবর্থাবেবমেব দৃশ্যেতে। তৎতাৎপর্য্যোত্থার্থো। যথা,

অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃস্বয়ং ভগবানপি যথা গোবর্দ্ধনমখলীলায়াং শ্রীগোপগণ বিস্মাপনকৌতুকায় কাংচিৎ নিজাংদিব্যমূর্ত্তিং প্রদর্শয়ন্ তৈঃ সমমাত্মানে-

বাত্মানং নমশ্চক্রে। তথৈ বাৰ্জ্জুনবিস্মাপনকৌতুকায় শ্রীমহাকালরূপে- ণৈবাত্মনা দ্বিজবালকান্ হারয়িত্বা পথিচ তংতং চমৎকারমনুভাব্য মহা- কাল পুরেচ তাংকামপি নিজাং মহাকালাখ্যাং দিব্যমূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা তেন সমং তদ্রূপ মাত্মানং নমশ্চক্রে তদ্রূপেণৈবসাৰ্জ্জুনমাত্মানং তথাব- ভাষেচ তদুক্তং তস্মৈনমো ব্রহ্মজনৈঃ সহচক্রেহত্মনাত্মন ইতিবৎ। অত্রাপি ববন্দ আত্মান মনন্ত মচ্যুত মিতি। অতএব শ্রীহরিবংশে। তৎ সমীপ জ্যোতি রুদ্দিশ্যাচার্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনৈবোক্তং মত্তেজস্তৎ সনাতন মিতি।

অথ শব্দোথোপ্যর্থোযথা। অথ মহাকাল বাক্যস্য দ্বিজাত্মজা ইত্যস্য যুবয়োর্যুবাং দিদৃক্ষুণাময়া দ্বিজ পুত্রামে মমতু ভুবি ধাম্নি। উপনীতা আনীতা ইত্যেকং বাক্যং বাক্যান্তর মাহ হে ধর্ম্মগুপ্ত্যৈকলাবতীর্ণৌ কলা অংশা তদ্যুক্তাববতীর্ণৌ মধ্যপদলোপীসমাসঃ। কলায়া মংশ লক্ষণে মায়িক প্রপঞ্চেহবতীর্ণৌবা। পাদোহস্য বিশ্বাভূতানীতি শ্রুতেঃ। ভুয়ঃ পুনরপি অবশিষ্টান্ অবনের্ভরাসুরান্ হত্বা মে মম অন্তি সমীপ মাগচ্ছন্ত তে যুবাং ত্বরয়েতং ত্বরয়তং। অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়ত মিত্যর্থঃ। তদ্গতানাং মুক্তি প্রসিদ্ধেঃ। মহাকালপুর জ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরত শ্রেষ্ঠ মত্তেজ স্তৎ সনাতনং। প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগ বিদুত্তমা ইতি। শ্রীহরিবংশে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিশ্চ ত্বরয়েত মিতি প্রার্থনায়াং হেতু নিজজনস্য লিপ্তিরূপং। অন্তীত্যব্যয়াচ্চ- তুর্থ্যালুক্। চতুর্থীচ এধোভ্যোব্রজতীতিবৎ। ক্রিয়ার্থোপি পদস্যচ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাৎ। কটং কৃত্বা প্রস্থাপয় ইতি বদুভয়োরেকেনৈব কর্ম্ম- ণান্বয়ঃ প্রসিদ্ধ এবতস্মাদেষ এবার্থঃ স্পষ্টোহকষ্টো ভবতি। অর্থান্তরেতু সম্ভবত্যেকপদত্বে পদচ্ছেদঃ কষ্টায় কল্পেত তথা আহহ্বাদিত মিত্যত্রা- গচ্ছত মিতি ব্যাখ্যান মুজ্যেত। পূর্ণকামামিতি। নকেবল মেতদ্রূপেণৈব যুবাং লোকহিতায় প্রবৃত্তৌ অপিতু বৈভবান্তরেণাপীতি স্তৌতি। পূর্ণেতি স্বয়ংভগবত্ত্বেন তৎসখত্বে নচ ঋষভৌসর্ব্বাবতারাবতারিশ্রেষ্ঠাবপি পূর্ণকামা- বপিস্থিত্যৈ লোক রক্ষণায় লোক সংগ্রহং লোকেষু স্বধর্ম্ম প্রচারণ হেতুকং ধর্ম্মমাচরতাং কুর্ব্বতাং মধ্যে যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ইত্যনয়োরন্যাংশত্বেন বিভূতিবন্নির্দ্দেশঃ। উক্তং চৈকাদশে ষোড়শে শ্রীভগবতা বিভূতি কথনে

এব নারায়ণো মুনীনাং চেতি ধার্ম্মিক মৌলিত্বাৎ দ্বিজপুত্রার্থ মবশ্য মেষ্যত ইত্যতএব ময়া তথাব্যবসিত মিতি ভাবঃ। নিশাম্য বৈষ্ণবংধাম পার্থঃপরম বিস্মিতঃ। যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাংমেনে কৃষ্ণানুভাবিতমিতি। অত্র মহাকালানুভাবিত মিতিতু নোক্তং। অনুকম্পিত মিতিপাঠেতু মহাকাল মনোঽনুরূপং কৃষ্ণেনৈ অনুকম্পিত মিতি। এবমেব সংচেতি লক্ষণো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শিতং।

দর্শিত সন্দর্ভের অর্থঃ। (কিঞ্চ যদি তস্য তৌ অংশমিতি) যদি ঐ মহাকালের অংশ কৃষ্ণার্জ্জুন হন, তবে তাঁহারা অতিদূর থাকাতেও তাঁহার করতলস্থ মণির ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টিগোচর থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং তাঁহাকে ঐ দুই সুমধুরৰূপ দেখাইলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন এবং যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণেতি মহাকালের এই বাক্যে ঐ সম্ভাবনার ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যথা হইল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সাক্ষাৎ দর্শনে সমর্থাভাব হেতু কৃষ্ণ তাঁহার অংশ ইহা কদাচ সম্ভবে না। কিন্তু ঐ মহাকাল অতিদূরে থাকাতেও তাঁহার ঐ চৌর্য্যকর্ম্ম এক কৃষ্ণই জ্ঞাতা, হইতে কৃষ্ণের করতলস্থ মণির ন্যায় মহাকাল ইহা সিদ্ধ হইল। এবং ঐ মহাকালহইতে কৃষ্ণের অধিক শক্তিত্ব হেতু পূর্ণত্ব উপপন্ন হইল। অতএব ঐ মহাকাল কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণ অংশী অর্থাৎ পরমদেব ইহাই দৃষ্টি করিয়া শ্রীগোপালতাপনী কহিতেছেন কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবত মিতি।

(এবমপি যত্তু বার্জ্জুনস্য তজ্জ্যোতিঃ প্রতাড়িতাক্ষত্বং)

ঐ মহাকালপুরে গমন কালে তদ্ধামজ্যোতি দর্শনে অর্জ্জুনের চক্ষুমুদ্রণ। আর (তদ্দর্শন জাত সাধ্বসত্ব) ঐ মহাকালকে দর্শনে অর্জ্জুনের সভয়ত্ব। এবং উভয়েই তাঁহাকে যে বন্দনা

করেন এইস্থানে স্বয়ং ভগবান্ সেই ২ লীলারসের উপায় মাত্র শক্তিকেই প্রকাশ করেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তি থাকাতেও লীলার সপুষ্টির নিমিত্ত কোন ২ শক্তি কুণ্ঠিত হন, ইহাতে তাঁহার কোন হানির আশঙ্কা নাই। যেমন তাঁহার যুদ্ধলীলায় অকৃত অর্থাৎ শাল্বদৈত্যাদির নিকটপরাভব। এবং বৈকুণ্ঠহইতে আগত ভগবানের শুদ্ধচৈতন্যরূপ যে সকল অশ্বগণ প্রাকৃত সুমহত্তম কর্ত্তৃক তাহাদিগের দৃষ্টি-গতি রাহিত্য। ইহাতে তাঁহার ঐ পরাভব হওয়া এবং তাঁহার ঐ অপ্রাকৃত অশ্বগণের স্বয়ং চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময়ত্বেও তাহা-দিগের যে দৃষ্টিগতি রাহিত্য ইহা কেবল তাঁহার লীলাশক্তির প্রাধান্য হেতু। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ঐ মহাকালে সমূহ ভক্তি দর্শনে তাঁহার অংশ কৃষ্ণ ইহা কদাচ মান্য নহে। যেহেতু প্রাকৃত গুণাবতার শ্রীরুদ্রাদিতে ও শ্রীনারদাদিতেও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভক্তি দেখিতেছি। তিনি যখন যেমত ইচ্ছা করেন তখন সেইমত লীলা করেন তাঁহার অভিপ্রায় আর কাহারো বুদ্ধির গোচর নহে, যেহেতু তাঁহার সকলই অচিন্ত্য এই হেতু তাঁহার কোন লীলায় পুর্ব্বপক্ষ নাই।

(অতস্তদীয়েতি) শ্রীকৃষ্ণের মহাকালপুর গমন লীলাপ্রক-রণের তাৎপর্য্যোত্থিত অর্থ এক, আর শব্দোত্থিত অর্থ এক, এই দুই প্রকার অর্থ গোচরহইতেছে।

সেই তাৎপর্য্যোত্থিত অর্থ এই,

সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ঐ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজমণ্ডলে গোবর্দ্ধন মহোৎসবে গোপগণের বিস্মাপন কৌতুকের নিমিত্তে ঐ গোবর্দ্ধনোপরি স্বকীয় দিব্যমূর্ত্তি ঐ গোপগণেরনয়ন গোচর

করান, এবং ঐ সকল গোপগণের সহিত আপনিও ঐ মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন। সেইরূপ অর্জ্জুনের বিস্মাপন কৌতুকের নিমত্তে আপনি ঐ মহাকাল দ্বারা দ্বিজবালকগণকে অপহরণ করাইয়া তন্নগর গমন পথ মধ্যে সেই সেই চমৎকার লীলা দর্শাইয়া ঐ মহাকাল পুরে মহাকাল নাম স্বকীয় দিব্য মূর্ত্তি দর্শাইয়া অর্জ্জুনের সহিত আপনাকে আপনি প্রণাম করেন।

ঐ গোবর্দ্ধন মহোৎসবের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। যথা, শ্রীদশমে। তত্ত্বক্তমিতি। তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রে হ্যাত্মনাত্মন ইতি।

ভাল! গোবর্দ্ধন মহোৎসব যাদৃশ প্রমানিত হইল মহাকাল বিষয়ে তাদৃশ প্রমান কি?

উত্তর। ঐ মহাকালের সমীপস্থ জ্যোতিকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন। যথা, শ্রীহরিবংশে।

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যমহদ্যদ্দৃষ্ট বানসি। অহংস ভরত শ্রেষ্ঠ মত্তেজ স্তৎ সনাতনং॥

অস্যার্থঃ। যে জ্যোতিকে মহাকালের জ্যোতি মানিয়াছ সেই পরংজ্যোতি মত্তেজঃ অর্থাৎ আমার অঙ্গের জ্যোতি। আর অহং স এই স শব্দে মহাকাল সেও আমি।

সুতরাং শ্রীহরিবংশবচনে ঐ মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ' কৃষ্ণ অঙ্গী, ইহা প্রমাণিত হইল। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যোত্থিত, অর্থকে দর্শাইলাম।

অধুনা শব্দোত্থিত অর্থ দর্শাইতেছি।

মহাকাল বাক্যস্য দ্বিজত্মজা ইত্যস্য। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি মহাকাল কহিতেছেন। হে ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ! অর্থাৎ

ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তে কলাবতীর্ণৌ। কলা, অংশগণ তদ্যুক্ত, অবতীর্ণ। অথবা কলাশব্দে অংশ অর্থাৎ মায়িক প্রপঞ্চ-তদ্গোচরে অবতীর্ণৌ। এই অংশ শব্দে মায়িক প্রপঞ্চ তৎ প্রমাণ মন্ত্রবর্ণ শ্রুতি। যথা পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি।

এই পাদ শব্দে ভগবানের এক পাদ বিভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড তন্মধ্যে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ। এবং কলাশব্দেশক্তিকেওকহা-যায়। তথাহি শ্রুতি শ্রীভূমিভ্যাং শক্তিভ্যাংসহিতায় সহস্রাদিত্য কুণ্ডলায়েতি। দ্বারকায় এই দুইশক্তি শ্রীশব্দে রুক্মিণী ও ভূমি শব্দে সত্যভামা তত্র ভূম্যংশ শ্রীদ্রৌপদী। এতদ্রূপ কলারসহিত অবতীর্ণ তোমরা দুই মনুষ্যাকৃতি ভগবান্। এই আমার ধামে মনুষ্যাকারের সুমধুররূপ ও লীলা স্বনয়নেদর্শনকরিবার নিমিত্ত দ্বিজপুত্রগণকে আমার ভুবি অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠধামে আন-য়ন করিয়াছি। যদর্থে দ্বিজপুত্রগণ আনয়ন তাহা সফল হইল। (ভূয়ঃ পুনরপি) অধুনা অবনীর ভাররূপ অসুর-গণ আমার সমীপে আগমন হেতুপ্রতি ত্বরয়তং অর্থাৎ অতি সীঘ্র স্বধামে গমন করত তাহাদের হনন পূর্ব্বক আমার সমীপস্থ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি প্রদানে সত্বর হও। কিন্তু মহাকাল কর্ত্তৃক এই আদেশ প্রকার প্রার্থনাতেও শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন স্তুতিবিষয়ী ভূত হইলেন। যেহেতু অরিহত করিয়া মুক্তিদানে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কাহারো ক্ষমতা নাই। ইহাতে ঐ মহাকাল ঐ অসুরগণের মুক্তি নিমিত্তে সত্বর হওনের প্রার্থনা করিলেন।

ঐ মহাকাল সমীপ গত অসুরদিগের মুক্তি প্রসিদ্ধ ঐ প্রক-রণে শ্রীহরিবংশে শ্রীঅর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। যথা,

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্দৃষ্টবানসি।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনং।

অস্যার্থঃ। যে অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মসনাতন, সে আমার ধামের জ্যোতি। আর ঐ স শব্দে মহাকাল সেও আমি। আমার সাক্ষাতে মৃত অসুরগণ ঐ জ্যোতি প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং অসুরগণের মুক্তিজন্য সত্বর হওনে মহাকাল বাক্যে ত্বরয়েত মিতি প্রার্থনাতেই সঙ্গত। অর্থান্তরেতি অর্থাৎ যাহারা ঐ মহাকালোক্ত পদ্যের অর্থান্তর করেন, তাহাতে ত্বরয়েতং এই একক্রিয়াপদে পদচ্ছেদে অর্থাৎ পদদ্বয় করিলে কষ্টকল্পনা হয়। তথাপি আঙপূর্ব্বক না থাকিলে ঐ পদচ্ছেদে ইতং ইতাত্র আগচ্ছতং এই ব্যাখ্যা কদাচ যুক্ত হয় না।

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌলোক সংগ্রহং। অস্যার্থঃ। ন কেবল মিতি, কেবল অধুনা লোকহিতের নিমিত্তে এইরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছ এমত নহে, চিরকাল লোকহিতের নিমিত্তে অবতার করিতেছ। পূর্ণেতি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ম্ভগবত্তাতে আর অর্জ্জুনের তৎসখত্বতে তোমরাই পূর্ণ ভগবান্। পূর্ব্বলোক হিতাবতার শ্রীনরনারায়ণঋষিহইতেও ঋষভৌ অর্থাৎ তোমরা দুই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ঐ নরনারায়ণ পরম তপস্বিরূপ, তদ্দর্শনে অসুরদিগের কোনহিত হয় নাই। কিন্তু তোমাদিগের কর্ত্তৃক হত হওয়াতে ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ঐ প্রকৃষ্ট শান্ত মূর্ত্তি শ্রীনরনারায়ণহইতেও তোমরা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ সর্ব্বাবতারগণের অবতারী। পূর্ণকামাবপি অর্থাৎ স্বপ্রয়োজন শূন্য হইয়াও লোক রক্ষণের নিমিত্তে লোকে সেই ধর্ম্ম প্রচারণ হেতুক ধর্ম্মা-

চরণ• করিতেছ। এই হেতু তোমাদিগের সর্ব্বহিত কারিত্ব জ্ঞাত হইয়া বিপ্রকুমারগণকে আনয়ন করিয়াছি। যেহেতু ব্রহ্মণ্য দেব ব্রাহ্মণহিত জন্য অবশ্য আগমন করিবেন। এবং ধর্ম্ম প্রচারকাবতারগন মধ্যে তোমরা উভয়ে নরনারায়ন অর্থাৎ তোমাদিগের দুই মুর্ত্তিতে মুর্ত্তিপুত্রদ্বয় প্রবিষ্ট আছেন।

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা। ও মিত্যানম্য ভূমান মাদায় দ্বিজদারকান। অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন উক্ত প্রকার মহাকাল কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আদায় দ্বিজদারকানিতি, অত্র মহাকাল শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রণামাদি লক্ষণ নরলীলা মাধুর্য্য দর্শনে পরমানন্দ হেতুক ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, তোমাদিগের উভয়ের নরলীলা মাধুর্য্য দর্শনার্থ বিপ্রকুমারদিগকে আমার নগরে আনয়ন করিয়াছিলাম, অধুনা আমারমনোরথ সিদ্ধ হইল। দ্বারকাস্থ সেই বিপ্রকুমারগণকে গ্রহণ করহ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সেই বিপ্রেরসহিত রথারোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় আগত হইলেন।

শ্রীহরিবংশে। ততোহস্মাৎদ্বারকাং প্রপ্তঃ ক্ষণেন নৃপসত্তম। অসং প্রাপ্তেহর্দ্ধ দিবসে বিস্মিতোহহং ততঃপুনঃ। সপুত্রং ভোজয়িত্বাভু দ্বিজংকৃষ্ণোমহাযশাঃ। ধনেনতর্পয়িত্বাচ গৃহং প্রস্থাপয়ত্তদা।

অস্যার্থঃ। ক্ষণমাত্রে মহাকালপুরহইতে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণভোজন প্রাক্‌কালেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আগমন করিয়া

ব্রাহ্মণগণ সহ পুত্র চতুষ্টয়ের সহিত ঐবিপ্রকে ভোজন করাইয়া বহুধন দান দ্বারা মহাতৃপ্তিযুক্ত করিবায় তাহারা স্বগৃহেয়া গমন করিলেন। তদনন্তর যাবদীয় যদুগণ সহিত কৃষ্ণার্জ্জুন ভোজন করিলেন। তৎপরে সুখোপবেশনানন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রতি অর্জ্জুন কহিতেছেন।

অর্জ্জুনউবাচ।

কথং সমুদ্রঃ স্তব্ধোদঃ কৃতস্তে কমলেক্ষণ।
পর্ব্বতানাংচবিবরং কৃতংতে কথমচ্যুত।
তমস্তচ্চ কথংঘোরংঘনং চক্রেণ পাটিতং।
তচ্চযৎপরমংতেজঃপ্রবিষ্টোসি কথংচতৎ।
কিমর্থংতেনতেবালা স্তদাচাপহৃতাঃ প্রভো।
যচ্চতে দীর্ঘমধ্বানং সংক্ষিপ্তং তৎকথংপুনঃ।
কথংচালেপন কালেন কৃতংনস্তদাগতাগতং।
এতৎসর্ব্বংযথা বৃত্ত মাচক্ষ্বমম কেশব।

শ্রীবাসুদেবউবাচ।

মদ্দর্শনার্থং তেবালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থ মেষ্যতে কৃষ্ণোনাগচ্ছেদন্যথেতিহ।
ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যংমহৎ যদ্দৃষ্টবানসি।
অহংস ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজ স্তৎসনাতনং।
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাহব্যক্তা সনাতনী।
তাং প্রবিশ্যভবন্তীহমুক্তাযোগবিদুত্তমাঃ।
সাসাংখ্যানাংগতিঃপার্থযোগিনাংচতপস্বিনাং

তৎপদং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তৎপরমং তেজোজ্ঞাতুমর্হসিভারত।
সমুদ্র স্তুষ্কতোয়োঽয় মহং স্তম্ভয়িতা জলং।
অংহতে পর্ব্বতাঃসপ্ত যে দৃষ্টাবিবিধাস্ত্বয়া।
পঙ্কভূতংহি তিমিরং দৃষ্টবানসি যদ্ধিতৎ।
অহংতমো ঘনীভূত মহমেবচ পাটকঃ।
অহংহিকালোভূতানাং ধর্ম্মশ্চাহংসনাতনঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌমহীশৈলাঃ সরিতশ্চসরাংসিচ।
চতস্রশ্চদিশঃ সর্ব্বা মমৈবাত্মা চতুর্ব্বিধঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মৎপ্রসূতং চাতুরাশ্রম্যমেবচ।
চাতুর্ব্বিদ্যস্য কর্ত্তাহমিতি বুধ্যস্ব ভারত।

শ্রীঅর্জ্জুনউবাচ।

ভগবান্সর্ব্বভূতেশ বেত্তুমিচ্ছামি তেপ্রভো।
পৃচ্ছামিত্বাং প্রপন্নোঽহংনমস্তে পুরুষোত্তম।

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চৈব তপঃ সত্যংচ ভারত।
উগ্রো বৃহদনুশ্চৈব মত্তস্তদ্বিদ্ধি পাণ্ডব।
প্রিয়স্তেঽহংমহাবাহোপ্রিয়োমেঽসিধনঞ্জয়।
তেনতেকথয়িষ্যামি নান্যথা বক্তুমুৎসহে।
অহং যজূংষি সামানি ঋচশ্চাথর্ব্বণানিচ।
ঋষয়োদেবতা যজ্ঞা মন্ত্রেজ্ঞো ভরতর্ষভ।
পৃথিব্যাবায়ূরাকাশ মাপোজ্যোতিশ্চপঞ্চমং।

চন্দ্রাদিত্যা বহোরাত্রাঃ পক্ষামাসাস্তথর্ত্তবঃ।
মুহূর্ত্তাশ্চ কলাশ্চৈব ক্ষণাঃ সম্বৎসরাস্তথা।
মন্ত্রাশ্চবিবিধাঃপার্থযানিশাস্ত্রাণিকানিচিৎ।
বিদ্যাশ্চ বেদিতব্যাশ্চ মত্তঃপ্রাদুর্ভবন্তিবৈ।
মন্ময়ং বিদ্ধি কৌন্তেয় ক্ষয়ংসৃষ্টিংচভারত।
সচ্চাসচ্চ ময়ৈবাত্মা সদসচ্চৈব মৎপরমিতি।

অর্জ্জুনউবাচ।

এবমুক্তোঽহস্মিকৃষ্ণেন প্রীয়মাণেন ভারত।
তথৈবচমনোনিত্য মভবন্মে জনার্দ্দনে।
এবং শ্রুতংচ দৃষ্টংচমাহাত্ম্যং কেশবস্যমে।
যন্মাংপৃচ্ছসিরাজেন্দ্র ভূয়শ্চাতোজনার্দ্দনে।

এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের ঐসকল অলৌকিক ব্যাপার অর্থাৎ ক্ষণমাত্রে দ্বারকা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তমোনাম প্রকৃতির পার মহাকাল নগরে ও তথা হইতে পুনঃদ্বারকায় গমনাগমন এবং পথ মধ্যে যেসকল অচিন্ত্যশক্তি ঘটিত লীলা দৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্জ্জুন তাহাই প্রশ্ন করিতেছেন, যথা

কথং সমুদ্রস্তব্ধোদ ইত্যাদি। অর্থাৎ অতলস্পর্শসমুদ্রজল স্তব্ধ ইত্যাদি কিরূপে করিলেন?

তাহাতে ভগবান্ কহিতছেন। (মদ্দর্শনার্থং তেবালা ইত্যাদি) আমি নরাকার গূঢ় পরংব্রহ্ম আমার এই সুমধুররূপ ও লীলা দর্শনার্থ মৎপুরস্থ বিপ্রবালকদিগকে সেই মহাকাল-নারায়ণ হরণ করেন। আর অনেক শ্রুতিগণ আমার অচিন্ত্যরূপকে কহিবার বাসনায় প্রপঞ্চবস্তুমাত্র আর তদ্ঘটিত

রূপের নিষেধ করিতে আপাণি অপাদ ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। আর কোন শ্রুতি চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-বিহীন চিন্মাত্রজ্যোতি অনাকার ব্রহ্ম তেজোময় কহেন, সেই ব্রহ্ম আমি অর্থাৎ (মত্তেজঃ) আমার এই অঙ্গের পরংতেজ, সনাতন অর্থাৎ নিত্য আছেন।

আর প্রকৃতি ভগবদ্ধামের সুদূর বর্ত্তিত্বহেতু বহিরঙ্গা। ঐ প্রকৃতিও সনাতনী ইহাকে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি অজা কহিয়াছেন। যথা,

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং প্রজাঃবহ্বীঃ সৃজতীং সরূপাঃ। অজোহ্যেকোজুষমাণোহনুশেতে অজোহ্ন্যো ভুক্তভোগাংজহাতীতি। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশ ইতিচ॥

অস্যার্থঃ। অজা অর্থাৎ সনাতনী। এক অজ বদ্ধজীববর্গ অর্থাৎ বহিরঙ্গ মায়াগুণকার্য্যরূপেস্বকর্ম্ম ফলোপভোক্তা। তত্রৈব শেতে অর্থাৎ স্বরূপাবরণ হেতুক মায়াগুণকার্য্যে নিমগ্ন আছেন।

অন্যো, মুক্তজীববর্গ। ভুক্ত ভোগাং অর্থাৎ বদ্ধজীববর্গ কর্ত্তৃক ভোগ্যা অজাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিধামে হরিসেবায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন আছেন। এই উভয়েরই স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। অজানামপ্রকৃতি ঘন ঘোরান্ধকাররূপা, স্বভাবত জড়া। ঈশ্বরানুমোদনে বদ্ধ জীববর্গের ত্রিবিধ উপাধি অর্থাৎ রজোগুণ উপাধিকে লোহিত বর্ণ, সত্বগুণ উপাধিকে শুক্লবর্ণ, ও তমোগুণ উপাধিকে কৃষ্ণবর্ণ কহিয়াছেন। এই সকল উপাধি ঈশ্বরেক্ষণে ঐ অজাপ্রকৃতি সৃজনে সক্ষমা হয়েন। দর্শিত

হরিবংশে, প্রকৃতিঃ সা মম পরা ইতি। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন ঐ প্রকৃতি আমার শক্তি। এবং প্রকৃতিগুণ কার্য্য বিচিত্র বিকারাত্মক বিশ্বগত যাবদীয় বস্তুমাত্র আমা হইতে হইয়াছে এবং সেই সকল আমি।

ভাল। যদি প্রকৃতিগুণ কার্য্য যাবদীয়বস্তু তাঁহাহইতে হই-য়াছে এবং সেই সকল তিনি। তবে ঐ কৃষ্ণকে ঐ প্রকৃতিগুণ স্পর্শ শূন্য কহিব কি প্রকারে?

উত্তর।

বেদান্তে চতুঃসূত্রীয়ে সূত্রং। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ১।

দ্বিতীয় সূত্রংচ। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২।

অত্রৈব শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যে। তস্মাজ্জন্মাদি সূত্রং নানুমানোপন্যা-সার্থং কিং তর্হি বেদান্ত বাক্যপ্রদর্শনার্থং কিং পুনস্তদ্বেদান্তকবাক্যং যৎ সূত্রেণ ইহলিলক্ষয়িষিতং ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতর মুপসসার অধীহি-ভগবোব্রহ্মেত্যুপক্রম্যাহ যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। তস্যচ নির্ণয় বাক্যং আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তীতি। অন্যানি অপি এবংজাতীয়কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তসর্ব্বজ্ঞস্বরূপকারণবিষয়াণি উদাহর্ত্তব্যানি। জগৎ কারণংতু প্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তং তদেব দ্রঢ়য়ন্নাহ। ২।

শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি। ৩।

অস্যার্থঃ। তস্মাজ্জন্মাদীতি। দর্শিত সূত্রভাষ্যে নিরীশ্বর প্রকৃতিকারণবাদিদিগেরমতে কেবল অনুমানমাত্র প্রমাণ ঐ-সূত্র তদ্বিষয়ক নহে। তবে কি?

উত্তর। বেদান্তবাক্য প্রদর্শনার্থং অর্থাৎ কেবল বেদান্ত বাক্য প্রদর্শনের নিমিত্তে।

সেই বেদান্তবাক্য কি যাহাকে ঐসূত্রে লক্ষ করিতেছেন? তদ্বাক্য দর্শাইতেছেন। ভৃগুর্বৈ ইতি, বরুণের পুত্র ভৃগুমুনি পিতারসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতেছেন। হে ভগবঃ, আমাকে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষৎ অধ্যয়ন করাও।

বরুণ কহিতেছেন। যাঁহাহইতে এই বিশ্বগত প্রানিদিগের দেহেন্দ্রিয়াদি জন্মিয়াছে, এবং যৎকর্ত্তৃক জাত হইয়া জীবন্তি অর্থাৎ স্বস্বকর্ম্ম ফলোপভোগ করিতেছেন। প্রলয়ে যে ব্রহ্মে-তেই প্রবেশ করিতেছেন। সেই বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করহ, তিনীই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিচিত্র বিকারের সমন্ধ গন্ধ নাই। এই তটস্থ লক্ষণে বিভূচৈতন্যগুণক ব্রহ্ম-লক্ষিত হইলেন।

তস্যচ নির্ণয় বাক্যমিতি, তাহার স্বরূপ লক্ষণ কহিতেছেন। (আনন্দাব্ধোবেতি) আবন্দ ইত্যুপলক্ষণ সত্যং বিজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতি সামান্যাৎ।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাহইতে এই বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গ প্রবাহের ন্যায় পূনঃপুনঃ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতির অনুরোধে।

অন্যান্যপীতি, অর্থাৎ এবংজাতীয় যাবদীয় বেদান্তবাক্য সমন্বয়ে নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধসর্ব্বজ্ঞস্বরূপ জগৎ কারণ বিষয়ে উদাহৃত হইবেন। এই প্রকরণে বিচিত্র বিকারাত্মক বিশ্বের কারণ হইয়াও নিত্য মুক্ত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ইহা

অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি যোগ ব্যতিরেকে কদাচ সম্ভব নহে। ইহাই শ্রীশঙ্করাচার্য কৃতভাষ্যের হার্দ্দ সংপ্রতিপত্তি। ২।

শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি তৃতীয় সূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন পরব্রহ্ম মহদ্ভূতসংজ্ঞ পরমার্থসত্যবস্তু। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ইহা অগ্রেপ্রমাণিত করিব।

অধুনা শ্রীভাগবতে মহাকালোপাখ্যানে এবং শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণমুখোদিত বচনগণে তৃতীয় সূত্রভাষ্যস্থ মাধ্যন্দিন শ্রুতি, অরেঽস্য মহতোভূতস্যেত্যাদি শ্রুতির অর্থ শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ মুখোদিত বচনগণে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ইহা প্রস্ফুট হইল।

ননু দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে সূত্রং। কৃৎস্নপ্রক্তি নিরবয়ত্ব শব্দকোপোবা। ২৬।

এই সূত্র ভাষ্যে নিরবয়বব্রহ্ম ইহাই অবধারিত হইয়াছে।

উত্তর যাহারা শাঙ্করভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নিরবয় কহিয়া থাকেন তাঁহারা ভাষ্যাভি প্রায় কিছুই বুঝেন নাই শাঙ্করভাষ্য সমদায় শ্রীভাগবতানুসারে সিদ্ধান্ত। সূত্রং।

কৃৎস্নপ্রশক্তির্নিরবয়শব্দকোপোবা। ২৬।

শাঙ্করভাষ্যঞ্চ চেতন মেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মক্ষীরাদি বদ্দেবতাদি বচ্চানপেক্ষবাহ্য সাধনং স্বয়ং পরিণমমানং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং। শাস্ত্রার্থ পরিশুদ্ধয়েত্ত পুনরাক্ষিপতি কৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামং প্রাপ্নোতি নিরবয়ত্বাৎ যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভি ভবিষ্যৎ ততোঽস্যৈকদেশঃ পর্য্যণংস্যত একদেশশ্চবাস্থাস্যেত নিরবয়বস্তু ব্রহ্মশ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃপুরুষঃ সবাহ্যভ্যান্তারোহ্যজঃ ইদং মহদ্ভূত মনন্তমপারং

বিজ্ঞানঘন এব সত্রয নেতি নেত্যত্মা হস্থূল মনন্বিত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধযিত্রীভ্যঃ। তত শ্চৈকদেশপরিনামা সম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিনামপ্রসক্তৌ সত্যং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যত দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যং চাপন্নং অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কামস্য। তদ্ব্যতিরিক্তস্যচ ব্রহ্মণো হভাবাৎ অজত্বাদিশব্দ ব্যাকোপশ্চ অথৈতদ্দোষ পরিজিহীর্ষষা সাবয়বমেব ব্রহ্ম অভ্যুপগম্যেত তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃশব্দা উদাহৃতাঃ তেকুপ্যেযুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্ব প্রসঙ্গ ইতি সর্ব্বথাহয়ং পক্ষো নঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তুশব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

নম্ব ত্রভাষ্যে দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃপুরুষ ইদংমহদ্ভূতং এই দুই শব্দে যশোদাস্তনন্দয় কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ইহা কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা দর্শাইয়া আমার সন্দেহ ছেদন করহ।

তর্হিদর্শ্যতে। শ্রীদশমে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীতমিরুবাচ॥ নমো ভগবতেতুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে। পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায়তে নমঃ॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকাচ। ভগবতে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায়। কুতঃ বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাশ্রয়ায়। অতএব বিষ্ণবে ব্যাপিনে। নহি সর্ব্বভূতাশ্রয়ত্বং পরিচ্ছিন্নস্য সম্ভবতীতি। কুতঃ সর্ব্বাশ্রয়ত্বং। পুরুষায় সর্ব্বস্মাৎ কার্য্যকারণাৎ পূর্ব্বমেবসতে। পূর্ব্বমেবাহমিহাস মিতি তৎপুরুশস্য পুরুষত্ব মিতি শ্রুতেঃ। এতদপিকুতঃ আদিবীজায় আদে র্জগৎ কারণস্যাপি কারণায়। এবমপিনমৃদাদিবজ্জাড্য মিত্যাহ পূর্ণবোধায়েতি চৈতন্যমাত্রঘনায়েত্যর্থঃ ॥ ২১॥ ভাষ্যস্থ পুরুষশব্দের অন্যার্থ যুক্ত নহে।

এবংপ্রথমস্কন্ধেশ্রীবেদব্যাসংপ্রতিশ্রীনারদো-
ক্তিষু আকাশলিঙ্গভগবদক্ত পদ্যগণ মুক্ত্বা
শ্রীনারদোক্ত পদ্যং। যথা এতাবদুক্তোপ-
ররামতন্মহদ্ভুতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরং।
অহঞ্চতস্মৈমহতাং মহীযসে শীর্ষ্ণাবনামং
বিদধে হনুকম্পিতঃ॥ ২৫॥

টীকাচ। তৎপ্রসিদ্ধং মহদ্ভুতং। অস্যমহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ কীদৃশং ঈশ্বরং নিরুপাধিকমৈশ্বর্য্যং যস্যেতিতৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃ। নভসি লিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য তন্নভোলিঙ্গং সন্নিহিতমপি নলিঙ্গ্যত ইত্যলিঙ্গং অত্র আকাশস্তল্লিঙ্গা দিত্যাদি ন্যায়োর্থোঽপিসঙ্গমিতঃ। তস্মৈ অদৃষ্টায়। মহতাং মহীযসে বিষ্ণোস্তু ত্রীনি রূপানি পুরুষা ন্যায়াথো বিদু। একন্তুমহত স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ংত্বণ্ড সংস্থিতং তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থংতানিজ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। ইতিস্মৃতেঃ। এষামপি মহীয়সে লীলাপুরুষোত্তমায়েত্যর্থঃ। অবনামং প্রণামং কৃতবানহং তেনানুকম্পিতঃ সন্।

এই রূপ শাঙ্কর ভাষ্যে যাবতীয় শ্রুতি উদাহৃত আছে ঐ কৃষ্ণকে লক্ষ করিয়া ইহা ক্রমে দর্শাইব ইহানা বুঝিয়া নিরবয়ব প্রতি-পাদক শ্রুত্যর্থ করিয়াছেন,তাহাতে শূন্যমাত্রই হয়। এবং অশ্রোত্র মচক্ষুরগোত্রাদি শ্রুতির উপপত্তিবিকারের বাহিরে মহাকাল-পুর তত্র পরংজ্যোতির্নিরবয়ব ব্রহ্ম ইহাও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীকৃষ্ণনামগণনায় যথা গোপগোপীশ্বরো যোগী সূর্য্য কোটি সমপ্রভঃ। ইলাপতিঃ পরং জ্যোতি র্যাদবেন্দ্রো যদূদ্বহঃ। অগ্রেপি নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পন্নগাশনবাহনঃ জলক্রীড়া সমাসক্ত গোপীবস্ত্রাপহারকঃ। ইত্যাদি নাম শ্রীকৃষ্ণের ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত বাক্য সমন্বয় সিদ্ধ দর্শাইব। ঐ পরংজ্যোতিঃ অনাকার ব্রহ্ম।

ভাল। মাধ্যন্দিন শ্রুতির অর্থ মহদ্ভূত সংজ্ঞনভোলিঙ্গ কৃষ্ণ ইহা মান্য বটে, কিন্তু তিনি ঐ দ্বারকাদিধামে সপরিকরে সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ থাকিয়া বহিরঙ্গ প্রকৃতি দ্বারা বিশ্বের উৎপত্ত্যাদিক য়িতেছেন ইহার প্রমাণ কি? উত্তর। শ্রীতৃতীয়ে।

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াংগুণময়্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মপূতেন বীর্য্যমাধত্তবীর্য্যবান্। ২৭।

অত্র স্বামীচ। কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা গুণময়্যাং। অধোক্ষজঃ পরমাত্মা আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ বীর্য্যং চিদাভাসং আধত্ত বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিযুক্তঃ। ২৭।

অস্যার্থঃ কালাখ্যা শক্তির বর্ত্তনে গুণময়ী মায়ার গুণক্ষোভেপরমাত্মানাম শ্রীকৃষ্ণ আপনার অংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপ পুরুষ তদ্বারা ক্ষুভিতগুণ প্রকৃতিতে দূরে থাকিয়া চিদাভাস রূপ বীর্য্যাধান করেন, যেহেতু স্বয়ং চিচ্ছক্তি যুক্ত। অতোপিনিত্য মুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ স্বভাব। ২৭।

ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎকালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মা ত্মদেহস্থং বিশ্বংব্যঞ্জংস্তমো-
নুদঃ। ২৮।

স্বামীচ। কালপ্রেরিতাৎ অব্যক্তাৎ মায়াতঃতত্ত্বপাদং পরিত্যজ্য মহতোলক্ষণং অতঃ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশঃ বিজ্ঞানাত্মেতি তত্ত্ব প্রধানত্বাৎ স্বদেহস্থং বিশ্বং উচ্ছন্ন বীজগত মঙ্কুরাদিরূপ বৃক্ষমিব ব্যঞ্জয়ন্ প্রকাশয়ন্ যতোঽসৌ তমোনুদতীতি তমোনুদঃ। তদুক্তং সাত্বততন্ত্রে। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথোবিদুঃ। প্রথমং মহতঃস্রষ্টৃ দ্বিতীয়ংত্বণ্ড সংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। ২৮।

অন্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের অংশ মায়াভর্ত্তা পুরুষ, তাঁহার লোম-কূপস্থিত বিশ্বগত বদ্ধজীববর্গ আর প্রকৃতি প্রসুপ্ত অর্থাৎ ঐ বদ্ধজীববর্গের উপাধির সহিত প্রকৃতি প্রস্বাপাবস্থায় স্থিত ইহারি নাম মহাপ্রলয়। অর্থাৎ ঐ জীবগণের দ্রষ্টৃত্ব এবং দৃশ্যত্বাদি বস্তুর অভাব। পুনঃকালপ্রবর্ত্তনে ঐ বিশ্বকে প্রকাশ করেন, যেমন বটবীজগত অঙ্কুরাদি ক্রমে বৃক্ষউৎপত্তি হয় সেইরূপ ঐ মহাপুরুষ স্বদেহস্থিত বিশ্বকে প্রকাশ করেন। আর প্রলয়ের অন্ধকার অর্থাৎপ্রকৃতি,তদন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া চিদাভাস রূপ বীর্য্যাধান দ্বারা ঐ মহান্ধকারকে নাশ করেন, পরে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়। তখন ঐ প্রকৃত্যন্তর্যামিপুরুষ একাংশে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত অন্ধকার নাশ করত স্বীয় ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক পূরিত করিয়া ঐ জলমধ্যে শয়ন করেন; তাঁহার নাভিনালে সমষ্টি-জীবরূপ ব্রহ্মা জন্মেন, ইনি ঐ ব্রহ্মার অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ। আর তিনি একরূপে ব্যষ্টিজীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া পৃথক ২ জীবের স্বশরীরগত তমকে বিনাশ করেন, ইনি সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণু তৃতীয় পুরুষ। এই শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার বিবৃতি। ২৮।

এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ধামে মায়া প্রবেশের সম্বন্ধ নাই ইহা প্রস্ফুট প্রমাণিত করিতেছি শ্রীব্রহ্ম সংহিতায়াং। যথা,

এবং জ্যোতির্ম্ময়োদেবঃ সদানন্দং পরাৎ-পরঃ। আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যান সমাগমঃ। ৬।

অত্র সন্দর্ভঃ। বিরাট্ তদন্তর্যামিণো রভেদ বিবক্ষয়া পুরুষ সূক্তাদাবেক পুরুষ ত্বং। তথা গোলোক তদধিষ্ঠাত্রোরপ্যাহ। দেবোগোলকঃ তদধিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দরূপঃ সদানন্দ মিতি তৎস্বরূপ মিত্যর্থঃ। নপুংসকত্বং বিজ্ঞান

মানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ। আত্মারামস্য অন্যনিরপেক্ষস্য প্রকৃত্যা মায়য়া নসমাগঃ। ৬।

অস্য ফলিতার্থঃ। গোলক পরব্যোম দ্বারকা মথুরা শ্রীগোকুলাদি ধামে বহিরঙ্গ মায়া সমাগমো অর্থাৎ তৎসম্বন্ধ গন্ধ নাই। ৬।

বদ্ধজীববর্গের কর্ম্মফলোপভোগস্থানভূত লোকগণ রচনাতে মায়ার সহিত সম্বন্ধ। অতএব বিশ্বসৃষ্টি প্রক্রিয়া দর্শাইতেছেন। যথা,

মায়য়ারমমণস্য নবিয়োগস্তয়াসহ। আত্মা নারময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া। ৭।

অত্র সন্দর্ভঃ। যথোক্তং শ্রীদ্বিতীয়ে। নযত্র মায়া কিমুতাপরে হরে রমুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইতি। অর্থ প্রপঞ্চনাত্মন স্তদংশস্য পুরুষস্যতু নতাদৃশত্ব মিত্যাহ মায়য়েতি প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে তস্মিংস্তস্যাশয়াৎ যস্যাংশাংশাংশ ভাগেন বিশ্বসৃষ্ট্যপ্যয় স্থিতি রিত্যাদেঃ। নমু তর্হি জীব-বত্তল্লিপ্তেন নিরীশ্বরত্বংস্যাৎ তত্রাহ আত্মনেতি সতু আত্মনা অন্তর্ব্বৃত্ত্যাস্ত্র রময়া স্বরূপশক্ত্যেব রেমে রতিংপ্রাপ্নোতি বহিরের মায়য়া সেব্য ইত্যর্থঃ। এষপ্রপন্নবরদোরমরাত্মশক্ত্যা যদৃষৎ করিষ্যতি গৃহীত গুনাবতার ইতি শ্রী তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবাৎ মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনীতি শ্রীপ্রথমে শ্রীমদর্জ্জুন বাক্যাৎ তর্হি তৎপ্রেরণং বিনা কথং সৃষ্টিঃস্যাৎ তত্রাহ সিসৃক্ষয়া স্রষ্টুমিচ্ছয়া ত্যক্তঃ সৃষ্টর্থং প্রহিতঃকালোযস্মাৎ কারণাৎ তাদৃশং যথাস্যাৎ তথা রেমে প্রথমান্তপাঠস্তু সুগমঃ তৎ প্রভাব রূপেণ তেনৈব সান্নিধ্যতীতিভাবঃ প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতোভয়মিতি। কাল বৃত্ত্যাতু মায়াং গুনময়্যা মধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্য মাত্তব বীর্য্যবান্। ৭।

অস্যার্থঃ। নযত্র মায়েতি, শ্রীহরির লোকে মায়া নাই সুতরাং তৎকার্য্যরূপ লোভ মোহাদি থাকিবার প্রসঙ্গও নাই। কেবল

দেবাসুরদিগের পূজিত শ্রীহরিপার্ষদগণ আছেন। সুতরাং স্বরূপ শক্তি বিলাস লীলা বিশিষ্ট ধাম। (প্রপঞ্চনাত্মন ইতি) তদংশ মহাবিষ্ণু অনন্তব্রহ্মাণ্ডের কারণপুরুষ ইনি তাদৃশ নহেন।

মায়য়েতি, কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদির নিমিত্তে মায়ার সহিত ক্রীড়া আছে। তবে কি প্রাকৃতপ্রলয়ে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ঐ পুরুষের প্রলয় হয়? তত্র নিষেধ করিতেছেন। (প্রাকৃতে ইতি) মহা-প্রলয়ে ঐ প্রথম পুরুষের প্রলয় নাই। তৎ প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি শ্রীদেবকী বাক্যং। (যস্যাংশমিতি) হে আদ্য তোমার অংশ পুরুষ, তদংশ মায়া, ঐ পুরুষের চিদাভাস আর প্রকৃতির গুণ-গণের লেশ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়হয়।

তবে কি জীবের ন্যায় মায়াতে লিপ্ততাহেতু ঐ পুরুষের অনীশ্বরত্ব হইল?

উত্তর। মুলপদ্যে। আত্মনেতি, অন্তর্বর্ত্ত্যাং অর্থাৎ অন্তরে রমানাম স্বরূপশক্তিতে রত, বাহিরে দূরস্থিতামায়াকর্ত্তৃক সেব-নীয়। তৎ প্রমাণ শ্রীতৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে। (এষ ইতি) এই তুমি শরণাগতভক্তগণকে বরদাতা। (আত্মশক্ত্যা) স্বরূপশক্তির সহিত রমণশীল।

উক্তংহি অত্রৈব পূর্ব্বে সুপ্তশক্তি রসুপ্ত-দৃগিতি।

অত্র স্বামীচ। সুপ্তা মায়াদ্যাঃ শক্তয়ো যস্য সঃ। নতু অসন্তমেবমেনে। যতঃ অসুপ্তাদৃক চিচ্ছক্তিঃ যস্য স ইতি।

বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃত্যন্তর্যামি পুরুষের নিত্যাবস্থিতি দর্শাইতেছেন। (সুপ্তেতি) মায়া আর বদ্ধজীববর্গ সুপ্ত অর্থাৎ প্রলয়কালে তাহাদিগের থাকাতেও না থাকার ন্যায়

কিন্তু মায়াভর্ত্তাপুরুষ তাদৃশ নহেন, যেহেতু তাহার স্বরূপ-শক্তি, বহিরঙ্গামায়াদিশক্তির ন্যায় প্রসুপ্তা নহেন। সুতরাং মহাপ্রলয়ে ঐ মহাপুরুষের প্রলয় নাই, কেবল দৃশ্যস্থূলবস্তুমাত্রের প্রলয় আছে। ঐতরেয়োপনিষৎ ইহাই,কহিতেছেন। যথা

আত্মা বা ইদমেক এ বাগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। সঙ্গীক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি

মায়াগুণ দ্বারা স্বীয় প্রভাবরূপ কাল সহকারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সুতরাং স্থূলব্রহ্মাণ্ডগণের প্রলয় আছে। ইহাতে দুই প্রকার হইল, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে স্থূলদৃশ্যবস্তুমাত্রের প্রলয় কিন্তু জীববর্গ আর তদুপাধির কারণশক্তি মায়া এই দুই শক্তি প্রলয়কালে প্রসুপ্ত থাকেন। আর তদতিরিক্ত চিচ্ছক্তির প্রস্বাপ নাই,অর্থাৎ তদ্ঘটিত শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতারগণের পরিচ্ছেদ নাই।

শ্রীপ্রথমে, শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি শ্রীঅর্জ্জুনবাক্যং। (মায়ামিতি) ত্রিগুণমায়াকে দূরীভূত রাখিয়া চিচ্ছক্তির সহিত কৈবল্যাখ্য আত্মভূতলোকে স্থিত আছ।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলা, মায়া ও মায়িকগনের গোচর নহে। অতএব ঈশ্বরের প্রেরণরূপ চিদাভাস বিনা জড়রূপা প্রকৃতির স্বতশ্চেতন অর্থাৎ স্বয়ং চেতন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই হেতু ব্রহ্মসূত্র কহিতেছেন। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি। সুতরাং শ্রীহরিবংশে, শ্রীকৃষ্ণবাক্যং তৎশক্তি কার্য্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অহমিত্যুপচারমাত্র। আর প্রকৃতিঃ সা মম পরাইতি। এই পরাশব্দে বহিরঙ্গাশক্তিকেই ব্যাখ্যা করা হইবেক, কারণ

দোষগৃহীতগুণগণ দ্বারা জীবগণকেমোহন করত বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

(তামিতি) মহাপ্রলয়ে ঐ বদ্ধজীবগণ ঐ সুমহত্তম প্রকৃতিতে বনলীন বিহঙ্গের ন্যায় প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় প্রসুপ্তের ন্যায় থাকেন। ঐ প্রকৃতি নিরীশ্বর সাংখ্যেরগতি। ইহা হইতে অতিদূরে যে স্বরূপশক্তিহীন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মে যাঁহারা সাযুজ্যের নিমিত্তে সমাধি যোগনিষ্ঠ তাঁহারা ঐ নির্গুণ ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন তোমার রথস্থ সারথিরূপ আমি আমার সাক্ষাতে যে সকল ভক্তিহীন ক্ষত্রিয়দিগের মৃত্যুহয়, তাহাদিগেরও ঐ ব্রহ্মসাযুজ্য হয় সংকল্প ভেদে কাহারো বা স্বর্গ হয়। তদতিরিক্ত মহাকাল নগর তন্নগরে যে পার্ষদগণ তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণ। তাঁহাদিগের অনুগত হইয়া যাঁহারা শ্রীহরির স্বরূপশক্তি বিলাস লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ শুদ্ধভক্তি যাজন করেন তাঁহারা ঐ বৈকুণ্ঠ পার্ষদত্ব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত-হন।

তথাহি বেদান্ত সমাপ্তি সূত্রং অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাদিতি।

এই সূত্র ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ লিখিয়াছেন। যথা,

সম্যাগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসাংতু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়নানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈবহি সগুণ শরণানামপ্যনাবৃত্তি সিদ্ধিরিতি। অনাবৃত্ত্যি শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাদিতি সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্র পরিসমাপ্তিং দর্শয়তি।

সম্যগদর্শনে নেতি,স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ বৈভবজ্ঞান, অর্থাৎ দর্শিত লক্ষন শ্রীকৃষ্ণ মহিমা জ্ঞান, তদ্ধেতুক তৎ-

সাধন ভক্তিদ্বারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি সুমহত্তমো নাম অর্থাৎ গহনান্ধকার যিনি চিন্মাত্র স্বরূপ জীবদিগকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই আবরণের বিশেষ রূপে (ধ্বস্ত)অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছেন যাঁহারা, তাহাদিগের (অনাবৃত্তিঃ) মোক্ষ কিরূপ তাহা কহিতেছেন। ঐ তুকারার্থে পূর্ব্ব হইতে ভেদ লিখিতেছেন, নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বান পরায়ণা না মিতি, অত্র বহুবচনে নিত্য সিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণগণ উক্তি করিয়া মায়াবাদ ভাষ্যস্থিত স্বকপোল কল্পিত নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ ব্যবস্থাকে অন্তর্ধান করাইলেন। যেহেতুক সমাপ্তি সূত্র ভাষ্যে লিখিলেন নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণপরায়ণদিগের সিদ্ধতাই অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ। ইহাতে পরব্রহ্মের নিত্যধামস্থ পার্ষদগণকেই লক্ষ করিলেন। সুতরাং নির্ভেদাদ্বৈত মায়াবাদসজ্জনের অসম্মত।

যদি বল ঐ সাধক ভক্তদিগের সিদ্ধতা কিরূপ ?

উত্তর। পূর্ব্বদর্শিত মহাবৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধ সুনন্দ নন্দ প্রভৃতির সিদ্ধতা, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদত্ব (এবানাবৃত্তিঃ) অর্থাৎ নিত্যমুক্ত (তদাশ্রয়েতি) সেই নিত্য সিদ্ধ পার্ষদবর্গকে আশ্রয় করিবাতে সাধক ভক্তদিগের মোক্ষত্ব। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে শুকদেবাদি প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বদর্শিত নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ঠছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের চিদ্গুণ শ্রবণ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করেন অতএব (সগুনশরণানামিতি) সগুণ সব্দে এস্থানে মায়াগুণ স্বীকারকরা হইবেক না কারণ পূর্ব্বদর্শিত নির্গুণ ব্রহ্ম ভূমিকা অর্থাৎ চৈতন্য মাত্র জ্যোতি হইতেও অতিশয় অনন্তচিদ্গুণশালী মহাকাল নাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবরূপ, এখানে স্বগুণ তাঁহাকেই গ্রহণ

করিতে হইবেক। আর শঙ্করাচার্য্য পাদের গুরু পরম্পরা সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক শ্রীশুকদেব তাঁহাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন সগুণ শরণানামিতি। সুতরাং শ্রীশুকাদীনাং অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ সর্ব্ব শাস্ত্র সমন্বয়া দিতি বোধ্যং।
ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ হইতেও শ্রীকৃষ্ণ সেবিদিগের নিত্য সিদ্ধ প্রেম লক্ষণ পরমানন্দ লাভহেতুক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল।

পূর্ব্বদর্শিত হরিবংশপ্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন। সেই অপ্রাকৃত তেজোময় ব্রহ্ম আমার অঙ্গের জ্যোতিঃ এবং তৎপারে যে মহাকালরূপ তিনিও আমি। আর যে পর্ব্বতাদিকে পঙ্কভূত করা সেও আমার লীলাবিশেষ। আমার শক্তি হইতে উদ্ভূত সকল জগৎ সুতরাং সেসকল জগৎ আমার অধীন, আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই তৎক্ষণাৎ হয়। অতএব সকল বেদে কহিতেছেন আমার নাম সত্য সংকল্প অপহতপাপ্মা অর্থাৎ আমাকে ভজিলে জীব নিরুপাধি হয় অর্থাৎ প্রকৃতি আবরণ হইতে মুক্ত হয়। আমি সকল বেদের বেদ্য। তুমি আমার প্রিয় সখা অতএব তোমাকে কহিতেছি। ঐ পরং জ্যোতির্ব্রহ্ম, আর তদতিরিক্ত মহাকাল, আরতজ্জ্ঞাতা ব্রাহ্মণ-গণ, আর তপঃ অর্থাৎ যে কিছু ঐশ্বর্য্য, আর সত্য অর্থাৎ ত্রি কালসত্তাবান্‌, আর উগ্ররূপ ও বৃহদ্রূপ ও সূক্ষ্মরূপ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ধাম মহাবৈকুণ্ঠাদি, আর ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যাহা দেখিয়াছ-ইহা সকলি আমা হইতে হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকরণে মহা-যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অতএব স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ঐ মুণ্ডক শ্রুতি। (বৃহচ্চতদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপ মিতি) ঐ মহাকালপুর গমন কালে ব্রহ্মাণ্ড-

কটাহ ভেদ না করিয়া রথসহ উত্তীর্ণ হইয়া তৎপারে গমন করা ইহা হইতে অচিন্ত্যরূপ আর কি আছে! ইহাতে শ্রুত্যুক্ত মচিন্ত্যরূপং ইহা সুসম্পন্ন হইল। এবং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং, অর্থাৎ সকল বস্তু হইতে সূক্ষ্ম আকাশ তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর, ইহাও ঐ কটাহ ভেদ না করিয়া তৎপারে উত্তীর্ণ হইবাতেই প্রতিপন্ন হইল। আর ঐ শ্রুত্যুক্ত বিভাতি, অর্থাৎ বিশেষরূপে ভাসমান, স্বরূপশক্তি বৈভব বিশিষ্ট পরম বৃহত্তম। ইহাও ঐ রথ সারথি প্রভৃতির সহিত ভাসমান অর্থাৎ প্রকাশমানতায় প্রতিপন্ন হইল। আর ঐ শ্রুত্যুক্ত দিব্য, অর্থাৎ অপ্রাকৃত। ইহাও ঐ দ্বারকাস্থ বিপ্রসহিত মহা-কালপুর গমনে সংপন্ন হইতেছে। কারণ যদি ঐ দ্বারকাস্থ বিপ্রের শরীর প্রাকৃত হইত তবে তৎসহ গমনে কি ঐ সকল কার্য্য হইতে পারে? অপিতু কদাচ নহে। অতএব ঐ দ্বারকা-ধামস্থ যাবদীয় প্রজা সকলেই অপ্রাকৃতঅর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণগণ। সুতরাং স্বরূপশক্তি বৃত্তিরূপ। শ্রীদশমে শ্রীমদানক দুন্দুভিং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনোক্তং। যথা,

অহং যয়মসা বার্য্য ইমেচ দ্বারকৌকসঃ
সর্ব্বেহপ্যেবং যদু শ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচর
মিতি। ১১৭।

সন্দর্ভঃ তত্রযাদববাদীনাং স্বতুল্যত্ব মাধ্যাত্মিক গোষ্ঠীনিলযেনৈব শ্লেষতো যোজযতি ত্রিভিঃ। যুয়ং শ্রীমদানকদুন্দুভ্যাদয়ঃ বিমৃগ্যাঃ পরমার্থ রূপত্বাদন্বেষণীয়াঃ। তথান্যদাপি শ্রীদ্বারকাস্থ, জঙ্গম স্থাবরসহিতং যৎকিঞ্চিৎ তদপ্য ন্বেষণীয়ং। অহং শ্রীকৃষ্ণ ইতি দৃষ্টান্তত্বে নোপন্যস্তং ততশ্চ নরাকার ব্রহ্মণি স্বস্মিন্নিব তস্মিন্নিত্য পরিকরে সর্ব্বত্রৈবাভেদং শোনাস্তীতি। ১১৭।

অন্যার্থঃ। তত্র যাদবগণের এবং দ্বারকাবাসি স্থাবর জঙ্গমাদির স্বতুল্যত্ব অর্থাৎ চিদানন্দরূপত্ব কৃষ্ণস্বয়ং তিন শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, তন্মধ্যে এক শ্লোক দর্শাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে কহিতেছেন তোমরা যাবদীয় দ্বারকাবাসিগণ নিত্যসিদ্ধ মৎপার্ষদত্ব হেতু পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ, মহর্ষি প্রভৃতি কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় অর্থাৎ তোমরা সকলেই পরমার্থরূপ। [অহমিতি] যেমন আমাতে অতদংশ অর্থাৎ প্রাকৃতবস্তু স্পর্শনাই সেইমত দ্বারকাস্থ স্থাবর জঙ্গমাদিতেও তৎস্পর্শ নাস্তি। অতএব তাহারাও মত্তুল্য অন্বেষণীয়। অর্থাৎ আমার ধামস্থসকলেই সচ্চিদানন্দরূপ। যেমন আমি নরাকার পরব্রহ্ম পরম শুদ্ধ, সেই মত আমার ধামস্থ সকলেই জানিবা। ১১৭।

ইহাও পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন। যথা,

ইমেহি যাদবাঃ সর্ব্বে মত্তুল্যগুণশালিনঃইতি।

এই যাদব সকল আমার তুল্যগুণশালী অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট।

মাধ্বভাষ্যে, (গুণৈঃ স্বরূপে ভূতৈস্তুগুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ। নবিষ্ণোর্নাপিমুক্তানাং ক্বাপিভিন্ন গুণানামত ইতি।)

অতএব ঐ মুণ্ডকোক্ত বৃহৎশব্দবাচ্য স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরম বৃহদ্গুণক শ্রীকৃষ্ণ। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই সিদ্ধ আছে। ঐ মহাকাল নারায়ণ কৃষ্ণের অঙ্গ, কৃষ্ণ অঙ্গী।

ঐ মহাকালাভিন্নরূপ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা মহাবিষ্ণু। তদতিরিক্ত পরব্যোমাধিনাথ মহানারায়ণ, এই মহানারায়ণ শ্রীনন্দ পুত্রের

বিলাস বিগ্রহ। যথা, শ্রীদশমে, (ব্রহ্মস্ততৌ নারায়ণোহঙ্গ ইত্যাদিতে অঙ্গীকৃষ্ণ। তাপিনী শ্রুতিশ্চ,কৃষ্ণোবৈ পরমংদৈবত মিতি। এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি) স্মৃতি সামান্যাৎ অর্থাৎ এই প্রকার পুরাণ মাত্রেই আছে।

মুণ্ডক শ্রুতি পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়া মিতি। শ্রুতি প্রতিপন্নস্মৃতিশ্চ। গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গ মিতি। লোক বত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ব্রহ্ম সূত্রং দুর্জ্ঞেয় নরাকৃতি পরব্রহ্ম মনুষ্যবৎ তুশব্দে জীবহইতে বৈলক্ষণ্য লীলাগণের কেবলত্ব শুদ্ধচিদানন্দত্ব।

পশ্যৎশব্দে স্বরূপানুবন্ধি বৈভবজ্ঞাতা ভক্তদিগের ইহৈব অথাৎ অদৃশ্যরূপে সদাই সমীপে আছেন। শ্রীদ্রৌপদী প্রভৃতি ইহাজ্ঞাত আছেন তাহা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। নিহিতং গুহায়া মিতি,অন্যদিগের প্রত্যক্‌ভূত চৈতন্যমাত্রানু ভূতত্ব হেতুগুহায়াং অর্থাৎ গূঢ়চিন্ময় নরাকৃতি পরব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাকৃত নরজ্ঞানে তাঁহার স্বরূপ বৈভব গ্রহণে অক্ষম অতএব গুহায়াংঅর্থাৎ তাহারদিগের বুদ্ধ্যাদির অগোচরে স্থিত, সুতরাং গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং।

পূর্ব্বদর্শিত শ্রীভাগবতোক্ত মহাকাল উপাখ্যান সমাপ্তিপদ্যং।

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরম বিস্মিতঃ যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষংপংসাং মেনেকৃষ্ণানুভা- বিত মিতি।

অত্র তোষণী। শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং যথা,

ময়াতুকেবলং বিপ্রাথং মহাকাল সমীপং নগতং সখ্যুস্তব প্রাণরক্ষার্থমেব। যদি বিপ্রার্থ মগমিষ্যংতদাপ্রথমবালকহরণানন্তর মেবখলুহংগমিষ্যং

বালকগণে হৃতেযস্মাদগমং তস্মান্ন তস্যানুরোধাৎ কিন্তু ত্বদনুরোধাদেবেতি সর্ব্বং তত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণমুখাৎ শ্রুত্বা অর্জ্জুনোপি যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং॥ পুংসাং পরব্যোমনাথ পর্য্যন্তানামপি পুরুষাণাং তৎসর্ব্বং মেনেকৃষ্ণানুভাবিতং কৃষ্ণানুভাব সম্পাদিতং মেনে। ইতোবং বেদস্তবমারভ্য তৎকথা পর্য্যন্তমত্র দশম স্কন্ধান্তে দশমস্যাশ্রয়তত্ত্বস্য কৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষ বিবরণ মভুদিতি জ্ঞেয়ং। ইদন্তু ভারত যুদ্ধাৎ পূর্ব্ব মিতি স্বামিচরণাঃ।

অস্যার্থঃ। মহাকালপুরে গমনাগমনে যে কিছু অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য দৃষ্টশ্রুতহইয়া পার্থ পরম বিস্মিত হওত মহাকালাদি যাবদীয় ভগবদ্রূপগণের পৌরুষং অর্থাৎ যাবদীয় অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য ইহা সকলি কৃষ্ণের প্রভাব মানিলেন। কিন্তু মহাকালের প্রভাব মানিলেন না অতএব শ্রীহরিবংশে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীভীষ্মদেবের-শরশয্যাশয়নে মহতী সভাতে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ প্রতি ঋষিগণ মুখোদিত শ্রীবাসুদেব মহিমা কথন প্রস্তাবে শ্রীমদর্জ্জুন কর্ত্তৃক ঐ মহাকালপুর গমনাগমন উপাখ্যান বিস্তার পূর্ব্বক কথনানন্তর।

শ্রীবৈশম্পায়ন উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বাকুরুশ্রেষ্ঠোধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পূজয়ামাস মনসা গোবিন্দং পুরুষোত্তমং।
বিস্মিতশ্চা ভবদ্রাজা সহসর্ব্বৈঃ সহোদরৈঃ।
রাজভিশ্চসমাসীনৈঃ যে তত্রাসন্সমাগতা

ইতি খিলেষু শ্রীহরিবংশে শ্রীবাসুদেব মহাত্ম্যে অধ্যায়ঃ।

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বদর্শিত মহাকালপুর গমানাগমনে অতিঅচিন্ত্য শ্রীকৃষ্ণ মহিমা দৃষ্টশ্রুত অর্জ্জুনমুখে শ্রুত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির পরম বিস্ময়াপন্ন হওত সহোদরগণ ও সভাস্থ রাজগণও অন্যান্য সভ্যগণের সহিত মানসে শ্রীগোবিন্দের অর্থাৎ লীলা

পুরুশোত্তমশ্রীগোপাল দেবর পূজা করিলেন অর্থাৎ শ্রীলীলা পুরুষোত্তমের স্বরূপ শক্তি বিলসিত লীলায় একাগ্রচিত্ত হইলেন এই ভাব ।।

ঐ মহাকাল উপাখ্যানে সামুদায়িক বেদান্তবাক্যের সোপপত্তিকফল প্রাপ্ত হওয়া গেল।

জন্মাদ্যস্য যত ইতিবহ্মসূত্রে, বিশ্বের জন্মাদি অর্থাৎ উৎপত্তি প্রলয় কথনে এই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তামূর্ত্তবস্তু ঘটিত বিশ্বনশ্বর অর্থাৎ কালপরিচ্ছেদ্য '। যত এই শব্দে তৎপরিচ্ছেদ শূন্য অন্য বস্তুমাত্র আছেন, ইহাই মাত্র প্রাপ্ত হওয়াগেল। তত্র আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি বেদান্তবাক্যে তৎস্বরূপলাভ হইল। ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্য আত্মৈবেদ মগ্র আসিদীত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব ইহা লাভ হইল। কিন্তু তন্নিরুক্তিতেব্যাপনশীল এবং বিশ্বনির্মাতা ইহাতেশক্তিমান পরমাত্মা। এবং নিত্যশুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদিতে বিচিত্র বিকারাত্মক বিশ্বের নির্ম্মাতা হইয়াও নির্ব্বিকার, ইহাতে বিকারকারণ শক্তিহইতে অতিরিক্ত স্বরূপশক্তিমান্, ইহাও প্রাপ্তহয়াগেল। এবংকঠবল্লীতে তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদ মিত্যাদি মন্ত্রভাষ্যে ভগবানের নিত্যধাম এবংমুণ্ডকে অচিন্ত্যরূপলীলাদি প্রাপ্তহওয়াগেল। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পরব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিত্ব শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন। যথা, কিমুতাচিন্ত্যা প্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং, বিনাশব্দেন নিরূপ্যেত। তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ অচিন্ত্যাঃ খলুযেভাবা নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণ.মিত্যাদি। পরব্রহ্মের লীলা সর্ব্বথাজীববুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়গণের অগম্য, অতএব সেই সকল

লীলা অতর্ক্য। কদাচিৎ পরমকরুণত্ব হেতুক প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচর করেন, তদ্দৃষ্টে সেই লীলাদিকে কালাদি পরিচ্ছিন্ন চিন্তা-করা কদাচ যুক্ত নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম সর্ব্বথা অচিন্ত্যপ্রভাব বিশিষ্ট।

ঐ মহাকালপুর গমন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ঐসকল বেদান্তবাক্য গণের উপপত্তির সহিত প্রস্ফুট ফল দর্শাইয়া অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে সাম্প্রদায়িক বেদান্তবাক্যের অর্থ সংক্ষেপে কহিতেছেন।

বেদ সকল আমাহইতে উদ্ভূত হইয়া আমার চিদ্গুণ-গণের অন্ত না পাইয়া আমাকে বাক্য মনের অগোচর কহি-য়াছেন। যথা, অবাঙ মনস গোচরঃ ইহি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ ইতি শ্রুতেঃ। তবে যে অপাণি অপাদ ইত্যাদি শ্রুতিগণ কহিয়াছেন, তাহা কেবল অনাত্মক পাণিপা-দাদি রাহিত্যমাত্র স্বীকার। উক্তংহি ব্রহ্মসূত্রে বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্ত মিতি। ইহার অন্যথা করিলে তৈত্তিরীয় শ্বেতাশ্বতর কঠমুণ্ডক তাপন্যাদি শ্রুতিগণের বৈফল্য হয়।

এই হেতু শ্রীগীতোপনিষদে ঐ শ্রুতিগণের সাফল্য কহি-তেছেন। যথা, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবি-দেব চাহ মিতি।

অস্যার্থঃ। হে অর্জ্জুন আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, এই নরলীলা বিশিষ্ট আমি সকল বেদের বেদ্য। ইহা পূর্ব্বে মহা-কালপুরগমনে তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছি। বেদান্তকৃদিতি। সাম্প্রদায়িক বেদান্তের উদ্ভাবক আমি, অর্থাৎ আমার নিশ্বসিত লীলার ন্যায় সকল বেদ উদ্ভব হইয়াছে। বেদবিদেব চাহ মিতি। ঐ সকল বেদের নিগূঢ়ার্থ জ্ঞাতা কেবল আমিই।

অতএব সর্ব্ববেদান্তার্থরূপ সর্ব্বশাস্ত্রসার অষ্টাদশাধ্যায় শ্রীগী-তোপনিষৎ তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সকল জীবগণের হি-তার্থে উপদেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথম ষড়ধ্যায়ে কর্ম্মযোগ মিশ্রিত জ্ঞানযোগ। মধ্য ষড়ধ্যায়ে শুদ্ধভক্তিযোগ, শেষষড়ধ্যা-য়ে ভক্তিযোগমিশ্রিত জ্ঞানযোগ। ঐ ভক্তিযোগরত্নরূপ। যেমন লোকে সম্পুট মধ্যে যত্নপুর্ব্বক রত্নকে লুক্কায়িত করিয়া রাখে। সেইমত আদ্যষড়ধ্যায়এবং শেষ ষড়ধ্যায় সম্পুট রূপ। তন্মধ্যে মধ্যম ষড়ধ্যায়ের সপ্তম অষ্টম এই দুই অধ্যায় রত্ন। এবং নবমাধ্যায় কৌস্তুভরূপ। এবং দশমাধ্যায় স্যমন্তক মণিরূপ। ইহা নবমাধ্যায়ারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে ব্যঞ্জিত করিতেছেন। যথা,

> ইদন্তুতে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যণুসূয়বে।
> জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ
> সেহশুভাৎ। ১।

অস্যার্থঃ। এই নবমাধ্যায় ইনি জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। জ্ঞান-শব্দ পরমোপাসনা রূপ, এবং বিজ্ঞান শব্দে পরমেশ্বরানুভব। তুমি আমার সখা, আমি পরমকরুণ এই হেতু অসাধারণ স্বমহিমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতেছি তথাচ আমার প্রতি দোষদৃষ্টি করিতেছনা। কিন্তু এই আমি তোমার সারথি আমার অসাধা-রণ মহিমা জ্ঞাতা কেবল আমি, আমি যে ভক্তকে জ্ঞাত করাই সেইব্যক্তি জ্ঞাত হয়। অতএব তোমাকে জানাইতেছি। (গুহ্য-তম মিতি) প্রকৃতিরূপগহনান্ধকার তৎ পারে অতিদূরে অপরি-চ্ছিন্ন চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মদর্শন, ইহারি নাম গুহ্যজ্ঞান। আর পরব্যোমনাম মহাকালাখ্য শ্রীনারায়ণের ধাম দর্শন,

ইহারিনাম গুহ্যতরজ্ঞান। আর নরাকৃতি পরব্রহ্মের বাসস্থানগণের নিত্যাবস্থিতি দর্শন, ইহারি নাম গুহ্যতমজ্ঞান। ইহাও তোমাকে পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি, তাহার কারণ জীবগণ প্রতি আমি পরম করুণ। এই জ্ঞান উদয় হইলে সন্দেহরূপ অশুভ হইতে মুক্ত হয়। ১।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্র মিদমুত্তমং।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং।২।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকাচ। কিঞ্চরাজবিদ্যেতি ইদংজ্ঞানংরাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাং রাজা বিদ্যাস্থগোপ্যেবুচ অতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ উত্তমং পবিত্র মিদমত্যন্ত পাবনং। প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টাববোধোযস্য তং প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্ত সর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ। কর্ত্তুংচ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। অব্যয়ং চাব্যয়ফলত্বাৎ। ২।

অস্যার্থঃ। এই নরাকৃতি পরব্রহ্মের উপাসনামন্ত্র শ্রীগোপালতাপন্যুক্ত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা, বিদ্যাগণের রাজা, উক্তংহি শ্রীগৌতমীয়ে সর্ব্বেষাং দেবমন্ত্রাণাং বিষ্ণুমন্ত্রস্তু কারণং সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রস্তু জীবনং। সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রণাং কৈশোরমতি হেতুকং। কৈশোরসর্ব্বমন্ত্রাণাং হেতুশ্চ ড়ামণির্ম্মনুরিতি। অর্থাৎ সকল দেবগণের মন্ত্রগণেরকারণ শ্রীরামতাপন্যুক্ত মহাতারকাখ্য শ্রীরামমন্ত্রগণ। সেই সকল মন্ত্রগণের কারণ শ্রীমহাপারকাখ্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রগণ। এই সকল কৃষ্ণমন্ত্রগণের হেতু কৈশোর মন্ত্রগণ। ঐ কৈশোর মন্ত্রগণের অতি হেতু মন্ত্রচূড়ামণি নাম শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা ইতি। এইমহাবিদ্যা স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের উপাসনামন্ত্র। সুতরাং গুহ্যানাং

রাজা। অতিরহস্য, অর্থাৎ পরমশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অতএব অত্যন্ত পাবনং অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ প্রকাশকত্ব হেতুক পরম পবিত্র। তদেব বিশিনষ্টি অর্থাৎ তাহা প্রস্ফুট করিতেছেন। প্রত্যক্ষাববোধ, অর্থাৎ দৃষ্টফল, শ্রীকৃষ্ণে প্রেম হইলে তদ্ভক্তের শরীরে অশ্রুপুলক কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার অন্যের দৃষ্ট হয়,অতএব প্রত্যক্ষাবগম। (ধর্ম্ম্যং) তদ্ভক্তিরূপ পরমধর্ম্মযুক্ত। যেধর্ম্ম সর্ব্ব বেদোক্ত সর্ব্বসাধু কর্ম্মফলরূপ। অতএব সুসুখং, তৈত্তিরীয়কে রসোবৈসঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীত্যাদ্যাঃ।

অস্যার্থঃ। স প্রসিদ্ধ প্রচুরানন্দ শ্রীকৃষ্ণ এব রসঃ, গৌণমুখ্যভেদে দ্বাদশ রসময় বিগ্রহ। ইহা শ্রীমথুরায় কংসরঙ্গ ভূমিতে তত্রস্থ জনগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে। যথা মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরস্ত্রীণাংস্মরোমূর্ত্তিমান্ ইত্যাদি। (ইহাঅবকাশেবিস্তার করিব) প্রচুর প্রেমানন্দ রস বিগ্রহের কিঞ্চিৎ প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ আনন্দী হন। সেই প্রমসুখ অব্যয়ফল। সুতরাং সুসুখমিতি। ২।

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি। ৩।

স্বামীচ। নম্বেবমতিসুখ করত্বেন কে নাম সংসারিণঃ সুঃ তত্রাহ অশ্রদ্ধধানাইতি। অস্যভক্তি সহিত জ্ঞান লক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ইমং ধর্ম্মং অশ্রদ্ধধানাঃ আস্তিক্যেন অস্বীকুর্ব্বন্তঃ উপায়ান্তরৈ র্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃত প্রযত্না অপি মাং অপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসার বর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার মার্গে পরিভ্রমন্তি ইত্যর্থঃ। ৩।

অস্যার্থঃ। (নম্বিতি) এই জগন্মধ্যপাতি বসুদেব ক্ষত্রিয়

তৎপুত্র পরমেশ্বর তচ্চরণে প্রীতিপরমপুরুষার্থ এ অতি সুগম, তবে সংসারদাবানলে দগ্ধ হয় কোনজীবগণ? তাহাতেকহিতেছেন। আমাতে ভক্তিসহিত জ্ঞান অর্থাৎ নরাকৃতি স্বয়ং ভগবানের অচিন্ত্য চিদ্বৈভবজ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্ম ইহাই পরম সত্য। (নিত্যমস্তি) শাস্ত্রসিদ্ধ নরাকৃতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোলোকাদি ধামে নিত্য আছেন। এইরূপ শ্রদ্ধাবান আস্তিক।

যাহারা দর্শিত লক্ষণ তদ্ভজনাদিরূপ ধর্ম্ম প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন তাহারা নাস্তিক। যদ্যপি উপায়ান্তর দ্বারা আমার কোন বিভূতি প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্নশীল হয়, তথাচ আমার কোন বিভূতি অর্থাৎ অপ্রাকৃত চৈতন্য জ্যোতিঃ প্রভৃতিরূপ প্রাপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ জনমমরণ ব্যসনব্যাপ্ত সংসারমার্গে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করেন। ৩।

মরাততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎ
স্থানি সর্ব্বভূতানি নাচাহং তেষবস্থিতঃ। ৪।

অস্যার্থঃ। তত্ত্বজ্ঞান কহিতেছেন। (ময়েতি) এই সকল জগৎ আমাহইতে বিস্তৃত হইয়াছে। যদি বলতুমি দেবকীগর্ব্ভজাত দৃশ্যবস্তুরূপ, তোমাহইতে জগদুৎপত্ত্যাদি ইহা কদাচ যুক্তি সিদ্ধ নহে। কেননা জগতের কারণ পরমাত্মা তিনি অদৃশ্য।

উত্তর। [অব্যক্ত মূর্ত্তিনেতি] আমি সর্ব্বদা অদৃশ্য মূর্ত্তি। কদাচিৎ দুর্ঘট ঘটিকাশক্তিকে আবিষ্কার করিয়া প্রপঞ্চ গোচর হই। কিন্তু অগ্রেও অগোচর রূপ এই নরাকার আমি, আমার অনুমোদনে এই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি হয়। যথা শ্রুতি, তৎ

সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রবিশদিতি। অতএব আমিই সর্ব্বকারণকারণ ভূত আমাতে সকল জগৎ আছে। এবং আমিও জগন্মধ্যে

যদি বল যেমন মৃত্তিকাদি, স্বকার্য্যভূতঘটাদিতেও কারণরূপ থাকে তুমি কি তাদৃশ ঐমৃত্তিকার ন্যায়ঐজগতে কারণরূপ আছ?

উত্তর। (নাহমিতি)আমি তাদৃশ স্থিত নহি। তর্হি কীদৃশ?

উত্তর। (আকাশবদসঙ্গত্বাৎ)যেমন আকাশ সর্ব্বগত থাকিয়াও নির্লিপ্ত নির্ব্বকার, আমি তদ্রূপ সর্ব্বগত হইয়াওনির্লিপ্ত নির্ব্বিকার, সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। সুতরাং অব্যক্ত মূর্ত্তি। ৪।

নচমৎস্থানিভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরং
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মাভূতভাবন। ৫।

স্বামীচ। কিঞ্চনচেতি। নচময়িস্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম। নম্বু পরিচ্ছিন্নস্য নরাকৃতেঃ ব্যাপকত্ব মশ্রায়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ মে ঐশ্বর মসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘঠ ঘটনাচাতুর্য্যময় মিদং পশ্যমদীয় যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বাৎ নবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তি ভূতভৃৎ ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ এবম্ভূতোপি মমাত্মা শ্রীবিগ্রহঃ পরং স্বরূপং ভূতস্থো মভতি মমেতি ভগবতি দেহ দেহি বিভাগা ভাবাৎ রাহোঃ শির ইতি বদভেদেপিষষ্ঠী অয়ংভাবঃ। যথাদেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোহহঙ্কারেণ তৎ সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ তদাসক্ত্যা দেহস্থ এবভবতি এবমহং ভূতানি ধারয়ন পালয়ন্নপি মায়িক সর্ব্বভূত শরীরোপি নতত্রস্থঃ নিঃসঙ্গত্বাদিতি তেষুনতিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি। ৫।

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বপদ্যে আমি নির্ব্বিকার। যেমন বিকারত্মক পঞ্চভূত ইহয়াও আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত। সেইরূপ আমাতে ভূত সকল স্থিত আছে আমিও যেন ভূতস্থ আছি কিন্তু আমি নির্লিপ্ত, সর্ব্বথা অসঙ্গত্ব হেতুক।

যদিবল ধ্যাপকত্ব ও আশ্রয়ত্ব পূর্ব্বে উক্ত করিয়াছ, অর্থাৎ এই জগতের বাহিরে ও মধ্যেও আছ ইহা কি যুক্তিতে স্বীকার হইবে ?

উত্তর। এই যে নরাকার আমাকে দেখিতেছ অর্থাৎ এই তোমার রথস্থ সারথি আমি। কেবল আমার স্বয়ং ভগবত্তা হেতুক অসাধারণ পারমৈশ্বর্য্য যুক্তি অর্থাৎ দুর্ঘট ঘটনা চাতুর্য্য এই। ইহা জীবগণের স্ব বুদ্ধিদ্বারা যুক্তি সিদ্ধ নহে।

আমার চিচ্ছক্তি রূপ যোগমায়া বৈভব কদাচ তর্কের গোচর নহে। অতএব আমাতে বিরোধ নাই। ইহা পূর্ব্বে মহাকালপুর গমন লীলায় তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শাইয়াছি।

যদিবল জগজ্জাত নরসকল দেহ ধারণ করত দৈহিক ব্যাপার করিতেছে, তোমারো তাদৃশ দেখিতেছি, তবে ঐ নরগণহইতে তোমার বিশেষ কি হইল ?

উত্তর। জীবগণ অনাত্মক দেহে আত্মভানে তৎ পালনাদিতে নিমগ্ন আছে। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ ও পালন করিতেছি, তথাচ তদ্বিকারে স্থিত নহি। যেহেতু আমার অনাত্মক অহংকার নাই। আমি আত্মমূর্ত্তি। দেহদেহি ভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি মাধ্বভাষ্য প্রমানিত কৌর্ম্মবচনাৎ অর্থাৎ জীবের দেহ নশ্বর, দেহী নিত্য অণুচৈতন্য গুণকত্ব হেতুক। আমি তাদৃশ নহি বিভুচৈতন্যগুণকত্ব হেতুক মূর্ত্তচৈতন্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ইত্যর্থঃ। ৫।

যথাকাশ স্থিতোনিত্যং বায়ুঃসর্ব্বগতো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়। ৬।

টীকাচ সারার্থ বর্ষিণী। অসঙ্গে ময়িভুতানি স্থিতান্যপ্যস্থিতানি। তেষ্বপ্যহংস্থিতোঽপ্যস্থিতঃ। ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি যথৈবাসঙ্গ স্বভাবে আকাশে স্থিতোনিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সর্ব্বদা চলন স্বভাবঃ। অতত্রব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ মহান্ পরিমাণতঃ। যথাকাশস্যাসঙ্গত্বাৎ তত্রাস্থিতঃ। আকাশোপি বায়ৌ স্থিতোপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাদেব। তথৈবাসঙ্গ স্বভাবে ময়ি সর্ব্বানি ভূতান্যাকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগাণি স্থিতানি ইত্যুপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিনু। নমুপশ্যমে যোগমৈশ্বর মিতি ভগবদুক্তং যোগৈশ্বর্য্যস্যাতর্ক্যত্বং কথংসিদ্ধমভূত্ দৃষ্টান্তলাভাৎ। উচ্যতে আকাশস্য জড়ত্বাদেব সঙ্গত্বং চেতনস্যতু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বে পরমেশ্বরং বিনানান্যত্রাস্তীত্যতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব। তদপ্যাকাশ দৃষ্টান্তো লোক বুদ্ধি প্রবেশার্থ এবজ্ঞেয়ঃ। ৬।

অস্যার্থঃ। এই তোমার রথস্থ আমি আমাতে এই প্রত্যক্ষীভূত প্রাণিসকল অসঙ্গরূপে স্থিত আছে। ঐ প্রাণিসকলে আমি স্থিত হইয়াও অস্থিত। অত্র দৃষ্টান্ত, যেমন আকাশে স্থিত বায়ু নির্লিপ্তস্বভাবে সদাগতিমান অর্থাৎ সর্ব্বদা চলন স্বভাব, অতএব সর্ব্বগ এবং পরিমাণ শূন্য, আকাশের অসঙ্গত্ব হেতু তত্রস্থিত, এবং আকাশও বায়ুতে থাকিয়াও অস্থিত। সেইমত অসঙ্গস্বভাব আমি, আমাতে সর্ব্বগ আকাশাদি মহাভূত সকল থাকিয়াও অস্থিত। ইহাই নিশ্চয় কর।

ভাল পূর্ব্বে কহিয়াছ যে অচিন্ত্যযোগৈশ্বর্য্য কিন্তু ঐ দৃষ্টান্ত লাভে অচিন্ত্যের অভাব হইল।

তাহাতে কহিতেছেন। আকাশ জড়বস্তু হইয়াও অসঙ্গস্বভাব আমি বিভুচৈতন্য সুতরাং অসঙ্গস্বভাব। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধার এবং অধিষ্ঠাতা আধেয় এই দুই আমি। আমি পরমেশ্বর/এই হেতু এই সকল আমাতেই

সম্ভব, আমাব্যতিরেকে অন্যত্র ইহার সম্ভাবনা নাই, কারণ যিনি বিশ্বাধার তিনিই আধেয় অর্থাৎ বিশ্বমধ্যস্থিত সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন। ইহা কদাচ তর্কের গোচর নহে।

অতএব মুণ্ডক শ্রুতি, বৃহচ্চতদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপমিত্যাদি। এবং আমাতে লোকের বুদ্ধি প্রবেশার্থ ব্রহ্মসূত্রং আকাশ স্তল্লিঙ্গাদিতি। এবংশ্রীভাগবতেপ্রথমস্কন্ধেশ্রীবেদব্যাসংপ্রতি শ্রীনারদ বচনংচ, এতাবদুক্তোপরারমতন্মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গ মীশ্বর মিত্যাদি কহিয়াছেন। সুতরাং আমি নির্লিপ্ত অপরিচ্ছিন্ন। এইজগন্মধ্য পাতি দেশবিশেষ লিপ্ত পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, আকাশলিঙ্গত্ব হেতু অপরিচ্ছিন্ন। ৬।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং। ৭।

টীকাচ। নম্বু অধুনা দৃশ্যমানানি ভূতানি ত্বয়িস্থিতানীত্যবগম্যতে মহাপ্রলয়ে ক্বযাস্যন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ। সর্ব্বেতি কল্পক্ষয়ে মামিকাং মদীয়াং মম ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়াশক্তৌ লীয়স্ত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিশেষেণ সৃজামি। ৭।

অস্যার্থঃ। এই বর্ত্তমান কালে দৃশ্যমান ভূত সকল তোমাতে আছে ইহা বোধগম্য হইল। মহাপ্রলয়ে ঐ ভূত সকল কোথায় যাইবেক ?

তত্র কহিতেছেন। আমার বহিরঙ্গ শক্তি ত্রিগুণ মায়ানামপ্রকৃতিতে বনলীন বিহঙ্গবৎ অদৃশ্যরূপে লীন হইয়া থাকে। পুনঃ সৃষ্টিকালে বিশেষে সৃষ্টি করি। ৭।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমংকৃৎস্নমবশংপ্রকৃতের্ব্বশাৎ। ৮।

টীকাচ। নমু অসঙ্গোনির্ব্বিকারশ্চত্বং কথং বিকৃতং সৃজসি ইত্যপেক্ষা-য়ামাহ। স্বাংস্বীয়াং প্রকৃতিং অসঙ্গত্বাদিস্বভাবং অবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় পুনঃপুনঃ ভূতগ্রামং বিসৃজামি। কিন্তু প্রকৃতের্বশাৎ স্বস্বভাববশাৎ প্রাচীন কর্ম্ম নিমিত্তাৎ ইতি যাবৎ অবশংকর্ম্মাদি পরতন্ত্রং। ৮।

অস্যার্থঃ। যদিবল তুমি অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্য নির্ব্বিকার হইয়া বিকৃত বিশ্বকে কি প্রকারে সৃষ্টি কর?

উত্তর। যেমন চিন্তামনি অবিকৃত থাকিয়া দিনে দিনে স্বর্ণ-ভার প্রসব করে সেইমত আমি স্বীয় নির্ব্বিকার স্বভাবে থাকিয়া বিকৃত বিশ্বকে সৃষ্টি করি। কিন্তু তাহাতে আমার কোন বৈষম্য নাই, কারণ যেমন ক্ষেত্রস্থ বিচিত্র বীজ সকল মেঘের বৃষ্টিতে বিচিত্র অঙ্কুরিত হইয়া বিচিত্র পুষ্পফলাদি ফলবান হয়। সেই মত জীব সকল নিজ নিজ কর্ম্মবশত বিচিত্র শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র বিষয় ভোগ করে। ৮।

নচমাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীন মসক্তং তেষুকর্ম্মসু। ৯।

নমু এবংচ নানাকর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ তব জীববদ্বন্ধঃ কথং নস্যাৎ অত আহ। নচেতি তানি সৃষ্ট্যাদীনি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধনহেতুঃ সচাপ্তকামত্বা-ন্মম নাস্তি উদাসীনবদিতি অন্য উদাসীনঃ যথা বিবদমানানাং দুঃখ শোকাদি সংস্পৃষ্টোনভবতি তথৈবাহ মিত্যর্থঃ। ৯।

অস্যার্থঃ। যদি ঐ প্রকার নানা কর্ম্ম সকল করিতেছ, তবে জীবাদিগের ন্যায় তোমার বন্ধ না হয় কেন?

তাহাতে কহিতেছেন। হে ধনঞ্জয় দিকপালজয়ি কামাদি!

ঐ সকল বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কাম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। কারণ কর্ম্মাসক্তিই বন্ধন হেতু, আমি তাদৃশ নহি অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্মে আমার কিঞ্চিদপি আসক্তি নাই। যে হেতু আমি পরিপূর্ণকাম। কেবল জীবগণের প্রলয় প্রস্বাপ ভঙ্গার্থ প্রকৃতিতে অনুমোদন করি। ইহাতেই শ্রুতি কহিয়াছেন, সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় মিতি তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি। আমার সংকল্পমাত্রে প্রকৃতি সৃষ্টি করণে সক্ষমা হয়,। এই হেতু আমার নাম সত্যকাম নিত্য মপহতপাপ্মাচ। অতএব বিশ্বসৃষ্ট্যাদিতে আমি উদাসীন। যেমন অন্য উদাসীন পরস্পর বিবাদিগণের বিবাদ হেতু দুঃখ শোকাদি অসংস্পৃষ্ট থাকেন। সেই মত আমাতে ঐ সকল কর্ম্ম সম্বন্ধ গন্ধ নাই। ইহাইদৃষ্টি করিয়া শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতি কহিয়াছেন, নতস্য কার্য্যং করণংচ বিদ্যতে নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জন মিত্যাদি। ৯।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।

টীকাচ। নন্থ স্বষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বেবেদ মৌদাসীন্যং ন প্রত্যয়ামীতি অত আহ। ময়েতি অধ্যক্ষেণ ময়া নিমিত্ত ভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে প্রকৃতিরেব জগজ্জনয়তি মম তত্রাধ্যক্ষতা মাত্রং যথা কস্যাচিদম্বরীযাদে রিব ভূপতেঃপ্রকৃতিভিরেব রাজ্যকৃত্যং নির্ব্বাহ্যতে। অত্র উদাসীনস্য ভূপতেঃ সত্তামাত্র মিতি। যথা তস্য রাজসিংহাসনে সত্তামাত্রেণ বিনা প্রকৃতিভিঃ কিমপি নশক্যতে কর্ত্তুং। তথৈব মম অধিষ্ঠান লক্ষণ মধ্যক্ষত্বং বিনা প্রকৃতিরপি জড়া কিমপি কর্ত্তুং নশক্নোতীতি ভাবঃ। ১০।

অস্যার্থঃ। যদি বল সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা, তোমার এই ঔদাসীন্য বাক্যমাত্র ইহা প্রত্যয় হয় না। তাহাতে কহিতেছেন। আমি অধ্যক্ষ, কেবল নিমিত্ত মাত্র আছি। আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতি বিচিত্র বিকারাত্মক স্থাবর জঙ্গমাদি রূপ জগৎ জন্মান। এবিষয়ে আমার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র আছে। যেমন কোন ভূপতি অম্বরীষাদির সদৃশ (স্বীয় প্রকৃতিভিঃ) অমাত্যাদি কর্ত্তৃক রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এখানে ঐ পরমোদাসীন ভূপতীর সত্তামাত্র। কিন্তু ঐ ভূপতির রাজসিংহাসনে সত্তাব্যতিরেকে ঐ অমাত্যগণ, রাজ্যকর্ম্ম কিছুই করিতে পারেন না। তাদৃশ আমার অধিষ্ঠান লক্ষণ অধ্যক্ষত্ব ব্যতিরেকে ঐ জড়রূপা প্রকৃতি (কিঞ্চিদপি) কিছুই করিতে পারে না। এই তাৎপর্য্যে জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্ম সূত্রের প্রবৃত্তি। ১০।

অবজানন্তিমাংমূঢ়া মানুষীংতনুমাশ্রিতং।
পরংভাব মজানন্তো মমভূতমহেশ্বরং ।১১।

টীকাচ। নমুচ সত্য মনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষঃ স্ব প্রকৃত্যা জগৎ সৃজতীতিযঃ প্রসিদ্ধঃ সত্রবহির্ভবান্ কিন্তু বসুদেব সূনো স্তবেয়ং মানুষীতনু রিত্যেতদংশেনৈব কেচিৎ তব নিকর্ষং বদন্তীত্যত আহ। অবজানন্তীতি। মম মানুষ্যাস্তনো রূস্যাঃ পরং ভাবং কারণার্ণবশায়ি মহাকালাখ্য মহানারায়ণাদিভ্যোঽপ্যুৎ কৃষ্ণং স্বরূপং অজানন্ত এবেতি কীদৃশং মহদ্ ভূতং সত্যং যদ্ব্রহ্মতচ্চ তন্মহেশ্বরং চেতি তন্মহেশ্বর পদং সত্যান্তর ব্যাবর্ত্তক মাত্রং জ্ঞেয়ং। যোঽসৌব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম গোপাল ইতি তাপনীভ্যঃ। যুক্তেক্ষ্মাদাবৃতে ভূত মিত্যমরঃ। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং বৃন্দাবনসুর ভূরুহতলমাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামীতি শ্রুতেঃ। গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ মিতি। যদোর্ব্বংশং নরঃশ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং

কৃষ্ণাখ্যংপরং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি স্মৃতিভ্যশ্চ। মমাস্যা মানুষ্যাস্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়ত্বং মমাভিজ্ঞ ভক্তৈরুচ্যত এব তথা সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত্বং চ বাল্য-লীলায়াং মন্মাত্রা শ্রীযশোদয়া দৃষ্টমেব। ব্রহ্মনাপি সর্ব্ব সচ্চিদানন্দরূপাশ্রয় মহানারায়ণাদ্যাশ্রয়াং মানুষীং তনুং দৃষ্ট্বা উক্তং চ নারায়ণোঽঙ্গ মিত্যাদি। যদ্বা, মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি। পরমুৎ কৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধসত্ত্বং সচ্চিদানন্দ স্বরূপমিত্যর্থঃ ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায় ইত্যমরঃ পরং ভাব-মপি বিশিনষ্টি। মম ভূত মহেশ্বরং মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যাঃ তেষা-মপি মহান্তমীশ্বরং। তস্মাৎ জীবস্যেব মম পরমেশ্বরস্য তনুর্নভিন্না তনু-রেবাহং অহমেব তনুঃ সাক্ষাৎব্রহ্মৈব। শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুরিতি মদভিজ্ঞ শুকোক্তৈ রিতি। ভবদ্ভিস্তু মহাকালপুর পমন লীলায়াং দৃষ্ট শ্রুত মেব তদনুশাঙ্করগোবিন্দাষ্টকে সত্তামাত্র শরীর সিত্যাদিচঅত্যোঽন্যৈ র্বিশ্বস্যতা মিতি ভাবঃ। ১১।

অস্যার্থঃ (নন্বিতি) সত্য যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ স্বীয় প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃজন করেন, ইহা সর্ব্ব শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ, তুমি তাহার অবতার ইহা সম্ভবে। কিন্তু বসুদেবাত্মজ তুমি, তোমার এই মানুষীতনু, এইপক্ষ গ্রহণ করিয়া কোন তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তি তোমার নিকর্ষত্ব বলেন।

উত্তর (অবজানন্তীতি) আমার এই মানুষী তনুর (পরং-ভাবং) কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষাদি হইতেও অতি উৎকৃষ্ট স্ব-রূপ ইহা যে ব্যক্তিরা জ্ঞাত নহে, তাহারাই মূঢ়, অতএব আমার নরশরীরকে পরিচ্ছিন্ন দেশকাল প্রকাশ্য মানিয়া অবজ্ঞা করে।

যদি বল নর শরীরের উৎকৃষ্ট স্বরূপত্ব কীদৃশ। তাহাতে কহিতেছেন (ভূত মহেশ্বর মিতি) ভূত শব্দে সত্য বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম তিনীই মহেশ্বর। এই মহেশ্বর পদে যাহার সমান ঊর্দ্ধ্ব অন্য কোন সত্য বস্তু নাই ইহাই মাত্র বুঝায়।

তমেকং গোবিন্দং নিত্যাদি শ্রীগোপাল পূর্ব্ব তাপনী শ্রুতিঃ সেই অদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ গোপালক, মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দ, বৃন্দাপালিতবনে কল্পতরুতলে অর্থাৎ কদম্বমূলে গো গোপ গোপীগণ বেষ্টিত রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট। সতত সকল বেদ-দেবগণ সহিত আমি ব্রহ্মা পরম স্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ করিতেছি। এই তাপন্যুক্ত স্তুতিতে শ্রীদশমস্থ দশম পদার্থ রূপ শ্রীকৃষ্ণের যাবদীয় লীলাগণ বাঞ্ছিত আছে। এবং নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীভাগবত ও শ্রীহরিবংশ প্রভৃতি স্মৃতিগণে প্রস্ফুট আছে। আমারএই নরাকারের সচ্চিদানন্দরূপত্ব মান্য করিয়া পূর্ব্বাপর ভক্তগণেরা উপাসনা করিতেছেন। আমার এই নরাকারের সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত্ব বাল্য লীলাতে আমার মাতা শ্রীযশোদা দেখিয়াছেন। এবং তত্রৈব আমার সখাগণসহ বনভোজন লীলায় ব্রহ্মা পরব্যোমের সহিত মহানারায়ণ, আমার এই নরতনুতে আছেন ইহা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া এই নরতনু লক্ষকরত কহিয়াছেন (নারায়ণোঙ্গমিত্যাদি) পর-ব্যোমনাথ তোমার অঙ্গ, তুমি যশোদাস্তনন্ধয় অঙ্গী।

যদ্বা, অর্থাৎ আরো কহিতেছেন। (মম ভূত মহেশ্বর মিতি) এই ভূত শব্দে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাদিগের মহেশ্বর অর্থাৎ পূজ্যতম। (তস্মাদিতি) আমি মনুষ্যাকার, কিন্তু জীবের ন্যায় দেহদেহি ভেদী নহি। আমি পরমেশ্বর। আমার তনু ভিন্ন নহে অর্থাৎ তনুই আমি, আমীই তনু, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। (শাব্দং ব্রহ্ম মিতি) শব্দ শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত ব্রহ্ম তাঁহাকে ধারণকরিয়া রহিয়াছেন এই বপু ইহা শুকাদি বাক্যে প্রসিদ্ধ। হে সখে অর্জ্জুন! মহাকালপুর গমন লীলাতে তুমি এই

নরাকারের মহাযোগেশ্বরেশ্বরত্ব দৃষ্টশ্রুত হইয়াছ। আমা প্রতি তোমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মদুক্ত শ্রুতিগণের নিগূঢ়ার্থ কেবল আমি জ্ঞাতা, অতএব তোমাকে লক্ষ করিয়া বেদান্ত বাক্যের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিতেছি। ভাবিসাধু জনেরা ইহাতে বিশ্বস্ত হইবেন।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসী মাসুরীং চৈবপ্রকৃতিংমোহিনীংশ্রিতাঃ। ১২।

নমু যে মানুষীং মায়াময়ীংতনুমাশ্রিতোঽয়মীশ্বর ইতিমত্বা ত্বামবজ্ঞানন্তি তেষাং কাগতিস্তত্রাহ। মোঘাশাইতি। যদিতে ভক্তা অপিস্যুঃ তথাপি মোঘাশাভবন্তি মৎসালোক্যাদি মভিবাঞ্ছিতংনপ্রাপ্নুবন্তি। যদিতে কর্ম্মিণস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকংন লভন্তে। যদিতেজ্ঞানিনঃ তর্হি মোঘজ্ঞানাঃজ্ঞানফলং মোক্ষং নবিন্দন্তি। যদিতে যোগিনঃ বিচেতসঃ যোগাভ্যসফলং সমাধিলক্ষণ চিত্তৈকাগ্র্যং তত্র বিক্ষিপ্ত চিত্তাভবন্তীত্যর্থঃ। বাসুদেবাখ্যস্য মমৈব চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ। তর্হিতে কিং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যত আহ। রাক্ষসীমিতি রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদি প্রচুরাং আসুরীংচ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ সন্তোমামবজ্ঞানন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ১২।

অস্যার্থঃ। যাহারা এই তোমার মানুষরূপকে আধুনিক বলে অর্থাৎ ঈশ্বর মায়াময় মানুষতনুকে অধুনা আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ তদনুরূপ অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের কি গতি হয়?

উত্তর। (মোঘাশাইতি) যদি অন্য কোনরূপের ভক্ত হয়, তথাচ তল্লোকপ্রাপ্ত্যাশা অর্থাৎ স্ববাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় না। যদি কর্ম্মী হয়, তথাচ কর্ম্মফল স্বর্গভোগাদি তাহাও প্রাপ্ত হয় না। যদি জ্ঞানী হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ফল ব্রহ্মসাযুজ্যাদি তাহাও প্রাপ্ত হয় না। যদি যোগাভ্যাসী হয়, ঐ যোগের ফল সমাধিরূপ চিত্তের একাগ্রতা তাহাও হয় না। যে হেতু আমি বাসুদেব চিত্তের অধি-

ষ্ঠাতা আমাকে অবজ্ঞাকরণ হেতুক বুদ্ধি ভ্রংশ অর্থাৎ সৎ আর অসৎ বিবেক শূন্য হইয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়।

যদি তাহাদিগের সকল সাধন বিফল হয়, তবে তাহারা প্রাপ্ত হয় কি? তাহাও কহিতেছেন। (রাক্ষসী মিতি) রাক্ষসদিগের স্বভাব তামস হিংসাদি প্রচুর। কেহবা আসুরী, রাজসস্বভাব অর্থাৎ কামদর্পাদি সমুহ বুদ্ধি ভ্রংশকরী স্বভাবকে প্রাপ্ত হয়। আমি মনুষ্যরূপ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঘটিতলীলা বিশিষ্ট মায়াগুণস্পর্শশূন্য কল্যাণ গুণসাগরঃ সর্ব্ব বেদান্ত প্রসিদ্ধ, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মদ্বিভূতিকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞান পূর্ব্বক ভজনেও তদ্ভজন বুদ্ধিভ্রংশকর হয়। তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুর্য্যোধনাদি এবং শাল্বজরাসন্ধ কংশাদি। আর আমাকে ভজনে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসু পরমসাধু এবং দাসীপুত্র বিদুরাদি পরমসাধু। ১২।

মহাত্মানস্তু মাংপার্থ দৈবীং প্রকৃতি মাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ং। ১৩।

টীকাচ। তস্মাদ্‌যে মহাত্মানঃযাদৃচ্ছিক মদ্ভক্তেকৃপয়া মহাত্মত্বংপ্রাপ্তা স্তেতু মানুষা অপি দৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবং প্রাপ্তাঃসন্তোমাং মানুষাকার মেব ভজন্তি নবিদ্যতে অন্যত্র জ্ঞান কর্ম্মণান্যকামনাদৌ মনো যেষাং তে মাং ভূতাদিংময়াতত মিদং সর্ব্ব মিত্যাদি মদৈশ্বর্য্য জ্ঞানেন মাংভূতানানাং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তানাংআদিংপরমংকারণংঅব্যয়ংসচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বাদনশ্বরংজ্ঞাত্বা ইতি মমারাধ্যত্বে মদ্ভক্তে রেতাবম্মাত্রং মজ্‌জ্ঞান মপেক্ষিতব্যং ইয় মেব তৎত্বম্পথে জ্ঞান কর্ম্মাদ্যানপেক্ষা ভক্তি রনন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্বরূপ শক্তিবৃত্তি ভূতত্বাৎপরম ভাস্বতী রাজবিদ্যা রাজগুহ্য মিতিদ্রষ্টব্যং। ১৩।

অস্যার্থঃ। দুর্য্যোধনাদয় স্ত্বামবজানন্তি। অর্থাৎ দুর্য্যো-

ধনাদি চক্রবর্ত্তিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করে। তবে তোমার আরাধনা করে কে ?

উত্তর। (তস্মাদিতি) গর্ব্বকামাদি বাহুল্য হেতুক মদ্ভক্তগণের দ্বেষ করে ; তদ্রহিতা (মহাত্মানঃ) অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য হেতুক এই নরাকার বিগ্রহের অনন্য ভজনশীল হয়। ভক্তজনের কৃপা হেতুক (মহাত্মত্ব) পরমধীরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহারাই স্বভাবত মানুষ কিন্তু দেবর্ষিগণের স্বভাবকে প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ নরাকার আমাকেই ভজে। (অনন্য মনসইতি) যাঁহাদিগের অন্যত্র অর্থাৎ নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞান, কর্ম্ম, ও অন্যকামনাদিতে মন নাই, তাঁহারাই অনন্য ভক্ত। আমি কেমন (ভূতাদি মিতি) ময়াততমিদং সর্ব্বমিত্যাদি মৎ কথিত পদ্যগণে আমার অচিন্ত্য যোগমায়া বৈভব জ্ঞান দ্বারা (ভূতানা মিতি) ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিদিগের অনশ্বর কারণ, অথবা ভূতশব্দে বিশ্বের পূর্ব্বকাল ব্যাপি পুরুষত্রয়, আমি তাহাদিগের আদি। (অব্যয়মিতি) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যয় আছে কিন্তু আমাকে যেরূপ দেখিতেছ অর্থাৎ তোমার রথস্থ সারথিরূপ এই মনুষ্যাকারের ব্যয় নাই। যেহেতু আমি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বাদিতি যে শ্রুতিকে উট্টঙ্ক করিলেন, সেই শ্রুতিকে দর্শাইতেছি। যথা, সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট কারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি সাক্ষিণে। ১।

মহাভারতোক্ত বিষ্ণুর সহস্র নাম ভাষ্যারম্ভে ভগবান শঙ্করাচার্য্যপাদ মঙ্গলাচরণ লিখনে শমায়ালং জলং বহ্নে স্তমসো ভাস্করোদয়ঃ। ক্ষান্তিঃ কলে রঘৌ ঘস্য নাম সংকীর্ত্তনং হরেঃ। হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং। কলৌনাস্ত্যেব

নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। এই প্রকার পুরাণ বচনগণ উত্থাপিতকরিয়া। দর্শিত সচ্চিদানন্দ রূপায়েত্যাদি ঐ তাপন্যুক্ত মহামন্ত্র উত্থাপিত করিয়াছেন।

ভাল। এই প্রকার বহুতর শ্রুতি ও স্মৃতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কহিয়াছেন। এবং শাঙ্করাচর্য্যপাদ ঐ তাপনী শ্রুতি লিখিয়াছেন, ইহাতে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু চিৎশব্দে জ্ঞান এবং আনন্দ শব্দে সুখ বিশেষ। ইহা সাকার বিগ্রহ কি যুক্তিতে মান্য করিব?

উর্ত্তর। জল বেগে পতিত হইয়া পর্ব্বতকে কদাচ চূর্ণ করিতে পারে না, কারণ ঐ জলের গুণ রস অর্থাৎ স্নেহ এবং পর্ব্বত সুকঠিন বস্তু, ইহাতে স্নেহ দ্বারা সুকঠিন পর্ব্বত চূর্ণ হয় ইহা কদাচ যুক্তি সিদ্ধ নহে। কিন্তু বৃহৎ রসঘন অর্থাৎ অতি বৃহৎ করকা কর্ত্তৃক পর্ব্বত চূর্ণ হইল, অর্থাৎ রস বস্তু জল কখন অতিদৃঢ় হইল, ইহা কি অস্মদাদির যুক্তিসিদ্ধ হয়?

সত্য। কেবল জল করকা অর্থাৎ শিলা কর্ত্তৃক পর্ব্বত চূর্ণ হয় ইহা মান্য বটে, কিন্তু কোন বায়ুর যোগে ঐ জল কঠিন হয় তবে ঐ পর্ব্বত চূর্ণ হইতে পারে, নতুবা স্বভাবত জলে পর্ব্বত চূর্ণ হয় না।

উত্তর। কোন বায়ুর যোগে ঐ জল কঠিন হয় তখন পর্ব্বত চূর্ণ হইতে পারে ইহাতে কোন বায়ুর যোগ স্বীকার করা হইল সেই যোগের অচিন্ত্য প্রভাব বটে, তদ্‌যোগে স্বভাবত স্নেহ বস্তু ও কঠিন হয়।

সেইরূপ বিশ্বোৎপত্তির পূর্ব্ব সিদ্ধ চিৎ আর আনন্দ বস্তু বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বৃহদ্গুণক অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য যোগে ঐ বিভু

চৈতন্য গুণকঃ শ্রীহরিঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ইতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ। (মুণ্ডকোক্ত বৃহচ্চতদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপমিত্যাদি) ঐ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব শ্রীহরিতেই সুসম্পন্ন হইল।

ভাল। ঐ রসঘন করকাদির কাঠিন্য প্রাপ্তিতে বায়ু বিশেষকে স্বীকার করা হইল। তাদৃশ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অঘট ঘটনা শক্তি যোগে মূর্ত্তচিদানন্দ ইহা মান্য বটে। কিন্তু ঐ স্নেহ বস্তু রস এবং রূপবান বায়ু যোগে কঠিন হয়। চিন্মুৎখ বস্তু অমূর্ত্ত দুর্ঘট ঘটনা শক্তি ও অমূর্ত্ত, ইহাতে তিনি কদাচিৎ দৃশ্যরূপে প্রতীত হন, এবং দৃষ্টিগোচরও হন ইহা কি যুক্তি দ্বারা বুদ্ধিতে সমাধান করিব?

উত্তর। ভাল, শব্দ স্বভাবত অমূর্ত্ত বস্তু। নানাবিধ লোক সংঘাটিত সমাজে এক ব্যক্তি সংপূর্ণ গান্ধর্ব্ব রস রসিক কর্ত্তৃক যথার্থ ভৈরবাদি রাগালোপে তৎসমাজস্থ তাদৃশ গান্ধর্ব্ব রস রসিক কর্ণে যথার্থ রাগালাপ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ভৈরবাদি মূর্ত্তিমান প্রত্যক্ষ দৃশ্য হয়। আর তৎসমাজস্থ মধ্যম ব্যক্তির চিত্তে আনন্দ মাত্র প্রকাশ হইয়া বহিরিন্দ্রিয়াদিতে অশ্রু পুলকাদি হয়। এবং তৎসমাজস্থ কনিষ্ঠ ব্যক্তির কেবল রাগালাপ শব্দ মাত্র বোধ হয় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্বাদু পায়। আর তৎসমাজস্থ গান্ধর্ব্ব রস বিহীন ব্যক্তির তদালাপ গানে বৈরক্তি মাত্র হয়।

এই বিচিত্র বিকারাতিরিক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্ম লোক লোকী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তল্লোকে নিত্য সিদ্ধ পার্ষদগণ সংপূর্ণ প্রেম ভক্তি রস সংভৃত ইন্দ্রিয়গণের সদাই গোচর মূর্ত্ত চিদানন্দ। যেমন সংপূর্ণ গান্ধর্ব্ব রস সংভৃত ব্যক্তির

কর্ণে গান্ধর্ব্বালাপ প্রবিষ্ট হইয়া মূর্ত্ত ভৈরবাদি রাগ গণ সেই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়।

আর সাধক ভক্তগণের চিত্তে সর্ব্বজ্ঞকল্প শাস্ত্রগণোদিত সচ্চিদাণন্দবিগ্রহ সংপ্রতীত হন। যেমন পূর্ব্বোক্ত সমাজস্থ মধ্যমব্যক্তিগণের ঐ রাগালাপ শ্রবণে চিত্তের দ্রবত্ব হইলে দেহে অশ্রু পুলকাদি হয়।

আর ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারিত্বগণ কেবল শাস্ত্রোদিত বাক্যমাত্রে বিশ্বাস করে। যেমন ঐ সমাজস্থ কনিষ্ঠব্যক্তিগণ ঐ রাগালাপ প্রবণে যৎকিঞ্চিৎ স্বাদু মাত্র প্রাপ্ত হয়। আর শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবিহীন কেবল স্ববুদ্ধি কল্পিত যুক্ত্যপেক্ষকগণের চিত্তে চিদানন্দ বিগ্রহ প্রতীতির সম্ভাবনা নাই এতাবন্মাত্র শুষ্ক তর্কঃ। যেমন ঐ সমাজস্থ গান্ধর্ব্ব রস বিহীন ব্যক্তিগণের রাগালাপে বৈরক্তি।

ঐ তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় গোচর যে জ্ঞান, এবং তদ্গোচর যে সুখ, ইহা কেবল আভাস মাত্র। কারণ নীলঘট দর্শনে নীলজ্ঞান, পুনঃ পট দর্শনে পটজ্ঞান, বিচিত্র বস্তু ইন্দ্রিয় গোচর হেতুক ঐ জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ অস্থায়িত্ব হেতু ঐ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। এবং ইন্দ্রিয় গোচর যে সুখ তাহাও ক্ষণিকত্ব হেতুক যথার্থ সুখ নহে। এই সকল বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গণের আশ্রয় জীবাত্মা স্বরূপত চিৎসুখ বস্তু অর্থাৎ অণুচৈতনগুণক, বহিরঙ্গ অচিন্ত্যমায়াগুণাবৃতত্ব হেতুক স্বপ্রকাশ তার হানি। পরমাত্মা মায়াগন্ধসম্বন্ধ শূন্যত্ব হেতুক বিভু চৈতন্য-গুণক, নিত্যস্বপ্রকাশ। নিত্য অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগত্ব হেতুক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। জীবগণের বুদ্ধি কল্পিত যুক্তিতে যত যত

দুর্ঘট হয়, সেই সকল দুর্ঘট ঈশ্বর ঘটাইতে পারেন। যেহে-তুক তিনি সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ, তদভাবে অপূর্ণত্ব সুতরাং অনীশ্বর। (ইহা বিস্তার রূপে অন্যত্র অবসরে লিখিব)। মুলপদ্য টীকাতে জ্ঞাতা ইতি,শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, পূর্ব্বদর্শিত আমার স্বরূপ বৈভব অর্থাৎ আমি পরমারাধ্য ইহা জ্ঞাত হইয়া, এবং আমার তটস্থাখ্যশর্ত্তি অণুচৈতন্যগুণক জীবস্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের দাস স্বরূপ জ্ঞাত হওত আমাতে ভক্তি করা ইহাই ত্বং পদার্থ জ্ঞান। আর দর্শিত লক্ষণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম আমি, আমার স্বরূপশক্তি বৈভব অত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্তই অৎপদার্থজ্ঞান এতাবৎ মাত্র তত্ত্বমসিশব্দার্থজ্ঞান আমার ভক্তগণের অপেক্ষা করে। কিন্তু এতদ্রূপ তৎ ত্বং পদার্থ জ্ঞান হইলে আর কর্ম্মাদিকে-অপেক্ষাকরে না। যেহেকতু আমাতে অনন্যভক্তি সকল পুরু ষার্থ হইতে শ্রেষ্ঠতর। ইহা এই নবমাধ্যায়ারম্ভে কহিয়াছি, রাজবিদ্যা রাজ গুহ্য ইত্যাদি দৃষ্ট করা উচিত। ১৩।

সততংকীর্ত্তয়ন্তোমাংযতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নম-স্যন্তশ্চমাংভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে। ১৪।

টীকাচ। ভজন্তীত্যুক্তং তদ্ভজন মেব কি মিত্যাত আহ। সততং সদেতি নাত্র কাম্যাইব কালদেশপাত্রাদিশুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে ইতি স্মৃতেঃ। যতন্তঃ যতমানাঃ। যথা কুটুম্ব পালনার্থং দীনা গৃহস্থা ধনিকদ্বারাদৌ ধনার্থং যতন্তে। তথৈব মদ্ভক্তাঃ কীর্ত্তনাদি মদ্ভক্তি প্রাপ্ত্যর্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে। প্রাপ্যচ ভক্তিং অধীয়মানং শাস্ত্রং বটব ইব পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তিচ। এতাবন্তি নাম গ্রহণানি এতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ এতাবত্যঃ পরিচর্য্যশ্চ্যাবশ্যকর্ত্তব্যা ইত্যেবং দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাংতে।

যদ্বা দৃঢ়ানি অপতিতানি একাদশ্যাদি ব্রতানি নিয়মা যেষাংতে। নমস্যন্তশ্চেতি চকারঃ শ্রবণ পাদসেবাদ্যনুক্ত সর্ব্বভক্তি সংগ্রহার্থঃ। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং আকাঙ্ক্ষন্তঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি বর্ত্তমানেপি

ভূত কালিকঃক্তপ্রত্যয়ঃ অত্র মাং কীর্ত্তয়ন্ত এবমামুপাসতে ইতি মৎ কীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসন মিতি বাক্যার্থঃ অতোমামিতি নপৌনরুক্ত মাশঙ্কনীয়ং ।১৪।

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বপদ্যে নরাকারের স্বয়ং রূপত্ব জ্ঞাত হইয়া মহাত্মত্ব প্রাপ্ত হওত ঐ মহাত্মাগণ ঐ নরাকারের অনন্য ভজন করেন। সেই ভজন কি তাহা কহিতেছি। (সততমিতি) এই নির্হেতু অনন্য ভক্তিপথে কাম্য কর্ম্মাদির ন্যায় কাল দেশ পাত্রাদি শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা কর্ত্তব্য নহে। তত্র প্রমান (ন দেশ নিয়ম ইত্যাদি) ম্লেচ্ছাদি দূষিত দেশ অশুদ্ধ কিন্তু শ্রীহরির নাম মাধুর্য্যাস্বাদ লোভি ব্যক্তির তন্নামাদি গ্রহণে, তত্রাপি নিষেধ নাই, অর্থাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ মাত্র এই তৎশব্দ ব্যাপ্য দেশ শুদ্ধ হয়। এবং উচ্ছিষ্ট লিপ্ত অপ্রাক্ষালিত মুখাদি ব্যক্তি অশুদ্ধ তথাচ শ্রীহরির নামোচ্চারণে শুদ্ধ হয়। সুতরাং কালাদি শুদ্ধি বিচারের অপেক্ষা নাই। (যতমানাইতি) যেমন পুত্রকলত্রাদি কুটুম্ব ভরণার্থ দীন গৃহস্থগণ ধনিকদ্বারাদি গমনে ধনের নিমিত্তে যত্নশীল হয়। সেই মত আমার ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রাপ্তির নিমিত্তে সাধু সমাজাদিতে গমনে যত্নশীল হন। সেই ভক্তি প্রাপ্ত হইলেও যেমনছাত্রবটুগণ অধীত শাস্ত্রকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করে। সেই মত আমার ভক্তগণ দৃঢ় নিয়ম করত ঐ ভক্তির অঙ্গগণকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করে, অর্থাৎ ইয়ৎ সংখ্যা নামগ্রহণ, ইয়ৎ সংখ্যা প্রণতি, এতাবৎ পরিচর্য্যা আমার কর্ত্তব্য যাহারা এই দৃঢ় ব্রত নিয়ম করে, তাহারাই ভক্ত সংজ্ঞ। অথবা যাহাদিগের অপতিত একাদশ্যাদি ব্রত নিয়ম। (নমস্যন্তশ্চেতি) এই চকার, শ্রবণ পাদ সেবাদি অর্থাৎ উক্ত না হইয়াছে যে সকল ভক্তি অঙ্গগণ

তাহাও চকারার্থে প্রাপ্ত হওয়াগেল (নিত্যযুক্তা ইতি) নির্হেতু শুদ্ধভক্তি সাধন পরিপাকে হইবে এই নরলীলায় নিত্যযোগ ইহারই আকাঙ্ক্ষামাত্র করে। এই পদ্যে আমার সুমধুর রূপ ও লীলা কীর্ত্তন করত নিশ্চয় আমাকেই উপাসনা করেন। ইহাতে আমার কীর্ত্তনাদিই উপাসনা এই ফলিতার্থ। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাবিশ্বতোমুখং। ১৫।

টীকাচ তদেব মত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়েচ অনন্যভক্ত এবমহাত্মশব্দবাচ্যআর্ত্তাদিসর্ব্বভক্তেভ্যঃশ্রেষ্ঠইতি দর্শিতং। অথান্যেঽপ্যমুক্তপূর্ব্বা যেত্রিবিধাভক্তাঃ পূর্ব্বতো ন্যূনাঃ অহং গ্রহোপাসকাঃ বিশ্বরূপোপাসকাস্তান্ দর্শয়তি জ্ঞান যজ্ঞেনেতি অন্যে অমহাত্মান ইত্যর্থঃ পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানা সমর্থাঃ জ্ঞান যজ্ঞেন ত্বংবা অহ মস্মিভগবো দেবতা অহংবৈত্বমসীত্যাদি শ্রুত্যুক্ত মহং গ্রহোপাসনং জ্ঞানং সএব পরমেশ্বরঃ যজমানরূপত্বাৎ যজ্ঞ স্তেন, চকার এবার্থে। একত্বেন উপাস্যোপাসকয়োরভেদচিন্তনরূপেণ। ততোপি ন্যূনা অন্যে পৃথক্ত্বেন ভেদ চিন্তনরূপেণ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনেন জ্ঞানযজ্ঞেন। অন্যে ততোপিমন্দা বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ বিশ্বতোমুখং বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং মামেবোপাসতে ইতি। মধুসূদন সরস্বতী পাদানাং ব্যাখ্যা অত্রনাদেবো দেব মর্চ্চয়ে দিতি তান্ত্রিক দৃষ্ট্যা গোপালোঽহমিতি ভাবনাবশেষা গোপালোপাসনা নামগ্রহোপাসনা। তথায়ঃ পরমেশ্বরঃ বিষ্ণুঃ সহি সূর্য্য এবনান্যঃ সইন্দ্র এবনান্যঃ সহি সোম এবনান্যঃ ইত্যেবং ভেদনৈকস্যা এবং ভগবদ্বিভূত্যের্ষা উপাসনা বিষ্ণুঃ সর্ব্ব- ইতি সমস্ত বিভূত্যুপাসনা বিশ্বরূপোপাসনেতি জ্ঞান যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যং।

যদ্বা একত্বেন পৃথক্ত্বেন এতৌ এবৈকব অহং গ্রহোপাসনা গোপালোঽহং গোপালস্য দাসোঽহং ইত্যুভয় ভাবনাময়ী সমুদ্রগামিনী সা প্রতীকোপাসনা নদীবৎ সমুদ্রাভিন্নাচেতি। তদা জ্ঞান যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যং। ১৫।

অস্যার্থঃ। তদেব মিতি। এই নবমাধ্যায়েও অষ্টমাধ্যায়েও নরাকার পরব্রহ্মের অনন্য ভক্তই মহাত্মা শব্দবাচ্য। আর সপ্তমাধ্যায়োক্ত আর্ত্তভক্ত অর্থাৎ বিপদ গ্রস্তভক্ত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ মোক্ষলোভী, অর্থার্থী অর্থাৎ অর্থাকাঙ্ক্ষী, এই সকল

হইতে অর্থাৎ আর্ত্তাদি সর্ব্বভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ অনন্য ভক্তগণ, ইহা দর্শাইয়াছি। এবং ঐ আর্ত্তাদি ভক্ত হইতে ন্যূনা অর্থাৎ হেয়া আর যে ত্রিবিধভক্ত পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে দেখাইতেছি। গ্রহোপাসক আর বিশ্বরূপের উপাসক।

(অমহাত্মান ইতি) পূর্ব্বোক্ত নরাকার পরব্রহ্মের ভক্ত মহাত্মাগণ, এতস্তিন্ন অর্থাৎ ঐ নরাকার পরব্রহ্মের লীলাগুণ কীর্ত্তনাদি রহিত সাধন বিশিষ্টগন অমহাত্মা। জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অংবা অহমস্মীত্যাদি শ্রুত্যুক্ত অহং গ্রহোপাসনং জ্ঞান মিতি। যিনি পরমেশ্বর, যজমান রূপ হেতু যজ্ঞও তিনি। অর্থাৎ পরমেশ্বরই যজমান এবং যজ্ঞ। সুতরাং উপাস্য উপাসকের ভেদরহিত চিন্তন রূপ দ্বারা। ইহা হইতেও ন্যূনা অন্য, অর্থাৎ পৃথক্ত্বেন ভেদচিন্তন রূপ দ্বারা, ইহারি নাম প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান যজ্ঞ।

যদি বল এই জ্ঞানযজ্ঞ পূর্ব্বোক্ত আর্ত্তাদিভক্ত হইতেও ন্যূন হইল কেন?

উত্তর। অতত্ত্বে তত্ত্ব ভাবনা অর্থাৎ অভেদ ভাবনায় যেমন গ্রহগ্রস্তব্যক্তি হৃদয়ে গ্রহরূপ উপদেবাদি প্রবিষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি আপনি বলেন আমি অমুকগ্রহ। তাদৃশ কল্পনা রূপ প্রতীক নাম উপাসনা। সুতরাং আর্ত্তাদি হইতেও ন্যূনা। অন্যে, অর্থাৎ যাহারা বহু প্রকার দ্বারা বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মাকে উপাসনা করে, তাহারা ঐ প্রতীক উপাসনা হইতেও মন্দ। ইহাই মধুসূদন সরস্বতীপাদের ব্যাখ্যা। অত্র আপনি দেব না হইয়া ইষ্টদেবের পূজা করিবেন না, এই প্রকার তান্ত্রিক বচন দর্শন করিয়া, গোপালোঽহমিতি ভাবনা বিশেষা) এই উপাসনা, অহং গ্রহোপাসনা। আর পরমেশ্বর বিষ্ণু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই

চন্দ্র অন্য নহেন, এইরূপ ভাবনা করেন। এই প্রকার ভেদে ভগবানের মায়িক বিভূতির মধ্যে একের পৃথক্ উপাসনা। বিষ্ণু সম্বন্ধেই সমস্ত বিভূতির উপাসনা। আর বিশ্বরূপ উপাসনা, জ্ঞানযজ্ঞের। এই তিন প্রকার উপাসনা।

যথা, আরো কহিতেছেন। (একত্বেন, পৃথক্ত্বেন) একই আমি এহোপাসনা গোপালোহং গোপালস্য দাসোহ মিত্যুভয়। অর্থাত গোপাল আমি, গোপালের দাসও আমি। এই উভয় ভাবনা রূপ উপাসনা যেমন নদী সকল সমুদ্র গামিনী। এই প্রকার উপাসনার নাম প্রতীক উপাসনা।

পূর্ব্বদর্শিত নরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য বিগ্রহের লীলাগুণ শ্রবণাদি ভক্তি। তদ্ভিন্ন উপাসক দেহদেহি ভেদবান্। সেই রূপ বিশ্বগত দেবগণ আবৃত চৈতন-তাঁহাদিগের উপাসনায় কেবল সংসার ভোগ মাত্র। অতএব মায়িক বিভূতির উপাসনাই প্রতীকোপাসনা পরোক্ষত্ব হেতুক। ১৫

ভাল। এই গীতোপনিষদের প্রথম ব্যাখ্যা ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য কৃতভাষ্য। তৎ শিষ্য আনন্দগিরি পাদ কৃত তৎপদ ভাষ্য। তদনুযায়ী সন্ন্যাসী শ্রীধর স্বামি পাদ। তৎপশ্চাৎ ঐ শঙ্করাচার্য্যানুযায়ী মধুসূদন সরস্বতীপাদ। তদনুযায়ী নীলকণ্ঠ ভট্। এই পঞ্চরত্ন সম্বলিত শ্রীগীতাশাস্ত্র অত্র দেশে কেবল সুবিচক্ষণ মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর সংগ্রহ করেন।

আর বৈষ্ণব সংপ্রদায়ে প্রথম ব্যাখ্যা শ্রীরামানুজ পাদ কৃত ভাষ্য। এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পাদকৃত মায়াবাদ শত দূষণী নাম ভাষ্য। তদনুযায়ী অর্জ্জুন মিশ্রকৃত টীকা। এবং তদনুযায়ী সারার্থবর্ষিণী টীকা। এবং শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য। এই পঞ্চরত্ন

বৈষ্ণব সম্প্রদায়িরা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সারার্থবর্ষিণী টীকাতে অনেক স্থানে ঐ মধুসূদন সরস্বতী পাদের ব্যাখ্য উত্থাপিত আছে। কিন্তু ঐ সরস্বতী পাদকৃত টীকাতে অষ্টাঙ্গযোগ প্রাকরণেযোগ বাশিষ্ঠের অনেক বচন দর্শাইয়াচিন্মাত্র একাত্ম প্রত্যয়সার সমাধিকেনির্ব্বিকল্প সমাধি কহিয়াছেন। এই নবমাধ্যায়ে কেবল বসুদেব কুমারের অনন্য ভক্তকে মহাত্মা স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত চিন্মাত্রৈকাত্ম প্রত্যয়সার সমাধি কারক যোগিকে অমহাত্মগণ মধ্যে নির্দ্দিশ করিলেন ইহার কারণ কি ?

উত্তর। ঐ সরস্বতীপাদ ভগবৎশঙ্করাচার্য্য প্রসাদে তাঁহার গ্রন্থ দৃষ্টে তদীয় হার্দ্দমত বিজ্ঞ ছিলেন। যেহেতুক স্বরস্বতী পাদ স্বকৃত টীকায়শ্রীশুকশাস্ত্রকে এবং তাপনীশ্রুতিকে প্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ শুক শাস্ত্রে দ্বিতয়স্কন্ধে শ্রীশুকদেব কেবল ব্যাবহারিক অতি স্থূল দর্শি উপাসনা মাত্র বিহীন ব্যক্তিদিগকে উপাসনা মার্গে আনিবার নিমিত্তে প্রথমত ঐ ব্যবহার মাত্র বিশ্বরূপের উপাস্যত্ব উপদেশ করিয়া তত্রস্থ আধ্যাত্মিক দেবগণ দর্শাইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ ঐ বিশ্বস্থূলরূপ হইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ঐ দেবতাগণ, এবং তাঁহারাই আধিকারিক হন, অর্থাৎ ঐ ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ঐ ব্যাবহারিক ব্যক্তি দিগকে ঐ সকল দেবতাগণের উপাসনা উপদেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বান্তর্যামিধারণাকে উপদেশ করেন। ঐধারণাকে যোগ বাশিষ্ঠে সবিকল্প ধারণা কহিয়া পুন নির্ব্বিকল্প ধারণা কহেন, অর্থাৎ অত্রৈব যোগিদিগের একাত্ম প্রত্যয়সার সমাধি ঐক্য চিন্তন। শ্রীশুকদেব ঐ ঐক্যধারণাকে হেয়ত্ব দর্সাইয়া শ্রীহরিই সেব্য ইহাই উপদেশ করিতেছেন। যথা, শ্রীদ্বিতীয়ে,

এবং স্বচিত্তে স্বত এবসিদ্ধ আত্মাপ্রিয়ো-হর্থো ভগবানহনন্তঃ। তন্নির্বৃতো নিয়-তার্থোভজেত সংসার হেতুপরমশ্চযত্র। ৭।

অত্রস্বামীচ। তদাতেন কিং কর্ত্তব্যং শ্রীহরিস্ত সেব্য ইত্যাহ। এবং বিরক্তঃ সন্ তং ভজেত। ভজনীয়ত্বে হেতবঃ। স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধঃ যত আত্মা সুখ রূপঃ অতএব প্রিয়ঃ প্রিয়স্যচ সেবা সুখরূপৈব অর্থশ্চ সত্যঃ নতু অনাত্মব-ন্মিথ্যা ভগবান্ ভজনীয়গুণশ্চ অনন্তশ্চ নিত্যঃ যএবম্ভূতঃতংভজেত। নিয়তার্থঃ নিশ্চিতস্বরূপঃ তদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃসন্নিতি। স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতং। কিঞ্চযত্র যস্মিন ভজনে সতি সংসার হেতোরবিদ্যায়া নাশোভবতি। ৭।

কস্তাংত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তাং ঋতেপশূনসতীং নামযুঞ্জ্যাৎ। পশ্যন্জনং পতিতংবৈতরণ্যাং স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপান জুষাণং। ৮।

স্বামীচ। এতদেব অন্যচিন্তা নিন্দয়া দ্রঢয়তি। ক ইতি তাং তথাভূতাং পরস্য হরেরনুচিন্তাং ধারণাং অনাদৃত্য পশূন্ কর্ম্মজড়ান বিনা। যথা পশুরেব সদেবানা মিতি শ্রুতেঃ। অসতীং বিষয়চিন্তাং কোনাম কুর্য্যাৎ। তয়া চিন্তয়া বৈতরণ্যাং পতিতং তত্রচ স্বকর্ম্মজানাং আধ্যাত্মিকাদি ক্লেশান্ সেব্যমানংজনং পশ্যন বৈতরনী যমদ্বারস্থা নদী তত্তুল্যত্বাৎ সংসৃতি বৈত-রণী। ৮।

ঐ দুই শ্লোকের সংক্ষেপার্থঃ। পূর্ব্বদর্শিত বিশ্বরূপ ধার-ণান্তর্গত দেবগণোপাসনা নাম কর্ম্মকাণ্ড, তন্নিষ্ঠব্যক্তিগন ঐ দেবতাদিগের কর্ম্মঝড়রূপ পশু। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্তর্যামি ধারণাঃ, তাহাতে মুমুক্ষু লোভনার্থ অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্তে সোহহমিতি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আমি এই ঐক্য ভাবনা। তাহা-কেও নিন্দা করত শ্রীহরির অনন্য ভক্তিই কর্ত্তব্য ইহাই উপদেশ করিলেন। সেই হরি কিরূপ তাহাও উপদেশ করিতেছেন।

তিনি আত্মা আত্মমূর্ত্তিআনন্দময়ঃ অতএব প্রিয়ঃ। তৎসেবাও সুখরূপ। কিন্তু জীবের অনাত্ম দেহের ন্যায় মিথ্যা নহে বরংচ

আত্মারামগণের ভজনীয় চিদ্গুণ বিশিষ্ট। দেশকালাদির ব্যাপ্য নহেন। সুতরাং নিত্য। এবম্ভূত শ্রীহরিকে ভজিবেক, যে ভজনে সংসারের হেতু অবিদ্যানাম মায়ার বিনাশ হয়। ৭।

আর তাঁহাকে না ভজিয়া বিশ্বগত দেবগণের উপসনা করি-করিলে তাঁহারা নিজভার বাহক রূপ পশু করিয়া রাখেন অর্থাৎ, বলীবর্দ্দের ন্যায় বিবেক শূন্য হইয়া ব্যাবহারিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগার্থে ঐ বিশ্বগত আধিকারিক দেবগণের উপাসনা করে তাহাতে ক্লেশমাত্র ফল। ৮।

সুতরাং শ্রীহরির অনন্য ভক্তগণ মহত্মা। তদ্ভিন্ন আর্ত্তাদি ভক্তগণও সুকৃতিমান্ বটে, যেহেতু বিপদ উদ্ধারের নিমিত্তে-হরিকেই ভজে। এবং জিজ্ঞাসু ভক্তগণ মোক্ষের নিমিত্তে মুকুন্দকে অর্থাৎ ঐ হরিকেই ভজে। আর অর্থার্থী অর্থাৎ অর্থ অভিলাষী যেমন ধ্রুব আদি রাজ্য প্রাপ্ত্যভিলাষে হরি ভজন করে। ইহারাও কালে অনন্য ভক্তি করিবেন, অতএব সুকৃতি। এতদ্ভিন্ন ঐক্য ভাবনা অর্থাৎ উপাস্য উপাসকের অভেদ ভাবনা বিশিষ্টগণ অমহাত্মা। যেহেতু স্বপ্রকাশানন্দরূপ অণুচৈতন্য গুণক আত্মার অপ্রকাশতার আশা করেন। সুতরাং অমহাত্মা। আর যাহারা বিশ্বরূপ মধ্যগত পৃথক দেবগণের স্বাতন্ত্র্য কর্ত্তৃত্ব মান্য করিয়া উপাসনা করে, তাহারা সকল হইতে মন্দ। মধু-সূদন স্বরস্বতী পাদের টীকায় এই বিবৃতি আছে।

ঐ অভেদ ভাবনা বিশিষ্টগণকে অমহাত্মা কহিলেন বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পাদের ভাষ্যে সর্ব্বত্রে এই নির্ভেদ বাদের প্রশংসা আছে।

উত্তর। সত্য বটে, কিন্তু ঐ প্রশংসা শঙ্করাচার্য্য পাদের হার্দ্দ

নহে তাহার হার্দ্দ শ্রীহরি। ইহা ঐ স্বরস্বতী পাদ জ্ঞাতা ছিলেন। তৎ প্রমাণ বেদান্তে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে অবৈদিক ঈশ্বর কল্পনারূপ পৃথক্ পৃথক্ কুমতগণ প্রতিষেধ প্রকরণে সকল অবৈদিক ঈশ্বর কল্পনাগণের দোষ দর্শাইয়াছেন।

তত্র বেদোক্ত পরমেশ্বর নিরূপক সূত্রং। উৎপত্ত্য সম্ভবাৎ। ৪২।

অত্রৈব শঙ্কর কৃত ভাষ্যং। তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেকো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ জ্ঞান স্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং সএকধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধাভবতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনঃ অনেকধা ভবস্যাধিগতত্বাৎ। যদপি তস্য ভগবতোভিগমনাদি লক্ষণমারাধন মজস্র মনন্য চিত্তভয়াভি প্রেয়তে তদপি ন প্রতিষিধ্যতে শ্রুতি স্মৃত্যোরীশ্বর প্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাদিতি। ৪২।

শঙ্করভাষ্যের অর্থ। (তত্রেতি) উপাস্য নিরূপণ প্রকরণে ভাগবতগণ মানেন এক স্বয়ং ভগবান্ বসুদেবের পুত্র নিরঞ্জনঃ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপঃ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞান পরমার্থতত্ত্ব তিনিই অনেক অবতারগণের সহিত বিরাজমান। (যদপীতি ঐ ভগবানে ধামপরম, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্তে ভাগবতগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরন্তর তদারাধনা করেন। এই স্বয়ং ভগবানের আরাধনাকে প্রতিষেধ করিতে আমারক্ষ মত নাই, যেহেতুশ্রুতি আর স্মৃতিতে ঐ বসুদেব পুত্রের আরাধনা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা না করিলে সংসার ক্লেশ ভোগ মাত্র। ৪২।

অত্র শ্রুতি। তাপনী। বৃহ্মতাপনী, নৃসিংহ তাপনী, রামতাপনী, ও গোপালতাপনী। আর স্মৃতি। মহাভারত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণু পুরাণ, শ্রীগৌতমীয়, সনৎকুমার সংহিতা বৃহ্মসংহিতা ও মহাসংহিতা প্রভৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে

শ্রীবসুদেব পুত্রের স্বয়ংভগবত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে। মধুসূদন সরস্বতী পাদ এই রূপ শঙ্করাচার্য্যের হার্দ্দজ্ঞ। অতএব ঐ বসুদেব পুত্রের অভক্ত মাত্রকেই অমহাত্মা মানিয়া তাহাদিগের উপাসনাকে প্রতীক উপাসনা কহিয়াছেন।

ভাল। শঙ্কর কৃত শারীরিক মীমাংসা ভাষ্যে স্থানে স্থানে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীবসুদেবের পুত্র ইহা স্বীকার করেন বটে, কারণ দর্শিত লক্ষণ শ্রুতি স্মৃতিগণ মান্য করিয়াছেন কিন্তু গীতা ভাষ্য মধ্যে কোন পদ্য ব্যাখ্যানে শঙ্করের এবম্প্রকার স্বীকার দর্শাইলে তাহারহার্দ্দ শ্রীবসুদেবের পুত্র ইহা মান্য হয়।

উত্তর। শ্রীগীতোপনিষদে,একাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্যমে পার্থরূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানা বিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ।৫।

অত্র শঙ্কর ভাষ্যঃ। শতসহস্রশঃ অনেকশ ইত্যর্থঃ। তানিচ নানাবিধানি অনেক প্রকারাণি দিব্যানি দিবিভবানি অপ্রাকৃতানি, নানাবর্ণাকৃতীনিচ নানা বিলক্ষণা নীলপীতাদি প্রকারা ইত্যর্থঃ। ৫।

অস্যার্থঃ। হে পার্থ হে সখে! তুমি দেখ আমাতে আছে অনন্ত বৈকণ্ঠ ধাম, ইহাই কহিয়া দেখাইতেছেন।

অপ্রাকৃত ধামগণ সহ অপ্রাকৃত রূপগণ। ঐ অপ্রাকৃত ধামগণের সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোক ধামান্তর্গত গোপ গোপীগণে বেষ্টিত শ্রীগোবিন্দ রূপ। তাহার কিঞ্চিত ব্যবধানে পরব্যোম নাম মহাবৈকুণ্ঠ ধাম, এই ধামের বেষ্টন কারণ সাগর, তত্তটে পূর্ব্বদর্শিত মহাকালাখ্য নারায়ণ পুর। তত্রৈব পরং জ্যোতিঃ পাণিপাদাদি বিহীন অপচিচ্ছিন্ন চৈতন্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল ব্রহ্ম। তত্রৈব কারণ সাগর শায়ী মহাবিষ্ণু। অপ্রাকৃত নীলপীতাদি প্রকারা ইতি। ৫। নিরবয়বশব্দগণের অর্থ এই প্রকার না করিলে তম্মতেব্রহ্ম, শূন্য মাত্র হন ইহা কদাচ যুক্ত নহে।

তদতিদূরে সুগহন তমোনাম প্রকৃতিঃ। তাহা হইতে দূরে ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দ। ঐ ব্রহ্মাণ্ড সমূহ মধ্য যে ব্রহ্মাণ্ডে সনকাদির পিতা ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ যাবদীয় জীব ভোগ্য লোকগণ সহ বিচিত্র বিকারাত্মক বিচিত্র রূপ দেখাইয়া ভূলোকস্থ সপ্ত সাগর সপ্তদ্বীপ। তত্রাপি লবণ সমুদ্র বেষ্টিত জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষ। তত্র মাথুর মণ্ডস্থল গোকুলধাম। ঐ ধামে গোপ-বালক সখাগণ সহ কালিন্দী পুলিনে বন্য ভোজনলীলা প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য বিলাস দেখাইতেছেন।

তত্রৈবাধ্যায়ে অগ্রেপি।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যাগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেব, মনন্তংবিশ্বতোমুখং॥

অত্রাপি শঙ্কর ভাষ্যঞ্চ। বিশ্বতো মুখং সর্ব্বতোমুখংসর্ব্ব-ভুতাত্মত্বাৎ তদ্দর্শয়ামাস অর্জ্জুনোপিদদর্শ ইত্যধ্যাহ্রিয়তে। ১২।

এই সর্ব্বভুতাত্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইয়াছেন। যেহেতু অর্জ্জুনকে দেখাইলেন তিনিও দেখিলেন সুতরাং মূর্ত্তসচ্চি-দানন্দ।

ভাল। যে সকল প্রমাণ দর্শাইতেছ এ সকল আমরা অমান্য করিতে পারি না, কিন্তু বিদ্যারণ্য নাম কোন শাঙ্করী সংন্যাসী কতক গুলি শ্রুতি স্মৃতি বাক্য উত্থাপিত করিয়া পঞ্চদশী নাম এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জীব ও ঈশ্বরকেও মায়ার বৎস বলিয়া শক্তি মাত্র বিহীন কেবল নির্ভেদ চিন্ মাত্র অবশেষ নির্ণয় করিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বর মায়ার পুত্রদ্বয়। সুতরাং প্রকৃতি বিকার রূপ কার্য্য মধ্যপাতি মানিয়া কেবল নির্ভেদচি-ন্মাত্রআত্ম সমাধিকেই স্বীকার করিয়াছেন। যদ্দৃষ্টে পণ্ডিত্য

ব্যক্তিরাও ঈশ্বরারাধনাকে অনাদর করিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারে মগ্ন হইতেছে।

তৎ কল্পিত কারিকা এই! মায়া খ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ। যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তৎদ্বন্দ্বং দ্বৈতমেবহীতি।

উত্তর। ইহা কদাচ সাধু জনের গ্রহণীয় নহে। কেননা ঐ মায়া আর জীব এই দুই ঈশ্বরের শক্তি তাহাতে মায়া বহিরঙ্গা যেহেতু জড়া, আর জীব নাম তটস্থা শক্তি চৈতন্য মাত্র এই দুই শক্তি সম্বলিত ব্রহ্মাণ্ডগণ, ঈশ্বরের স্থূলোপাধি ইহার প্রলয় আছে। তাহা হইতেও মধ্যমোপাধি হিরণ্যগর্ভের শরীর ইহারো প্রলয় আছে। তাহা হইতেও সূক্ষ্মোপাধি কারণ নাম সপ্রকৃতিক ঈশ্বর অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত যে রূপ আছেন। ইহাঁকেই লিঙ্গরূপী কহিয়াছেন, কোন স্থানে সূত্ররূপ কহিয়াছেন। বদ্ধ জীববর্গ অর্থাৎ তটস্থ্য শক্তি আর বহিরঙ্গা মায়াখ্যা শক্তি এই দুয়ের সম্ভোগবিলাস নাশের নাম মহা প্রলয়, তৎকালীন ঐ কারণোপাধি নাম লিঙ্গরূপির প্রস্বাপ অর্থাৎ নিদ্রা ঐ পূর্ব্বোক্ত দুই শক্তি সহিত মিলিত হন, অর্থাৎ পৃথক্ ২ অহংকারের প্রলয় হয়। ঐ মিলিত কারণোপাধি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ ঈশ্বর অর্থাৎ নিরুপাধি সর্ব্ব ব্যাপি সচ্চিদানন্দরূপ মহাবিষ্ণু সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এক ২ ব্রহ্মাণ্ডের কারণোপাধি ঈশ্বরগণ তাঁহার লোমকূপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি তুরীয় ঈশ্বর অর্থাৎ ঈক্ষণ কর্ত্তা মহা পুরুষ পরমাত্মা যাঁহার নাম, মহাবিষ্ণু ইনিই নরাকৃতি পরব্রহ্মের অংশ। অন্তরে রমানাম চিচ্ছক্তির সহিত রতি। বাহিরে কদা-

চিৎ মায়ার সহিত ক্রীড়া আছে, অতএব ইহাঁরি নাম মায়া ভর্ত্তা। ইনিই সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ও রমানাম চিচ্ছক্তি এই তিন শক্তি বিশিষ্ট অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম। ভাল, শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কহিয়াছেন কিন্তু জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি এই তিন শক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বরকে পরমাত্মা কহিয়া এতদ্বিহীন নিত্য মুক্ত শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম অবশিষ্যমাণ থাকেন ইহাই লিখিয়াছেন।

উত্তর। এ কথা কোন শাস্ত্র দৃষ্ট করিয়া কহিতেছ, কিম্বা এই তোমার স্বীয় মত। যদি বল, স্বকপোলকল্পিত কথা কি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্তি করে কহিলেই বা গ্রহণ করে কে।

ভাল, তবে এই নগরস্থ যাবদীয় বালকগণ মুখে শ্রবণ করা-যায় যে ব্রহ্ম নিরবয়ব, ও কোন সাবয়বের উপাসনা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। ইহা কি শাস্ত্র সম্মত? যদি ইহা কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না অথচ উক্ত বালকেরা সগর্ব্ববচনে কহিতেছে, ইহাতে বোধ হয় যে কেবল ঐ অপসিদ্ধান্তবাদী নাস্তিক পঞ্চদশীকারের কুসিদ্ধান্তরূপ বাগ্জালে বিমোহিত হইয়া কহে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ পঞ্চদশীকার শঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী আমরাও ঐ শঙ্করা-চার্য্য চরণে ভক্তি করিয়া তাঁহার হৃদয়স্থ সর্ব্বশক্তি শ্রীহরি চরণে ভক্তি করিতেছি।

ভাল, তোমরা যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ কহিয়া থাক তিনিই শ্রীহরি ইহা সত্য বটে, ইহা হইলে মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দ উপাস্য হন। কিন্তু পঞ্চদশী মতে নিরবয়ব চৈতন্য মাত্র ব্রহ্ম উপাস্য।

উত্তর। সত্য বটে, আমরা ঐতরেয়োপনিষদুক্ত সর্ব্বজ্ঞ

সর্ব্বশক্তি নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব ঈশ্বর আরাধনা করিয়া থাকি সেই ঐতরেয়োপনিষদ দর্শাইতেছি।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান নু সৃজা ইতি। ১। স ইমান্ লোকান সৃজত।

শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ। অততি ব্যাপ্নোতীতি আৎ মাতি নির্মাতীতি আত্মা পরঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিঃ অশনাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিতঃ নিত্যঃ শুদ্ধ বুদ্ধ সত্য স্বভাবঃ অজঃ অমরঃ অদ্বয়ঃ বৈইদং একঃ অয়ং এক এব অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ আসীৎ। নঅন্যৎ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি মিষৎ নিমেষাদি ব্যাপার-বৎ। স সর্ব্বজ্ঞ ঈক্ষত ঐক্ষত। কেনাভি প্রায়েণেত্যাহ। লোকান প্রাণি কর্ম্ম ফলোপভোগস্থানভূতান্ নু সৃজৈ সৃজেহহমিতি। ১। এবমীক্ষিত্বা আলোচ স আত্মা ইমান লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্। ইতি।

এই আত্মা শব্দে শ্রীহরি। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে আততত্বাচ্চ মাতৃত্বা দাত্মাহি পরমো হরিরিতি নিরুক্তেঃ।

ভাল, সত্য বটে, শ্রীহরিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ কিন্তু ইহাঁর শ্রীবৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যাদি ভোগ দেখিতেছি। আচার্য্য কহিলেন অশনাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিত ইহা কি প্রকারে বুঝিব?

উত্তর। আমরা এই বিশ্বকে সংসার কহিয়া থাকি যেহেতু-বদ্ধজীবগণ অনাত্মক দেহ পুষ্টির নিমিত্তে মায়িক বিষয় ভোগ করে, অতএব সংসার। কিন্তু ঐ বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্য বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে নিত্য আছেন, যেহেতু স্বরূপভুত। ঐ বৈকুণ্ঠে সুনন্দনন্দাদি অনেক পার্ষদগণ আছেন এবং মহা লক্ষ্মী প্রভৃতি অনেক শক্তি বর্গ সেবিত শ্রীহরি, ইহারাও সচ্চিতানন্দ, তদুক্তং শ্রীসপ্তমে। দেহেন্দ্রিয়াসু হীনানাং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনা মিতি। ইহাতে ঐ বৈকুণ্ঠে হরিকে সংসারী কহীব কি প্রকারে। এই বিশ্ব সৃষ্টির নিমিত্তে দূরবর্ত্তি প্রকৃতি প্রতি কদাচিৎ নিমেষ ব্যাপার করেন

তাহার পুর্ব্বেও ঐ বৈকুণ্ঠে নিমেষাদি ব্যপার ক্রিয়া নাই অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির নিমিত্ত যে ক্রিয়া তাহাই নাই। কিন্তু এই বিশ্বোৎপত্তির নিমিত্ত নিমেষ ব্যাপার নাই বলিয়া শ্রীমহা লক্ষ্মীর প্রতি এবং সুনন্দনন্দাদির প্রতি কারুণ্য দৃষ্টিও নাই এমত বিবেচনা হইবেক না।

ভাল, তবে নিষ্ক্রিয়মিত্যাদি শ্রুতির কি গতি হইবেক ?

উত্তর। উহার গতি পুরাণাদিতে প্রস্ফুট বর্ণিত আছে তথাচ কিঞ্চিৎ যুক্তি দর্শাইতেছি। যথা, অধুনা রাজা কিঞ্চিৎ নকরোতি। অর্থাৎ এখন রাজা রাজ্য সম্বন্ধীয় কিছুই করেন না, ঐ প্রয়োগে এমত বিবেচনা করা হইবেক না যে স্নান ভোজনশয়নাদি স্বাভাবিক ব্যাপার করেন না। এই প্রকার ঐ শ্রুত্যুক্ত ঐ নিমেষাদি ক্রিয়ার নিষেধে, বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার নিষেধ মাত্র হইল। সেই মত বিশ্ব সৃষ্টেঃ প্রাক্ অয়ং এক এব আসীদিত্যাদি ইহাতে কি সর্ব্বশক্তি বিহীন একাকী ছিলেন শ্রীহরি। ইহা কি স্বীকার করিব ? ইহা কদাচ সম্ভব নহে। যেমন রাজা গচ্ছতীতি প্রয়োগে অমাত্যাদি শক্তিগণ বিহীন রাজার স্বস্থানান্তর গমনের সম্ভব হয় কি ? অপিতু কদাচ নহে। সেই মত বিশ্ব সৃষ্টেঃ প্রাক্ এক এব আসীৎ। অর্থাৎ স্বীয় শক্তি বর্গের সহিত এক সমানাধিক রহিত শ্রীহরি আছেন ইহাই মানিতে হইবেক। ঐ পার্ষদগণকে লক্ষ করিয়া ব্রহ্মসূত্র সমাপ্তি ভাষ্যে লিখিয়াছেন।

নিত্য সিদ্ধনির্ব্বাণ পরায়ণানাং সিদ্ধিরেবানাবৃত্তিঃ তদাশ্রয়ণেনৈব অন্যেষাং অনাবৃত্তি সিদ্ধিরিত্যাদি।

ভাল, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্ব জীব গণের থাকা কোথায় প্রাপ্ত হইলা।

উত্তর। স সর্ব্বশক্তিঃ শ্রীহরি ঐক্ষত কেনভিপ্রায়েণেত্যাহ। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা কি স্বয়ং সংসার ভোগ করিবার নিমিত্তে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন কিম্বা মহা প্রলয়ে অনুশায়ি জীবগণের প্রতি সকরুণ হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তত্রসিদ্ধান্ত কহিতেছেন (লোকানিতি) প্রাণি কর্ম্মফলোপভোগস্থানভূতান লোকান্ অর্থাৎ ঐ অনুশায়ি প্রাণি জীবগণেরকর্ম্মফলোপভোগ স্থানভূত লোকগণ চতুর্দ্দশ ভুবন আর জীবগণের চতুর্বর্গ সাধনের নিমিত্তে সৃজেহহমিতি আমি আমার অধীনা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি করি। সকরুণ শ্রীহরি এই মনে বিবেচনা করিয়া ইমান্ লোকান্ সৃষ্টিবান্ অর্থাৎ বিচিত্র বিকারাত্মক বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ১।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইল যে কোন শক্তির প্রলয় নাই। কেননা যিনি সর্ব্বশক্তি তিনিই সংসার ভোগ বর্জ্জিত। আর প্রাণিদিগের কর্ম্মফলোপভোগস্থানভূত লোকগণকে সৃষ্টি করেন ইহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবগণ এবং তাহাদিগের কর্ম্মগণ ও প্রকৃতি এবং তৎসম্বলিত কারণোপাধি, যাঁহার নাম সূত্রোপাধি। মহা প্রলয়ে ইহাদিগের প্রলয় নাই, কেবল জীবগণের কর্ম্মফলোপভোগস্থান ভূতলোকগণের প্রলয় মাত্র আছে। সুতরাং পঞ্চদশ্যাদিতে নির্ভেদ নিঃশক্তিক চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্থাপনার্থ যে দুরাগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে অনেক দোষ আছে তাহাও কিঞ্চিৎ দর্শাইব, ঐতরেয়োপনিষদনুযায়ি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রগণ।

যদি বল ঐ সকল শাস্ত্রগণেরাও ব্রহ্ম নিরবয়ব কহিতেছেন, এবং ব্রহ্ম সূত্রংচ নিরবয়বং তৎপ্রধানত্বাদিতি।

উত্তর। সত্য বটে, সে কেবল বিশ্বগত অবয়ব জড় বস্তু, তদবয়বকে নিষেধ করিবার নিমিত্তে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে নিরবয়ব কহিয়াছেন এবংঐ নিরবয়ব শুদ্ধ চিদানন্দ বস্তুকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবংপ্রকার অনেক বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন সুতরাং শক্তিমাত্রশূন্য চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্থাপন শাস্ত্র সিদ্ধ নহে।

ভাল, শক্তি শব্দে মায়া তদগুণ সম্বলিত বিশ্বগত দেবগণ, ইহাঁরা সাবয়ব বটেন। সচ্চিদানন্দবস্তুর অবয়ব কোন্ শক্তির গুণ ইহা বুদ্ধির গোচর হইলে মান্য হয়।

উত্তর। ভাল তোমাদের বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাকৃত অর্থাৎ অনাত্মক, ইহাদিগের পূর্ব্বসিদ্ধ চৈতন্যশক্তি, সেই শক্তিকে আধুনিক বুদ্ধ্যাদিরা কি যুক্তিতে গ্রহণ করিবেক, অতএব শ্রুতিগণ কহিতেছেন অচিন্ত্য, বিশেষত যাঁহারা জীব আর মায়াশক্তি ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তি জ্ঞাত নহেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পশাস্ত্রে অবধান না করিয়া কেবল চিন্মাত্রব্রহ্ম প্রতিপাদক বচন খণ্ড প্রতি অবধান করেন, তাহাদিগের বুদ্ধি প্রভৃতিতে চৈতন্যশক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা কদাচ গোচর হইবেক না।

পূর্ব্বে দর্শাইয়াছিঐতরেয়োপনিষৎ। আত্মাবাইদমেকএববাগ্র আসীদিত্যাদির বৃত্তিতে কেবলানন্দ বিগ্রহ পরমাত্মা বিচিত্র বিকারের কারণশক্তি প্রতি আলোচন করিয়া অনুশায়ি জীবগণের কর্ম্মফলোপভোগস্থানভূত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন, যদি বল ইহাতে ঐ মহা পুরুষের শ্রমহিতাকরণাদি দোষ না হইবার কারণ কি? তদুত্তর মায়াংব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ইতি। অচিন্ত্য চৈতন্য শক্তিভোগ হেতুক নিত্য মুক্ত শুদ্ধস্বভাব আছেন, কিন্তু জীব আর মায়া

এই শক্তিদ্বয়াতিরিক্ত চৈতন্যশক্তি স্বীকার না করিলে ঐ বিকার কারণশক্তি মায়া স্পর্শ শূন্য রূপে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কহিয়াছেন শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশ ইতি। প্রধান শব্দে বিচিত্র বিকারের কারণশক্তি প্রকৃতি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি জীব, এই দুই শক্তির পতি। আর এই দুই শক্তি ভিন্ন চৈতন্যগুণগণ, সুতরাং বিভুচৈতন্যগুনকঃ পরমাত্মা, অতএত গুণেশ। স্মৃতিতেও ইহাই কহিয়াছেন। যথা

শ্রীভাগবতে। আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্র শক্তিরিতি।

অত্র স্বামীচ। আত্মনাং জীবানাং ঈশ্বরঃ ভগবান্ সহস্রং অনন্তাঃ শক্তয়োযস্য স ইতি।

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বিচিত্র বিকারের কারণশক্তি, ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তি, এবং এই স্মৃতিতে অচিন্ত্য অসংখ্য শক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তি দর্শাইলাম। এই সকল শক্তির আশ্রয় সর্ব্বশক্তি মান্ পরব্রহ্ম।

ভাল, যদি ঐ ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় পরব্রহ্ম হইলেন, ইহাতে তিনি সাবয়ব ইহা প্রতীত হইতেছে। তবে নিরবয়ব শ্রুতির কি গতি হইবেক?

উত্তর। কেবল প্রকৃত অবয়বকে নিষেধ করিবার নিমিত্তে নিরবয়ব কহিয়াছেন।

যথা, ব্রহ্মসূত্রং। বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্ত মিতি।

তথাহি, শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রোপনিষদি। অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বিশ্বং নহিতস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্ত মিতি।

এই অপাণি, অপাদ, অচক্ষু, অকর্ণ শ্রুতি দৃষ্টি করিয়া যদি চৈতন্যশক্তিবিলসিত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও নাই বল, পুন তাহাই কহিতেছেন।

অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা ইত্যাদি অর্থাৎ আপাততঃ অপানি ইত্যাদি কহিয়া হস্ত পদাদির নিষেধ করিলেন। কিন্তু ঐ হস্তপদাদির কার্য্য সর্ব্বাগ্র গমন, ও সর্ব্ব গ্রহণ করা কহিলেন, এবং অচুক্ষু কহিয়া সকল দৃষ্টি করেন ইহা কহিলেন, অকর্ণ কহিয়া সকল শ্রবণ করেন ইহাও কহিলেন। সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণকেনিষেধ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপভুত ইন্দ্রিয় স্বীকার করিলেন। যদি স্বরূপভুত অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ অস্মদাদির যুক্তি সিদ্ধ নহে, কিন্তু ঐ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ শ্রুতি সকল স্বীকার করিয়াছেন। যথা.

বৃহচ্চতদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপ মিত্যাদি। এই দিব্য পদে অপ্রাকৃত ইহাও পূর্ব্বে গীতাপদ্য ভাষ্যে দর্শাইয়াছি। অতএব অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জীবদিগের তর্কের গোচর কদাচ হইতে পারে না। কেননা জীবগণ, যে বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা তর্ক করে সেই সকল ইন্দ্রিয় অধুনা প্রাপ্ত অর্থাৎ সৃষ্টি সময়ে অতএব তৎপূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু, চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রপরব্রহ্ম সুতরাং অবরকলিজাত জীবের ইন্দ্রিয়গণ, ঈশ্বর পূর্ব্বসিদ্ধ তিনি কিরূপ আছেন তাহা কদাচ তর্ক করিয়া জ্ঞাত হইতে পারে না অতএব (আত্মে-শ্বরোহতর্ক সহস্রশক্তিরিতি সাত্বতী শ্রুতিঃ আত্মনাং জীবানা মীশ্বরঃ ইতি স্বামিপাদানাং।

শ্বেতাশ্বতরে ঐ অচিন্ত্যরূপকে (তমাহুরগ্র্য মিতি) মায়ার প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষের অংশি মহাপুরুষ নরাকৃতি পরব্রহ্মকে লক্ষ্য

করিয়া কহিলেন। এবং সূত্রকারও কহিয়াছেন, (বিকরণত্বাৎ নেতিচেৎ তদুক্ত মিতি) পরব্রহ্মের স্বাত্মক ইন্দ্রিয় নাই এতাবৎ নহে। (তদুক্তং) চৈতন্যগুণক ইন্দ্রিয় আছে। অতএব যাবতীয় নিরবয়ব শ্রুতিগণ, দর্শিত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির অনুগত এবং সূত্রেও তাহাই কহিলেন ইহা মান্য করিলে সকল শ্রুতির গৌরব থাকে। ইহার অন্যথা করিলে শ্বেতাশ্বতর, কঠমুণ্ডক, পুরুষবোধনী, এবং পঞ্চতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি এবং মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদি ব্রহ্মসংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, শ্রীগৌতমীয়সাত্বত সংহিতা প্রভৃতির প্রামাণ্য থাকে না এই সকল শাস্ত্রগণকে অমান্য করিলে পঞ্চদশ্যুক্ত নিরীশ্বর মতকেই স্বীকার করিতে হয়, ইহা কদাচ সর্জ্জনের উচিত নহে।

ভাল। ভগবদ্ভাষ্যকার চতুঃসূত্রীয়ে সকল বেদান্তের সমন্বয় দর্শাইয়াছেন, তন্মধ্যে তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রসঙ্গও নাই, কেবল নিরবয়ব প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহ উদাহৃত করিয়াছেন, তবে পঞ্চদশীকারের দোষ কি?

উত্তর। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি সত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ শ্বেতাশ্বতরোক্ত মন্ত্রদ্বয় উদাহৃত করিয়া স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বস্থাপিত করিয়াছেন। যথা,

যৎ প্রসাদাদ্ধি যোগিনামপ্যতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষ জ্ঞান মিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্র বিদঃ কিমুবক্তব্যং তস্য নিত্যসিদ্ধে শ্বরস্য সৃষ্টি স্থিতি সংহৃতি বিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি যদপ্যুক্তং প্রাগুৎপত্তে ব্রহ্মণঃ শরীরাদি সম্বন্ধ মন্তরেণ ঈক্ষিতৃত্ব মনুপপন্ন মিতি।

নতচ্চোদ্যং অবতরতি সবিতৃ প্রকাশবৎ ব্রহ্মণো জ্ঞান স্বরূপ নিত্যত্বেন জ্ঞান সাধনানুপপত্তেঃ। অপিচ অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞান প্রতি বন্ধ কারণ রহিতস্যেশ্বরস্য।

মন্ত্রৌ চেমাবীশ্বরস্য শরীরাদ্য নপেক্ষতাং অনাবরণ জ্ঞান তাংচ দর্শয়তঃ।

নতস্য কার্য্যং করণংচ বিদ্যতে নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্যাক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া-চেতি। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্য-কর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং নচতস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তমিতিচ।

অস্যার্থঃ। (যৎপ্রসাদাদ্ধীতি) যে ভগবানের প্রসাদ হেতুক (যোগিনাং যোগিদিগের অর্থাৎ তৎপার্ষদদিগের অতীত কল্প-গত জ্ঞান, এবং হইবে যে কল্পঅর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি আর প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড বিষয় জ্ঞান, নিত্য আছে। অন্যযোগ শাস্ত্রজ্ঞ যোগিরা অণিমাদি সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া সাধন করেন। যাঁহার পার্ষদগণের কৃপাহেতুক তাহা সিদ্ধি হয়। ইহাতে নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে যে নিত্যজ্ঞান আছে তাহাতে আর কি বক্তব্য।

(যদপ্যুক্তমিতি) প্রকৃতিব্রহ্মবাদি নিরীশ্বর সাংখ্যমতাবলম্বি-গণ কহে যে প্রকৃতিগুণকার্য্যরূপ শরীর সম্বন্ধ ব্যতিরেকে বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের ঈক্ষণ কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না।

(নতচ্চেতি) সূর্য্যস্তপতিমদ্ভয়াদিতিন্যায়বৎ প্রেরণীয়ং নাস্তি, অর্থাৎ সূর্য্য যেমন পরমেশ্বরের নিয়মে তৎপ্রেরিত হইয়া

জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন। ব্রহ্মনাম পরমেশ্বর তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ। অনুশায়ী জীব দিগের জ্ঞান সাধনের নিমিত্ত প্রকৃতিগুণকার্য্যরূপ ইন্দ্রিয়, সুতরাং জীবের তৎপ্রাপ্ত্যপেক্ষা আছে। ইশ্বরের তৎসাধনকার্য্য প্রাপ্ত্যপেক্ষা নাই। (অপিচেতি) অবিদ্যাবিশিষ্ট জীব প্রলয়কালে চেতনরূপ হইয়াও অচেতনের ন্যায় থাকেন।

ঈশ্বরের ঈক্ষণে পুন প্রকৃতি হইতে বাহির হইয়া ইন্দ্রিয়গণ প্রাপ্তহওত বিশ্বগত সংসার বিষয় অনুভব করেন মাত্র, এবং পরমার্থ জ্ঞান সাধন করিলে করিতে পারেন।

কিন্তু ঈশ্বরে মায়াসম্বন্ধ গন্ধ নাই, যেহেতু বিভুচৈতন্যগুণকঃ সুতরাং জ্ঞান প্রতিবন্ধ রহিত। অতএব তাঁহার স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু তৎপ্রাপ্ত্যর্থ সাধন অপেক্ষা নাই।

(মন্ত্রোচেতি) ঈশ্বরস্য সপরিকর নভোলিঙ্গস্য অনাবৃত সচ্চিবানন্দরূপস্য স্বভিন্ন শরীরাদ্যনপেক্ষত্বং তদ্রূপ আবরণ শূন্য, অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য পরিকরের সহিত অনাবৃত সচ্চিদানন্দরূপ নিত্য আছেন, তাহাই দেখাইতেছেন।

(নতস্যেতি) তস্য অনাবৃতসচ্চিদানন্দবিগ্রহস্য কার্য্যং ব্যাকৃত শরীরং তদনুরূপকয়ণং ইন্দ্রিয়ং নাস্তি। অনাবৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরের অনাত্মক শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন নিরবয়ব। (নতৎসম ইতি) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমান ও ঊর্দ্ধ্ব কোন অবতাররূপ নাই। যথা, এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যবধারণাস্মৃতেঃ। পরেতি অস্য ভগবতঃ পরা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা স্বরূপশক্তিঃ। অর্থাৎ জীব ও মায়া-

দিশক্তি,গণ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠতমা। সেই চৈতন্যশক্তি, বৃত্তিভেদে বিবিধা অনেক প্রকার মূর্ত্তিমতী আছেন।

যদি বল ঐ পরাশক্তিশব্দে পরমেশ্বরের ক্ষমতা ও ধর্ম্ম বিশেষকে বুঝায়, চৈতন্যশক্তির মূর্ত্তি কোথায় প্রাপ্ত হইলেন উত্তর। শ্রীসপ্তমে দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনা-মিতি। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ নাম শ্রীহরিঃ তাহার পুর শ্রীগোকুল মথুরাদি ধাম। তত্র গোকুলে পরাখ্যাশক্তি শ্রীরাধাদি গোপীগণ, এবং গো, গোপ বালকাদি। ইহাদিগের দেহ,ইন্দ্রিয়, প্রাণহীণ উক্তিতে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি নিষেধ করিয়া ঐ পরাখ্যাশক্তির মূর্ত্তিত্ব স্বীকার করিলেন। যত উক্তং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনা মিতি। ইহারা

তলবকারোক্ত বিদ্যাশক্তি মূর্ত্তিমতী উমাহৈমবতীবৎ। এই পরাখ্যাশক্তি বৃত্তিভেদে হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিদিতি, (শ্রূয়তে) পুরুষ বোধনী তাপনী প্রভৃতি উক্তিতে শ্রুত হইয়াছি। সেই পরাখ্যাশক্তি স্বাভাবিকী স্বভাবসিদ্ধা অর্থাৎ কারণ বশাৎ উপস্থিতা নহেন, নিত্যসিদ্ধই আছেন। তদেব বিশিনষ্টি অর্থাৎ তাহা প্রস্ফুট করিতেছেন। (জ্ঞান বল ক্রিয়াচেতি) জ্ঞানশক্তিঃ সম্বিদাখ্যা যয়া বেদ্যং সর্ব্বংজানাতি। অর্থাৎ অনন্ত-বৈকুণ্ঠগত নিত্যসিদ্ধভক্তগণের প্রেমচেষ্টাও জানেন। এবং তান্ স্বীয়স্বরূপ বৈভবং জ্ঞাপয়তিচ, অর্থাৎ স্বভক্তগণকেও স্বীয় ঐশ্বর্য্যমধুর্য্য ও জানান। বল, অর্থাৎ সন্ধিনী, চিদাধারশক্তিঃ যয়া সপরিকর মাকাশলিঙ্গং আত্মনং দধাতি ধারয়তিচ অর্থাৎ-সন্ধিনীশক্তিদ্বারা পরিকরের সহিত আপনাকে ধারণ করিয়াছেন এবং ধারণ করাইতেছেন। ক্রিয়াচেতি, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিঃ

হ্লাদিনী, যয়া স্বয়ং হ্লাদতে ভক্তান হ্লাদয়তিচ, অর্থাৎ স্বয়ং পূর্ণানন্দ হইয়াও যেশক্তি দ্বারা সদা উচ্ছলিত প্রেমানন্দ বিশিষ্ট আছেন, এবং ভক্তদিগকে প্রেমানন্দ বিশিষ্ট করাইতেছেন। এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মসূত্রও কহিয়াছেন সুখবিশিষ্টাভিধানা-দেবচেতি। আনন্দময়ো হভ্যাসাচ্চেতিচ।

অপাণি পাদইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করিয়াছি।

এই ক্ষণেশ্রুত্যনুযায়ি পরব্রহ্মের ত্রিবিধশক্তি স্ফুট করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্য সংবাদে। যথা'

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
পরব্রহ্ম স্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তি সমন্বিতং।১।

অত্র স্বামীচ। এতদ্বিশ্বরূপং নচতত্ত্বতোবিষ্ণোঃ স্বরূপমিতি চিন্তনীয়ং কিন্তু তদ্বহিরঙ্গ মায়া ও ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ব্যাপ্ত মিত্যাহ শক্তি সমন্বিত মিতি।১।

অস্যার্থঃ। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি বিলসিত নহেন, কিন্তু বহিরঙ্গমায়া আর ক্ষেত্রজ্ঞা জীব এই দুইশক্তি বিলসিত বিশ্বরূপ। ১।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাহপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যাতৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।২।

স্বামীচ। কাহসৌশক্তিঃ যয়াব্যাপ্ত মিত্যত আহ বিষ্ণুশক্তিঃ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ শ্রীবাসুদেবাখ্যস্য স্বরূপভূতা পরা শুদ্ধ চৈতন্যরূপাশক্তিঃ পরমপদ পরব্রহ্মপর তত্ত্বাখ্যা প্রোক্তা প্রত্যস্ত মিদ ভেদং যৎসত্তামাত্র মগোচরং। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্ম সংজ্ঞিতং। তত্তদ্বিষ্ণোঃ পরংরূপ মরূপস্যাজ মক্ষরং। বিশ্বস্বরূপবৈরূপ্য লক্ষণং পরমাত্মনঃ।

ইত্যত্রপ্রাগুক্ত স্বরূপ মেবকার্য্যোৎসুকংশক্তিশব্দেনোক্তং। ইদানী মপর-শক্তিব্যাপ্তং ভাবনা ত্রয়াত্মকং ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নাহ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যেতি

ইয়ংশক্তি শুদ্ধজীবরূপাতটস্থেতি ব্যাপ্যব্যাপক ভেদ ভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি কর্ম্মেতিচ সংজ্ঞা যস্যাঃ সাচতয়াচ মায়োপলক্ষ্যতে হেতু হেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরেকী কৃত্যোক্তিঃসংসার লক্ষণ কার্য্যৈক্যাৎ। ২।

অস্যার্থঃ। পূর্ব্ব শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রস্থ পরাখ্যা শক্তি অর্থাৎ যে শক্তি হেতুক শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপক, সেই শক্তিকে নিরূপণ করিতেছেন।

(বিষ্ণু শক্তিরিতি) এই বিষ্ণু শব্দে ব্যাপনশীল, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শ্রীবাসুদেব।

এই বিষ্ণু শব্দের অর্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদও ঐ মত লিখিয়াছেন, তাহাও দেখাইতেছি। যথা কঠোপনিষদি তৃতীয়বল্ল্যাং।

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ মিতি। ৯।

অত্র শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ। কিং তৎপদ মিত্যাহ। বিজ্ঞান সারথিঃ যঃতু য়োবিবেক বুদ্ধি সারথিঃ পূর্ব্বোক্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নর প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিত চিত্তঃ সন্ শুচিঃ নরঃ বিদ্বান। সঃ অধ্বনঃ সংসারগতেঃ পারং পরমেবাভি গন্তব্যং ইত্যেতৎ আপ্নোতি তৎবিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং সতত্ত্বং ইত্যেতৎ তত্ত্বমাপ্নোতি বিদ্বান ইতি। ৯।

অস্যার্থঃ। (কিংতৎপদমিতি) পরব্রহ্মের স্থান কিরূপ তাহা কহিতেছেন, তৎ প্রথমে সেই স্থান গমন যোগ্য অধিকারী নিরূপণ করিতেছেন।

(বিজ্ঞান সারথিঃ) নিত্যবস্তু নির্ণয়কারিণী বুদ্ধিরূপ সারথি বিশিষ্ট, রথীজীব, সেই বুদ্ধি দ্বিতীয় অর্থাৎ অনিত্য বিষয় গ্রাহিণী নহেন। (শুচিরিতি) পূর্ব্ব অনিত্য বিষয় গ্রহণে অশুচি ছিলেন, এক্ষণে ভগবানে সমাহিত চিত্ত হইবায় শুচি

হইলেন। সুতরাং বিদ্বান, অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞাতা। সেই জীব সংসার গতির পার অর্থাৎ বদ্ধজীবগণের স্বকর্ম্মফলোপভোগস্থানভূত চতুর্দ্দশ বিভাগাপন্ন লোক, ইহার পার পরশক্তি বিলসিত পরব্রহ্মের লোক। সেই লোক গন্তব্যের অবধি। ইহার উপাসনা পরিপাকে সেই লোক প্রাপ্ত হন।

সেই লোকের অধিকারি বিষ্ণু; ব্যাপনশীল অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারী। তিনিই ব্রহ্ম, পরম বৃহত্তম, পরমাত্মা, আত্মারামগণের পরম প্রেমাস্পদ। বাসুদেবাখ্য অর্থাৎ বসুগণে ক্রীড়া করেন যিনি বসুদেব ও শ্রীনন্দ, আনকদুন্দুভি এবং তন্নন্দন বাসুদেব নাম। তাঁহার সকল ধামগণ মধ্যে প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্থান গোকুলাখ্যং মহৎপদমিতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং। সেই স্থান সতত্ত্বমিতি।

তদুক্তং শ্রীপ্রথমে, বদন্তি তৎতত্ত্ব বিদস্তত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়মিতি।

অতএব তত্ত্ব শব্দে অদ্বয়জ্ঞান, ঐ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের সহিতা ঐ গোকুল নাম মহৎ স্থান স্বরূপাভিন্ন। যথা,

মুণ্ডকশ্রুতি, সভগবঃকস্মিন্তিষ্ঠতি স্বমহিম্নীতি। অত্রস্বমাহিম স্বরূপ ধাম। ঋক্চ। সংব্যোন্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত। ইতি। এই মহিমা শব্দে স্বরূপ ধাম।

সুতরাংস্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, দর্শিত নামগণ বিশিষ্ট শ্রীনন্দনন্দন। এতৎতত্ত্বমিতি, আত্মানমেব লোক লোকিনংতত্ত্বং জ্ঞাতংচ অর্থাৎ আত্মাই লোক এবং লোকি ইহা জ্ঞাত হইলে তদুপাসনা পরিপাকে সেই লোক প্রাপ্ত হয়, অতএব সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্। এই শঙ্করাচার্য্যপাদের হার্দ্দমত ইহার অন্যথা যেকিছু লিখিয়াছেন সে কেবল বাগজালমাত্র। এবং পঞ্চদশীকারাদি সন্ন্যাসি।

কার্য্য আছে, ইহার মধ্যে কোন বস্তুই তিনি নহেন। কারণ ইহারা বাক্য মনের নির্দ্দেশ্য, কিন্তু তিনি এই বাক্যমনের অনির্দ্দেশ্য। এই হেতু শ্রুতি কহিয়াছেন অবাঙমনস গোচর ইতি। ইহাতে ঐ চিচ্ছক্তি বৃত্তিরূপ বর্গের সহিত অবাঙমন সগোচর পরমংবন্ধ,।

গীত।

গুরুরূপে ভগবান্ নাহি জান মন।
জীবের কল্যাণ হেতু হন প্রকটন।।
যেই প্রভু নিজগুনে, জ্ঞানহীন অন্ধজনে, জ্ঞানাঞ্জন করিদানে,
প্রকাশে নয়ন।
গুরু ঈশ্বরের শক্তি, তাঁতে তোর নাহি ভক্তি, কিসে আর পাবিমুক্তি
শ্রীহরি চরণ ।। ১ ।।

মন, একভাবে পূর্ণব্রহ্মে কর সমাশ্রয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে যেই উক্ত, স্বরূপশক্তিতেযুক্ত, সে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব,
কৃষ্ণ ব্রহ্মময়।
অনন্ত চৈতন্য গুণে, যেই শূন্য মায়াগুণে, চিন্মাত্রাবলম্বিগণে,
তাঁকে না জানয়।
অনাদি অনন্ত প্রভু, কালে পরিচ্ছেদ কভু, নাহি হয় সেইবিভু,
শ্রুতি ইহা কয়।
তাঁতে ভক্তি আছে যার, লভে সুখ পারাবার, প্রভু প্রেমাধীন তার
নাহিক সংশয় ।। ২ ।।

কেবল তিনি এক বস্তু আছেন এভাবমাত্র তর্কের গোচর হইতে পারে, না কিন্তু ঐ তর্কে তৎসত্তারূপের স্বরূপ বৈভব জ্ঞান কদাচ হইতে পারে না। কেবল সর্ব্বজ্ঞ কল্পশাস্ত্র দর্শন করিয়া মনের ধারণাতে তৎশক্তি বৈভব অনুভব হয়। তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতং, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। তৎঅরূপস্য, অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত রূপ রহিত, পূর্ব্বোক্ত লক্ষন পরমাত্মানাম বিষ্ণুর পরং রূপং, সেইরূপ পূর্ব্ব দর্শিত পরাখ্যাশক্তি সম্বলিত। আর বিশ্ব স্বরূপ, অর্থাৎ জড় ও চিদ্বস্তু সম্বলিত। সেই রূপেরবৈরূপ্য লক্ষণ অর্থাৎ বিশ্বরূপ হইতে বিলক্ষণ ঐ পরাখ্যাশক্তি শুদ্ধ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ স্বরূপ ভূত কেবলানন্দাদি কার্য্যোপযোগিনীমাত্র আছেন। ইহাতে এই প্রাপ্ত হইতেছে যে একং সচ্চিদানন্দবস্তু শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেনচ বিরাজতীতি তদেব শক্তিত্বং অপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি। প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মীসংজ্ঞা মাপ্নোত্তীতি। অর্থাৎ এক যে স্বরূপ সচ্চিদানন্দবস্তু শক্তিরূপে এবং শক্তিমানরূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, আর সেই শক্তিত্ব অপ্রাধান্যরূরে বিরাজমান থাকায় ভগবৎসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। আর প্রাধান্যরূপে বিরাজমান থাকাতে ভগবদ্বামাংশ বর্ত্তিনী লক্ষ্মী সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন (ইহা অগ্রে বিস্তার হইবেক।) ইদানী মপরশক্তি ব্যাপ্তং অর্থাৎ জীবশক্তি দ্বারা বিশ্বব্যাপ্ত আছে। ভাবনাত্রয়াত্মক অর্থাৎ ত্রিগুণ কার্য্যে ত্রিবিধ ভাবনাযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিকে বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। (ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যেতি) এই ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি জীবরূপা তটস্থা,

এই শক্তিনিত্য শুদ্ধ হেতুক শ্রীবৈকুণ্ঠে বিশ্বকসেন গরুড়াদি. রূপে বিরাজ মান আছেন। এবং মায়াগুণ সংমিশ্র হেতুক বিশ্বগত বদ্ধ জীববর্গ।

আর ব্যাপ্যব্যাপক ভেদহেতু ভূত, অর্থাৎ ঐ বিষ্ণুর শক্ত্যন্তর কহিতেছেন। অবিদ্যা আর কর্ম্ম এই দুই সংজ্ঞাতে মায়াকে উপলক্ষ করেন অর্থাৎ হেতু অবিদ্যা ও হেতুমত্ কর্ম্ম এই দুয়ের সহিত এক করত সংসার লক্ষণ কার্য্যের ঐক্য হেতুক উক্তি করেন। অতএব ইহার নাম বহিরঙ্গমায়া। ২।

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপসর্ব্বগা।
সংসার তাপানখিলা নবাপ্নোত্যনুসন্ততান্। ৩।

স্বামীচ। তদেবাহ যয়েতি। বস্তুতঃ সর্ব্বগতাপি ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তিঃ যয়া অবিদ্যয়া বেষ্টিতা আশ্লিষ্টা সতী ভেদং প্রাপ্য কর্ম্মভিঃ সংসার তাপানাপ্নোতীত্যর্থঃ। ৩।

অস্যার্থঃ। (যয়েতি) সেই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সর্ব্বগতা অর্থাৎ মুক্তাবস্থাতে শ্রীহরিলোকেও গমন করেন। আর হরি বিমুখ হেতুক অবিদ্যা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া শ্রীহরি লোক হইতে ভেদ প্রাপ্ত অর্থাৎ মায়িক বিশ্ব মধ্যে সংসারতাপ সমূহ প্রাপ্ত হইতেছে। ৩।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে। ৪।

স্বামীচ। জীবানাং ন্যূনাধিক ভাবে সৈব হেতু রিত্যাহ তয়া অবিদ্যয়া জীবানাং স্বরূপজ্ঞান তিরোহিতত্বাৎ সা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ। সর্ব্ব ভূতেষু স্থাবর জঙ্গম শরীরেষু তারতম্যেন উচ্চনীচ স্বভাবেন ক্ষেত্রজ্ঞৈব লক্ষ্যতে। ৪।

অস্যার্থঃ। সেই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি অনন্ত জীবগণ মায়াশক্তি কর্ত্তৃক পরাভব প্রাপ্ত হওত শ্রীহরির দাসভূত স্বরূপ তিরোধানে প্রাকৃত স্থাবর জঙ্গমাদি শরীর গণ প্রাপ্ত হইবায় তরতম ভাব অর্থাৎ জ্ঞানের ন্যূনাধিক লক্ষ্য হয়। ৪।

অপ্রাণবৎ স্বল্পাল্পাঃ স্থাবরেস্তুততোঽধিকাঃ।
সরীসৃপেষুতে ভ্যোঽন্যাপতিশক্ত্যা পতত্রিষু।
পতত্রিভ্যোমৃগাস্তেভ্য স্তচ্ছক্ত্যাপশবোঽধিকাঃ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতি শক্ত্যা পুংসঃপ্রভাবিতাঃ
তেভ্যোপি নাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ।
শক্রঃ সমস্ত দেবেভ্য স্ততশ্চাপি প্রজাপতিঃ।
হিরণ্য গর্ভোঽপিততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ।
এতান্য শেষরূপস্য তস্যরূপাণি পার্থিব। ৫।

টীকাচ। ইয়মেব ক্ষেত্রজ্ঞ বিবৃতির্মায়াগুণ সংশ্লেষস্তু ক্ষেত্রজ্ঞশক্তেঃ তট-স্থায়াঃ। পুংসঃ মায়েক্ষিতুঃ অশেষরূপস্যেতি বিশেষণং। ৫।

অস্যার্থঃ। ইন্দ্রিয় বিহীন স্থাবর, তাহার মধ্যে যাহাদিগের অল্প ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কীটাদি, ইহারা ঐ স্থাবর হইতে কিছু উত্তম। এই কীটাদি, ইহাতে উত্তম উড্ডয়নশক্তিমান্ পক্ষি-গণ। এই পক্ষিগণ হইতে উত্তম পশুগণ। এই পশুগণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা শক্তিতে পরমেশ্বরের সম্যক্ আরাধনা করত তাঁহার কিয়দংশ প্রভাব আবির্ভাব হয়। অতএব নরতনু ভজনের মূল। যে মনুষ্য ঈশ্বরের ভজন না করে তাহারা ঐ পশুর ন্যায়। যথা, শ্ববিড় বরাহোষ্ট্র খরৈ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। নযৎকর্ণপথোপেতো জাতু-

নাম গদাগ্রজ ইতি। পশুঃ অর্থাৎ যেমন কুক্কুর গ্রাম্যশূকর উষ্ট্র গর্দ্দভ এই চতুষ্টয় পশুরা, সেই মত পরমেশ্বরের অভক্ত মনুষ্য।

মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীঅনন্ত দেবের সমীপস্থ নাগগণ। সেই নাগগণ হইতে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণ, গন্ধর্ব্বগণ হইতে শ্রেষ্ঠ যক্ষ উপদেবগণ, উপদেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, সকল দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দেবরাজ, ইন্দ্র হইতে শ্রেষ্ট প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মা, যেহেতু কর্ম্মের সহিত শ্রীহরির আরাধনা করেন, তিনি শ্রীহরির শক্তি অর্থাৎ সমষ্টি জীবশক্তি শ্রীহরিদত্ত সৃষ্ট্যধিকার প্রাপ্ত হইয়া সকল প্রজার কর্ম্মকাণ্ডে পূজনীয়।

এই যে কহিলাম অশেষরূপ, এসকলি শ্রীহরির শক্তিযোগ দ্বারা যুক্ত আছে, অর্থাৎ শ্রীহরি একাংশে ঐ সকল জীবগণের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে আছেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল জীবের দোষ স্পর্শশূন্য, যেমন আকাশ সর্ব্বগত অথচ নির্লিপ্ত, সেই মত আছেন।

এই শ্রীহরির ত্রিশক্তি বিবৃতি উট্টঙ্ক করিলাম। এই ত্রিশক্তির নাম সমস্তশক্তি। কিন্তু মায়াগুণ কার্য্য বিশ্বরূপ, এই বিশ্বরূপ অজ্ঞ জীবগণের প্রথম ধারণাশ্রয়রূপ। ৫।

যত স্তৎ শক্তি যোগেন যুক্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণু সংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ংমহামতে।৬।

স্বামিচ। অসঙ্গত্বে সর্ব্বব্যাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ নভসায়থেতি। তদেবং মূর্ত্তয়োর্মধ্যে স্থূলরূপং প্রপঞ্চিতং অমূর্ত্তয়োস্তু প্রথমং রূপং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বিতীয়ং অমূর্ত্তং সংশব্দাদি বাচ্যং ঈশ্বরাখ্যং রূপমাহ দ্বিতীয়মিতি যোগিধ্যেয়ং আরূঢ় যোগিভিশ্চিন্ত্যং। ৬।

মহাবিষ্ণুর অসঙ্গত্বে এবং সর্ব্বব্যাপ্তিতে দৃষ্টান্ত কহিতেছেন। (নভসা যথেতি) যেমন আকাশ সর্ব্বগ আছেন কিন্তু মৃত্তিকাদি কোন ভুতে লিপ্ত নহেন। এই প্রকার ঐ মহাবিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত আছেন। সূত্রকারও কহিয়াছেন আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি। তদেব মিতি, অর্থাৎ মূর্ত্তরূপদ্বয়ের মধ্যে স্থূলবিশ্বরূপ বিস্তার করিলাম সূক্ষ্ম মূর্ত্তরূপ কারণাখ্য লিঙ্গরূপী ইহা পূর্ব্বে উট্টঙ্কিত করিয়াছি।

অমূর্ত্তরূপদ্বয়ের মধ্যে প্রথম অমূর্ত্তরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরং-জ্যোতি, যে জ্যোতি, শ্রীকৃষ্ণ, মহাকালপুর গমন লীলায় ঘন ঘোর তমোনাম প্রকৃতির পার অতি দূরে ঘন চৈতন্য জ্যোতি পাণি পাদাদি বিহীন অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় অমূর্ত্ত রূপ নির্ণয়ে সৎশব্দাদি বাচ্য ঈশ্বরাখ্য মহাবিষ্ণুকে কহিতেছেন। (দ্বিতীয়মিতি) এই ঈশ্বরাখ্যরূপ পরিপক্ব যোগিগণের ধ্যেয় মাত্র, এই মহাবিষ্ণু মহাকুটস্থ। ৬।

অমূর্ত্তং ব্রহ্মণোরূপং যৎসদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয় শ্চৈতাঃ নৃপযত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

স্বামিচ। তদেব বিশিনষ্টি সমস্তা ইতি এতাঃ কার্য্যময্যঃ সমস্তাঃ সক্তয়ঃ যত্র ঈশ্বররূপে কারণ ভুতে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অত্রায়ং বিবেকঃ ব্রহ্মরূপ পুরুষরূপৌ অমূর্ত্তৌ তত্র পুরুষরূপস্তু ঈশ্বরঃ পূর্ব্ববৎ স্থূল মূর্ত্তি রহিতত্বাৎ অব্যক্তং। ৭।

পূর্ব্ব উট্টঙ্কিত অমূর্ত্তরূপদ্বয়কে প্রস্ফুট করিতেছেন।

এতাইতি। কার্য্যময়ী সকল শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তি চিদন্ত-রঙ্গা, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি তটস্থা, মায়াখ্যাশক্তি বহিরঙ্গা, এই তিন শক্তি সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় ঈশ্বরাখ্য মহাবিষ্ণুর

আশ্রিত আছে। যেহেতু ঐ মহাবিষ্ণু কারণরূপ। এইহেতু শঙ্করভাষ্যে সর্ব্বত্র লিখিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি নিত্যমুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ সত্যস্বভাব পরব্রহ্ম। সুতরাং স্বরূপশক্তি বিহীন চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে পরম।

যদিবল ঐ মহাবিষ্ণুকে অমূর্ত্ত কহিলেন কেন ?

উত্তর। বিশ্বরূপের ন্যায় প্রাকৃত স্থূলরূপ রহিতত্ব হেতুক। ৭।

তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈরূপ মন্যদ্ধরে র্মহৎ।
সসমস্ত শক্তিরূপাণি তৎকরোতি জনেশ্বর।৮।

স্বামীচ। পরম শুদ্ধরূপমাহ। বিশ্বরূপং রূপাত্তে যেনতৎ বিশ্বরূপরূপং বৈপ্রসিদ্ধং মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং স্বয়ংভগবান্ লীলা পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ লীলা বিগ্রহরূপস্য পরস্য তত্রৈবাবির্ভাবমাহ সমস্তেতি সমস্তশক্তি যুক্তানি রূপাণি তৎস্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ করোতি প্রকটয়তীত্যর্থঃ। ৮।

অস্যার্থঃ। এই পদ্যে পরমশুদ্ধরূপকে কহিতেছেন। যে স্বয়ংরূপ নরাকার পরব্রহ্ম স্বলীলা প্রকটন দ্বারা মায়াগুণ কার্য্য বিশ্বকে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সুশোভিত করিয়াছেন। অতএব কহিয়াছেন, ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরীতি।

যেহেতু অত্যসাধারণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহা শ্রীদশমে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ নরাকার পরব্রহ্ম সকলরূপ হইতে উৎকৃষ্টরূপ, অতএব লীলাপুরুষোত্তম নাম। আর অন্য অনেক সমস্তশক্তি যুক্ত লীলাপুরুষ গণকে এই ভারতবর্ষে স্বেচ্ছায় প্রকটন করেন। ৮।

ভাল। নারায়ণরূপ সমস্তশক্তি, অথচ বিকারাত্মক বিশ্ব তদ্বহিঃ প্রকৃতি, তাহাহইতেও অতিদূরে পরং জ্যোতি নিরবয়ব-

নন্বু যে সকল প্রমাণ দর্শাইলে এ সকল শ্লোকানুরূপ শ্রীদশমে আছে ইহাতে শ্রীনারায়ণ হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ইহা স্পষ্ট হইল কিন্তু বেদান্তে ইহার প্রসঙ্গ ও নাই।

উত্তর। বেদান্তে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদসমাপনসূত্রং (সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি)। শঙ্কর ভাষ্যংচ। (সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মেতি নাতিশঙ্কনীয়মিদমৌপ নিষদং দর্শনমিতি)। অত্র শ্রীনন্দকুমারের সর্ব্বজ্ঞত্বধর্ম্ম স্পষ্ট হইতেছে এবং সর্ব্বশক্তি ব্যাপার কার্য্যগণ ব্রহ্মেতে দর্শাইতেছেন এবং মহামায়ত্ব ধর্ম্ম ও দেখাইতেছেন আর মহাভারতোক্ত সহস্র নামগণায় (লোকাধিষ্ঠানং অদ্ভুতঃ) এই দুই নাম রূপ দুই সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যং (সর্ব্বষাংলোকানা মধিষ্ঠানং ব্রহ্ম)স্বরূপশক্তিব্যাপার কার্য্যৈরদ্ভুত ইতি)ইহাতে ব্রহ্মত্ব ধর্ম্ম স্পষ্টআছে ঐ কৃষ্ণের মহামায়ত্ব ধর্ম্মঐ ব্রজলীলা স্বরূশক্তি ব্যাপার কার্য্য। নন্বু লোকাধিষ্ঠান নাম ব্রহ্ম, তন্মধ্যে ইনীই মহাবিষ্ণু। তবে বিকার মধ্যপাতি নন্দ পুত্রকে পরমশুদ্ধ কহিলেন কি হেতু? উত্তর। ঐ মহাবিষ্ণু কদাচিৎ বিশ্ব সৃষ্টির নিমিত্তে ত্রিমায়ার সহিত ঈক্ষণরূপ ক্রীড়া করেন, অন্তরে রমানাম স্বরূপশক্তিতে রত আছেন। কিন্তু ঐ নন্দ গোপ পুত্রের বিচিত্র বিকার শক্তি প্রতি অবধাননাই,কেবল স্বরূপশক্তি বৃত্তিরূপ গোগোপ গোপী গণের সহিত অতি সুমধুর লীলাতেই নিত্য অভিনিবিষ্ট আছেন, সুতরাং পরমশুদ্ধ। ইহাই দৃষ্টি করিয়া কহিতেছেন বেদান্ত সমাপ্তি পাদে সূত্রং। যথা,

বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতি মাহেতি।১৯।

ভগবচ্ছঙ্কর কৃত ভাষ্যংচ। বিকারাবর্ত্ত্যপিচ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং নকেবলং বিকার মাত্র গোচরং সবিতৃ মণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং। তথা-

দ্বিরূপাং স্থিতি মাহাত্ম্যায়ঃ তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদো-ঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাস্যামৃতং দিবীত্যেবমাদিঃ ১৯।

অস্যার্থঃ। এই সূত্রের পূর্ব্বেনির্ব্বিকারাবস্থান শ্রীপরব্যোমকে উট্টঙ্ক কহিয়াছেন। (বিকারাবর্ত্তিচ) বিচিত্র বিকার রূপ বিশ্ব মধ্যেও তাঁহার স্থিতি। যথা,

পরব্যোমে সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোক নাম পরমধাম, তত্রগো গোপ গোপীগণ সহিত শ্রীগোবিন্দ বিরাজমান। তাহার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণের ধাম। তথায় শ্রীরাম, নৃসিংহ, বামন, নারায়ণ, পৃশ্নিগর্ভ, হংস, বরাহ মৎস্যদেব প্রভৃতির পৃথক পৃথক্ বৈকুণ্ঠ লোকগণ আছে। এবং বিশ্ব মধ্যেও ঐ সকল ধাম আছে। অগ্রে শ্রীরামতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি দর্শাইব। এই হেতু সূত্রে কহিয়াছেন তথাহি স্থিতি মাহ। কিন্তু এই ভূমিবিকারে অর্থাৎ ভারতবর্ষ মধ্যে শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীগোকুলে নিত্য মুক্তংপারমেশ্বরং রূপমিতি নিত্যমেব মায়া-সম্বন্ধ গন্ধশূন্য পারমেশ্বরং স্বয়ং রূপ মিত্যর্থঃ।

নকেবল মেতাবৎ সবিতৃ মণ্ডলাদি অধিষ্ঠান। ভুবর্লোকাদি ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত প্রতি লোকে নিত্যমুক্ত মায়াসম্বন্ধ গন্ধশূন্য পরমেশ্বর নাম স্বয়ং ভগবানের অধিষ্ঠান আছে। দ্বিরূপামিতি, বিকারের বাহিরে পরব্যোমে যাদৃশ স্থিতি,বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতি, অর্থাৎ বিকারের মধ্যেও তাদৃশ স্থিতি আছেন। ইহা বৃহদ্ভাগবতামৃতে বিস্তারিত আছে।

মন্ত্রবর্ণ শ্রুতিঃ তাবানিতি, অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত বৃহ্মাণ্ড ইহারা সকলিইএই বিকারবর্ত্তি রূপের অর্থাৎএই বিশ্বমধ্যেস্থিত শ্রীনন্দগোপপুত্রের মহিমা, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য। এই ঐশ্বর্য্যের

অধিকারী শ্রীমহানারায়ণ ইনি ঐ নন্দকুমারের বিলাস বিভূতি রূপ।

অস্য বিশ্বাভূতানি ব্রহ্মাণ্ডানি একপাদ বিভূতি, (পাদোহস্যেতি) শ্রীনন্দকুমারেয় এক পাদবিভূতি, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডগণ মায়াগুণ কার্য্য হেতুক নশ্বর। তাঁহার আর তিনপাদ বিভূতি অনন্ত বৈকুণ্ঠ নিত্য বিলাস স্থান। এই অভিপ্রায়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কহিলেন রূপ মন্যন্তরে মহদিতি, ঐ মহানারায়ণ হইতেও শ্রেষ্ঠরূপ স্বয়ংরূপ এবং শ্রীধরস্বামিপাদও কহিলেন পরমশুদ্ধরূপ লীলাপুরুষ শ্রীরাম নৃসিংহাদি হইতেও উত্তম লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।১৭। দর্শিত সূত্রভাষ্যোক্ত চতুষ্পাদ বিভূতির আশ্রয় ঐ বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ এই বিশ্ব মধ্যেস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, ইহা সিদ্ধ আর ভাস্যোক্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্ব মহামায়ত্ব আর অদ্ভুতত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মোপেত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহা শ্রীদশমে ব্রহ্মমোহন লীলায় প্রস্ফুট করিতেছেন।

তাব দেত্যাত্মভূরাত্মমানেণ ত্রুট্য নেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিং।
।৩৮।

অত্র স্বামীচ। তৎ কিংবৃত্ত মিত্য পেক্ষায়ামাহ। তাবদিতি বর্ষে গতে আত্মনোমানেন ত্রুট্যনেহসা ত্রুটিমানেন কালেন সকলং সানুচরং হরিং দদর্শ। ৩৮।

অস্যার্থঃ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুলিনভোজনস্থ বালকবৎস হরণানন্তর ব্রহ্মার ত্রুটিকাল, অর্থাৎ নরমানে সম্বৎসরগতে ব্রহ্মা ব্রজে পুনরাগমন করিয়া দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণ সহিত পূর্ব্ববৎ বৎস চরাইতেছেন।৩৮।

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎস্যাঃ সর্ব্বএবহি।
মায়াশয়ে শয়ানামে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ।৩৯।

স্বামীচ। দৃষ্টাচ ব্যতর্কয়দিত্যাহ। দ্বাভ্যাং যাবন্ত ইতি। মে মায়াশয়ে মায়াতল্পে ৩৯।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা এতাদৃশ লীলাযুক্ত দেখিয়া বিস্মিত হওত ঐ বৎসবালকগণ যেস্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক নিজচোরিত বৎসবালকবৃন্দকে তাদৃশ দেখিয়া ব্রজে পুনরাগত হইয়াও পূর্ব্ববৎ ক্রীড়াযুক্ত দেখিলেন। ৩৯।

ইতএতেহত্রকুত্রত্যা মন্মায়া মোহিতেতরে।
তাবন্ত এবতত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনাসমং।৪০।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা মনে বিচার করিতেছেন, যে বৎসবালকগণকে ক্ষণমাত্র মধ্যে মৎস্থানে দৃষ্টি করিয়া আইলাম এ, স্থানেও সেই বৎসবালকগণকে শ্রীকৃষ্ণ সহ সম্বৎসর ক্রীড়াযুক্ত দেখিতেছি, তবে ইহারা কোথা হইতে আইল। ৪০।

এবমেতেষু ভেদেষু চিরংধ্যাত্বা স আত্মভূঃ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন।
এবং সংমোহয়ন্ বিষ্ণুংবিমোহংবিশ্বমোহনং।
স্বয়ৈব মায়য়াহ জোপিস্বয়মেব বিমোহিতঃ।৪১।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপহৃত বৎসবালকগণ, আর ভগবানের সহিত বৎস চরাইতেছেন যে বালকগণ, এই দুই প্রকার বৎসবালকগণের ভেদ ব্রহ্মার তর্কের অগোচর হইবায় দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। একি আশ্চর্য্য! দুই স্থানেই সমান দেখিতেছি। বুঝি এস্থান হইতে আমার গমন কালে এই বৎস-

বালকগণকে কোন মহাযোগিনী আমার স্থানে লইয়া স্থাপিত করেন, পুন এই স্থানে আমার আসিবার কালে আনয়ন করেন, এই মত পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও গমনাগমন করিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এক স্থানে থাকিয়া এক কালে দুই স্থানে দৃষ্টি করিয়াও দুই স্থানেই বৎসবালকগণ সমান দেখিলেন। (সত্যাঃকে ইতি) এই ব্রজমণ্ডলে আছে যে বৎসবালকগণ ইহারাই কি কৃষ্ণের? কিম্বা মদপহৃত বৎসবালকগণ কৃষ্ণ সহচর? ইহা ব্রহ্মা কোন প্রকারে বিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না।

এই প্রকরণের তাৎপর্য্য কহিতেছেন। যে বিষ্ণু বিগতমোহ এবং যাঁহার মায়ায় বিশ্ব,অনাদিকাল মোহিত আছে ব্রহ্মা তাঁহার বনভোজন লীলাদৃষ্টি করিয়া সতর্কিত হইয়া সেই বিশ্বমোহনকে মোহিত করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার বৎসবালকগণকে অপহরণ করিতে উদ্‌যোগী হণ মাত্র। কিন্তু সেই অপহরণ করণেচ্ছায় ব্রহ্মা স্বমায়া কর্ত্তৃক মোহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহচর বৎস হরণ না হইয়া কৃষ্ণের বৎস হরণ করিলাম এই মিথ্যামায়ায় স্বয়ং মোহিত হন। নতুবা শ্রীকৃষ্ণসহচর বৎসবালকগণ কি ব্রহ্মার মায়াশয্যাতে শয়িত হন ইহা কি সম্ভবে? অপিতু কদাচ নহে। ব্রহ্মার মিথ্যা অনুভব যথা, মায়াশয়ে শয়ানা মেনাদ্যাপি পুন রুত্থিতা ইতি।

তবে কি প্রকার ব্রহ্ম মোহন লীলা?

উত্তর। যখন বনভোজন লীলা দর্শনে ব্রহ্মা সতর্কিত হইয়া বৎসবালকহরণেচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত মহাদ্ভুঘট ঘটিকাশক্তি, মহামায়া, লীলাপরিকর বৎসবালকগণকে আচ্ছাদান করেন তদংশ মায়া কল্পিত বৎসবালক হরণ

করত যেন কৃষ্ণ সহচর বৎসবালগণ অপহরণ করিলাম এইরূপ মিথ্যা প্রত্যায়িত ব্রহ্মা প্রথমেই মোহিত হন।

যদি ব্রহ্মমোহনার্থ স্বীয় যোগমায়াশক্তি দ্বারা সহচর বৎস-বালকগণকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। তবে স্বয়ং বৎসবালক রূপ হওনের আবশ্যক কি?

উত্তর। তাহা কেবল ভাবিলীলা পোষণার্থ। যথা,

(ততঃ কৃষ্ণোমুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাংচ কস্যচ। উভয়ায়িত মাত্মানং চক্রে বিশ্ব কৃদীশ্বর ইতি)। ঐ বৎস ও বালকদিগের মাতৃগণের অভিলাষছিল যদি কৃষ্ণ স্বয়ং আমাদিগের স্তন্যপান করেন তবে কি! অসীম আনন্দ হয়। এই প্রকার বাৎসল্য রসময়ী গোপীগণের এবং গাবীগণের আনন্দ সম্পাদনার্থ্য তাঁহাদিগের স্তনপানার্থী হইয়া এই অবসরে বৎসবালকরূপ স্বয়ং আপনিই হইলেন। ইহাই দৃষ্টি করিয়া শ্রুতি কহিয়াছেন তদাত্মনং স্বয় মকুরুতেতি। বহুস্যামিতিচ, এই রূপে সম্বৎসর বৎস চারণ করেন। কিন্তু তাঁহার সহচর বালকগণ সেই পুলিনভোজন স্থানে আর বৎসগণ সেই বনে আছেন ইহা কেহই জ্ঞাত নহেন এবং ঐ সহচর বৎসবালকগণের কৃষ্ণাদর্শনে সম্বৎসর গতেও তাঁহারা ক্ষণার্দ্ধ মানিলেন। ৪১। ইহা দৃষ্টি করিয়া ভাষ্যকার লিখিলেন মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রঞ্জেতি।

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতর মায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ।৪২।

অন্বয়ার্থঃ। ইহাতে ব্রহ্মার মায়া শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আভাস মাত্রও প্রকাশ পাইল না। বরং তাঁহার প্রতি মায়াকরণেচ্ছায় ব্রহ্মা আপনি নির্ম্মায়ী হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা জগতের জীবগণের

ঈশ্বর হইয়াও এস্থানে ঐশ্বর্য্যহীন হইলেন। ইহাই কহিতে-ছেন, (তম্যামিমি) পরমেশ্বর ত্রিগুণ মায়া সম্বন্ধ গন্ধশূন্য, কিন্তু তাঁহার প্রতি ব্রহ্মার মায়া অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য কি প্রকার হই-লেন তাহাই কহিতেছেন। যেমন ঘোরতর অন্ধকার রাত্রিতে হিমকণার ছায়া পৃথক্ হওনে অক্ষম হইয়া ঐ অন্ধকারকে আরো নিবিড় করে, সেইরূপ ব্রহ্মার মায়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্ব-র্য্যকে অতিশয় বৃদ্ধি করিলেন। কেবল এতাবন্মাত্র নহে ব্রহ্মা তাঁহার নিকট অতি হীন ইহাই ঐ মায়া করিয়া স্পষ্ট করিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত পুনরায় কহিতেছেন, (খদ্যোতার্চ্চি-রিবাহনীতি) যেমন অহনি অর্থাৎ দিবসে সমুহ সূর্য্য কিরণ-বৃন্দ প্রকাশ কালে খদ্যোত আপনার পক্ষদ্বয় বিসারণ করিলে অত্যন্ত তেজোহিন অন্যের দৃশ্য হয়, সেই মত ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আপনার ঐশ্বর্য্যরূপ মায়া প্রকাশ করিয়া আপনি অতি নিকৃষ্ট হইলেন। এতাবন্মাত্র হওত মোহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হইয়াছেন যে বৎসবালাকরূপ তাহাই দেখিতেছেন। ৪২।

ভগবান্ বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মা জানেন পরমেশ্বর শ্রীপর-ব্যোমনাথ চতুর্ভুজ মহানারায়ণ অবধি, কিন্তু তিনিআমার, ঐশ্বর্য্য চতুস্পাদ বিভুতির অধিকারী, বিলাসরূপ। এই নরাকার আমিঐ নারায়ণ এই নরাকারে আছেন ব্রহ্মা ইহা জ্ঞাত নহেন অতএব আমার বনভোজন লীলাতে সহচরগণ সহ পরস্পর উচ্ছিষ্টাদান প্রদানে আমা প্রতি মায়া করিয়াছিলেন। ইহাকে নারায়ণরূপ দর্শন করাইয়া আনন্দিত করি। কৃষ্ণের এই ইচ্ছামাত্রেই ব্রহ্মা দেখিতেছেন। যথা,

তাবৎসর্ব্বেবৎসপালাঃপশ্যতোঽজস্যতৎক্ষনাৎ
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীত কৌষেয় বাসসঃ॥
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীব পাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ।৪৩।

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ অতি আশ্চর্য্যরূপ দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন যে সকল বৎস এবং বৎসপালকগণ সকলি চতুর্ভুজ, নবীননীরদ শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিধান, গলদেশে বনমালা, হস্তে শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম এবং মস্তকে কিরীট কর্ণে কুণ্ডল। অর্থাৎ তাঁহাদিগের পুর্ব্ব পরিধৃত ধড়া পীতাম্বর হইলেন, এবং যষ্টি বিষাণাদি শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম, পিঞ্ছচূড়া কিরীট, এবং গুঞ্জামালা মহারত্ন হইলেন। ৪৩।

শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন কম্বু কঙ্কণ পাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।৪৪।
অঙ্ঘ্রি মস্তকমাপূর্ণা স্তুলসী নবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেযুভূরি পুণ্যবদর্পিতৈঃ॥৪৫॥

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা দেখিতেছেন ঐ সকল চতুর্ভুজ গণের বক্ষস্থলে শ্রীবৎস কৌস্তভমণি, ভুজ চতুষ্টয়ে অঙ্গদকঙ্কণ, চরণে স্বুবর্ণ নূপুরাদি, কটিতটে পীতাম্বর কনক মেখলা,এবং ভক্তদত্ত তুলসী আদিতে আপাদমস্তক স্বুশোভিত। ৪৩। ৪৫।

চন্দ্রিকাবিশদ স্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাংস্রষ্টৃ পালকাঃ।৪৬।

স্বামীচ। চন্দ্রিকাবিশদস্মিতযুক্তৈঃ সহারুনগুণেনচ বর্ত্তমানা যে অপাঙ্গাঃ তৈবীক্ষিতৈঃ স্বকার্থানাং স্বভক্তমনোরথানাং রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃ-

পালকা ইববাদৃশ্যমানাঃ সত্ত্ববত্তি শব্দস্মিতেন পালকাইর রজো বদরুণগুনৈ পচ স্রষ্টার ইব তাদৃক্ কটাক্ষৈ দ্যোতকানা ইত্যর্থঃ। ৪৬।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা অনন্ত নারায়ণরূপের লীলা ও দর্শন করিতেছেন। নির্ম্মলচন্দ্রিকার ন্যায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ, আর অরুণ গুণযুক্ত কটাক্ষ। এই দুই দ্বারা স্বভক্ত গণের মনোরথ পুরণ করিতেছেন।

ঐ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হাস্য হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তৎপালকগণকে, এবং অরুণ কটাক্ষ দ্বারা অনন্ত স্রষ্ট্‌গণ অর্থাৎ রজো গুণ বিশিষ্ট বিরিঞ্চিগণকে তাদৃশ দীপ্তিমান্ দেখিতেছেন। ৪৬।

আত্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তৈ মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদি নৈকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতা।

স্বামীচ। আত্মা ব্রহ্মা তদাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ নৈকার্হৈরনেকার্হৈঃ। ৪৭।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা আরো দেখিতেছেন আপনি প্রভৃতি যাবতীয় বিশ্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তিমান্ সকলেই ঐ নারায়ণগণের উপাসনা করিরেছে, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ এক এক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক এক বৈকুণ্ঠ ধামগণ আছে, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডগত জীবগণ কর্ত্তৃক নৃত্যগীতাদি অনেক উত্তম দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিতেছেন। ৪৭।

অণিমাদ্যৈ র্মহিমভি রজাদ্যাদিবিভতিভিঃ
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ। ৪৮।

স্বামীচ। অজাদ্যাভির্মায়া বিদ্যাদিভি র্বিভূতিভিঃ শক্তিভি র্মহদাদিভিরিতি মহৎ সূত্রয়োঃ পৃথকত্ব বিবক্ষয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বং তত্ত্বৈ র্জগৎ কারণৈঃ। ৪৮।

অস্যার্থঃ। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিগণ মূর্ত্তিমান, এবং মায়া

বিদ্যাদি বিভূতিগণ মূর্ত্তিমতী এবং সূত্ররূপ মহত্তত্ত্বাদি জগতের কারণ চতুর্বিংশতি তত্ত্বগণকে দেখিতেছেন। ৪৮।

কাল স্বভাব সংস্কার কামকর্ম্ম গুণাদিভিঃ।
স্বমহিধ্বস্ত মহিভি মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ। ৪৮।

অস্যার্থঃ। কালাদি আর তৎসহকারিগণ, তত্র স্বভাব পরিণামের হেতু, এবং সংস্কার অর্থাৎ উদ্বোধক, আর ব্রহ্মার আছে যে মহিমা, ইহা সকলি ভগবানের মহিমাগণের নিকটে তিরস্কৃত আছে। অতএব ভগবানের অণিমাদি মহিমাগণ মূর্ত্তিমান্ আছেন, তাহার কিঞ্চিদংশ প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডগত বিরিঞ্চিগণ। ৪৯।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্ট ভূরিমাহাত্ম্যাঅপিহ্যুপনিষদ্দৃশাং। ৫০।

স্বামীচ। সর্ব্বেষাং মূর্ত্তিমত্ত্বেপি বিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাঃ তত্রাপি তদেক মাত্রা বিজাতীয় সংভেদ রহিতাঃ তত্রাপিচ একরসাঃ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো যেষাং তে যদ্বা সত্যজ্ঞানাদি মাত্রৈক রসং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তি র্যেষামিতি অতএব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈবদৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপিহি নিশ্চিতং অস্পৃষ্ট ভূরিমাহাত্ম্যাঃ নস্পৃষ্টং নস্পর্শযোগ্যং ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাংতে তথাভূতাঃ সর্ব্বে ব্যদৃশ্যন্ত ইতি। ৫০

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মা যে কিছু দেখিলেন তাহা সকলি মূর্ত্তিমান্ তন্মধ্যে যে অনন্ত বৈকুণ্ঠ বৈভব দেখিলেন সে সকল মূর্ত্তি কিরূপ তাহা স্পষ্ট করিতেছেন। ঐ অনন্ত বৈকুণ্ঠ বৈভব সকল সত্য ও জ্ঞান অনন্ত আনন্দরূপ। তত্রাপি জীবগণের ন্যায় সংভেদ রহিত অর্থাৎ দেহ আর দেহি বিভাগ শূন্য সদাই একরসমূর্ত্তি। স্বামিপাদ অর্থান্তর কহিতেছেন, সত্যং

বিজ্ঞানমানন্দ মাত্রৈক রসং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তি র্যেষাং অর্থাৎ সকল বেদান্ত বাক্য সমন্বয়সিদ্ধ সচ্চিদানন্দরসং ব্রহ্ম, সেই পর-ব্রহ্মই মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ, অতএব ঐ সকল মূর্ত্তির মাহাত্ম্য সমূহকে সেই বেদান্ত বাক্য বিজ্ঞগণ স্পর্শ করিতে অশক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এতাদৃশ অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ গণের সহিত সকারণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন। ৫০।

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্।
যস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরং।৫১।

স্বামীচ। এবং সকৃৎ সহ একদৈব দদর্শ পরব্রহ্মণো বিশেষণং যস্যেতি।৫১।

অস্যার্থঃ। (এবমিতি) লিখিত প্রকার বৈকুণ্ঠনাথ গণের সহিত একদা এক সময়ে ব্রহ্মা দেখিলেন পরব্রহ্মণঃ পরম বৃহদ্গুণক শ্রীনন্দকুমারের চতুষ্পাদবিভূতি, (যস্যভাসা সর্ব্বমিতি) যাঁহার প্রভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অনন্ত বৈকুণ্ঠ প্রকাশ পাই-তেছে। ইহা সমস্ত বেদান্ত বাক্যার্থ সমন্বয় দর্শাইতেছি ৫১।

দর্শিত লক্ষণ পরব্রহ্ম শ্রীনন্দকুমারের এতাদৃশ ঐশর্য্যগণ যাহা ব্রহ্মা দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন, এই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যকে পঞ্চদশীকার ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক মধ্যেগণিত করত নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ চিন্মাত্রাবশেষ স্বীকার করিয়া বুদ্ধি বৃত্তি চিদাভাসাদিরূপ জীবের উৎপত্ত্যাদি স্বীকার করেন। সে কেবল অশাস্ত্রীয় মায়াবাদ কাণ্ডে মোহিত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বৈভবকে ঐ মত মায়াকার্য্য কহেন। ইহা কদাচ বেদা-ন্তিগণের গ্রাহ্য নহে। বিশেষতঃ ঐ মত কুব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের সম্পূর্ণ অসম্মত তাহাও দেখাইতেছি। যথা, চতুর্থা-ধ্যায়ে চতুর্থপাদে ব্রহ্ম সূত্রং।

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে। ২০।

ভগবচ্ছঙ্কর কৃত ভাষ্যং। দর্শয়তশ্চ বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ শ্রুতি স্মৃতী ন তত্র সূর্য্যোভাতি নচন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিরিতি নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো নশশাঙ্কোনপাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতিচ। তদেবং বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধ মিত্যভিপ্রায়ঃ। ২০।

অস্যার্থঃ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদের হৃদয়স্থ নিত্যলীলা বিশিষ্ট শ্রীনন্দকুমার, ইহা ব্রহ্ম সূত্র সমাপ্তি প্রকরণে ব্যঞ্জিত করিতেছেন। পরস্য শব্দে পরমেশ্বরের, জ্যোতিষঃ শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহের বিকারাবর্ত্তিত্বং অর্থাৎ ঐ বিগ্রহ শ্রীমাথুরমণ্ডলে নিত্যলীলা বিশিষ্ট, ইহা শ্রীগোপাল তাপন্যাদি শ্রুতিগণ, এবং শ্রীমহাভারত, শ্রীভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি যাবতীয় পুরাণবর্গ, ইহাঁরা ঐ বিকারাবর্ত্তিরূপের স্বয়ংরূপত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের ঐ সকল প্রমাণ উদাহৃত না করা কেবল কলিকে অবকাশ প্রদানের নিমিত্তে। তথাচ তিনি যে শ্রুতি উদাহৃত করিয়াছেন, তাহাতে নতত্র সূর্য্যোভাতি ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁহার ধামে চন্দ্র সূর্য্য তারাগণের উদয় নাই। ইহাতে ঐ বৈকুণ্ঠগণ লক্ষিত হইলেন। কিন্তু যস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি এই শ্রুতি বাক্যে ঐ বিকারাবর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দনের আশ্রিত রূপে ঐ বৈকুণ্ঠগণ নিত্য আছেন ইহা ব্রহ্মা দেখিলেন।

যদি বল ঐ শ্রুতিতে অলক্ষিত শব্দ আছে, ইহাতে ঐ বিকারাবর্ত্তিরূপে ঐ বৈকুণ্ঠগণ নিত্য আছেন ইহা কিরূপে সম্ভবে?

উত্তর। ঐ সূত্রে আছে বিকারাবর্ত্তিত্বং। সুতরাং পরস্য জ্যোতিষঃ, এই শব্দ অন্যত্র গমনের সম্ভাবনা নাই।

যদি বল বিকারাবর্ত্তির বিকারাবর্ত্তিলীলা চন্দ্র সূর্য্যাদির গোচরা।

উত্তর। যৎকালীন তাঁহার স্বরূপ শক্তি বিলসিত লীলা দুর্ঘট ঘটিকা শক্তিকে আবিষ্কার করিয়া প্রপঞ্চ গোচর করেন তৎকালীন এই জীবের ইন্দ্রিয় গোচর কালে ঐ প্রকার বোধ হয় বটে, কিন্তু শ্রুতি কহিতেছেন বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিত্যাদি শ্রুতির উদাহরণ সঙ্গতি শ্রীদ্বারকালীলা বর্ণনে মহাকালপুর গমনলীলা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। সেই দ্বারকালীলা দর্শনার্থে একদা দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় আগত হইয়া দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ এক মহিষীর পালঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, নারদকে দর্শন মাত্রে পালঙ্ক হইতে উত্থান করিয়া তৎক্ষণাৎ আসন ও পাদ্যার্ঘাদি প্রদানরূপ পূজা করিলেন, তথায় সেই পূজা প্রাপ্ত হইয়া নারদ তৎক্ষণাৎ অন্য মহিষীর মন্দিরে গমন করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ তথায় অক্ষক্রীড়া করিতেছেন, সেস্থানেও সেইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণমাত্রে অন্য মন্দিরে গমন পূর্ব্বক দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ভোজনোদ্যোগ করিতেছেন, ইহাই দৃষ্টি করিয়া অবিলম্বে অন্য মহিষীগৃহে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন তথায় কন্যার বিবাহ দিতেছেন, এবং দেখিতেছেন কোন স্থানে শত্রু সহ যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, কোন স্থানে প্রাতঃস্নানানন্তর সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন, কোন স্থানে রাত্রিকালে লুক্কায়িত হইয়া মহিষীগণের আলাপ শ্রবণ করিতেছেন, কোন স্থানে সুধর্ম্মাসভায় গমনার্থ রথারূঢ় হইতেছেন, এবং কোন স্থানে ব্রাহ্মণ

ভোজন করাইতেছেন, এইরূপ এক সময়ে নানা কাল বৈপরীত্য অর্থাৎ কোন স্থানে ঊষা, কোন স্থানে নিশা, কোন স্থানে দিবা, কোন স্থানে প্রাতঃ, কোন স্থানে মধ্যাহ্ন, এই মত অনেক প্রকার কালের বিপর্য্যয়, এবং এক ভগবানের নানাবিধ লীলা এক কালীন নারদ দৃষ্টি করিয়া বিস্মিত হইয়া অচিন্ত্য শ্রুতি স্মরণ করিয়া সেই লীলাগণ গান করত প্রস্থান করিলেন।

সুতরাং ভগবানের লীলাশালি কাল, প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য্যাদির গোচর নহে। এই হেতু শ্রুতি কহিলেন নতত্র সূর্য্যোভাতি নচচন্দ্র তারকমিত্যাদি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য দর্শিত ভাষ্যে কপট করিয়া শ্রীগীতোপনিষদের পূর্ণ পদ্য না লিখিয়া কেবল পদ্যার্দ্ধ উদাহৃত করিয়াছেন। যথা, নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো নশশাঙ্কো নপাবক। কিন্তু তাহার কাপট্য দর্শাইবার নিমিত্ত ঐ গীতা পদ্যের শেষার্দ্ধ দেখাইতেছি। যথা, যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতিচ। শ্রীমদর্জ্জুনকে লক্ষ করিয়া পূর্ব্ব দর্শিত ভাষ্যস্থ শ্রুতির অর্থরূপ গীতা পদ্য ভগবান্ কহিতেছেন, নতদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ধাম সূর্য্যাধীন প্রকাশ নহে এবং চন্দ্র তারাদির জ্যোতিও তথায় নাই, অর্থাৎ যে স্থানে কালের গতি নাই সুতরাং স্বপ্রকাশ ধাম। অতএব শ্রুতি, আত্মানমেব লোক মুপাসীত। আমার ভক্তগণের ভক্তি পরিপাকে নিরুপাধি হইয়া ঐ লোকে গমন করিলে পুনঃ পুন র্জন্ম মরণ রূপ সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না। তদ্ধাম পরমং মম, সেই ধাম আমার অর্থাৎ দ্বারকা মথুরাদি ধাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ব্রহ্মমোহন প্রকরণে সকৃদ্দর্শাজঃ ইত্যাদি মূল পদ্যে পরমব্রহ্ম

বিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনে একদা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অনন্ত বৈকুণ্ঠগণ আছে, ইহা ব্রহ্মা দেখিলেন ইহাতে ভাষ্যস্থ শ্রুতিঃ যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি অর্থাৎ পরং জ্যোতিঃ ব্রহ্মরূপ আদি পরব্যোম পর্য্যন্ত শ্রীনন্দকুমারের প্রভাবরূপ, বিভাতি অর্থাৎ অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধাম স্বরূপ শক্তির সহিত বিশেষ রূপে ভাসমান আছেন ইহা সুসম্পন্ন হইল। ৫১।

দর্শিত সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধ অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধাম ব্রজমণ্ডলে আছেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা প্রতি সকরুণ হইয়া দেখাইবায় তদ্দর্শনে ব্রহ্মার কি প্রকার আনন্দ হইল তাহাও কহিতেছেন। যথা,

তেতোহতি কুতুকোদ্বৃত্য স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্না ভূদজস্তূষ্ণীং পুর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা।৫২।

স্বামীচ। অতি কুতুকেন আশ্চর্য্যেণ উদ্বৃত্য দৃষ্টীঃ পরাবৃত্য হংস পৃষ্ঠে নিপত্যেতি বা কুতুক্। শব্দে তৃতীয়ায়াশ্ছন্দসোলুক্। যদ্বা উদ্বৃত্য ইতিচ্ছেদঃ অতি কুতুকেন উদ্বৃত্য বিলোড্য বিপর্য্যস্তঃ সন্নিতিযাবৎ। পাঠান্তরেতু অতি কুতুকেন উদ্বৃত্যঃ ক্ষুভিতঃ তেষাং ধাম্না তেজসা স্তব্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ো ব্রহ্মা তূষ্ণীং নিশ্চলোহভূৎ অত্র দৃষ্টান্তঃ পুর্দেবী ব্রজাধিষ্ঠাত্রী কাচিদ্দেবতা তস্য অন্তি সমীপে পুত্রিকা চতুর্ম্মুখীকৃতক প্রতিমেব। ৫২।

অস্যার্থঃ। সেই অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ দর্শনে ব্রহ্মা আশ্চার্য্য জ্ঞানে বিচার করিতেছেন, বেদে কহিয়াছেন নারায়ণরূপ জীবগণের নেত্র গোচর হওনের অসম্ভব, কিন্তু এই বৎস বালকগণকে সেই নারায়ণ রূপ দর্শন করিলাম, এই দর্শনের কারণ কেবল শ্রীনন্দের পুত্র। সুতরাং সেই নারায়ণগণের ভূরি মহিমা দর্শনে সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি রহিত হইয়া নিষ্পন্দ হইলেন। সে কেমন তাহার দৃষ্টান্ত কহিতেছেন।

ঐ ব্রজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ দামোদর সহোদরী নন্দস্য দুহিতা দেবী যশোদা গর্ভ সংভবা ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণাৎ। মহাভারতেচ, বৈশম্পায়ন উবাচ। বিরাট নগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ। অস্তুবন্ মনসাদেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশরীং। যশোদা গর্ভ সম্ভূতাং নারায়ণ বর প্রিয়াং। নন্দ গোপ কুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীং। কংশ বিদ্রাবণ করী মসুরাণাং ক্ষয়ং করীং। শিলাতট বিনিক্ষিপ্তা মাকাশং প্রতি গামিনীং। বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্য বিভূষিতা মিত্যাদি। শিব পুরাণেচ, অজাত পুংস্পর্শরতি রধৃষ্টা চাতি সুন্দরীতি।

এই কৃষ্ণসহোদরী অনূঢ়া নিত্য কুমারী (অজাত পুংস্পর্শরতি) শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য রসময়ী। দয়া মূর্ত্তিমতী, ব্রজ পুরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীদুর্গা। কিন্তু তৎপিতা নন্দ ও মাতা যশোদা, ইহাঁদিগের অগোচরে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য কুঞ্জ বাসিনী। বিশ্বসার তন্ত্রোক্ত শ্রীদুর্গার শতনামে অতি গুহ্যাংতি গোপনেতি।

তলবকারোপনিষদে আখ্যায়িক বৃত্তান্ত। এক সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরব্রহ্মের ইচ্ছায় অসুরদিগকে জয় করিয়া, এই অসুরদিগকে আমরাই জয় করিলাম এই রূপ গর্ব্বযুক্ত হন। ঐ পরব্রহ্ম শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তিনি সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ, স্বরূপ শক্তি বৃত্তি ভেদ অনন্ত মূর্ত্তী গোপ গোপীর সহিত নিত্য লীলাবিশিষ্ট আছেন, তিনি ঐ দেবগণের প্রতি সকরুণ হইয়া, স্বীয় যোগমায়াখ্যাশক্তিদ্বারা ঐ লীলাবিশিষ্ট ধামকে আচ্ছাদন করত জ্যোতিঃ মণ্ডলরূপে দেবগণের ইন্দ্রিয় গোচর হন। ঐ অত্যদ্ভুত জ্যোতিঃপুঞ্জ দর্শনে দেবগণ সাতিশয় আশ্চার্য্য জ্ঞানে বিবেচনা

করিতেছেন। একিঅতিচমৎকৃতযক্ষ। ইনিকে ইহা জানা উচিত, এই যুক্তিকরত প্রথমত অগ্নিদেবকে প্রেরণ করেন তৎসন্নিধানে গতমাত্র ঐযক্ষনাম জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতেকথাহয় ওমিকে? অগ্নিকহেন আমি জাতবেদানামঅগ্নি এইসকল বিশ্বকে দাহ করিতেপারি তাহাতে যক্ষকহেন ভাল এই ক্ষুদ্রতৃণকে দাহ করহ বলিয়া তদনন্তর ঐবন হইতে এককক্ষুদ্রতৃণ প্রদান করেম। ঐ অগ্নিদেব সর্ব্বপ্রয়ত্নেও ঐতৃণদাহে অক্ষম হওত গর্ব্বখর্ব্ব হইয়া পূর্ব্বস্থানে আগভহন। পুন ঐ দেবগণ প্রেরিত বায়ুদেব গমন করত পূর্ব্ববৎ ঐ যক্ষের সহিত সন্বাদ করিলে যক্ষতাদৃশ এক তৃণ প্রদান করেন বায়ুদেব সর্ব্বপ্রযত্নেও ঐ তৃণোত্তোলনে অক্ষম হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তদনন্তর স্বয়ং দেবেন্দ্র গমন করেন। তখন ঐ যক্ষ অদৃশ্য হন। ইন্দ্র ঐ যক্ষকে দেখিতে নাপাইয়া সেই আকাশেস্থিত হইয়া যক্ষকেই ধ্যান করিবায় ঐ বৃন্দাবনাধিষ্ঠাতৃদেবী ইন্দ্রের নয়নগোচর হইতেছেন। যথা,

সতস্মিন্নাকাশেস্ত্রিয়মাজগামবহুশোভমানামুমাং হৈমবতীংতাংহোবাচ কিমেতদযক্ষ মিতি। ২৫।

শঙ্করপাদকৃত ভাষ্যঞ্চ। পরব্রহ্মণঃ। তিরোধান কালে ইন্দ্রোয়স্মিন আকাশে আসীৎস ইন্দ্রঃ তস্মিন্নেব আকাশেতস্থৌ কিং তদ্‌যক্ষ মিতি ধ্যায়ন ন নিববৃতে অগ্ন্যাদিবৎ। তত ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা উমারূপিণী বিদ্যা প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা সইন্দ্রঃ তাংউমাং বহু শোভমানাং সর্ব্বেষাংহি শোভন তমা বিদ্যা তথাচ বহু শোভমানেতি বিশেষণ মুপপন্নং ভবতি হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীং ইব বহু শোভমানা মিতার্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্য হেব ঈশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন সহবর্ত্তড়ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়ং আজগাম উপজগাম ইন্দ্রঃ তাংউমাংহ কিল উবাচ পপ্রচ্ছ। বৃহি কিং এতৎ দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষং ইতি। ২৫।

অন্যার্থঃ। ইন্দ্র ঐ আকাশে ঐ পরং জ্যোতিকে ধ্যান করিবায় ঐ জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যস্থ শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্রের যক্ষ প্রতি ভক্তি অবলোকনে উমারূপিণী বিদ্যা স্বয়ং ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় গোচর হইলেন, তিনি স্বভাবত অতি সুন্দরী তাহাতে হেমকৃত অনেকাভরণ যুক্তা সুতরাং বহুতর শোভাবিষিষ্টা হিমালয়ের কন্যা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে তৎকনিষ্ঠা সহোদরীরূপে নিত্য আছেন।

ভাল। হৈমবতী হিমৎ ভূধর কন্যা প্রসিদ্ধ, তিনি কৃষ্ণ সহোদরী ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

উত্তর। বিরাট পর্ব্বণি বাসুদেবস্য ভগিনী বসুদেব কন্যা সুভদ্রা, তিনিই অম্বিকা ইহা স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। এবং যশোদ্য সম্ভূতা শ্রীবৃন্দাবনে গোপ কুমারীরূপে নিত্য আছেন, এই হেতু লোকে কুকারী

পূজা করিয়া থাকে অন্যত্রনিত্যকুমারীত্ব প্রাপ্তির অভাব। তদুক্তং শ্রীদশমে। যথা,

ততস্তু শৌরি র্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় সস্তূতিকা গৃহাৎ। যদাবহির্গন্তু মিয়েষ তর্হ্যজা যাযোগমায়াঽজনি নন্দজয়য়া।৩৯।

স্বামীচ। ভগবতা প্রচোদিতঃ যদি বিভেষি তর্হিমাং গোকুলং নয় যশোদায়াশ্চ তাং কন্যাং মন্মায়াং আনযেত্যাদিষ্টঃ সবসুদেবঃ স্বপাদ নিগড়ং স্বয়মেব গ্রস্তং বীক্ষ্য যদাগন্তু মৈচ্ছৎ তদাসা নন্দজায়য়া নিমিত্ত ভূতয়া অজনি জাতা। কিঞ্চ গর্ভকালেত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসিতে স্ত্রিয়ৌ দেবকীচ যশোদাচ সুষুবাতে স্বমং তদেতি শ্রীহরিবংশ বাক্য সমং সহসম কালমেব সুষুবাতে ইতি তত্রার্থাবগমাদত্রতু দেবকী প্রসবোত্তর কাল এবং যশোদা প্রসব দর্শনাৎ উভয়ো রেবহি শাস্ত্র বাক্যয়োস্নতি প্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সষুবে তদনন্তর সময়ে যোগমায়াংচ সুষুবে ইতি। কালভেদেন শ্রীযশোদায়াদ্বিঃ প্রসব এবেতি অতএব অদৃশ্যতাঽহ সুজা বিষ্ণোঃ সাযুধাষ্ট মহাভুজেতি বক্ষ্যতে। কিন্তু যশোদা প্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভূজাদ্যনুক্তেঃ নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্ব মেব বুদ্ধ্যো ইতি।৩৯।

অতএব লঘু ভাগবতামৃতে প্রকট লীলা বর্ণন কথা। অথ ভাদ্র পদাষ্টম্যা মসিতায়াং মহানিশি। তস্যা হৃদন্তিরোভূয় কারায়াং কংস সদ্মনি।

দেবকী শয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যা সৌ। জনযিত্রী প্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যাব গম্যতে। লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজাযত। অয়ং চতুর্ভূজত্বেপি দ্বিভুজত্বেপি কৃষ্ণতাং। নত্যজত্যেব তদ্ভাবগুণ রূপাত্ম বৃত্তিতঃ। তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্য মুচ্যতে। গূঢ়ত্বাদেবচক্রাপি গৌণত্ব মিবকীর্ত্ত্যতে। গূঢ়ং পরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গমিতিহি প্রথা। অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ। তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতা মাদায় নিঃসরেৎ। যোঽয়ং নিজাসজন্তেন তস্যাবাজত্যা নাদিতঃ। কৃষ্ণঃ প্রকট লীলায়াং তদ্দ্বারেণা-

অথ প্রকটতাং লব্ধে ব্রজেন্দ্র বিহিতে মহে। তত্র প্রকটয়ত্যেষ লীলা বাল্যাদিকাঃ ক্রমাৎ। করোতিযাঃ প্রকাশেষু কোটিশোহপ্রকটেষ্বপি। প্রেষ্ঠানন্দে ব্রজে তৈস্তৈরাত্মনোপি বিমোহনৈঃ। লীলোল্লাসৈ র্বিলসতি শ্রীলীলা পুরুষোত্তমঃ। অসমোর্দ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ। সুতত্বে নৈব সতয়োরাত্মানং বেত্তি সর্ব্বথা।

কেচিৎ ভাগবতাঃ প্রাহুরেব মত্র পুরাতনাঃ। ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবে দাদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ। গোষ্ঠেতু মায়য়াসার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।

গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সুতি গৃহং বিশন্। কন্যামেব পরাং দৃষ্টা তামাদায় ব্রজেৎ পুরং।

প্রবিশদ্বারস্তুদেবস্ত শ্রীলীলা পুরুষোত্তমং। এতচ্চাতি রহস্য ত্বান্নোক্তং তত্রকথাক্রমে। কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ। যথা, শ্রীদশমে॥ নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। তথা তত্রৈব। নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ। তথাচ নায়ং সুখাপোভগবান্ দেহিনাং গোপিকা সুতঃ।

তথাচ ব্রহ্মস্তবে। নৌমীড্যতেহভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংস পরিপিঞ্ছলসন্মুখায়। বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণ বেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

তথা শ্রীযামল বচনং সমুদাহরন্তি। কৃষ্ণোহন্যোযদুসংভূতো যঃপূর্ণঃ সোহস্ত্যতঃপরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সকচিন্নৈব গচ্ছতি। দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোহত্র নকদাচিচ্চতুর্ভূজঃ। গোপ্যৈকয়া যুত স্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদেতি।

এই প্রকরণে শ্রীবসুদেব শ্রীযশোদার প্রসব মন্দিরে কেবল কন্যাকে দেখিলেন। তৎকালীন যশোদার ক্রোড়স্থ শিশুরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের অদৃশ্য হন। তদ্দৃষ্টে যশোদার কন্যাও বিচার করিলেন, যদি আমার অগ্রজ প্রকট লীলায় গমনাগমন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে বসুদেবনাম পিতার অগোচর হইলেন, তবে আমিও আমার নিত্য পিতামাতা নন্দযশোদার অগোচরে নিত্য কুমারীরূপে থাকিয়া অগ্রজের গোপীগণ সহ যে রহো

রাসাদি লীলা হইবেক তৎকালীন তাঁহাদিগের গোচর হইব। তাহা না হইয়া যদি আমি মাতা যশোদার গোচরে থাকি তবে মাতার বাৎসল্য বিভাগ হইলে অগ্রজের প্রতি সম্পূর্ণ বাৎসল্যের শৈথিল্য হইবেক। কিন্তু আমার মাতার মিত্রা যে চতুর্ভুজ রূপের মাতা দেবকীদেবী তাঁহার উদরে জন্মিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বাৎসল্য রসভাজন হইবার নিমিত্ত আমিও দ্বিরূপ হই, ইহাই নিশ্চয় করিয়া ঐ যশোদাকুমারী একরূপে অগোচরে শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে বাস করিলেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের যাবতীয় লীলার সহায়িনী দুর্ঘটঘটিকাশক্তি। এতা মুপলক্ষ্য মন্ত্রঃ, সামবিধি ব্রাহ্মণে। আনন্দ রাঞীং প্রপদ্যে পূনর্ভুং ময়োভুং কন্যাং শিখণ্ডিনীং যুবতীং কুমারিণী মিতি।

আনন্দরাঞীং অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসুখ রক্ষিত্রীং দাত্রীং বা প্রিপদ্যে অর্থাৎ প্রপন্ন হইলাম, ময়োভুং অর্থাৎ জীবগণে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সুখদায়িনী, কন্যাং অর্থাৎ নিত্য কুমারীং শিখণ্ডনীং অর্থাৎ ময়ূর পিচ্ছ ভুষা যুক্তা। তদুক্তং শ্রীহরিবংশে। যথা,

ভূষণৈশ্চ ময়ূরাণ মঙ্গদাদ্যৈশ্চ ভাস্বরা।
ধ্বজেন শিখিবর্হণামুচ্ছ্রিতেন সমাবৃতেতি।

অথ প্রকট রূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশ জত্বমাচ্ছাদ্য স্বংব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাং। যোবাসুদেবে : দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ। তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহ ইত্যাদি।

এই প্রকরণ উত্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বদর্শিত কেনোপনিষদ্বৃত্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন, বিদ্যারূপা উমা-হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহবর্ত্ততে ইতি।

অতএব শ্রীগোপাল তাপনী কহিতেছেন, ব্রহ্ম পরংব্রহ্ম গোপালঃ। বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ বিদ্যাময়োঽহিষ ইত্যাদি। ইহাতে বিদ্যা সাত্বিকী, স্বরূপ বৈভব জ্ঞানের দ্বাররূপা, আর অবিদ্যা স্বরূপ আবরণী শক্তি, এই দুই বৃত্তি হইতে ভিন্ন শ্রীগোপাল বিদ্যাময় স্বরূপ বৃত্তিরূপ মায়াময়। অতএব তত্ত্ববাদি ভাষ্যোত্থাপিত চতুর্ব্বেদ শিখা শ্রুতিঃ।

স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়াযুতঃ।
অতোমায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতন মিতি।

এই স্বরূপভূতামায়া নিত্যযশোদাকুমারী শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ গোচর লীলাতে এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃগর্ব্ভবাসকালেও তৎসহবাসিত্বের ত্যাগ নাই। ইহা এই প্রকরণে প্রাচীন ভাগবত শ্রীশিব তত্বুক্ত যামল বচন দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন।

ননূবেদান্তে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদ সমাপ্তি সূত্রং (সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তে শ্চেতি) সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ব্ক্ষেতি ইত্যব ধারণাং তলব কার বৃত্তিতে লিখিয়াছেন তৎমহদ্ভূতং যক্ষ মিতি। তৎনিরবয় চৈতন্যমাত্র মিতি বোধহয় তত্রাহ শ্রুতিঃ।

যোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরূপসংগম্যস্বেনরূপেণাভি সংপদ্যতে সউত্তমঃ পুরুষঃ ইতি।

এই শ্রুতিতে জীব প্রাকৃত শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরংজ্যোতিনাম নিরবয়ব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া আত্ম লোকে গমন করেন ঐ মহদ্ভূত নাম পূর্ণ ব্রহ্ম মহামায় মিতি। ইনিই মহদ্ভূত

নামা। সকল বেদান্তবাক্যে ইহাকেই আত্মাব্রহ্মেতি লিখিয়াছেন।

নন্নু সকল বেদান্তবাক্য সমন্বয়ার্থে সূত্র সমূহ রূপ অধ্যায় চতুষ্টয় তত্র ষোড়শপদ বিভাগ,এই সকল সূত্রের ফল বতুঃসূত্রী তত্র ঐ তলবকারোক্ত মহদ্ভূত নামব্রহ্মকে কোনসূত্রে লক্ষিত করিয়াছেন।

তত্রোচ্যতে (সূত্রং শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩॥)

শঙ্কর ভাষ্যংচ। মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাব দ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞ কল্পাস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি লক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞা দন্যতঃ সম্ভবোহস্তি। যদ্যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষ বিশেষাৎ সম্ভতি যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেঃ জ্ঞেয়ৈকদেশার্থমপি নসততোপ্যধিক বিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কিন্নু বক্তব্যং অনেকশাখা ভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য বর্ণাশ্রমাদি প্রবিভাগ হেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্য অপ্রযত্নেনৈব লীলান্যা যেন পুরুষ নিশ্বাসবৎ যস্মাৎ মহতোভূতাৎ যোনেঃসম্ভবঃ। (অরেইস্যমহতোভূতস্য নিশ্বসিত যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ)তস্যমহতোভূতস্য নিরতি শয় সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি। ৩।

নন্নু দর্শিত ভাষ্যার্থ অধুনা বুঝিলাম পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থগণে আছে যে নিরবয়ব চৈতন্যমাত্র ব্রহ্ম স্থাপন ইহা শাঙ্কর ভাষ্যাভিপ্রেত নহে যেহেতু সংন্যাসিগণের গ্রন্থে শক্তি মাত্র-হীননির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম শঙ্করভাষ্যে সর্ব্বত্র দর্শিত নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ এবং নিরতিশয় সর্ব্বশক্তি পূর্ণব্রহ্ম। কিন্তু মহাভারতোক্ত সহস্র নাম গণনাতে মহদ্ভূত শব্দার্থঃ পরমার্থ সত্য বস্তু। এই পরমার্থ সত্য বস্তু কি রূপ।

উওর। ঐ শাঙ্করভাষ্যে মীমাংসা আছে পরিপূর্ণ শক্তি কিন্তু ব্রহ্ম নতস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা।

শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎসমশ্চা ভাধিকশ্চদৃশ্যতে। পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি।

নন্নু বুঝিলাম স্বরূপশক্তিমৎপূর্ণব্রহ্ম নাম মহদ্ভুত ইনীই পরমার্থ সত্য বস্তু। পূর্ব্বে ব্রহ্ম মোহন প্রকরণাবতরণে দৃষ্ট হইয়াছে শ্রীনন্দনন্দন।

কৃষ্ণই পরমার্থ সত্য বস্তু ইহা শাঙ্কর ভাষ্য মধ্যে দৃষ্ট হইলে শ্রীভাগবতোক্ত সিদ্ধান্ত মান্য করিতে পারি।

উৎপত্যসম্ভবাদিতি সূত্র।

শাঙ্কর ভাষ্যঞ্চ। তত্রভাগবতা মন্যন্তে। ভগবানেবৈকোবাসুদেবো নিরঞ্জনঃ জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং তদগিতস্য ভগবতো ভিগমনাদি লক্ষণমারা. ধন মজস্র মনন্য চিত্ততয়াভিপ্রেয়তে ভদপিন প্রতি ষিধ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যো। রীশ্বর প্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাদিত্যাদি। এই সুত্র ভাষ্যার্থঃ উত্তর গ্রন্থে স্পষ্টংভাবীতি। ইনিইমহ দ্ভূতসঙ্ক ইহারি অধিষ্ঠান তলবকার ভাষ্যস্থ সংভঞ্জনী যবন।

নন্নু বুঝিলাম স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ইঁহারিই নিরতিশয় সর্ব্ব শক্তিত্ব।

ইহাতে শক্তিশব্দে ক্ষমতা এবং ধর্ম্ম এবং গুণকেও বুঝায় এই সকল শক্তির মূর্ত্তি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছ।

তত্রোচ্যতে পূর্ব্ব কেনোপনিষদ্বৃত্তিতে সেই কৃষ্ণ সহোদরী আকাশস্থ ইন্দ্রের নয়ন গোচর হন, ইন্দ্র তাঁহার পরমালৌকিক শোভাদর্শন করিয়া সেই বিদ্যারূপা কন্যার সমীপে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছেন। যে বিদ্যুৎ সমূহ সদৃশ মহদ্যক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি কে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভৃত্যকে জ্ঞান প্রদান করুন। ২৪।

ভাল। তলবকারে দিকপালগণের গর্ব্বখর্ব্ব করণার্থ যক্ষরূপে পরব্রহ্ম আবির্ভূত হন ইহাই মাত্র শঙ্করাচার্য্য কৃত বৃত্তিতে লিখিত আছে, পরে উমাহৈমবতীকে ইন্দ্র দেখিলেন এতাবন্মাত্র, ইহাতে বৃন্দাবনকে অকস্মাৎ কোথায় প্রাপ্ত হইলা?

উত্তর। তত্রৈব কেনোপনিষদি। ঐ স্বরূপশক্তি বৃত্তিভেদ উমাহৈমবতী নাম্নী কৃষ্ণ সহোদরী ইন্দ্রকে স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। যথা,

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণোবা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততোহৈবং বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।১৬।

অত্র শাঙ্করীবৃত্তিশ্চ। সা ব্রহ্ম হকিল উবাচ ব্রহ্মণ ঈশ্বরস্য বৈপ্রসিদ্ধং বিজয়ে ঈশ্বরেণজিতাঃ অসুরা যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রা৷ তস্যৈব বিজয়ে যূয়ং এতৎ মহীয়ধ্বং মহিমানং প্রপ্নুথ ইতি মিথ্যাভিমানং তু যুষ্মাকং। ততঃ তস্মাদ্বুমা বাক্যাৎহকিল এব ইন্দ্র বিদাঙ্ককার ব্রহ্ম ইতি।২৬।

অস্যার্থঃ। ইন্দ্রপ্রতি উমা কহিতেছেন যে বিদ্যুৎ পুঞ্জোপমং পরং জ্যোতি দর্শন প্রাপ্ত হইয়া যক্ষ মানিয়াছ, তিনি স্বরূপশক্তি মদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরব্রহ্ম।

ভাল স্বরূপশক্তি এস্থানে কোথায় প্রাপ্ত হইলেন?

উত্তর। ঐ ব্রহ্মণঃ শব্দে ঈশ্বরস্য ইহা আচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন।

সত্য। কিন্তু পঞ্চদশী গ্রন্থে ঈশ্বরকেও মায়ার বৎস কহিয়াছেন, এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত ব্রহ্মারবাক্য প্রমাণিত করিয়াছেন। যথা, বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণ মহমীশান ইত্যাদি।

উত্তর। য়যাত্বয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যোজগৎ

সোঽপি নিদ্রাবশংনীত ইত্যাদি। ব্রহ্মামধুকৈটভ নাম অসুর গ্রস্ত হইয়া স্বপিতা দ্বিতীয় পুরুষরূপ বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা সুখলীলা-বিষ্ট দেখিয়া তত্সুখ সম্পাদনীশক্তিকে স্তুতি করিতেছেন, হে মহামায়ে শ্রীহরেঃ শক্তিরূপে, অর্থাৎ শ্রীহরি তোমার দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহৃতির নিমিত্তে তোমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণ, তিনি তদধিষ্ঠাতারূপে সৃষ্ট্যাদি করিতেছেন। সেই শ্রীহরি অর্থাৎ প্রকৃতির ভর্ত্তা একাংশে সৃষ্টিমধ্যে গর্ব্ভোদকশায়ী অস্মৎ পিতা, অর্থাৎ যে নারায়ণের নাভিপদ্মোদ্ভব আমি ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই নারায়ণ নিদ্রা সুখাবিষ্ট আছেন, তবে আমকে অসুরভয় হইতে ত্রাণ করে কে? অতএব তুমি শ্রীহরির নেত্রবাসিনী আমা প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাবলোকন করিয়া যদি শ্রীহরির নেত্র হইতে উত্থান করহ, তবে আমিমধুকৈটভ ভয় হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হই।

কিন্তু বিষ্ণুঃ, এবমহং ব্রহ্মা ঈশান রুদ্র, ইহারাই তোমার সত্ত্বাদি গুণাধিষ্ঠাতা ত্রিদেব, অর্থাৎ শ্রীহরির গুণাবতারগণ তোমার অনুরোধে তোমার সত্ত্বাদিগুণগণকে অধিষ্ঠান করত ঐ তিনগুণাবতার দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহৃতি করিয়া থাকেন, তদবতার করণের কারণ তুমি, যেহেতু ঈশ্বরের শক্তি অর্থাৎ হরের্মায়া নারায়ণী যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দি, তেতি। ঐ গুণাবতারগণের স্বরূপ শুদ্ধচৈতন্যরূপ তোমার অনুরোধে ঐ তিনগুণে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং তত্তদ্গুণরূপ শরীর গ্রহণ সৃষ্ট্যাদির নিমিত্তে তুমিই করাইয়াছ, অতএব তুমি বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তন্মধ্যে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু নিরুপাধি সাক্ষাৎ পরমাত্মা, সত্ত্বগুণের নির্ম্মলস্বভাব হেতুক

আবরণ ও বিক্ষেপ শূন্য। আবরণস্বভাব তমোগুণের, আর বিক্ষেপকরণস্বভাব রজোগুণের।

সুতরাং সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, ইহাতে ব্রহ্মা কহিতেছেন। যথা, সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি।

অস্যার্থঃ। সেই পরব্রহ্মনাম পরমাত্মার প্রেরণে আমি সৃষ্টি বিস্তার করিতেছি। এবং মহাদেব সংহার করিতেছেন। কিন্তু এই বিশ্বকে পালন করিতেছেন যে বিষ্ণু তিনি সাক্ষাৎ পুরুষরূপ অর্থাৎ পরমাত্মা সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্ব তিনশক্তিধারী, সুতরাং এই বিশ্বের ঈশ্বর, আমরা দুই ঈশ্বর তাঁহার অনুগত।

এই তিন গুণাধিষ্ঠাতা দেবত্রয়ের মধ্যে কেহই মায়ার পুত্র নহেন। ইহাদিগের ঐশ্বর্য্য বিশ্বমায়াগুণকার্য্য যে হেতুক নশ্বর। এইবিশ্বসদৃশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এবং পালন সংহরণ যে মহাপুরুষের কটাক্ষ মাত্রে হয় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ বচনগণে দর্শাইয়াছি। তত্র মূর্ত্তরূপ দুই প্রকার বিরাট আর কারণাখ্যসূত্র রূপ। আর অমূর্ত্তরূপ দুই প্রকার ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর। তত্রাপি ব্রহ্মাখ্য অমূর্ত্তরূপ হইতে ঈশ্বরাখ্য অমূর্ত্তরূপ শ্রেষ্ঠ। ঐ ঈশ্বরাখ্য মহাবিষ্ণু হইতেও পরম শুদ্ধ লীলাপুরুষ শ্রীরাম নৃসিংহাদি। ইহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ কেবল স্বরূপান্তরঙ্গ শক্তি বৃত্তিভেদ মূর্ত্তিমতীগণ সহলীলা কৈবল্যরূপত্ব হেতুক লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ইহাও বিষ্ণু পুরাণগত ত্রিশক্তি বিবৃতি দর্শাইয়াছি।

এই কেনোপনিষৎবৃত্তিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ লিখিলেন

ব্রহ্মণ ঈশ্বরস্য বৈবিজয়ে ঈশ্বরেণ জিতাঅসুরা। ইহাতে ঐ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীবৃন্দাবন বিহারিকেই লক্ষ্য করিলেন।

শ্রীউমা কহিতেছেন, হে ইন্দ্র তোমরা দিকপাল, ঐ অসুর জয়কার্য্যে নিমিত্তমাত্র, সেই ঈশ্বরের বিজয়ে তোমরা ঐ অসুর জয়রূপ মহিমাকে প্রাপ্ত হইয়াছ।

পূর্ব্বে যে মানিয়াছিলে আমরাই অসুরদিগকে জয় করিয়াছি, তোমাদিগের সেই মিথ্যাভিমান খণ্ডাইতে স্বরূপশক্তি বিলসিত লীলাবিশিষ্ট অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় অচিন্ত্য যোগশক্তিদ্বারা নিত্য লীলাকে চৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, তাঁহার সেই অচিন্ত্য যোগশক্তি আমি, যে চৈতন্য জ্যোতি তোমাদিগের নয়ন গোচর করাইয়াছি তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনধাম যে ধামে কেবল স্বরূপশক্তি বিলাস লীলা নিত্য আছে।

ননু। ঐ উমানাম বিদ্যাশক্তি ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন, তলবকারে এতাবৎ মাত্র আছে। ইহাতে যক্ষরূপে মহদ্ভূতাখ্য আবির্ভূত ব্রহ্ম, তিনি বৃন্দাবন, ইহা ঐ তলবকারে কোথায় লিখিয়াছেন ?

উত্তর ইন্দ্র ঐ উমানাম্নী বিদ্যারূপা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিদেবপ্রভৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, ইহা ঐ তলবকারে আছে তদযথা,

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতোব্যদ্যুতদা
ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ।২৯।
তথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ ।৩০।

তদ্ধতদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং সয় এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি। ৩১।

অত্র শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ। তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ এষ আদেপ উপমানোপদেশ কিংতৎ যৎ তৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যুতো ব্যদ্যুতৎ বিদ্যুতো বিদ্যোতনং আইব ইতি অয়মাদেশঃ। ইতি অপর আদেশঃ কোহ্সৌ আদেশঃ চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ নিমেষং কৃতবং আযথা ইতি অধি দৈবতং দেবতা বিষয় ব্রহ্মণ উপমানদর্শনং। ২৯।

অথ অনন্তরং অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয় আদেশ উচ্যতে। মনঃযৎ-এতৎব্রহ্ম গচ্ছতি ইবচ বিষয়ী করোতীবচ। অনেন চ মনসা এতৎব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ তস্য সাধকস্য অভীক্ষ্ণং ভৃশং সংকল্পঃ ৩০।

কিঞ্চ তৎব্রহ্মহ কিল তৎবনং তস্যবনং তস্য তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগা অভূতত্বাৎ বননীয়ং সম্ভজনীয়ং অতস্তৎ বনং নাম প্রখ্যাতং। ইতি অনে, নৈব গুণাভিধানেন তৎ বনং উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ং অনেনাভি হিতস্য উপাসিতস্য ফলমাহ। স যঃ কশ্চিৎ এতৎ যথোক্তং ব্রহ্ম এবং যথোক্ত গুণং বেদ উপাস্তে এনং উপাসকং হ কিল সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসম্বাঞ্ছন্তি প্রার্থয়ন্তি। ৩১।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য চরণ ধ্যান করত তৎকৃত বৃত্তির ব্যাখ্যা করিতেছি। উমানাম বিদ্যামুখে স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া ইন্দ্রদেব অগ্নি প্রভৃতিকে কহিতেছেন। (তস্যেতি) সেই প্রকৃত ব্রহ্মের উপমা উপদেশ এইলোকে বিদ্যুতের বিদ্যোতন যেমন তাদৃশ ব্রহ্ম। অপর আদেশ সেই ব্রহ্ম চক্ষুর নিমেষ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি ঈক্ষিতৃ পুরুষ, তিনি এই দেবতাদিগকে যক্ষরূপ উপমা দর্শাইয়াছেন। ২৯।

আর প্রত্যগাত্ম বিষয়ে আদেশ কহিতেছি। ব্রহ্ম প্রত্যগাত্ম

রূপ বর্ণনের তাৎপর্য্য এই মনসা অর্থাৎ সাধক ভক্তগণ দৃঢ় সংকল্প করিয়া মনে সদা স্মরণাদি ভক্তি করিলে ঐ মন অর্থাৎ শুদ্ধ সত্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সমীপে গমন করণের যোগ্য হন। ৩০।

[কিঞ্চেতি] সেই ব্রহ্ম বন অর্থাৎতৎ বনের প্রাণি জাত নাম স্থাবর কিম্বা জঙ্গম সকলেই প্রপঞ্চাতিরিক্ত সুতরাং প্রত্যগাত্মভূত অর্থাৎ সচ্চিদা নন্দ রূপত্ব হেতুক সাধকগণের সম্ভজনীয়। বন নাম প্রখ্যাত শ্রীবৃন্দাবন, তত্রস্থ তৃণ ব্রহ্ম (অনেনেতি) তৃণের অচিন্ত্য চিদগুণাভিধান হেতুক তদ্বনং চিন্তনীয়ং অর্থাৎ তদ্বনস্থ বস্তুমাত্র সম্ভজনীয়গুণ সচ্চিদানন্দ রূপ। তিনি সাথকের উপাসিত হইলে তদুপাসনার ফল দর্শাইতে ছেন। (সঃইতি) যে ব্যক্তি ঐ বন ব্রহ্ম আর ঐ বনের অচিন্ত্যগুণ জ্ঞাত হইয়া ঐ বনের উপাসনা করে (এনমিতি) সেই শ্রীবৃন্দানচন্দ্রের উপাসককে সকল প্রাণিগণ প্রার্থনা করেন ইন্দ্রকহিতেছেন আমরাও ঐব্রজোপাসকের প্রসাদ প্রর্থনা করি।

এই শ্রুতির বৃত্তিভূত তাপনী পুরুষবোধনী প্রভৃতি বেদান্তানুযায়ী শ্রীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত পশ্চাৎ উদাহৃত করিব।

ননু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন বনশ্রুতির অর্থসংভজনীয়ং বনমিতি তত্রস্থ প্রাণি সকল স্থাবর জঙ্গম প্রত্যগাত্মভূত সুতরাং শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রঘনবন কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম কিন্তু যাবতীয় বেদান্তবাক্যের উপপত্তি শ্রীভাগবত এবং শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত ভাষ্যে যে কিছু লিখিয়াছেন সে সকলই শ্রীভগবত দৃষ্টি করিয়া অতএব উৎপত্ত্য সত্ত্বাদিতিসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন ভাগবতামন্যন্তে ভগবানে বৈক ইত্যাদি তবেতদ্বকারোক্ত সংভজনীয়

বনস্থ প্রাণি জাতিরা প্রত্যগাত্মভূত ইহা শ্রীভাগবতে কোথায় আছে।

তত্রোত্তরং। শ্রীদশমে পূর্ব্বদর্শিত ব্রহ্ম মোহন লীলা প্রদর্শনাধ্যায়ে। শ্রীশুকবাক্যং।

ততোঽতিকুতুকো দ্বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ। তদ্ধাম্না ভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা। ৫৬।
ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনিস্বপ্রমিতিকে পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখ ব্রহ্মকমিতৌ। অনীশেঽপিদ্রষ্টুং কিমিদ মিতিবা মুহ্যতি সতিচছাদাজোজ্ঞাত্বা সপদিপরমোঽজাজবনিকাং॥ ৫৭॥

অনযোর্ব্যাখ্যাচ। অতি কুতুকেন উদ্বৃত্যানি স্তিমিতান্যা নন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্যসঃ। তেষাং শ্রীচতুর্ভুজ নারায়ণ রূপাণাং ধাম্নাস্বরূপভূততেজসা তূষ্ণীং কিমপিবক্তুং চেষ্টিতুংচাশক্তোঽভূৎ। তত্রদৃষ্টান্তঃ পূর্দ্দেবী বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীযশোদায়াঃকন্যকা সম্বিৎবৃত্তিভূতা বিদ্যানাম্নী উমা হৈমবতী তস্যা অন্তিপুত্রিকা কুমারীভিঃ খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা-চতুর্ম্মুখীমৃণ্ময়ী পঞ্চালিকেব। ৫৬॥

তদা শ্রীকৃষ্ণঃ তাবন্মাত্রত্রব মজ্জুমহিমনি মিজ্জন্তুমন্ত ভবাসমর্থং ব্রহ্মাণমালোক্য ততঃপরঃসহস্রেষু দর্শয়িতব্যেষু অত্যসাধারণেষু নিজমহামজ্জুমহিমসু তমনধিকারিণমভিমৃশ্য মজ্জুমহিমদর্শনীং লীলাং সমাপযামাসেত্যাহ। ইতীরেশ সর্ব্ববেদাধ্যাপকে ব্রহ্মণি কিমিদমিতি মুহ্যতিসতি পাশ্চাদ্দ্রষ্টুমপ্যনীশেনাতি পরমোঽজঃ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ঃ, জ্ঞাত্বা স্বৈশ্বর্য্য রসানুভবে তদযোগ্যতাং বীক্ষ্য সপদি অজাজবনিকাং যোগমায়া রূপাং তিরস্করণীং চছাদ যয়াপুলিনে ভুঞ্জানান্ শ্রীদামাদি বালকান্ তৃণচরতো বৎসান্ বৎসা

ন্মেষকং স্বঞ্চাচ্ছাদ্য স্বরূপ ভূতান্ বৎসবালকাদীন্ চতুর্ভুজাদিত্বেন দর্শয়ামাস তাং হুর্ঘট ঘাটিকাং অর্থাৎ চিন্ময়াশক্তি ব্যাপার কার্য্যং অন্তর্ধাপয়দিত্যর্থঃ। অত্রায়ং বিবেকঃ যাবাস্তবং বস্ত্বাবৃণোতি অবাস্তবং বস্ত্বেব দর্শয়তি সামায়া। যাতু বাস্তব বস্তূনামপিমধ্যে কিমপ্যাবৃণোতি কিমপি দর্শয়তিসাযোগমায়েতি মায়া যোগমায়যো ভেদাৎ অজ্ঞাশব্দেনাত্র বহিরঙ্গামায়া নব্যাখ্যেয়া। কৃত্রহাতি নিজমহিমনি দর্শিত চতুর্ভুজাদি রূপ স্বমহৈর্য্যে। কীদৃশে অতর্ক্যে যতঃ স্বপ্রমিতি স্বপ্রকাশং চতৎকং সুখরূপংচ যস্মিন্ তস্মিন। অতএব অজ্ঞাতঃ প্রকৃতেঃপরত্র অতন্নিসনযুখেন ব্রহ্মকৈঃ অস্থূলমননু অদ্রুস্ব মদীর্ম মিত্যাদিকৈঃ শ্রুতিশিরোভিব্যঞ্জকৈঃ মিতি জ্ঞানং যস্মিন্ স্বরূপে॥ ৫৭॥

দর্শিত ব্রহ্মমোহন প্রকরণ দৃষ্টি করিয়া সমুদায় শাঙ্করভাষ্য প্রকাশ হইয়াছে বিশেষত সহস্র নামগণনাতে লোকাধিষ্ঠানং অদ্ভুত ইতি আর সন্নিবাসঃ সুযামুন ইতি। এই নামচতুষ্টয় ব্রহ্ম সূত্র সমুদায়েয় সূত্ররূপ ইহাদিগের শাঙ্করভাষ্য পশ্চাৎ দর্শাইব। এইক্ষণে দর্শিত টীকার অর্থ অতি বিস্তার অতএব তার ফলিতার্থ দর্শাইতেছি শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি সূত্রভাষ্যে লেখন মহদ্ভূতস্য নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্বং নিরতি শয় সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি দর্শিত ব্রহ্ম মোহন লীলায় ঐ সকল চিদানন্দ গুণগণ ঐ লীলাতে দেখাইলেন তত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ গুণমায়াশক্তি ব্যাপার কার্য্যগণ ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম এই ব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ।

আর চিন্ময়া শক্তি ব্যাপার কার্য্য সমূহ অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোক ইহারো অধিষ্ঠন ঐ শ্রীকৃষ্ণ। আর স্বরূপ ভূত বৎস বালকগণকে স্বরূপ ভূতনারায়ণ রূপ দর্শান সেহ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য ইহাই দর্শন করিয়া ব্রহ্মাতদ্দর্শনানন্দ সাগরে নিমগ্নহন ইহাও চিন্ময়াশক্তি ব্যাপার কার্য্য, এই সকল স্বরূপ শক্তি ব্যাপার কার্য্যরূপের নাম বাস্তবনাট্য দর্শিত স্বরূপ ভুত

মায়া ব্যাপার কার্য সমূহ কে যাহারা ইন্দ্র জাল নাট্য বলে তাহাদিগের অসৎ কথা কদাচ গ্রাহ্য নহে যে নাট্য দর্শন করিয়া হিরণ্য গর্ভ নাম ঈশ্বর প্রেমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ইহা হইতেও অদ্ভুত স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য রূপ মহানাট্য দর্শাইতে শ্রীকৃষ্ণমন্যে করিয়াছেন। তদযথা॥

তেতোঽর্ব্বাক প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃপরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈদৃষ্টীরাচষ্টে দংসহাত্মনা।৫৮।

ব্যাখ্যাচ। অর্ব্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি যস্যসঃ। পরেতবৎমৃতো যদি কথঞ্চিৎ পুনরুত্তিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ। বিস্ময় রসমহাভারমর্দ্দিতত্বাদিতি ভাবঃ। ইদং জগৎ মমতাস্পদং আত্মনা অহন্তাস্পদেন সহ অপশ্যৎ তয়োরপি বিস্মৃত পুর্ব্বত্বাৎ। ৫৮।

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশো পশ্যৎ পুরঃ স্থিতং। বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ং। ৫৯।

ততশ্চ পরমকৃপয়া কৃষ্ণঃ স্বরূপশক্তি ব্যাপার মাট্যাত্মকং স্বমাধুর্য্যবৈভবং দর্শয়ামাসেত্যাহ সপদ্যেবেতি তৎকৃপা সমকালমেব দিশোঽপশ্যৎ হরিধান্নি দিশোঽপশ্যৎ জ্ঞাতবান্ তদেব পুরস্থিতং সম্ভজনীয়ং বনঞ্চাপশ্যৎ। বৃন্দাবন মিতি তৎকিম্ভুতং। জনাজীব্য মিতি ব্রজজনানাং আজীব্যং নিত্যমেব নানাশষ্য পুষ্পফলাদিমত্ত্বাৎ তৎতাদৃশ দ্রুমাকীর্ণ মিতি যাবৎ। তস্যা প্রাকৃতত্বং বোধয়তি সমাপ্রিয়মিতি সমাসংবৎসরমেব প্রিয়ং প্রিয়দর্শনং যুগপৎ সকল ঋতু সম্ভব পত্র পুষ্পফলাঢ্যত্বাৎ। ৫৯।

এতদভি প্রেত্য তলবকার বৃত্তিতে লেখেন (অনেনৈব গুণাভি ধানেন তদ্বনমুপা সিতব্যমিত্যি।

ইতি তত্র ভগবচ্ছঙ্কর কৃত নিরুক্তিশ্চ রক্ষতি সংসার ভয়াদ্দোষা করমপ্যশেষ দেহভৃডিবৃন্দংবৃন্দাবনমিতি প্রথিতং তংনৌমি কাননং কিমপি। বৃন্দারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরস্তু র্বহির্বাপি। নৈবাস্তি মধুরং বস্তিৃত্যবকলিতং যৈ র্নমস্তেভ্যঃ।

ননু সত্যং শঙ্করাচার্য্য অনেন গুণাধানে নেতি। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবন লক্ষিত হইলেন কিন্তু ইহাতে ঐ বৃন্দাবন তত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণ ও সগুণ।

উত্তর। এই গুণগণ স্বরূপ ভূতউক্তংহি মাধ্ব ভাষ্যে। গুণৈঃস্বরূপ ভূতৈশ্চ গুণ্য সৌহরি রীশ্বরঃ। নবিষ্ণোর্নাশ্চিমুক্তানাং ক্বাপি ভিন্ন গুণোমত ইতি! এই অভিপ্রায়ে শঙ্কর লেখেন গুণগুণি ভাব শূন্য ব্রহ্ম সুতরাংতত্র বননাম ব্রহ্মস্থ প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাতমভূতত্বং। স্বরূপ শক্তি ব্যাপ কার্য্যত্বাৎ।

ননু হলাদিনী কন্ধিনী সম্বিৎত্বয্যেকাসর্ব্বসং স্থিতাবিত্যাদি স্বরূপশক্তিভেদ রূপগণ পুরাণে আছে ইহার শ্রুতিপ্রমাণ কি। তত্রোচ্যতে হ্লাদিন্যা সম্বিদা শ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্য সংবৃতোজীবঃসংক্লেশ নিকরাকর ইতি শাঙ্কর ভাষ্যে প্রমাণিত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত শ্রুতিঃ। ননু ইহাতে। হ্লাদিনী সার ভূতা শ্রীরাধাদি গোপীগণ ও শ্রীরুক্মিন্যাদি মহিষী গণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ কে প্রাপ্ত হয় তথা সম্বিৎশক্তি বৃত্তি ভূতা বিদ্যা শক্তি ইনীই তলবকারে উমা হৈমবতী ইনীই কৃষ্ণের ভগিনী ইহাঁরাস্বরূপ শক্তি বৃত্তিভেদ রূপ ইহা স্বীকর করিতে পারি। এবং গৌতমী য়ে আছে রাধাদুর্গা শিবা, দুর্গা লক্ষ্মীদুর্গা প্রকীর্ত্তি-

মায়া ব্যাপার কার্য সমূহ কে যাহারা ইন্দ্র জাল নাট্য বলে তাহাদিগের অসৎ কথা কদাচ গ্রাহ্য নহে যে নাট্য দর্শন করিয়া হিরণ্য গর্ভ নাম ঈশ্বর প্রেমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ইহা হইতেও অদ্ভুত স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য রূপ মহানাট্য দর্শাইতে শ্রীকৃষ্ণমনো্য করিয়াছেন। তদযথা॥

ততোঽর্ব্বাক প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃপরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈদৃষ্টীরাচষ্টে দংসহাত্মনা।৫৮।

ব্যাখ্যাচ। অর্ব্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি যস্যসঃ। পরেতবৎমৃতো যদি কথঞ্চিৎ পুনরুত্তিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ। বিস্ময় রসমহাভারমর্দ্দিতত্বাদিতি ভাবঃ। ইদং জগৎ মমতাস্পদং আত্মনা অহন্তাস্পদেন সহ অপশ্যৎ তয়োরপি বিস্মৃত পূর্ব্বত্বাৎ। ৫৮।

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশো পশ্যৎ পুরঃ স্থিতং। বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ং। ৫৯।

ততশ্চ পরমকৃপয়া কৃষ্ণঃ স্বরূপশক্তি ব্যাপার মাট্যাত্মকং স্বমাধুর্য্যবৈভবং দর্শয়ামাসেত্যাহ সপদ্যেবেতি তৎকৃপা সমকালমেব দিশোঽপশ্যৎ হরিধাম্নি দিশোঽপশ্যৎ জ্ঞাতবান্ তদেব পুরস্থিতং সম্ভজনীয়ং বনঞ্চাপশ্যৎ। বৃন্দাবন মিতি তৎকিম্ভুতং। জনাজীব্য মিতি ব্রজজনানাং আজীব্যং নিত্যমেব নানাশষ্য পুষ্পফলাদিমত্ত্বাৎ তৎতাদৃশ দ্রুমাকীর্ণ মিতি যাবৎ। তস্যা প্রাকৃতত্বং বোধয়তি সমাপ্রিয়মিতি সমাসংবৎসরমেব প্রিয়ং প্রিয়দর্শনং যুগপৎ সকল ঋতু সম্ভব পত্র পুষ্পফলাদ্যত্বাৎ। ৫৯।

এতদভি প্রেত্য তলবকার বৃত্তিতে লেখেন (অনেনৈব গুণাভি ধানেন তদ্বনমুপা সিতব্যমিত্যি।

ইতি তত্র ভগবচ্ছঙ্কর কৃত নিরুক্তিশ্চ রক্ষতি সংসার ভযাদ্দোষা করমপ্যশেষ দেহভৃডিবৃন্দংবৃন্দাবনমিতি প্রথিতং তংনৌমি কাননং কিমপি। বৃন্দারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরস্ত বহির্বাপি। নৈবাস্তি মধুরং বস্তিত্যবকলিতং যৈ নমস্তেভ্যঃ।

ননু সত্যং শঙ্করাচার্য্য অনেন গুণাধানে নেতি। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবন লক্ষিত হইলেন কিন্তু ইহাতে ঐ বৃন্দাবন তত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণ ও সগুণ।

উত্তর। এই গুণগণ স্বরূপ ভূতউক্তংহি মাধ্ব ভাষ্যে। গুণৈঃস্বরূপ ভূতৈশ্চ গুণ্য সৌহরি রীশ্বরঃ। নবিষ্ণোর্নাশ্চিমুক্তানাং ক্বাপি ভিন্ন গুণোমত ইতি! এই অভিপ্রায়ে শঙ্কব লেখেন গুণগুণি ভাব শূন্য ব্রহ্ম সুতরাংতত্র বননাম ব্রহ্মস্থ প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাতমভূতত্বং। স্বরূপ শক্তি ব্যাপ কার্য্যত্বাৎ।

ননু হলাদিনী কন্ধিনী সম্বিৎত্বয্যেকাসর্ব্বসং স্থিতাবিত্যাদি স্বরূপশক্তিভেদ রূপগণ পুরাণে আছে ইহার শ্রুতিপ্রমাণ কি। তত্রোচ্যতে হ্লাদিন্যা সম্বিদা শ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্য সংবৃতোজীবঃসংক্লেশ নিকরাকর ইতি শাঙ্কর ভাষ্যে প্রমাণিত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত শ্রুতিঃ। ননু ইহাতে। হ্লাদিনী সার ভূতা শ্রীরাধাদি গোপীগণ ও শ্রীরুক্মিন্যাদি মহিষী গণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ কে প্রাপ্ত হয় তথা সম্বিৎশক্তি বৃত্তি ভূতা বিদ্যা শক্তি ইনীই তলবকারে উমা হৈমবতী ইনীই কৃষ্ণের ভগিনী ইহাঁরা-স্বরূপ শক্তি বৃত্তিভেদ রূপ ইহা স্বীকর করিতে পারি। এবং গৌতমী য়ে আছে রাধাদুর্গা শিবা, দুর্গা লক্ষ্মীদুর্গা প্রকীর্ত্তি-

তেতি। অত্র শিবাদুর্গা হৈমবতী। তলবকারে ইনীই ইন্দ্রাদিকে ব্রহ্মোপদেশকরেন এতাবন্মাত্র শ্রুতি আছে কিন্তু ঐ তলবকারের অবিকল কেবল অনুষ্টুপ ছন্দ পদ্যে বর্ণিত নন্দীস্বরণাম শিব সহচরতৎ প্রকাশিত দুর্গার দকারাদি সহস্র নাম অতি মহতী স্তুতি। তৎপ্রস্তাবনা অবিকল তলবাকার কিন্তু তত্র ঐ ইন্দ্রাদিকে ঐ হৈমবতী দেবী উপদেশ করেন দকারাদি সহস্র নাম অতি বৃহৎ প্রকরণ ইহাই দৃষ্ট করিয়া অভিনব ব্রহ্মজ্ঞানীগণ শাস্ত্রের অনৈক্যে শাস্ত্র মাত্রে শ্রদ্ধাহিন হওত নিরাকার ব্রহ্ম ইহাই মানিয়াছেন।

ভাল নিরাকার ব্রহ্ম ঐ ইন্দ্রাদিকে যক্ষ রূপে দর্শন দিয়াছিলেন অর্থাৎ বিদ্যদুপমিত পরংজ্যোতি। সত্য বটে কিন্তু তাঁহাকে মানিতে হইলে তাহার অন্তর্ধানে উমা হৈমবতীকেই ব্রহ্ম মানিতে হয় ইহা হইলেই আমাদিগের মত নিরাকার ব্রহ্ম ইহা থাকে না। ভাল তাল নাথাকুক অনাদিপরম্পরাগত শ্রুতি স্মৃতিকে অশ্রদ্ধা করকেন। অভিনব ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্যে) কোথায় ব্রহ্মোপদেশ হৈমবতী করেন কোথায় দুর্গার দকারাদি সহস্র নাম উ ত্তর ইহাতে হৈমবতীর উপদেশ বাক্যে কদাচ দ্বৈধ নাই শ্রুতিতে আছে নিরতিশয় সর্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহদ্ভাখ্য ব্রহ্ম ঐ সর্ব্বশক্তির বিবৃতি না হইলে কদাচ পূর্ণব্রহ্ম কে জানিতে পারে না। অতএব হৈমবতী ঐ দুর্গার দকারাদি সহস্র নামে সর্ব্বশক্তির বিবৃতি করিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রের অনৈক্য নাই কেবল ঐ স্বরূপ শক্তিবৃত্তিভেদ মূর্ত্তি গণ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনস্থ পূর্ণ ব্রহ্মের লীলা অত্রৈব (লোক বত্তু লীলা কৈবল্য মিতি ব্রহ্ম সূত্র সঙ্গন মিতি)।

নন্নু সত্যং স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যই লোকবৎ লীলা এই লীলাই কৈবল্য কিন্তু সাংখ্য।

সূত্রংচ মহদাদয়ঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ প্রকৃতির বিকৃতিরিতি।

এবঞ্চ ঐ দকারাদি সহস্র নামে(দাম ঘোষা দামময়ী দামবন্ধ জগত্রয়ীতি ঐ সাংখ্যদর্শনে ইহাকেই এই জগতের স্বতন্ত্র কারণ মানিয়াছেন।

এখানে দর্শিত স্বরূপশক্তিবর্গের প্রসঙ্গ ওনাই।

উত্তর। ঐসাংখ্য দর্শন নিরীশ্বর অতএব অবৈদিক। নন্নু দর্শন কর্ত্তাকে অবৈদিককহ কিকারণ। উত্তর ঐ প্রকৃতির অন্তর্যামী ঈশ্বর ঈক্ষিতৃ পুরুষ পরমাত্মা ইহাঁর ঈক্ষণে ঐ প্রকৃতির প্রলয় প্রস্বাপভঙ্গহয়। পরে মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা বদ্ধজীব বর্গেয় ত্রিগুণ দাম রূপজড়বস্তুরউদ্ভবহয় শ্রুতিশ্চ তত্রভবতি। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি র্গুণেশ ইতি। প্রধান নাম জড়বস্তূপাদান শক্তি প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ নাম জীব আর গুণ মারা ইহাদিগের ঈশ্বর ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণ ইহাও কহিয়াছেন গীতোপনিষদি (দৈবী হ্যেষাগুণ ময়ী মমমায়াদুরত্যয়া। মামেব যেপ্রপদ্যন্তে মায়া মেতাংতরন্তিতে ইতি।

নন্নু বুঝিলাম ঈশ্বরের বহিরঙ্গ প্রকৃতি জীবে যাহারনাম অবিদ্যা মায়া তৎত্রিগুণদামবদ্ধ ত্রিভুবনস্থজীববর্গ, ঐ জীবের দাম বন্ধমোচন হয় কোন শক্তিব্যাপার কার্য্য শ্রবাদিসাধনে।

উত্তর। পূর্ব্বদর্শাইয়াছি হ্লাদিন্যাদিত্রিবিধ স্বরূপ শক্তি বৃত্তিভেদ।

সখিএ গণলইয়া শ্রীবৃন্দাবনস্থ চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র আত্মাব্রহ্মের লীলা, তৎসংকীর্ত্তনমেব বদ্ধজীবের বন্ধন মোচনং।

ননু। দকারাদি সহস্র নাম মধ্যে ঐ শক্তি ব্যাপার কার্য্য কোথায় বর্ণিত আছে।

উত্তর। ঐ দকারাদি সহস্র নামে স্বরূপশক্তি বিবৃতি মধ্যে কিয়ৎ সংখ্যা নামগণনা যথা।

দামবন্ধবিমোক্ষাচদামোদরবনাশ্রয়া। দামোদর পরাশক্তির্দামোদরপরাঙ্গণা।দামোদরপ্রেমসেবা রাধনারসবিগ্রহা। দামোদরপ্রেমরতা দামোদর ভগিন্যপি।দামোদরপ্রসূর্দামোদরপত্নী দমব্রতা। দামোদররাসবনে ত্যক্তস্বজনসৌহৃদা। দামোদর লসদ্রাসকেলিকৌতুকিনী পরা। দামোদরালি ঙ্গিতাঙ্গী দামোদর কুতূহলা।। দামোদর কৃতা- হ্লাদা দামোদর সুচুম্বিতা। দামোদরস্তন্য দাত্রী দামোদরগবেষিতা। দামোদর বৎসলাচ দামো- দর সহোদরীত্যাদি।

ননু। সত্যং শ্রীভাগবাদি পুরাণশাস্ত্রে ইঁহাদিগের লীলাতেই পুরিত আছে। ঐ দকারদি সহস্র নাম প্রায় বন্ধমোচনী শক্তি গণের নাম বহুতর এবং ত্রিগুণ মায়া শক্তির নাম ও আছে ইহার ভেদ অতি সূক্ষ্ম সুতরাং তৎ শক্তি তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে যে ব্রহ্ম জ্ঞান সে অলীক মাত্র। কেননা তলব কার বৃত্তিতো ঐশ্রীবৃ- ন্দাবনস্থ লীলার সাম গ্রী চিচ্ছশক্তি ব্যাপার কার্য্য। এবং ব্রহ্ম

সূত্রভাষ্য ব্যবস্থা সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মেতি। এবংসহস্র নাম ভাষ্যে স্বরূপ শক্তি ব্যাপারকার্য্যে রস্তূত ইতি।

অতএব ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিগণের নাম দুর্গা) বিশেষত দর্শিত শ্রীদামোদরের প্রেয়সীবর্গহ্লাদিনী, আর সন্ধিনী নাম চিদাধার শক্তি মাতৃবর্গ। আর সম্বিৎ শক্তিরূপা দামোদর সহোদরীতি ইহারা সকলেই দুর্গা অতএব শ্রীদুর্গাষ্টকে যথা।

নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে। নমস্তেসদানন্দ সম্বিৎ স্বরূপে নমস্তেজগত্রারিণি ত্রাহিদুর্গে।২।

নন্ন অধুনাশাস্ত্রের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বুঝিলাম তলবকার বৃত্তিতে মহত্তুতাখ্য ব্রহ্মের বনস্য প্রাণিজাত যাবতীয় প্রাণিগণ প্রত্যগাত্ম ভূত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। অতএব ঐ দুর্গা রূপ গণও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অষ্টকে (সদানন্দ সম্বিৎ স্বরূপে। অত্রসৎ শব্দে সন্ধিনী এবং আনন্দ শব্দে হ্লাদিনী। সম্বিৎশব্দে বিদ্যাশক্তিঃ। সাধুলিয়াছেন সর্ব্বজ্ঞ সাদ সংতজ নীয়ং বন মিতি সূত্র ভাষ্য কার মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মেতি। এই অভিপ্রায়ে।

শ্রীদশমে শুকোক্তিশ্চ তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্ব নাট্যং ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধ মিত্যাদি।

পূর্ব্বদর্শিত স্বরূপভূত মায়া ব্যাপারকার্য্য সমূহ ঐ বনস্থালীলা অতএব পশু পবংশশিশুত্বনাট্য মিতি।

ইহার পর গ্রন্থে পত্রাঙ্কের ব্যতিক্রম সাধুজনেরা সহ্য করিবেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাং শকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যং সশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

৫ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৯। সন ১২৬৪। ১ খণ্ড।

পূর্ব্বদর্শিত কঠ, মুণ্ডক, বাজসনেয়, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, তাপনী এবং পুরুষবোধনী প্রভৃতি শ্রুতিগণো-দিত পরব্রহ্ম, তৎস্বরূপশক্তিবোধক শব্দগণের তাৎপর্য্য, এবং তলবকারোক্ত বিদ্যুৎপুঞ্জোপম পরংজ্যোতিরভ্যন্তরগ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ইহা ব্যঞ্জিত করিতেছেন, অনুক্রতেস্তস্য চেতি সূত্রভাষ্যস্থ শ্রুতিঃ যথাহি হিরন্ময়ে পরেকোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদু-রিতি। ইহাই সুস্পষ্ট করিতেছেন শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রারম্ভে।

যথা, গণেশ শেষ ব্রহ্মেশ দিনেশ প্রমুখাঃ সুরাঃ।
কুমারাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ।
লক্ষ্মীঃ স্বরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা।
ভক্ত্যা নমন্তি যং শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরং।
ধ্যায়ন্তে সন্ততং সন্তো যোগিনো বৈষ্ণবাঃ সদা। ১।
জ্যোতিরভ্যন্তরেরূপ মতুলং শ্যাম সুন্দরং।
নিরীহমতিনির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং। ২।
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপংচ সর্ব্বকারণ কারণং।
সত্যং নিত্যংচ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ং।
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হংচ মঙ্গলং মঙ্গলালয়ং।
স্বেচ্ছাময়ং পরংধাম ভগবন্তং সনাতনং।
স্তুবন্তি বেদা যং শশ্বৎ নান্তং জানন্তি যস্যতে।
তং স্তৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনং। ৩।
ভক্তপ্রিয়ংচ ভক্তেশং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
শ্রীদং শ্রীশং শ্রীনিবাসং শ্রীকৃষ্ণং রাধিকেশ্বরং। ৪।

অস্যার্থঃ। (গণেশেতি) গণেশাদি দেবগণ বিশ্ব মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা করিতেছেন।

ভাল। ঐ দেবগণ নন্দনন্দনের উপাসনা করিতেছেন ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ বটে, কিন্তু অধিকার বিশ্ব মহাপ্রলয়ে বিশ্বকার্য্য মাত্রের অর্থাৎ স্থূল বিশ্বের প্রলয় হয়, তদা ঐ দেবগণের শরীরেরও প্রলয় হয়, তখন উপাসকগণ ও উপাস্য কোথায় থাকেন।

উত্তর। ঐ দিকপালগণ মধ্যপাতি বিশ্বদাহক অগ্ন্যাদি দিক্‌পালগণ, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দত্ত তৃণের অত্যল্পতর একতৃণ দাহাদি করণে অক্ষম হইবায়, সেই (তৃণব্রহ্ম)

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ, ইহা তলবকার শ্রুতিতে আধ্যাত্মিক বৃত্তান্তে ১১৪ পৃষ্ঠায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিপুলজ্যোতিঃ পুঞ্জান্তর্ভূত গো, গোপ, গোপীগণ ও দেব দেবীগণ এবং তদ্বনস্থ সকলেই সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ আনন্দময় নিত্য আছেন, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে।

ঐ জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্রীহরিলোক, তত্রস্থ পার্ষদগণ নিত্য ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়াছি, যথা, দেহেন্দ্রিয়াসু হীনানাং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনা মিত্যাদি।

সত্যবটে, ইহাতে বৈকুণ্ঠ পুরবাসিদিগের নিত্যতা মান্য করিতে পারি, কিন্তু দর্শিত আধিকারিক দেবগণের উৎপত্তি প্রলয় দেখিতেছি, তবে ঐ দেবগণের নিত্যতা মানিব কি প্রমাণে ?

উত্তর। শ্রীহরিধামে যে দিক্‌পালাদি দেবগণ নিত্য আছেন, সেই সকল নিত্য দেবগণে এই সকল প্রাপঞ্চিক দেবগণ প্রলয়কালে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যথা, শ্রুতি তেহনাকং মহিমানঃ সচান্তঃ শুভ দর্শনাঃ তত্রপূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাইতি। এবং মহাবৈকুণ্ঠ বর্ণনে পাদ্মোত্তর খণ্ডেও ইহাই কহিতেছেন, যথা, তত্র পূর্ব্বে যেচ সাধ্যাঃ বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ। তেহনাকং মহিমানঃ সচান্তঃ শুভ দর্শনাঃ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরেধাম্নি যেচান্যেচ দিবৌকসঃ। তেবৈ প্রাকৃত নাকেহস্মিন্নিত্যা ত্রিদিবেশ্বরা ইতি। এই প্রকার শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে মহাবৈকুণ্ঠে আছেন যে নিত্যভূত পার্ষদগণ, সেই সকল পার্ষদগণে অর্থাৎ তত্রস্থ নিত্য ব্রহ্মাদি দিকপাল দেবগণে এই সকল দেবগণ সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পুনঃ সৃষ্টি সময়ে তাঁহারাই সেই নিত্যভূত

দিকপালগণ হইতে পৃথকত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চগত হন। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণিত হইল, অতএব শাস্ত্র ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে অর্থাৎ পরব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দগণের তাৎপর্য্য, উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল যুক্তিতে সমাধান হইতে পারে না। পঞ্চদশ্যাং ধ্যানদীপে নবম পরিচ্ছেদে।

উত্তরস্মিং স্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেহথ কাঠকে। মাণ্ডুক্যাদৌচ সর্ব্বত্র নির্গুণো পাস্তিরীরিতা। অনুষ্ঠান প্রকারোস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ। জ্ঞান সাধন মেতচ্চেৎ নেতি কেনাত্র বর্ণিতং। ৩৩।

এই দেখ, উত্তর তাপনী, প্রশ্নোপনিষদে, শৈব্যপ্রশ্নে, আর কাঠক, মুণ্ডক, এবং মণ্ডূক্যাদিতে, সর্ব্বত্রেই নির্গুণোপাসনার প্রাধান্য লিখিয়াছেন। আর অনুষ্ঠান প্রকার পঞ্চীকরণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ইহাতে প্রতিবাদী নহি, কিন্তু নির্গুণ চৈতন্যমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রয়োজনমাত্র। ৩৩।

উত্তর। সত্যবটে, কিন্তুপূর্ব্বে দর্শাইয়াছি, বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপ মিত্যাদি মুণ্ডক মন্ত্রব্যাখ্যানে, মহাকাল পুরগমনলীলায়, মহাভারত এবং শ্রীভাগবত তত্র ব্রহ্মাণ্ড কটাহের বাহিরে গহনান্ধকাররূপা প্রকৃতি, তদ্‌যুক্ত অব্যক্তাখ্য কারণোপাধি ইনিই, জীবঘন লিঙ্গরূপী ঈশ্বর, তদতিদূরে চৈতন্যজ্যোতিরূপ নির্গুণব্রহ্ম, তৎসন্নিধানে মহাকালপুর, ইনি প্রকৃতিসম্বন্ধ গন্ধশূন্য, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, তত্র পার্ষদবর্গও তাদৃশ। এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত খাণ্ডিক্যংপ্রতি কেশিধ্বজ বাক্যে, তত্র প্রথম ধারণা বিষয় মূর্ত্তরূপ ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যে চতুর্মুখাদি স্তম্বপর্য্যন্ত স্বকর্ম্মফলভোগী জীবগণ। এই প্রথম মূর্ত্তরূপ। ১। ইনিই বিরাট। ইহা হইতে সূক্ষ্মোপাধি অথচ প্রত্যগ্‌ভূত মহৎসংজ্ঞ

হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ অধিব্রহ্মা, ইনিই দ্বিতীয় ধারণা বিষয় দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ। ইহা হইতেও প্রত্যগ্‌ভূত কারণোপাধি নাম সপ্রকৃতিক ঈশ্বর, ইনি ওতপ্রোতভাবে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ, অধ, পার্শ্ব এবং অন্তরে পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া নিত্য আছেন, ইনি পূর্ব্বোক্ত রূপদ্বয়ের কারণ, যেমন বট কণিকাস্থ বটবৃক্ষশক্তি, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট, এই রূপদ্বয়ের বিস্তার কারণ শক্তি, কিন্তু অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মার আশ্রিত। এই পরমাত্মা, কারণ, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট এবং ব্যষ্টি জীবগণেরও অন্তর্যামী এবং বাহিরে আছেন, কিন্তু আকাশ লিঙ্গ। তদ্‌যথা শ্রীপ্রথমে। বেদব্যাসং প্রতি শ্রীনারদ-বচনং। ষষ্ঠাধ্যায়ে। নারদ কহিতেছেন হেবেদব্যাস, আমি পূর্ব্বজন্মে দাসী পুত্র ছিলাম, কেবল শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি পরিপাকে সেই প্রাকৃত দেহত্যাগে এই ভগবৎ পার্ষদতনুপ্রাপ্ত হইয়াছি। তদ্বিবৃতি শ্রবণ করহ, পূর্ব্বজন্মে মহাভাগবত বিপ্রগৃহে দাসীপুত্র ছিলাম, দৈবে সেই বিপ্রগৃহে চতুঃসন মুনি-গণ চাতুর্মাস্য একত্র বাস করেন, আর পরস্পর সর্ব্বদা কেবল হরিকথা গান করেন, আমিও নিরন্তর তত্‌কথা শ্রবণ করি, এবং উচ্ছিষ্ট লেপন তক্ষণ করি তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তদনন্তর শুদ্ধভক্তির উদয় হইলে, সেই মহামুনিগণ চাতুর্মাস্যান্তে তীর্থ যাত্রায় গমনকালে কৃপাকরত উপদেশ করেন, তাহার কারণ এই, যে এই পঞ্চবর্ষীয়বালক যদি কর্ম্মিকুলসঙ্গে অথবা নির্ভেদ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি বর্জিত হয়, তবে মহানিষ্ট হইবেক, তদনন্তর আমার মাতার মরণে আমি অতি সন্তোষে উত্তরদিগে মহারণ্যে গমন করিলাম।

সেই অরণ্য মধ্যে এক সরোবরে স্নানকরত জলপানেতৃপ্ত

হইয়া তত্তটস্থ অশ্বত্থমূলে উপবেশন পূর্ব্বক, মহামুনিগণোপদিষ্ট মহামন্ত্রস্থ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ধ্যান করিতে২ ক্রমে আমার হৃদয়ে এবং বাহিরে ঐ ভগবান্ দর্শনপ্রদান করিলেন, অতএব তদ্দর্শনে প্রেমানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়াতে দেহ, আমি আর অন্য স্থাবর জঙ্গমাদি কিছুই দৃষ্ট হইল না, কেবল ভগবদ্রূপ দর্শনানন্দে মগ্ন। কিঞ্চিৎ পরে ঐ রূপাদর্শনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া পনর্দর্শনার্থ অতি সযত্ন হইবায়, কৃপা করিয়া মেঘগম্ভীর অতি সুমধুর বাক্য কহিলেন, আমার জ্ঞান হইল যেন অতি নিকটস্থ। সেই পদ্যগণের সংক্ষেপার্থ হেবৎস এই দাসীপুত্রত্ব লক্ষণ জন্মে, আমার এই শ্রীবিগ্রহ আর দর্শন পাইবানা, যে হেতুক অবিপক্ক কষায় ভক্তের দর্শনের যোগ্য নহে, তবে যে একবার দর্শনপ্রদান করিয়াছি, সে কেবল আমাপ্রতি তোমার অনুরাগ বাড়াইতে। আমাতে অনুরাগ হইলে আমার একান্তভক্তগণ সকল দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করে। তুমি চারিমাস আমার ভক্তগণের সেবা করিয়াছ, অতএব আমাতে তোমার দৃঢ়ামতি হইয়াছে সেই মতি প্রলয়কালেও বিপন্ন হইবেক না, এই দাসীপুত্রত্ব লক্ষণ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগানন্তর, আমার নিত্যপার্ষদরূপ চিদানন্দ দেহ পাইবা।

এতাবদুক্তোপররামতন্মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গ মলিঙ্গমীশ্বরং। অহং চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ॥২৫॥

টীকাচ শ্রীধরস্বামিকৃতা। তৎপ্রসিদ্ধং মহদ্ভূতং। অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেতদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ কীদৃশং ঈশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তৃ। নভসি লিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য তমভোলিঙ্গং সন্নিহিতমপি নলিঙ্গ্যতে ইত্যলিঙ্গং। তস্মৈ অদৃষ্টায় অবনামং প্রণামং কৃতবানহং তেনানুকম্পিতঃসন্। ২৫

অস্যার্থঃ। তৎপ্রসিদ্ধমিতি শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যস্থ পরমার্থ সত্য বাস্তববস্তু, যাঁহার নিশ্বাসলীলান্যায়ে ঋগাদি বেদগণ ও ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশিত আছে। তিনিই স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, নারদ কহিতেছেন সেই শ্রীহরি আমাপ্রতি পূর্ব্বলিখিত বাক্যগণ কহিয়া উপরত হইলেন, সেই মহদ্ভূত সংজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কেমন, আকাশলিঙ্গ, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ এবং অলিঙ্গং অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক সুতরাং সন্নিহিত, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা বিনা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে যোগ্য নহে, অতএব সেই অমূর্ত্তবিগ্রহ কারণাখ্যাদি ঈশ্বরত্রয়ের নিয়ন্তা, সেই অদৃষ্ট মূর্ত্তি ভগবানকে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম ॥২৫॥

আর চতুর্থ পত্রিকায় ৯৭ পৃষ্ঠায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত টীকায় মূর্ত্তরূপদ্বয় কহিয়াছেন, অমূর্ত্তরূপদ্বয়ের মধ্যে প্রথমামূর্ত্তরূপ ব্রহ্ম। অর্থাৎ চিদগুণহীন। দ্বিতীয় অমূর্ত্তরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর সংজ্ঞ। ইনি পূর্ব্বোক্ত চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেও পরম। ইহাহইতেও পরম শুদ্ধরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীনারদ এই অমূর্ত্তরূপ দর্শনকরত আনন্দ সংপ্লবে লীন হইয়াছিলেন। ইহাহইতে ঐ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠরূপ কথন সে কেবল স্বমুখোদিত কথনমাত্র, অতএব পঞ্চদশ্যাদিতে উক্তি আছে নির্ভেদ নির্বিশেষবাদ অশাস্ত্রীয় সুতরাং গ্রাহ্য নহে।

ঐ লীলা পুরুষোত্তমরূপ ভগবৎ শঙ্করভাষ্যোক্ত। অচিন্ত্যপ্রভাবাদি বিশিষ্ট পরমেশ্বররূপ ইহার উপাসনাই, নির্গুণোপাসনা ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ আছে, পঞ্চদশীতে ইহা খণ্ডাইতে মহাপরিশ্রমে স্বকপোলকল্পিত কারিকা রচনা করিয়াছেন, নম্বুসত্যং কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীভাগবতাদিতে স্বরূপশক্তিমদদ্বয়-

জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ইহা প্রসিদ্ধ আছেন। শঙ্করাচার্য্যাভিমত বেদান্ত বাক্যে নির্গুণব্রহ্ম, কেবল চৈতন্যমাত্র। ইহাই স্থাপন করিয়াছেন।

উত্তর। সত্যবটে, কিন্তু অনেকস্থানে ভাষ্যমধ্যে স্বকৃত বৃত্তি-মধ্যেও স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, ইহা শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন, যথা, লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধী প্রভৃতীনাং দেশকাল নিমিত্ত বৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্য বিষয়া দৃশ্যন্তে তাঅপি তাবন্নোপদেশ মন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে অস্যবস্তুন এতাবত্য এতৎ সহায়া এতদ্বিষয়া এতৎ প্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি কিমুতাচিন্ত্য প্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনাশব্দেন নিরূপ্যেত। তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ অচিন্ত্যাঃ খলুযেভাবা নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরংযচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি।

দর্শিত ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই, যে মণিমন্ত্র এবং ঔষধী প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াও দেশকাল ভেদে তাহাদিগের যেং শক্তিগণ আছে, তাহা উপদেশ ব্যতিরেকে স্বীয় তর্কদ্বারা কেহই অবগত হইতে পারে না। সেই মত অচিন্ত্য প্রভাবাদি যুক্ত ব্রহ্মেররূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন প্রাপ্ত হইয়াও উপদেশ ব্যতিরেকে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা তদ্ভক্তি যাজনে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যেমন তলবকারোক্ত পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইয়াও উমাহৈমবতীর উপদেশ ব্যতিরেকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণও তাঁহাকে অবগত হইয়া তদ্ভজনে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন নাই। এই প্রকার ঐ পরব্রহ্মের প্রপঞ্চগোচর লীলাতে তাঁহার বন্যভোজন লীলা

দর্শন করত ব্রহ্মা মোহিত হইয়া তৎসহচর বৎস বালকগণ হরণে উদ্যুক্ত হন, কিন্তু সেই বৎস বালকগণকে নারায়ণরূপ দর্শনে ব্রহ্মা সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হইয়া নিস্পন্দ হন, তদ্ধূর্ভাজঃ পুর্দেবী ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তস্য সমীপে পুত্রিকা চতুর্মুখীকৃতকপ্রতিমের অর্থাৎ ঐ ব্রজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দামোদরসহোদরী অর্থাৎ উমাহৈমবতী, নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত দুর্গানাম্নী, ইহারি সমীপে ব্রহ্মা কৃত্রিম চতুর্মুখী পুত্তলিকার ন্যায় অর্থাৎ ঐ নিত্য কুমারীর খেলনার ন্যায় হন।

অতএব ভগবানের কৃপাহেতু, ঐ ব্রহ্মা অচিন্ত্যশক্তিবিলসিত লীলাতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন, অর্থাৎ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ইহা অনেক বেদান্ত বাক্য সমন্বয় পূর্ব্বক মহৎ প্রকরণ অবতরণ করেন, যাঁহার নাম ব্রহ্মস্তুতি। অতএব প্রপঞ্চগত লোকদিগের ক্রমমুক্তি প্রসঙ্গে শ্রীহরিধাম গমনকালে অগ্রে পরংজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া পরে স্বরূপশক্তিবিলাস লীলা প্রাপ্ত হয়। এইহেতু শ্রুতি ও স্মৃতিগণ কহিতেছেন, যথা, জ্যোতিরভ্যন্তরেরূপ মতুলং শ্যামসুন্দরমিতি। এবং আরো শ্রুতি কহিতেছেন নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি। যদি বল এই শ্রুতিতে সমানাধিক রহিত এক অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্য জ্যোতিকে কহিব, ইহা কদাচ যুক্ত নহে। কারণ পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তিমত্ত্ব ইহাও ঐ শ্রুতিতে আছে, যথা, পরাহস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইতি। এই পরাশক্তি রাধিকা। যথা, রাধা নিত্যাপরাহদ্বয়া ইতি পুরাণ বর্ণাৎ। এই পরাশক্তির বৃত্তিভেদে লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, দুর্গা এবং সাবিত্রী, এঁহারা বহিরঙ্গমায়াবৃত্তিভেদ নহেন। যেহেতু শশ্বৎ নিরন্তর শ্রীনন্দনন্দনকে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিতেছেন।

অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন, স্বাভাবিকী স্বরূপভূত নিত্যলীলা সহায়িনী। জ্ঞানবল ক্রিয়া চেতি। ১। (এই পরাশক্তি বৃত্তিভেদগণের ব্যাখ্যা ৮৭।৮৮ পৃষ্ঠায় হইয়াছে)।

ভাল। জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্রীনন্দকুমারকে কহিলেন, কিন্তু ঐ সকল শক্তিবর্গের সহিত লীলা বিশিষ্ট যিনি, তিনি নিরীহ, নির্লিপ্ত, নিষ্কলং, নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং, নিরঞ্জনমিত্যাদি শ্রুতি, ইহা কি যুক্তিতে সংগতি হইতে পারে।

উত্তর। যদি জীবগণের যুক্তির আয়ত্ত পরব্রহ্ম হইতেন, তবে ভাষ্যকার কিমুতাচিন্ত্য প্রভাবস্য ব্রহ্মণ,) এই পরম ব্যবস্থা কখন লিখিতেন না। তিনি সর্ব্বত্র কহিয়াছেন ব্রহ্ম যথা শব্দ মেবাভিগন্তব্যং। সেই শব্দ অর্থাৎ বেদান্ত বাক্য এবং সেই সকল বেদান্তগণের সার, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতরাদি, ইহাঁদিগের নিগূঢ়ার্থ অর্থাৎ ভগবানের সমানোর্দ্ধরহিত ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য এই দুইকে প্রকাশ করেন এইহেতু তাপনী নাম, শ্রীগোপালোত্তর তাপনী কহিতেছেন। তত্র শ্রীনারায়ণের প্রতি ব্রহ্মা প্রশ্ন করিতেছেন।" যথা,

সহোবাচাব্জযোনি র্নিত্যাবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কোভবিতা যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি। ২৪।
কথংবা অস্যঅবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি।২৫।
সহোবাচতংহি নারায়ণো দেবঃ। ২৬।
সকাম্যামেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি। তথা নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যাশ্চ

ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপাল পুরীহীতি। ২৭।

অত্রভাষ্যঞ্চ॥ তত্র স্থানপ্রশ্নং তাবদুত্তরয়তি। সকাম্যাইতি। উক্তত্বাদ-বিদ্যা বিনাশিত্বাচ্চ পরব্যোমাখ্যো লোকো মেরু স্তস্যশৃঙ্গে উপরি সপ্তপুর্য্যো হযোধ্যাদয়ো ভবন্তি। মেরু ধর্ম্মনিশৈলেচেতি। শৃঙ্গং বিষাণে শিখরে প্রভুত্বোৎকর্ষসানুষু। ইতি শ্রীধরঃ। তাএব ভূগোলচক্রে তল্লীলার্থং তদিচ্ছয়া ভবন্তি। যাযথাভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথাসন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থ মাদৃতা ইতিস্কান্দোক্তেঃ। সকাম্যাঃ সর্ব্বভোগ্যো-পেতাঃ। তল্লীলারস লিপ্সূনাং নিষ্কাম্যাঃ কৈবল্যমাত্রলিপ্সূনাং ভোগ-শূন্যা গোপালপুরী সাক্ষাদ্ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। পরমাত্মকত্বাব্যক্তবৃহদগুণকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। অত্র মেরুঃ স্বর্ণাদ্রির্নগ্রাহ্যঃ। তত্র ব্রহ্মা দিক্পালানাঞ্চাষ্টানাং নবেত্যুক্তেঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ। (তত্র স্থানেতি)। ইহার পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীগান্ধর্ব্বা কতিপয় প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নগণ মধ্যে স্থানপ্রশ্ন আছে, শ্রীনারায়ণ বাক্যদ্বারা তাহাই কহিতেছেন, অর্থাৎ যিনি হরি তিনিই স্থান, অতএব হরি নিবাস আত্মনি, এই শ্রুতি দ্বারা অনিলয়নাদি যাবদীয় শ্রুতির সঙ্গতি বুঝাইলেন। সেই হরি নিবাস কেমন তাহা কহিতেছেন, সর্ব্বোপরিপরব্যোম তিনি সকল ভক্তের অবিদ্যা বিনাশ করেন, এইহেতু মেরুনাম, তাঁহার উপরিভাগে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, পুরীদ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাইতি। ইহাঁদিগের মধ্যে শ্রীগোপালপুরী মথুরা সাক্ষাদ্ব্রহ্ম ইহাতে অন্তঃপাতি এই সকল পুরী আছেন তাহা ব্রহ্মাকে দর্শাইয়াছেন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ২৭।

এই তাপনী শ্রুতিতে, সর্ব্বত্র মায়াগুণ সম্বন্ধ শূন্যস্থান শ্রীহরি নিবাস, ইহাকে মায়িক বুঝাইয়া নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্থাপন

করেন, মায়াবাদি সংন্যাসিগণ তাহারা পরব্রহ্মের পরশক্তি বিলসিত বৃহদ্গুণগণ জ্ঞাত নহেন। কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যে ঐ চিদ্গুণগণকে অচিন্ত্যপ্রভাবরূপে বিখ্যাত করিয়াছেন।

ভাল। ঐ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে সর্ব্বত্র লিখিত আছে ব্রহ্মনিরবয়ব নির্গুণ, তবে ইহাই কি প্রকার বাক্য।

উত্তর। সত্যবটে, যেং স্থানে নিরবয়ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়মিত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। ঐ শ্রুতির সদর্থে জীবের, অবয়ব পাঞ্চভৌতিক তাহাই নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবয়ব জীবের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে। যে হেতু ঐ জীবের অবয়ব দেশকাল পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু পরব্রহ্ম তাদৃশ নহেন অর্থাৎ তিনি দেশকাল পরিচ্ছিন্ন নহেন। আর যেং স্থানে অবিদ্যোপস্থাপিত নাম রূপাদি লিখিয়াছেন, তাহা কেবল জীবের নাম, দেব, তির্য্যক্, নরাদি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি, ঐ সকল নাম বিশিষ্ট যে রূপাদি আছে, এই সকল নামরূপাদি ব্রহ্মের নাই। কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তিবিলসিতপ্রভাবাদি ঘটিত ব্রহ্মের নামরূপ নিত্য আছে। ইহাই সামুদায়িক শ্রুতি ও স্মৃতি বচনগণের তাৎপর্য্য, এবং কিম্ভূতাচিন্ত্য প্রভাবস্যেত্যাদি ভাষ্যে ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য পাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। স্বরূপভূতগুণবিশিষ্ট পর-ব্রহ্ম, কিন্তু পঞ্চদশীকার ঐ অচিন্ত্যশক্তি বিলসিতের প্রসঙ্গও লেখেন নাই, অর্থাৎ ঐ অচিন্ত্যপ্রভাবাদিকে বহিরঙ্গ মায়াগুণ মানিয়াছেন, স্বরূপশক্তির প্রসঙ্গও লেখেন নাই। শঙ্করানুযায়ি সংন্যাসিগণ মধ্যে কেহং বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করিতেন। তাহাদিগের গ্রন্থোক্ত ব্যবস্থা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধের নিমিত্তে

বিষ্ণুভক্তি কর্ত্তব্য। সেই জ্ঞানের প্রাপ্য শুদ্ধচৈতন্যমাত্র ব্রহ্মে, জীবাত্মার ঐক্যমাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি। এই প্রকার ব্রহ্মভূত প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির কোন ভাগ্যবশাৎ যদি শুদ্ধভক্তি বিশিষ্ট সাধুজনের সঙ্গ ভগবৎ কৃপাহেতুক কদাচিৎ ঘটে, তবে ঐ নন্দকুমারের শুদ্ধভক্তি পথে প্রবিষ্ট হয়। ইহাও শ্রীগীতোপনিষদে ঐ ভগবান্ কহিতেছেন। যথা,

ব্রহ্মভূতপ্রসন্নাত্মা নশোচতি নকাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরামিতি।

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিতেছেন, জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি আমাতে ভক্তি না করিয়া চিত্তের দোষ প্রক্ষালন করিতে পারে না, যেহেতু চিত্তের অধিষ্ঠাতা আমি, অর্থাৎ বাসুদেব, মদ্ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভাদির হানিতে শোক করেন না, এবং ব্রহ্মাণ্ডের যে বিষয় তাহাও আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু জ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্তে জ্ঞানাঙ্গভূত বিষ্ণুভক্তি করিতেছেন, সেই ব্যক্তিকে আমি জ্ঞানযোগ প্রদান করি, যাহাতে আমার স্বরূপ-শক্তির অচিন্ত্য প্রভাব অনুভব হয়। তত্রৈব গীতায়াং, তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে ইতি। সুতরাং সমঃ সর্ব্বেষু ইতি অর্থাৎ সকল প্রাণির বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তক যে পরমাত্মা সেই আমি, অর্থাৎ আমার অংশ সকল প্রাণিতেও আছে। ইহা জ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি হিংসাদি রহিত হয়, সুতরাং সেই ব্যক্তি পরাখ্যাভক্তি অর্থাৎ হ্লাদিনী বৃত্তিভূ

অতএব নারদ পঞ্চরাত্রে প্রথম পদ্যে লিখিয়াছেন, যথা, যান্ত্যন্তে অক্ষরং সন্তো যোগিনো বৈষ্ণবাঃ সদেতি। ২। ঐ পঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বেশমিতি। শ্বেতাশ্বতরোক্ত সমান উদ্ধরহিত পরব্রহ্ম। সর্ব্বরূপংচেতি, সর্ব্বাবতাররূপ শ্রীরাম, নৃসিংহ এবং বরাহাদি, সর্ব্বকারণ কারণমিতি, অর্থাৎ সর্ব্বকারণ মহাপুরুষ যিনি, বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্তে প্রকৃতি প্রতি অনুমোদন করেন, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তাঁহারও কারণ শ্রীনন্দকুমার। ইহা ৩৪ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

স্তুবন্তিবেদা ইতি। শ্রুতিগণ যাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতেছেন, অন্ত না পাইয়া কহিতেছেন, যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ ইত্যাদি। ইহা ৪৫ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। ৩।

রাধিকেশ্বরমিতি। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধ প্রেম ইতি জ্ঞাপিত। ৪।

যাহারা ঐ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বিলসিত অচিন্ত্য প্রভাব অর্থাৎ অপ্রাকৃত লীলৈশ্বর্য্যাদিকে ইন্দ্রজাল মায়া কহিয়া নিরীশ্বর চিন্মাত্র স্থাপন করেন, তাহাদিগের অবৈদিক স্বকপোল কল্পিতমত কদাচ গ্রাহ্য নহে।

নন্বু। মায়ানাম প্রকৃতি তৎকার্য্যরূপ বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তাহাহইতে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভনাম ঈশ্বর এই দুইরূপ ব্যাকৃত-নামরূপত্বধর্ম্মি অর্থাৎ মায়াগুণকার্য্য, সুতরাং অনিত্য ইহাকে ইন্দ্রজাল মায়া কথনে হানি কি?

উত্তর। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর, ঐ সর্ব্বশক্তি শব্দে ত্রিশক্তি, বহিরঙ্গমায়া তৎকার্য্যরূপ পাঞ্চভৌতিক শরীর, ইহাহইতেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, ইহারাই জীবগণের উপাধি, আর চেতনরূপ জীবগণ তটস্থাশক্তি, তদতিরিক্ত স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিদানন্দশক্তি। ঐ বহিরঙ্গমায়া

হইতে চেতনরূপ জীবশক্তি শ্রেষ্ঠা, এই দুইশক্তি হইতে অতি-রিক্ত স্বরূপশক্তি, এই তিন শক্তির বিনাশ নাই, কেবল গুণমায়া শক্তির কার্য্যরূপ যে ভূম্যাদি ইহাই কালে নাশ হয়, অতএব ব্যাকৃত অর্থাৎ নশ্বর গগণ কুসুমবৎ অলীক নহে। যদি ব্রহ্মের শক্তিকার্য্যকে ইন্দ্রজালবৎ অলীক বল, তবে ঐ মায়াগুণ কার্য্যরূপ বিশ্বকে কার্য্যব্রহ্ম প্রয়োগ করিতেন না, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ সর্ব্বত্র লিখিয়াছেন, যথা, ইদং সোপাধিকং নামরূপাত্মকং ব্যবহারাপন্নং পূর্ণং স্বেনরূপেণ পরমাত্মনেতি। এই নামরূপাত্মক ব্যবহারিক বস্তুকেও পূর্ণ কহিলেন, ইহাকে ইন্দ্রজাল মায়া কহিলে শঙ্করাচার্য্যপাদের ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং তত্র আবির্ভূত পরব্রহ্মকেও ইন্দ্রজাল কহিতে হয়, ইহা কদাচ যুক্ত নহে।

নন্থু। এই ব্যবস্থা শঙ্করপাদ কোথায় লিখিয়াছেন, পঞ্চদশী প্রভৃতি সংন্যাসিগণ সঞ্চিত গ্রন্থগণ মধ্যেও এপ্রকার শব্দ কুত্রাপি নাই।

উত্তর। ঐ সকল সংন্যাসিগণ শঙ্করাখ্য ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত, অতএব তৎহার্দ্দ ব্যবস্থাতে তাহাদিগের আস্থা নাই, সেই ব্যবস্থা দর্শাইতেছি, যথা বাজসনেয় মহামন্ত্র।

ওঁম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ। ওঁম। ২।

অস্য শাঙ্করী বৃত্তিঃ। সর্ব্বোপনিষদর্থভূতব্রহ্ম স্বরূপানুবাদকং মন্ত্র-মাহ। পূর্ণং নকুতশ্চিব্যাবৃত্তং ব্যাপীত্যেতৎ। নিষ্ঠাকর্ত্তরি দ্রষ্টব্যা। অদঃ ইতিপরোক্ষাভিধায়ি সর্ব্বনাম তৎপরংব্রহ্মেত্যর্থঃ। ১। ইদং সোপা-ধিকং নামরূপাত্মকং ব্যবহারাপন্নং পূর্ণং স্বেনরূপেণ পরমাত্মনা। তদিদং

বিশেষাপন্নং পূর্ণং কার্য্যাত্মকং। ২। পূর্ণাৎ কারণাত্মনঃ উদচ্যতে উদ্রিচ্যতে। উদ্‌গচ্ছতীত্যেতৎ। পূর্ণস্য কার্য্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ পূর্ণং পূর্ণত্বং আদায় গৃহীত্বা আত্মস্বরূপৈকরসত্ব মাপদ্য বিদ্যয়া ভূতমাত্রোপাধিং তিরস্কৃত্য পূর্ণং এবমনস্তরবাহ্যং প্রজ্ঞানৈক রসস্বভাবং কেবলং ব্রহ্ম অবশিষ্যতে। ২। ৩।

দর্শিত শাঙ্করি বৃত্তিতে সর্ব্বশক্তিমৎপরব্রহ্ম, বিষ্ণুপুরাণোক্ত সমস্ত শক্তিমান, তিনিই দ্বিতীয় অমূর্ত্তরূপ ঈশ্বর পূর্ণ, এই ব্যাকৃতনামরূপাত্মক বিশ্ব এবং কারণাখ্য যিনি অব্যাকৃত, তিনি কেবল প্রকৃতি উপাধির সহিত নিত্য আছেন, তাঁহার অন্তর্য্যামী এবং ঊর্দ্ধ অধ পার্শ্বেও আছেন পূর্ণব্রহ্ম। এবং পরোক্ষাভিধায়ি সর্ব্বনামপদে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাভিধায়ি, একপাদবিভূতি হইতে অতিরিক্ত, স্বরূপশক্তিবিলসিত অর্থাৎ ত্রিপাদভূত বিভূতি অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম। তৎপরব্রহ্মেতি। অর্থাৎ তিনি স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। (ইদমিতি) এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যবস্তু ব্যবহারাপন্ন ব্যাকৃতনামরূপাত্মক বিশ্ব ইনিও পূর্ণ, যেহেতু বিশ্ব মধ্যে এবং বাহিরে পরমাত্মা আছেন তিনিই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন, অতএব ইহা ব্রহ্মমোহন লীলায় এবং ব্রহ্মস্তুতিতে সুব্যক্ত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম পূর্ণ, ইহাকে ইন্দ্রজাল কহা উন্মাদ প্রলাপ, যেহেতু এই বিশ্বের সহিত নন্দনন্দনের সংস্পর্শ নাই, পূর্ণস্যেতি কার্য্যাত্মক ব্রহ্মের পূর্ণত্বকে গ্রহণ করিয়া চিচ্ছক্তিদ্বারা আত্মস্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবিলসিতত্ব আপন্ন হওত অবশিষ্যমাণ আছেন, ইহাতে শ্রীভাগবত ইনিই ঐ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপানুবাদক বৃত্তিস্থ নিশ্চয় হইল।

ননু। কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাকৃতনামরূপাত্মক ইহার পূর্ণত্ব গ্রহণ করত আত্মস্বরূপৈকরসত্ব মাপদ্য ইত্যাদি, শঙ্কর বৃত্তিতে, ভূত ও তন্মাত্রোপাধিকে তিরস্কার করিয়া চিন্মাত্রমন

এক নির্বিশেষ পরম শুদ্ধ ব্রহ্ম, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদিতে অর্থাৎ নিরবয়ব চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্যমাণ আছেন, স্বরূপশক্তিবিলসিত লীলা কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছ।

উত্তর। (বিদ্যয়েতি) এই বিদ্যাশব্দে চিচ্ছক্তিমায়াবৃত্তিভূতাবিদ্যা নিগুর্ণা, ইহা শ্রীগোপালোত্তর তাপনীতে ব্যক্ত আছে, যথা, বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়োহি য ইতি স্মৃতিশ্চ, মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনীতি। অতএব ইহা স্বীকার না করিলে ভগবৎ শঙ্কর বাক্য হেলন হয়, সেই সকল বাক্য দর্শাইতেছি। যথা,

তলবকারে প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বংহি বিন্দতে। আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে ঽমৃতমিতি। ১২।

শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ। অবিজ্ঞাতং বিজানতামিত্যবধৃতং। যদিব্রহ্ম অত্যন্তমেবাদিতং লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদামবিশেষঃ প্রাপ্তঃ। কথং ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ। প্রতিবোধবিদিতং বোধং সমস্তং প্রতিবিদিতং বোধশব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে সর্ব্বপ্রত্যয়া বিষয়ী ভবন্তি যস্য স আত্মা সর্ব্ববোধান্ প্রতিবুদ্ধ্যতে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ অতঃ প্রত্যয় প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদাতদা তৎ মতং সম্যগ্দর্শনং ভবতীত্যাদি ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। এই তলবকারব্যাখ্যানে বহুতর বাক্য বিচারে প্রত্যয়গণ প্রকৃতিগুণ কার্য্যভূত অর্থাৎ জীবগণের স্বকর্ম্মফলোপোভগভূত স্থানগণ, তন্মধ্যে যে দেবগণ তদুপাসনা বিদিত যে জ্ঞান অর্থাৎ সেই দেবগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নহেন। সেই দেবগণ সোপাধিত্ব হেতুক চিন্মাত্রস্বরূপ জীবসংজ্ঞ, এই সকল অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং হিরণ্যগর্ভাখ্য যিনি অধিব্রহ্মা,

তৎকারণ সপ্রকৃতিক বীজভূত ঈশ্বরপর্য্যন্ত প্রত্যয়শব্দবাচ্য, এই সকল প্রত্যয়দর্শী পরমাত্মা চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র, সুতরাং স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ ইনিই প্রত্যগাত্মসার, ঐ সকল প্রত্যয়গণ অতন্নিরসনপূর্ব্বক বিদিত ব্রহ্ম ইহারি ধাম গোকুলাখ্য মহৎপদ, কঠোক্ত পরমং পদং তৎপদী শ্রীবসুদেব পুত্র, পরা-কাষ্ঠাপন্ন পুরুষ ইহাঁর পরম শুদ্ধত্ব বিজ্ঞাপনার্থ কঠবল্লীবৃত্তিতে চিন্মাত্রঘন লিখিয়াছেন, ইনিই শ্বেতাশ্বতরোক্ত নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদি প্রতিপাদ্য অসমানাধিক স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্বতৎ নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চদৃশ্যতে পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি।

নমু। পূর্ব্বদর্শিত বাজসনেয় মহামন্ত্রস্থ বৃত্তিতে বিদ্যয়েতি লিখনে অর্থাৎ বিদ্যাশব্দে সাত্ত্বিকজ্ঞান ইহাই জ্ঞাত আছি, এবং তদতিরিক্ত চিচ্ছক্তিবৃত্তিভূতা বিদ্যাবিশিষ্ট পরব্রহ্ম, ইহা পঞ্চদশ্যাদি সংন্যাসিগণের গ্রন্থগণে উল্লেখ নাই।

উত্তর। সত্যবটে, পঞ্চদশীকার চিন্মায়াকেও তমোমায়া কহিয়াছেন, অতএব তিনি বেদান্তবাক্যার্থ জ্ঞাত নহেন, এই হেতু চিন্মায়াবিলসিত স্বরূপধামগণ এবং বহিরঙ্গমায়াবিলসিত ব্রহ্মাণ্ডগণকেও ইন্দ্রজাল মায়া নিরূপণ করিয়াছেন। যথা, চিত্রদীপেষট্পরিচ্ছেদে মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাদিত্যাদি, কিন্তু মায়াশব্দ পরব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি বাচক, ইহা বেদান্ত ব্যাখ্যারূপ পরমাত্ম সন্দর্ভে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে, যথা, তদেব সন্দর্ভদ্বয়ে শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ কৃতা। তত্র নামাভিন্নতা জনিত ভ্রান্তিহানায় সংগ্রহ শ্লোকাঃ। মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গাচ সাস্মৃতা। প্রধানেঽপি ক্বচিদ্দৃষ্টা তদ্বৃত্তি র্মোহিনীচসা। আদ্যে ত্রয়ে স্যাৎ প্রকৃতি, শ্চিচ্ছক্তি স্ত্বন্তরঙ্গিকা। শুদ্ধজীবেঽপি তে দৃষ্টে তথেশ জ্ঞানবীর্য্যয়োঃ।

চিন্মায়াশক্তি বৃত্ত্যোস্তু বিদ্যাশক্তি রুদীর্য্যতে। চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ায়াং যোগমায়া সমা স্মৃতা। প্রধানাহব্যাকৃতাহব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতৌপরং। নমায়ায়াং নচিচ্ছক্তা বিত্যাদ্যুহ্যং বিবেকিভিরিতি।

শাস্ত্রগণেউদিত আছে চিন্মায়া, তদ্বৃত্তি ভেদগণ এবং বহিরঙ্গমায়া বৃত্তি ভেদগণ, কিন্তু সেই২ প্রকরণ ভেদে মায়া-শব্দে কুচিৎ চিন্মায়ারে গ্রহণ এবং কুচিৎ তমোমায়ারেও গ্রহণ হইবেক, ঐ পদ্যচতুষ্টয়ে সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিভেদগণ দর্শন সূত্রিত আছে। অতএব ঐ পদ্য চতুষ্টয় জ্ঞাত না হইয়া বেদান্তে আছে যে অস্ফুট শব্দ অর্থাৎ পরব্রহ্মের শক্তি-বোধক শব্দ, তদর্থ করিতে উদ্যুক্ত হইলে সে কেবল অন্ধকার গৃহে কাল সর্প ধরণোদেযাগের ন্যায় হয়। অর্থাৎ তাপনুয্যক্ত চিন্মায়াকে তমোমায়া জ্ঞানে তমোমায়াকার্য্য অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম, আর চিচ্ছক্তি বিলসিত পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত ইন্দ্রজাল দর্শন হয়, সে কেবল দর্শিত পদ্যচতুষ্টয়ে ব্রহ্মশক্তি ভেদ বিবেক বিজ্ঞানাভাবে।

নন্নু। রামতাপনীতে আছে, শ্রীরামকে স্তুতি করিতেছেন দেবগণ, তত্রাপি মায়াময়ায়েতি এই বেদান্ত বাক্যের অর্থ কিপ্রকার হইবেক।

উত্তর। তথৈব শ্রীরাম পূর্ব্বতাপন্যাং। স্তুতিং চক্রুশ্চ জগতঃ পতিং কল্পতরৌস্থিতং। কামরূপায় রামায় নমো মায়া-ময়ায়চ। ১২। নমো বেদাদিরূপায় ওঁনমকারায় নমোঃ। রমা-ধারায় রামায় শ্রীরামায়াত্মমূর্ত্তয়ে। ১৩।

অত্র চিৎশুককৃত টীকাচ। স্তুতিমিতি কামরূপায়েতি কামেন স্বেচ্ছয়া প্রকটিতং রূপং চিন্ময় বিগ্রহোযেনতস্মৈ। রামায়েতি

অত্রৈব প্রথমোপনিষদি রামনাম নিরুক্তিঃ ষষ্ঠকণ্ডিকা। রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ইতি। নমো মায়াময়ায়চেতি স্বরূপ-ভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়াযুক্তঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি চতুর্বেদশিখাশ্রুতেঃ। মায়াচাত্র চিৎ-শক্তি বৃত্তিরিতি যাবৎ তৎ রূপাবা ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ তথা চিচ্ছক্তিরেবচ। মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থ বেদিভিরিতি শব্দমহোদধিপাঠাৎ। মায়াচ বয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টোঃ। মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্ব প্রকাশাচ্চ। চিচ্ছক্তিত্বে কৃপাত্বে উভয়থাপিসর্ব্বেষাং সর্ব্বপ্রবৃত্তিঃ তৎস্বরূপভূতায়া স্তস্যা এবস্যা-দিতি। অত্র মায়াময়ায় কৃপা প্রচুরায়েত্যর্থঃ প্রাচুর্য্যার্থে ময়টো বিধানাৎ। অথবা চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রায়। যদ্বা মায়য়া স্ত্রিগুণা-ত্মিকায়া আময়ায় রোগরূপায় রোগবদ্বিঘাতকায়েত্যর্থঃ তন্নাম এবতারকব্রহ্মরূপত্ব মত্রৈবোত্তরতাপন্যাং অবিমুক্তং বৈবারা-ণসী অত্রহি জন্তোঃ প্রাণেষুৎ ক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্মব্যাচষ্টে যে নাসা বহতী ভূত্বামোক্ষী ভবতীতি। শ্রীশিবোক্তি স্মৃতিশ্চ অহংভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা। মুমূর্ষু মানুষ্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামিমন্ত্রং তবরামনামেতি। ১২।

বেদাদিরূপায়েতি বেদানাং ঋগাদীনাং কারণাত্মনে উক্তংহি সূত্রকারেণ শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি চত্তঃসূত্রীয়ে। তত্র প্রমাণিতং মাধ্যন্দিনং অরে অস্য মহতো ভূতস্যনিশ্বসিত মেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসং ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমমি-ত্যাদিনা শাস্ত্রাণা মপৌরুষেয়ত্ব মায়াতং। ওঁ কারায়েতি তদ্রূপাবতারায়েত্যর্থঃ। রমা ধারায়েতি। মহাভারতোক্ত সহস্র-

নামগণনায়াং শ্রীবৎসবক্ষাঃ ৬০১ শ্রীবাসঃ ৬০২ শ্রীপতিঃ ৬০৩। শ্রীমতাংবরঃ ৬০৪। অত্র ভগবৎশঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যঞ্চ। শ্রীবৎস-লক্ষণং চিহ্নমস্য বক্ষসি স্থিতমিতি শ্রীবৎস বক্ষাঃ। ৬০১। অস্য বক্ষসি শ্রীরনপায়িনী বসতি ইতি শ্রীবাসঃ। ৬০২। শ্রীঃ পরাশক্তিঃ তস্যাঃ পতিরিতি শ্রীপতিঃ পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ। ৬০৩। তদ্রূপায়াঃ রমায়া আধারায়েতি। সুতরাং শ্রীরামায়েতি শ্রিয়ং চিচ্ছক্তিং স্বস্মিন্ রময়তি শ্রিয়াং চিচ্ছক্তৌ সদৈবরমতে ইতিবা শ্রীরামায়েত্যর্থঃ। অতএব আত্মমূর্ত্তয়ে আত্মা শুদ্ধসচ্চিদানন্দঃ সচাসৌ মূর্ত্তিশ্চেতি আত্মমূর্ত্তয়ে আত্মৈব মূর্ত্তিঃ মূর্ত্তিরেব আত্মা দেহদেহি ভিদাচাত্রনেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিদিতি মধ্বাচার্য্য প্রমাণিত স্মৃতেঃ। ১৩। ইহার উপাসনাই নির্গুণোপাসনা অগ্রে ব্যক্ত হইবে। এই প্রকার শ্রীগোপালোত্তর তাপনী শ্রুতিতে মায়াশব্দে চিন্মায়েতি ব্যাখ্যা আছে, তবে তাপনী শ্রুতিতে কেবল তমোমায়া, ইহা পঞ্চদশীকার কোথায় প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং পূর্ব্বদর্শিত মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়া মিত্যাদি, শ্রুতিচতুষ্টয় জ্ঞাত না হইয়া বেদান্তব্যাখ্যাকরা সে কেবল অন্ধকারে কালসর্পধরা আত্মনাশের নিমিত্তে।

এই প্রকরণে মাধ্যন্দিনোক্ত মহদ্ভূত সামবেদোক্ত উদ্গীথ এবং ভূমাখ্য বাজসনেয়োক্ত পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, ও সর্ব্বো-পনিষদুক্ত পরমাত্মা এবং কঠবল্লীস্থ তৃতীয়বল্লীগত পরাকাষ্ঠা-পুরুষ চিন্মাত্রঘন তিনিই বিষ্ণু, অর্থাৎ বাসুদেবাখ্য স্বয়ং ভগবান্ ইহাই ঐ কঠবল্লীতে কথিত হইয়াছেন, এবং সর্ব্ব বেদান্তবাক্য সমন্বয় সিদ্ধ মহাভারতোক্ত ভগবানের সহস্র নাম স্তোত্রে। ভারভৃৎ। ৮৪৭। কথিতঃ। ৮৪৮।

অত্র শঙ্করাচার্য্য কৃতভাষ্যং। অনন্ত রূপেণ ভুবো ভারং

বিভর্ত্তীতিভারভৃৎ। ৮৪৭। বেদাদিভি রয়মেব পরত্বেন কথিতঃ সর্ব্ববেদৈঃ কথিত ইতিবা কথিতঃ সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেববেদ্যঃ। বেদে রামায়ণেচৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তেচ মধ্যেচ বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ মিত্যুক্তং কিং তৎ অধ্বনঃ পারং বিষ্ণো র্ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ বাসুদেবাখ্যস্য পরমং পদং প্রকৃষ্টং স্থানং সতত্ত্ব মিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যতে। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতি রিত্যন্তেন যঃ কথিতঃ সঃ। ৮৪৮।

নমুসত্যং। ঐ মহাভারতে উত্তমানুশাসনোক্ত সহস্রনাম স্তোত্রে চতুর্মূর্ত্তি। ৭৬৫। শ্চতুর্ব্বাহুঃ।৭৬৬।

অত্র ভাষ্যং। চতস্রো মূর্ত্তয়ো বিরাট সূত্রাব্যাকৃত তুরীয়াখ্যনোহস্যেতি চতুর্মূর্ত্তিঃ।৭৬৫। চত্বারো বাহবোহস্যেতি চতুর্ব্বাহুঃ ইতি নাম বাসুদেবেরূঢ়ং।৭৬৬।

বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তদতিরিক্ত হিরণ্যগর্ভ ইনিই সূত্র মূর্ত্তি, আর তৃতীয় মূর্ত্তি অব্যাকৃত নাম কারণ মূর্ত্তি ইনিই প্রকৃতির সহিত। আর তুরীয় মূর্ত্তি। এই চারি মূর্ত্তি, ইহার মধ্যে নিত্যমূর্ত্তি কাহাকে কহিব।

উত্তর। বিরাট শব্দে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর সূত্রাখ্য অধিব্রহ্মা মহাপ্রলয়ে এই দুইরূপ অব্যাকৃতাখ্য কারণে প্রবেশ করেন, পুনঃ সৃষ্টি সময়ে ঈশ্বর তুরীয় অর্থাৎ নিরুপাধি পরমাত্মা যাঁর ঈক্ষণে ঐ অব্যাকৃত নাম কারণ হইতে বিশ্ব বিস্তৃত হন বটকণিকাস্থ বটবৃক্ষের ন্যায়; সুতরাং বিরাটের এবং হিরণ্যগর্ভের এই দুইয়ের প্রলয় হয়, কারণাখ্যের শয়নে প্রকৃতি আর জীব

শক্তির নিদ্রাবৎ প্রলয়। কিন্তু অব্যাকৃতাখ্য কারণ মূর্ত্তি ঐ তুরীয় মূর্ত্তি পরমাত্মাকে ওতপ্রোত ভাবে আশ্রয় করিয়া নিত্য আছেন, এই মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য এক পাদ এই ঐশ্বর্য্যের প্রলয় হয় পুনঃ পুনঃ। সুতরাং প্রথম দুই মূর্ত্তি অনিত্য তদ্ভিন্ন যে অব্যাকৃত মূর্ত্তি অর্থাৎ প্রকৃত্যুপাধি আর তদাশ্রয় মূর্ত্তি তুরীয় এই দুই মূর্ত্তি নিত্য আছেন, তত্র তুরীয়মূর্ত্তি শুদ্ধ চিন্মায়াশক্তিমান্. ইহা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি, যথা, ব্রহ্মসংহিতা পদ্যব্যাখ্যানে ইহার অংশী বাসুদেবাখ্য ভগবান, ইনিই কঠবল্লীতে কথিত হইয়াছেন, এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত পরম শুদ্ধ মূর্ত্তি, ইনিই এই প্রকরণে পঞ্চম। পঞ্চদশ্যাদি মায়াবাদিগণের চিত্তে এই ভগবৎ শঙ্করপাদের হার্দ্দ ব্যবস্থাতে আস্থা নাই।

নন্থ। ঐ শঙ্করপাদ ঐ সহস্র নামে ভগবান্। ৫৫৮। ভগহা। ৫৫৯। আনন্দী। ৫৬০। বনমালী। ৫৬১। হলায়ুধঃ। ৫৬২। অত্র শঙ্করকৃত ভাষ্যং। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্যষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। স যস্যাস্তি স ভগবান্। উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তিবিদ্যা মবিদ্যাংচ সবাচ্যো ভগবানিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। ৫৫৮। ঐশ্বর্য্যাদিকং সংহারকালে হন্তীতি ভগহা

এই শঙ্কর ভাষ্য দৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক ঐশ্বর্য্যকে ইন্দ্রজাল মায়া কহিয়া থাকেন।

উত্তর। ঐ সকল সংন্যাসিগণ শ্রীশঙ্কর মায়ার মোহিত অতএব শাস্ত্রার্থ বিষয়ে দিবান্ধ, তাহাদিগের অবৈদিক বাক্যগণ কদাচ গ্রাহ্য নহে।

ঐ ভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণ প্রমাণিত করিলেন, তদর্থে মনোযোগ না করিয়া সংহার কালে যে একপাদ ঐশ্বর্য্য যাহার নাম মায়িক

বিভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডগণ তাহাকেই উপসংহার করেন, এতদ-তিরিক্ত ত্রিপাদৈশ্বর্য্য স্বরূপশক্তিবিলসিত যাঁহার নাম সত্যং বিজ্ঞান মানন্দমিত্যাদি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য কথনে মোক্ষস্যেতি মুক্তি পদং ব্রহ্মেতি। ইহার উপসংহারের প্রসঙ্গও শাস্ত্রে নাই। ঐ একপাদ আর ত্রিপাদ এই দুই চতুষ্পাদ বিভূতির নাম সমগ্র ঐশ্বর্য্য, আর সমগ্র ধর্ম্ম শব্দে ঐরূপ জীবের ধর্ম্ম একপাদ বিভূতিভোগ কর্ম্ম কাণ্ডগত ফল। ঈশ্বরের ধর্ম্ম আনন্দ রূপত্ব সর্ব্বভূতাত্মাভূতত্ব অপহতপাপ্মত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্ব-শক্তিত্বাদি, এইরূপ ঐ সকলের অর্থ শঙ্করপাদেরহার্দ্দ তৎকৃত-ভাষ্যে আছে, যদি ঐ ধর্ম্মগণ না থাকিত, তবে নিরীশ্বর সাংখ্য মতকে খণ্ডন করত ব্যাকৃতনামরূপত্বধর্ম্ম হইতে অব্যা-কৃতনামরূপত্ব ধর্ম্মান্তর দর্শন করাইবার আবশ্যক কি। কিন্তু সূত্রকার অতি প্রযত্নে সূত্র করিয়াছেন, যথা, অসদ্ব্যপ দেশা-ন্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য শেষাৎ। ইতি ব্রহ্মসূত্রং।১৭।

অত্র শঙ্করকৃত ভাষ্যং। ননু ক্বচিদসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ অসদেবেদমগ্র আসীদিতি অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতিচ। তস্মাদসদ্ব্যপদেশাৎ নপ্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্ব মিতিচেৎ নেতিব্রূমঃ। নহ্যয়মত্যন্তা সত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎ-পত্তেঃ কার্য্যস্যাসদ্ব্যপ দেশঃ কিংতর্হি ব্যাকৃতনামরূপত্বাৎ ধর্ম্মাৎ অব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরং তেন ধর্ম্মান্তরেণায় মসদ্ব্যপদেশঃ।

অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালা সম্বন্ধাৎ আসীচ্ছব্দানুপপত্তেশ্চ তস্মা-দ্ধর্ম্মান্তরেণায়ং অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যেত্যাদি।১৭। এই সূত্রে ব্যাকৃতনামরূপত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ, তাহা হইতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছেন। ঐমহৎসংজ্ঞ হিরণ্যগর্ভ হইতে অতিরিক্ত অব্যাকৃতাখ্য সপ্রকৃতিক ঈশ্বর

ব্যাকৃতনামরূপত্বধর্ম্মাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীজভূত কারণাখ্য যে হেতুক অব্যাকৃতাখ্যপ্রকৃতিরূপ কারণের সহিত নিত্যে আছেন অব্যাকৃতাকাশাদিসমাহাররূপ মহাপ্রলয়ে ইহার প্রলয় নাই অতএব মৃত্যুঞ্জয়। ইহা হইতে অতিরিক্ত কেবল চিন্মাত্রঘন পরমেশ্বর। কঠবল্লীতে। মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতি রিত্যত্র।

লিখিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত ভূতেন্দ্রিয় দেবতাত্মক বিরাটসংজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ইহা হইতেও প্রত্যগ্‌ভূতমহত্তর হিরণ্যগর্ভ এই হিরণ্য-গর্ভ হইতে প্রত্যগ্‌ভূত সপ্রকৃতিক ঈশ্বর ইহা হইতে অতিরিক্ত পরমাত্মা পুরুষ ইনীই সংসারগতির পার বাসুদেবাখ্য বিষ্ণু সুতরাং দর্শিত সূত্রভাষ্যে লেখেন ব্যাকৃতনামরূপত্বা দ্ধর্ম্মাদব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তর মিতি এই অব্যাকৃতনাম-রূপত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাপন্যুক্ত মায়া ময় ভগবান্ মুণ্ডকোক্ত অচিন্ত্যরূপ।

নন্থ। সত্যবটে ব্যাকৃতৈশ্বর্য্যাদির প্রলয় হয় ইহা হইতে অতিরিক্ত স্বরূপশক্তি বিলসিত অব্যাকৃতৈশ্বর্য্যাদির প্রলয় নাই। কিন্তু শঙ্করানুযায়ি সংন্যাসিগণ ঐশ্বর্য্য মাত্রকেই ব্যাকৃত মানিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন করিয়াছেন যথা পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে ঈশ সূত্র বিরাট বেধো বিষ্ণু রুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ। বিঘ্ন ভৈরব মৈরাল মারিকাযক্ষ রাক্ষসাঃ। বিপ্র ক্ষত্রিয় বিট শূদ্রা গবাশ্ব মৃগ পক্ষিণঃ। অশ্বত্থ বট চূতাদ্যাযবব্রীহি তৃণাদয়ঃ। জল পাষাণ মৃৎ কাষ্ঠা বাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বরাঃ সর্ব্বএ বৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ। ১৩৪।

যথা যথোপাসতে তৎ ফলমীযু স্তথা তথা। ফলোৎ

স্বর্পাপকর্ষৌতু পূজ্যপূজানুসারতঃ। মুক্তিস্তুব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানা-দেব নচান্যথা। স্বপ্রবোধং বিনাইনেব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা। ১৩৫। অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ ঈশজীবাদি রূপেণ চেতনা চেতনাত্মকং। আনন্দময় বিজ্ঞান-ময়া বীশ্বর জীবকৌ। মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতমিতি। ১৩৫।

দর্শিত পঞ্চদশী কারিকাগণের তাৎপর্য্য স্বরূপৈশ্বর্য্যের প্রসঙ্গও নাই তৈত্তিরীয়োক্ত বিজ্ঞানময় জীব আর আনন্দময় ঈশ্বর এহারা দুই ত্রিগুণ মায়া কল্পিতরূপ সুতরাং কালাধীন। এবং মায়ার স্বরূপ। উত্তর এই সকল কারিকা পঞ্চদশী কারের স্বকপোলকল্পিত যদ্যপি প্রথম কারিকা ঈশ সূত্র বিরাট বেধা বিষ্ণু ইহাতে শাস্ত্রোক্ত সম্বন্ধ আছে চতুর্ম্মূর্ত্তি ঈশ্বর সংজ্ঞ। ইহার মধ্যে বিরাট নাম ব্রহ্মাণ্ড স্থূলোপাধি ইহার মধ্যবর্ত্তি আছেন ব্রহ্মা এবং রুদ্র ইন্দ্র বহ্নিআদি আধিকারিক দেবগণ প্রাকৃত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন প্রাকৃত শরীরগণ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয় ইহা হইতে প্রত্যগ্‌ভূত হিরণ্যগর্ভ ইনি সমষ্টি ব্রহ্মা, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রলয় কালে হিরণ্যগর্ভে প্রবেশ করেন অতএব স্থূলবিরাট হইতে মহৎ নাম হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ইনি সকল জীবগণের সহিত অব্যক্ত নাম কারণাখ্য সপ্রকৃতি ঈশ্বরে লীন হন অর্থাৎ ঐ কারণাখ্য মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর নিদ্রিত হন প্রকৃতি নাম ত্রিগুণ সাম্যাবস্থ বহিরঙ্গ মায়ার সহিত, ইহারি নাম মহা প্রলয় এই মৃত্যুঞ্জয় ওতপ্রোতভাবে পরমাত্মা নাম বিষ্ণুতে আশ্রিত আছেন ইহার আশ্রয় পরমাত্মা কঠবল্ল্যুক্ত সংসার গতির পার বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট স্থান, পরব্যোম নাম মহা বৈকুণ্ঠ

ইনিই তুরীয়ং তৎ পদং বিষ্ণুরিত্যুক্তং শ্রুতি স্মৃতি ভিরিতি এই পরমাত্মা নাম বিষ্ণু সুপ্তশক্তি রসুপ্তদৃগিতি পূর্ব্ব দর্শাইয়াছি। অর্থাৎ প্রলয়ে বিরাট আর হিরণ্যগর্ভ তদতিরিক্ত সপ্রাতিক মৃত্যুঞ্জয় এই সকল শক্তি প্রসুপ্ত হন আর চিচ্ছক্তি সদা চেতন থাকেন অতএব চিচ্ছক্তিবিলাসস্বরূপঐশ্বর্য্যগণের মহা প্রলয়ে বিনাশ নাই। সুতরাং ভগবহানামদৃষ্টে উক্ত স্বরূপ ঐশ্বর্য্যের বিনাশ মানা পঞ্চদশীকারের ভ্রম।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য পাদ চতুর্মূর্ত্তি নাম ভাষ্যে লেখেন বিরাট আর সূত্রনাম হিরণ্যগর্ভ এই দুই মূর্ত্তি হইতে অতিরিক্ত মূর্ত্তি অব্যক্তাখ্য ঈশ্বর অব্যক্তাখ্য প্রকৃতির সহিত নিত্য আছেন মহাপ্রলয়ে জীবগণ ঐ অব্যক্তাখ্যে প্রবেশ করিয়া প্রসুপ্তের ন্যায় থাকেন সুতরাং জীবকর্ম্মফলোপভোগস্থান ভূতলোকগত ঐশ্বর্য্যাদির বিনাশ হয় সংহার কালে। অব্যক্তাখ্য ঈশ্বর মূর্ত্তি হইতে অতিরিক্ত তুরীয় মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঐতরেয়োক্ত ঈক্ষিতৃ পুরুষ পরমাত্মা নিত্যমুক্তশুদ্ধবদ্ধসত্য স্বভাব এই পুরুষ নির্গুণ সুতরাং বিষ্ণু পুরাণোক্ত অমূর্ত্তরূপ ঈশ্বর ইহার ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ভূত অণিমাদি অচিন্ত্য প্রভাব। ইহাকে বাসী কোদ্দালাদি শ্রেণী ভূত মানা কি যুক্তিসিদ্ধ হয় অপিতু কদাচ নহে।

ভাল। ঐ চতুর্মূর্ত্তি মধ্যে তুরীয়মূর্ত্তি নিত্যমুক্ত সমস্ত শক্তিযুক্ত এতদ্ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত তৃতীয়মূর্ত্তি এবং সর্ব্বজীবঘন হিরণ্যগর্ভের আশ্রয়রূপ তবে ইহাকে পরমেশর না মানিয়া ঐ তুরীয়কে এক পরমেশ্বর মানিব কেন।

উত্তর। প্রকৃতি বহিরঙ্গাশক্তি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ শক্তি ইহা হইতে উৎকৃষ্ট চেতনরূপ জীব শক্তি

এই দুই শক্তিযুক্ত অব্যক্তাখ্য ঈশ্বর ইহার ঐশ্বর্য্য অনন্তব্রহ্মাণ্ড গত মায়িক বিভূতিগণ প্রলয় সময়ে ঐ ঐশ্বর্য্যাদির উপ সংহার হয়। অতএব ইনি সমস্ত শক্তিযুক্ত নহেন কিন্তু প্রলয় নাই। অতএব মৃত্যুঞ্জয় ইহা হইতে অতিরিক্ত তুরীয় মূর্ত্তি অন্তরে চিচ্ছক্তি রত নিত্য আছেন ইনি বাহিরে সৃষ্টি সময়ে জড়বস্তুগণের কারণ শক্তি প্রতি অনুমোদন করেন সে কেবল চেতনরূপ অনুশায়ি জীব গণের ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের নিমিত্তে। তদযথা। শ্রীদশমে পরীক্ষিৎ প্রশ্নবাক্য-স্যোত্তররূপ শ্রীশুকবাক্যং।

বুদ্ধী য়র্মনঃ প্রাণান্ জনানা মসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থংচ ভবার্থংচ আত্মনেহ কল্পনায়চ। ৩।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকাচ। উত্তর মাহ বুদ্ধীন্দ্রিয়েতি। বুদ্ধ্যাদীন্ উপাধীন্ জনানা মনুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং প্রভুরীশ্বরোঽসৃজৎ। মাত্রস্তু ইতি মাত্রাবিষয়াস্তদর্থং ভবার্থং ভবো জন্মলক্ষণং কর্ম্মতৎপ্রভৃতি কর্ম্মকরণার্থ মিত্যর্থঃ। আত্মনে লোকান্তরগামিনে আত্মনস্তল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ। অকল্পনায়চ কল্পনানি বৃত্তয়ে মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ। অর্থধর্ম্মকামমোক্ষার্থ মিতি ক্রমেণ পদচতুষ্টয়স্যার্থঃ। জনানামিতি বদন্ জীবার্থ মীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিরিতি দর্শয়তি। প্রভুরিতীশ্বরস্য উপাধিবশ্যতাভাবেন নিত্য মুক্ততাং দর্শয়তি। ৩।

এই। শুক বাক্যের তাৎপর্য্য নিত্য মুক্ত পরমেশ্বর অনুশায়ি জীবদিগের চতুর্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্তে ঈক্ষণরূপ চিদাভাসদ্বারা প্রাকৃতবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্টি করেন স্বয়ং অন্তরঙ্গ মায়া ময় অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র।

ননু। কঠবল্ল্যানুসারে চতুর্মূর্ত্তি মধ্যে তুরীয়মূর্ত্তি বিষ্ণু পঞ্চদশীতে ইহাকেও মায়ার বৃত্তি বিদ্যা নাম্নী সাত্ত্বিকী

তদুপাধি বিশিষ্ট মানিয়া ইহার ঐশ্বর্য্যের অনিত্যত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রজালবৎ ইহাই মাত্র লিখিয়াছেন।

সত্যবটে পঞ্চদশীতে তাপনী কঠবল্লী প্রভৃতি কথগুলি শ্রুতির নামমাল্লেখ আছে তদগত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গও লেখেন নাই কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রে আছে, স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ ভগবান্ তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। মুণ্ডকোক্ত বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতি। কঠোক্ত বিষ্ণু পরাকাষ্ঠা পরম পুরুষঃ। শ্বেতাশ্বতরোক্ত সমানাধিক রহিত পরাখ্য স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট ভগবান্ তাপন্যুক্ত মায়া ময়।

পঞ্চদশ্যাং। ধ্যানদীপে, ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তি ফলপ্রদা। বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্ব মখণ্ডৈক রসাত্মকং পরোক্ষ মবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে। ৮। প্রত্যখ্যক্তি মমুল্লিখ্য শাস্ত্রাদ্বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিবৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্য জ্ঞানমাত্রং পরোক্ষধীঃ। চতুর্ভুজাদ্যগবতাবপিমূর্ত্তি মমুল্লিখন্। অক্ষৈঃ পরোক্ষজ্ঞানস্যৈব নতদা বিষ্ণু মীক্ষতে। ৯। পরোক্ষ ত্বাপরাধেন ভবেন্না তত্ত্ব বেদনং। প্রমাণেনৈবশাস্ত্রেণ সত্য মূর্ত্তের্বিভা সনাৎ। সচ্চিদানন্দ রূপস্য শাস্ত্রাভানেপ্যমুল্লিখন্। প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্তু ব্রহ্ম সাক্ষান্নবীক্ষতে। ১০।

টীকাচ। ননু বিষ্ণ্বাদি গোচরস্য জ্ঞানস্য ব্যক্ত্যু ল্লেখনা ভাবাৎ ভ্রমত্ব মিত্যাশঙ্ক্য প্রমাণেন জনিতত্বাৎ নভ্রমত্বং।

এই টীকায় তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান্ তদ্বিষয় জ্ঞানের সত্যত্ব স্বীকার করিলেন তবে জীবআর ঈশ্বরকে মায়া পুত্রমানা ভ্রম ইহা সিদ্ধ হইল এবং কঠবল্লীতে কথিত বিষ্ণু সর্ব্বশাস্ত্র মীমাং সিত ইহাও কথিত নাম ভাষ্যে স্পষ্ট দর্শাইয়াছি এবং কঠবল্লী বৃত্তিতে সংসার গতির পার

ঐ বিষ্ণুলোক ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে এবং বিষ্ণু ব্রহ্ম পরমাত্মা বাসুদেবাখ্য এই চারিটী নামের সামানাধিকরণ্য ইহাও কঠবল্লী বৃত্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ঐ বাসুদে-বাখ্য লীলা পুরুষোত্তমের পরাকাষ্ঠাত্ব পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ যথা সাকাষ্ঠা সাপরা গতিরিতি বৃত্তিতে ঐ পুরুষের পরম শুদ্ধত্বজ্ঞাপনার্থ ভগবান শঙ্করাচার্য্য পাদ উল্লেখ করিয়াছেন ঐ পুরুষাদিতি পদ ব্যাখ্যানে চিন্মাত্রঘনা দিতি প্রভৃতি বচনে তাপমুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহকেই উল্লেখ করিলেন কিন্তু স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের নাম তলবকার বৃত্তিতে উল্লেখ করিলেন চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র ইতি পুংলিঙ্গ দর্শাইয়া বাসুদেবাখ্য স্বয়ংভগবানকেই উল্লেখ করিলেন তবে বিষ্ণ্বাদি গোচর জ্ঞানের উল্লেখাভাব মানা ভ্রমই স্বীকার করিতে হইবেক সুতরাং শঙ্কর মায়া মোহিত সংন্যাসিগণ ভগবদ্দ্বেষীও গুরু দ্রোহী যে হেতুক শঙ্করভাষ্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চিচ্ছক্তিকে অনাদর করিয়া স্বরূপ মাত্রকেই আদর করত নির্ভেদ নির্বি-শেষ ব্রহ্ম বাদ সংস্থাপন করিয়াছেন সেই সকল সিদ্ধান্ত ঘটিত গ্রন্থগণ অগ্রাহ্য। দেখ ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি পাদিকা শ্রুতি ও স্মৃতির বিপরীতার্থ করিয়াছেন।

যথা তৃপ্তিদীপে যাপ্রীতি রবিবে কানাং
বিষয়েম্বৎ নপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ
সামে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।।১২১।
ইতি ন্যায়েন সর্বস্মাৎ ভোগ্য জাতা
দ্বিরক্তধীঃ। উপসংহৃত্যতাং প্রীতিং
ভোক্তর্য্যেবং বুভুৎ সতে। ইতি।১২২।

টীকাচ। যাপ্রীতিরিতি। অবিবেকানাং পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান রহিতানাং বিশয়েষু অনাত্মক প্রপঞ্চ বস্তুষু যা অনপায়িনী দৃঢ়া প্রীতিরস্তি হে মাপ লক্ষ্মীপতে সাপ্রীতিঃ ত্বাং পরম প্রেমানন্দ বিগ্রহ মনুস্মরতঃ সদাচিন্তয়তঃ মম অণুচৈতন্যগুণকস্যজীবস্য সাপ্রাকৃত বিষয়াসক্তিঃ মনসঃ সর্পতু গচ্ছতু উক্তলক্ষণস্য মম মনসি স্বাভাবিক পরম প্রেমাস্পদে পরমাত্মনি ত্বয়ি পুরাতনী প্রীতি রাবির্ভবতু ইত্যর্থঃ। ১২১।

দর্শিত স্মৃতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে কোন জীব বিভুচৈতন্য গুণক ঈশ্বর প্রতি বিজ্ঞপ্তিলক্ষণ ভগবৎ প্রীতি যাচঞা করিতেছেন হে রমাপতে মূঢ় জীবদিগের মনে যেরূপ প্রীতি বিষয়ে শব্দাদৌ গ্রাম্য কথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিতে দেখিতেছি সেই রূপ প্রীতি আসক্তি তোমার রূপ গুণ কর্ম্মাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিতে হউক এই প্রকার বেদান্ত বাক্য গণের উপপত্তি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে। ১২১। পঞ্চদশীকার পুরাণবচন উত্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু শ্রুতি স্মৃতিপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরে ভক্তি কর্ত্তব্য এই শুদ্ধ ভক্তি পরম পুরুষার্থ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ের ভোক্তা অণুচৈতন্য গুণক জীবে সেই প্রীতির কর্ত্তব্যতা ব্যবস্থা করেন কি হেতুক।

নন্ব। বিরাট হিরণ্য গর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুরিতি স্মৃতি বচন অবলম্বন করত এই বচনে বিরাট সংজ্ঞ ঈশ্বর আর হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর আর কারণ নাম অব্যক্তাখ্য ঈশ্বর, সহস্র নামে চতুর্মূর্ত্তি নামভাষ্যে যে তিন মূর্ত্ত ঈশ্বর ইহারা সোপাধিক এতদতিরিক্ত তুরীয় নিরুপাধি চৈতন্যমাত্র অতএব জীব চৈতন্যে প্রীতি কর্ত্তব্য লিখিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ উপাধি ত্রয়ের অন্তঃপাতি বিষ্ণ্বাদিকেও মানিয়াছেন।

উত্তর। চতুর্মূর্ত্তি নাম ভাষ্যে লেখেন চারিটি মূর্ত্ত ঈশ্বর তন্মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই মূর্ত্তি ত্রয় সোপাধি তুরীয় মূর্ত্তিকে সোপাধি মানা ভ্রম।

ননু। তুরীয় বস্তু নিরুপাধি চৈতন্য মাত্র এবং ভোক্তা জীব ও চৈতন্য মাত্র ইহাতে প্রীতি হইলে ভোগ্য বিষয়ে বিরক্তি হয়।

উত্তর। ভাল ঐ চতুর্মূর্ত্তি নাম ভাষ্যে সূত্রাখ্য মূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ইহাকেই সর্ব্বত্র শঙ্করাচার্য্যপাদ জীবঘন লিখিয়াছেন এবং মহা প্রলয়ে ঐ হিরণ্যগর্ভের উপাধির প্রলয় হয় তত্র তৃতীয় মূর্ত্তি অব্যক্তাখ্য ঈশ্বর এই ঈশ্বরে ঐ জীবঘন অনুশায়ী হন অতএব কঠবল্লীতে বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। ১০। অত্র-বৃত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পরঃ আত্মা মহান্ সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হিরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধা বোধাত্মকং মহা নাত্মা বুদ্ধেঃ পর উচ্যতে ইতি। এই বৃত্তিতে বুদ্ধ্যুপাধি হইতে মহত্তর হিরণ্যগর্ভ ইহা হইতে সর্ব্বমহত্তর অব্যক্তাখ্য মূর্ত্তি ইহা হইতে প্রথম জাত অর্থাৎ সৃষ্টিকালে প্রকাশ প্রাপ্ত হন হিরণ্যগর্ভ মহৎ সংজ্ঞ ইনীই জীবঘন মহাপ্রলয়ে অব্যক্তাখ্য ঈশ্বরে লীন হন।

পুনঃ কঠবল্লী মন্ত্রশ্চ। মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠাসা পরাগতিঃ। ১১।

শাঙ্করীবৃত্তিশ্চ। মহতঃ অপিপরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্ব্বমহত্তরঞ্চ অব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং অব্যাকৃত নামরূপসতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্য কারণশক্তি সমাহাররূপং অব্যক্তা ব্যাকৃতা কাশাদি নামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোত ভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়া [illegible]

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকাপত্রিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাং শকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

৬ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৯। সন ১২৬৪। ১ খণ্ড

অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণ কারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ। ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ ইতি। যস্মান্নাস্তিপুরুষাচ্চিন্মাত্রঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্তন্তরমিতি। ১১।

ইহার। তাৎপর্য্য চতুর্মূর্ত্তি নাম ভাষ্যে অব্যক্তাখ্য তৃতীয় মূর্ত্তি কঠবল্লী শাঙ্করীবৃত্তিতে সকলজগতেরবীজভূত ইনীই ওতপ্রোতভাবে বিষ্ণুসমাশ্রিত অর্থাৎ অন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মা বাহিরে আশ্রয়রূপ ঐ পরমাত্মা সুতরাং নিরুপাধি বিষ্ণ্বাখ্যপুরুষ ইনীই সর্ব্বকারণ ইহা হইতে অতিরিক্ত লীলা পুরুষোত্তম

ইনীই সর্ব্বকারণ কারণ তদুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণমিতি। ইহাকে লক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন পূরুষাৎ চিন্মাত্র ঘনাদিত্যাদি ইনীই চতুর্মূর্ত্তিনামভাষ্যে তুরীয় মূর্ত্তি। ১১।

পঞ্চদশী ধৃত যাপ্রীত্তিরিত্যাদি পুরাণ বচনের টীকায় লক্ষ্মীপতি ইহাতে ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কুবিষয় ভোক্তা জীবচৈতন্যে ভক্তি করিবার অভিপ্রায় কি?

নন্নু। চতুর্মূর্ত্তি নাম ভাষ্যে তুরীয় মূর্ত্তি ও সোপাধি যেহেতু মূর্ত্তিমান্ ইহা হইতে অতিরিক্ত নিরুপাধি চিন্মাত্র ব্রহ্ম অমূর্ত্ত নিরুপাধি আত্মা, অতএব আত্মাতেই প্রীতি কর্ত্তব্য সুতরাং দেহাতিরিক্ত জীবচৈতন্যকে শুদ্ধ জ্ঞান করত এবং আত্মন্যেব ব্রহ্মণি মনো দধীত ইতি তত্ত্বমসীতি তৎপদে ব্রহ্ম-চৈতন্য আর ত্বম্পদে জীবচৈতন্য এই চৈতন্যের ভেদাভাবে ঐক্য এবং ব্রহ্মাস্মীতি শ্রুতি দৃষ্টে মূর্ত্তি চতুষ্টয়কে সোপাধি মানিয়া পঞ্চদশীগ্রন্থ সমুদায়ে ঐশ্বর্য্য মাত্রকে ইন্দ্রজাল কহিয়াছেন।

ভাল। বিরাট নাম ঈশ্বরের, আর হিরণ্যগর্ভ-নাম ঈশ্বরের, এবং তৃতীয় মূর্ত্তি অব্যক্তাখ্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে নশ্বর কহিতে পারেন, যেহেতু পরমাত্মাতে ওতপ্রোতভাবে সমাশ্রিত আছেন, অব্যক্তাখ্য ঈশ্বর ঐ তৃতিয় মূর্ত্তি কঠবল্লীতে কথিতাখ্য শ্রীবিষ্ণু তুরীয় মূর্ত্তি ইহার ঐশ্বর্য্যাদি নিরুপাধি অতএব তলবকারোপনিষদ্বৃত্তিতে অবধারিত আছে চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র ইতি চিচ্ছক্তি মাত্র হেতুক পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য স্বরূপানুবন্ধি সুতরাং নিরুপাধি, নন্নু। যোগিগণের হয় অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ইহাকে উপাধি কহিব কি না?

উত্তর। সেই যোগিগণ অষ্টবিধ রূপের ধারণা করিয়া প্রাপ্ত হন, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ইহাকে উপাধি কহিতে হয়, কিন্তু পরমাত্মা নাম ঈশ্বরের স্বাভাবিক আছে ঐ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ইহাকে সোপাধিক কহিবার সংভাবনা নাই।

নমু। জীবগণ স্বস্বক্ষেত্রজ্ঞ সুতরাং সোপাধি পরমাত্মা সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ অতএব অধিক উপাধিমান্ মানিয়া সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞকে অবহেলা করিয়া নিরুপাধিচৈতন্যমাত্রকেই স্থাপন করিয়াছেন।

উত্তর। সত্য, পঞ্চদশীর মর্ম্ম ইহাই বটে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রমাণে এমত নাই, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি উপাসনা কাণ্ডে জীব ইহার উপাসনা করিয়া অবিদ্যোপাধি হইতে মুক্ত হন, ইহাই শঙ্করকৃতভাষ্যের মর্ম্ম।

নমু। শুদ্ধ চিন্মাত্র হইতে পরমশুদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা ইহা পঞ্চদশীগ্রন্থে নাই।

উত্তর। পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি যে সর্ব্বশক্তিভেদ বিবেক সূত্ররূপ পদ্যচতুষ্টয় তাহাতে শুদ্ধ চিন্মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য জীবকেও শক্তি মধ্যে গণিত করিয়াছেন এবং প্রমাণিত করিয়াছি শ্বেতাশ্বরোক্ত শ্রুতি যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ পরাস্যশক্তির্বিবিধৈ বেত্যাদি এবং তদুপপত্তি বিষ্ণু পুরাণ, বিষ্ণু শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথা পরা। অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে ইতি।

শ্রীগীতায়াংচ ভূমি রাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহংকার ইতীয়ং মেভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা। ৪।
অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি। ৫।

অনয়োঃ। শঙ্করাচার্য্যচরণ কৃতভাষ্যংচ। অতঃ শ্রোতার মতিমুখীকৃত্যাহ ভুমিরিতি। ভুমিরিতি পৃথিবী তন্মাত্র মুচ্যতে নস্থুলা ভিন্না প্রকৃতি রষ্ট ধেতি বচনাৎ তথা অবাদয়োপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে আপোঽনলো বায়ুখং মনো মন ইতি মনসঃ কারণ মহাঙ্কারো গৃহ্যতে বুদ্ধিরিত্যহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বং অহংকার ইদ্যবিদ্যা সংযুক্ত মব্যক্তং যথা বিষসংযুক্ত মন্নং বিষমুচ্যতে এবমহংকার বাসনা বদবাক্তং মূলকারণ মহংকার ইত্যুচ্যতে প্রবর্ত্তকত্বাদহং কারস্যাহংকার এবহি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতিঃ মে মম ঐশ্বরী মায়া শক্তিরষ্টধাভিন্না ভেদমাগতা। ৪।

অপরেতি অপরা নপরা নিকৃষ্টা শুদ্ধাঽনর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকেয়ং ইতোপ্যন্যা যথোক্তায়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি মেপরাং প্রকৃষ্টামিতি। জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাং প্রাণধারণ নিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো বাহুবলেন এতামপি শাসয়িতুং সমর্থ যা প্রকৃত্যা ইদমং ধার্য্যতে জগদন্তঃ প্রবিষ্টয়া। ৫।

হে পাঠকগণ তোমাদিগকে বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন করি, দর্শিত শঙ্করাচার্য্য চরণ কৃতভাষ্য প্রতিমনঃ সংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে তন্মায়া মোহিত সংন্যাসিগণ কৃত অশাস্ত্রীয় গ্রন্থগণোক্ত মায়াবাদ বন্ধনরূপ কলিকাল কালসর্প কবল কলিত বিষজ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির শক্তিত্রয়বিজ্ঞান পূর্ব্বক কলিকালজ কুৎসিত কুল সংকুলব্যাপ্তাধর্ম্মকুল বিপুল কবল বিকলিত শ্রীহরিভক্তিকুলসুখরূপ স্বীয়কুলধর্ম্ম স্বহৃদয়ে উদিত হইবেন অধুনা ভাষ্যার্থ সাধারণ জনের বুদ্ধি গোচরার্থ দেশ ভাষায় বিস্তার করিতেছি।

(ভুমিরিতি) পৃথিবীর পুণ্য গন্ধকেই গ্রহণ, স্থূল মৃত্তিকা নহেন ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা এই বাক্যে অর্থাৎএই প্রকার জলাদির তন্মাত্রগণকে গ্রহণ হইবেক। ইহাতে কঠবল্লীবৃত্তিরমত প্রত্যগভূত সূক্ষ্মতর বস্তুকেই গ্রহণ, স্থূল গ্রহণীয় নহে, ইহাতে

সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ঈশ্বরের শক্তিত্রয়ের মধ্যে কোন শক্তিই দৃশ্য নহে কেবল প্রধানাখ্য শক্তির স্থূলকার্য্যগণ দৃশ্য বস্তু সুতরাং কদাচ ইন্দ্রজালের ন্যায় নহেন ইহাতেই পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থগণের পঞ্চত্ব হইল সূক্ষ্ম দর্শি পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আপ ইতি ইহার তন্মাত্র রস কেবল রসনা নাম ইন্দ্রিয়ের গোচর সুতরাং অদৃশ্য। যদ্যপি তেজের তন্মাত্র রূপ নয়নেন্দ্রিয়ের গোচর হন সে কেবল স্থূল দর্শি জীবগণের স্বরূপ চৈতন্য জ্যোতির অস্তিত্ব জ্ঞাপনার্থ, মনো মন ইতি মনের কারণ অহংকারকে গ্রহণ মাত্র বুদ্ধিরিতি অত্রব্যষ্ট্যহংকারের কারণ সূত্ররূপ হিরণ্যগর্ভকে গ্রহণ, ইনীই কঠোক্ত মহত্তত্ব। সমষ্ট্যহংকার অবিদ্যা সংযুক্ত অব্যক্তাখ্য যথেতি যেমন বিষযুক্ত অন্নকে বিষ কহা যায় এই প্রকার অহঙ্কার বাসনা বিশিষ্ট অব্যক্তাখ্য মৃত্যুঞ্জয় মূল কারণ অহঙ্কার কহিতে হয়, সুতরাং সর্ব্বাহঙ্কার প্রবর্ত্তকত্ব হেতুক অহঙ্কারের অহঙ্কার কহিতে হয়, শ্রীদশম শেষে স্পষ্ট আছে, সর্ব্বস্য ইতি সকল জগতের প্রবৃত্তি বীজ অর্থাৎ শাখা পল্লব সহিত বৃক্ষের বীজের ন্যায়, লোকে দৃষ্ট আছে ইতি ইয়মিতি যাহাকে অষ্টধা রূপে বর্ণন হইল এই প্রকৃতি আমার, অর্জ্জুনকে কহিতেছেন স্বীয় শক্তি বর্গের তত্ত্ব তন্মধ্যে বহিরঙ্গ মায়া শক্তি তত্ত্বের অব্যক্ত রূপ পর্য্যন্ত সীমা। সেই মায়া কীদৃশী আমি নরাকৃতি পরব্রহ্ম ঈশ্বর আমার অধীনা কিন্তু দুর্ব্বর্ত্তিনী শক্তি অতএব বহিরঙ্গা অষ্টধা ভিন্না ভেদপ্রাপ্তা। ৪। অপরেতি। অপরা নপরা নিকৃষ্টা কেবল অনর্থ করী জীবগণের সংসার রূপা ত্রিগুণ গ্রন্থিবিস্তারা ইনি বহিরঙ্গ মায়েতিযাবৎ, এই মায়া শক্তি হইতে অন্যা অর্থাৎ অতিরিক্তা (পরাখ্যা বিশুদ্ধা) বিশুদ্ধসত্বাত্মিকা প্রকৃতি আমার

আত্মভূতা অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি (বিদ্ধীতি) হে অর্জ্জুন এই শক্তিকে অজ্ঞাত হইলে আমি স্বয়ংভগবান্ আমার তত্ত্ব কিছুই অনুভব করিতে পারেনা, কেবল আমার প্রপঞ্চ গোচর লীলা দৃষ্টি করিয়া আপনার সমান প্রাকৃত মানুষ মানে এবং আমার স্বরূপ শক্তি বিলসিত নিত্যভূত স্বাভাবিক পরমেশ্বরত্ব ধর্ম্মগণকে তমো মায়া বিকার বলে, কেহবা ইন্দ্রজাল মায়া ময় বলিয়া চিন্মায়া ময় লীলাকে অবজ্ঞা করে। এবং ঐ আত্মভূত শক্তি অর্থাৎ চিন্মায়া তদ্বৃত্তি ভেদ প্রেমা এই প্রেমায় এই আমি প্রেমানন্দী ভগবান্ কিন্তু ভক্ত বিষয় ব্যতিরেকে সম্ভাব নাই, অর্থাৎ আমি পরমেশ্বর আর আমার নিত্য সিদ্ধ ভক্তগণ এই উভয়ে আছেন স্বরূপ শক্তি বৃত্তিভেদ নিত্যসিদ্ধ প্রীতি সেই প্রেমাধীন স্বভাব আমার তদ্ধেতুক তোমার রথাশ্বরর্জ্জুধর ইহা দৃষ্টি করিয়া কেহবা আমাকে পক্ষপাতী প্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করে, আর ঐ শক্তি আমার আত্মভূত আমার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ তদ্ভিন্না নহেন স্বরূপ লীলা কার্য্যাপোযোগিনী ইহার সহিত আমি সত্যকাম অপহতপাপ্মা ঐ শক্তি জ্ঞানাভাবে অবিদ্যাবৃত জীবগণস্বসাদৃশ্যে স্বরূপ শক্তি বিলসিত লীলাকে অসত্য কাম লীলা কহে সে কেবল ঐ স্বরূপ শক্তি বৃত্তি তত্ত্বকে নাজানিয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধা আত্মভূতা অন্তরঙ্গ মায়াকে বিজ্ঞাত না হইয়া যাহারা আপনা আপনি জ্ঞানী অভিমানী হইয়া সিদ্ধান্ত করে তাহারা অন্ধকারে কালসর্প ধরণোযোগে তদ্দন্তাঘাত বিষর্জ্জালায় তত্ত্বজ্ঞান পথে মরণ প্রাপ্ত হয়, অতএব হে অর্জ্জুন সখে পূর্ব্ব কহিয়াছি অপরা মায়া বৃত্তিভেদ রূপ সংসার তদ্দনা তাহা হইতে অন্য স্বরূপভূতা পরাখ্যা মায়া বৃত্তিভেদ আমার যাবদীয় লীলা সামগ্রী, তুমি আমার সখা অতএব তোমাকে উটঙ্ক করিতেছি তুমি ঐ অন্তরঙ্গ মায়াকে

জ্ঞাত হও। দেখ সর্ব্বজ্ঞপাদ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, ইতোঽন্যা যথোক্তায়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি জানীহীতি।

এবং তটস্থা শক্তিকেও কহিতেছেন (জীবভূতামিতি) এই জীবভূতা শক্তি চেতনরূপা, সুতরাং অণুচৈতন্যগুণক স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা, প্রাণ ধারণ নিমিত্তভূতা ইহাতে ঐ তটস্থা শক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ দুইটি বর্গ আছেন, নিত্যসিদ্ধবর্গ বিশ্বকসেন গরুড়াদি পরব্যোমাখ্য বৈকুণ্ঠে এক বর্গ। ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধজীববর্গ ইনীই প্রাণ ধারণ নিমিত্তক সোপাধি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রথমোক্ত বহিরঙ্গ মায়া বৃত্তিভূত সংসার তদাবিষ্ট তত্রাপি তন্মায়া বৃত্তিভেদমূল অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ এবং তমঃ। জীববর্গ ও ত্রিবিধ স্বভাবাপন্ন। তত্রসাত্ত্বিক স্বভাবাপন্ন শান্ত স্বভাব অর্থাৎ দেবাদি। দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি। তত্র রজঃস্বভাবাপন্ন দৈত্যাদি তমঃস্বভাবাপন্ন রাক্ষসাদি। অধুনা এই পৃথিবীতে রাজস তামসদিগের বৃদ্ধি অর্থাৎ রাজ্য লাভে সাত্ত্বিক প্রজার ক্লেশ হইয়াছে, এই ক্লেশ দূরীভূত করিতে ব্রহ্মাদির ক্ষমতা নাই, সুতরাং তন্নিমিত্তে তোমার সহিত আমি চিন্মায়া ময় প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচর হইয়াছি।

যথা ময়ৈ বোক্তং। যদা যদাহিধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহং। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইতি। অতএব হে মহাবাহো মত্তুল্য আজানুলম্বিতভুজ বল-দ্বারা ভূমিস্থ দৈত্যস্বভাব এবং রাক্ষসস্বভাব নৃপগণকে হত করিয়া সাধুগণকে অসুর কৃতোপদ্রব হইতে পরিত্রাণ করহ। যে ক্ষেত্র জ্ঞাখ্য শক্তিদ্বারা ইদং বিশ্বং ধার্য্যতে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি

এই জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিদ্যা লক্ষণ শুভাশুভ কর্ম্মফল সুখ দুঃখ, ভোগ করেন ইনিই বদ্ধ জীববর্গ। ৫। বহিরঙ্গ মায়াশক্তি সংযুক্ত অব্যক্ত নাম ঈশ্বর যিনি ওতপ্রোত ভাবে আমার সমাশ্রিত আছেন অর্থাৎ আমার অংশরূপ ঈক্ষিতৃ পুরুষ পরমাত্মা আমার পুরুষ ভারত্রয়ের মধ্যে প্রথম পুরুষ এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সমষ্টিজীবব্রহ্মা তদন্তর্যামী, দ্বিতীয় পুরুষ সেয়ং দৈবতৈক্ষত হন্তাহ্ মিমা স্তিস্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মনা নুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি শ্রুতেঃ। এই শ্রুতিতে পুরুষাবতার বিবৃতি তত্রাপি বিকারোৎপত্তির পূর্ব্বে নির্ব্বিকারাবস্থানে জীবাত্মা আর পরমাত্মার শুদ্ধ চিদ্রূপত্ব এবং নিত্যভেদ থাকা সিদ্ধ হইল ইহাতে জীবাত্মার সহচরত্ব পরমাত্মার তদাশ্রয় সিদ্ধ হইল ঐ জীবের সখা তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী বিষ্ণু অতএব সকল জগতে আমার অংশ পুরুষ শুদ্ধ পরমাত্মারূপ আছেন ময়ৈ বোক্তং যথা, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগদিতি বিষ্ণোস্ত্রু ত্রিণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্ট, দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানিজ্ঞাত্বা বিমুচ্যত ইতি। সুতরাং সহস্র নামে চতুর্মূর্ত্তি নামভাষ্যে তুরীয়মুর্ত্তি পরমাত্মা ইহাতে বহিরঙ্গ মায়া সম্বন্ধ গন্ধও নাই, ইহার কারণ কেবল বিশুদ্ধা প্রকৃতি আত্মভুতা শক্তি তাঁহাতেই রতি বিশিষ্ট ঐ পরমাত্মা। কিন্তু আমার অংশ অতএব গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গমিতি ন্যায়সিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্ আমী এই তোমার সারথি কেবল স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ। স্বরূপ শক্তি বৃত্তিতেহ প্রেমাধীন স্বভাব

ননু। বিষ্ণুপুরাণে কেশিধ্বজোক্ত শক্তিত্রয় বিবৃতিতে সমস্ত শক্তিমান্ বিষ্ণু এবং ভূমিরাপোঽনলেত্যাদি ভগবদগীতা পদাদ্বয় ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যপাদ ঐ বিষ্ণুপুরাণোক্ত শক্তিত্রয় স্বীকার করিয়া সর্ব্বশক্তিমান শ্রীবসুদেবের পুত্র ইহা ব্যক্ত করি-লেন এবং সহস্রনামে চতুর্ম্মূর্ত্তিনামভাষ্যে তুরীয় মূর্ত্তি শ্রীবা-সুদেব ইহাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে সূত্রং।

অরূপবদেবহিতৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

এই অধিকরণে বিরাট আর হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যক্তাখ্য তৃতীয় মূর্ত্তি ইহারা সোপাধি, অতএব ইহাদিগকে ক্রমে প্রতিষেধ পূর্ব্বক পরম শুদ্ধনিরুপাধি সচ্চিদানন্দকেই পরব্রহ্মত্বে স্থাপিত করিতেছেন অত্রৈব সূত্রং।

আহচতন্মাত্রং ॥ ১৬ ॥

শঙ্করভাষ্যংচ আহচ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণ রূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নোরসঘনঃ এবৈবংবা অরেঽয়মাত্মাঽপহতপাপ্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি। এত-দুক্তং ভবতি নাস্যাত্মনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বা চৈতন্যাদন্যদ্রূপমস্তি চৈতন্যমেবতু নির-ন্তরমস্য স্বরূপং যথা সৈন্ধবঘনস্যান্তর্ব্বহিশ্চ লবণ রসএব নিরন্তরোভবতি নরসান্তরং তথৈবেতি ॥ ১৬ ॥

এবমত্রৈব তৃতীয়পাদে সূত্রং ॥

দর্শয়তিচাথোঽপিস্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যংচ দর্শয়তিচ শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেনৈব ব্রহ্মনির্ব্বিশেষং অথাত আদেশো নেতি নেতি অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ অথো অবিদিতাৎ অধীহি যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদ্যা ॥ বাষ্কলিনাচ বাহ্বঃ পৃষ্টঃ সন্ অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে সহোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি সতূষ্ণীং বভূব তংহ দ্বিতীয়েবা তৃতীয়ে বা বচনে উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বন্তু নবি

কানাদি উপশান্তোয়মাত্মেতি। তথা স্মৃতিরপি পররূপপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎতৎ নাসদুচ্যতে। ইত্যেবমাদিষু তথা বিশ্বরূপধরো মায়াবশো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টাযন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৭ ॥

এবমপি পঞ্চদশ্যাং ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দদীপে।

সচ্চিৎ সুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ। তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণং। সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচাঃ। সনৎকুমারমানন্দ মেবমন্যত্র গম্যতাং॥ ৩১ ॥

বিচিন্ত্য সর্ব্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি। অহংব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ। অব্যাকৃতং পুরাসৃষ্টে রূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা। অচিন্ত্য শক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্য ব্যাকৃতাভিধা॥ ৩২ ॥

এবমপি অত্রৈব ধ্যানদীপে।

প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমূর্ত্তের্বিভাষণাৎ। সচ্চিদানন্দ রূপস্য শাস্ত্রাজ্ঞানেপ্যনুল্লিখন্। প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্তু ব্রহ্ম সাক্ষাদ্বীক্ষতে॥ ১০ ॥

দর্শিত তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সপ্তদশ সূত্রভাষ্যে পররূপ প্রতিষেধেনৈবেত্যাদিতে পররূপ অর্থাৎ পর শক্তিক ঈশ্বর রূপকেও প্রতিষেধ করত সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ করিলেন তদ্দৃষ্টে পঞ্চদশীকার তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ রূপের উল্লেখাভাব মানিয়া ঈশ্বরকে মায়িক কহিয়াছেন।

উত্তর। পঞ্চদশীকার, ভাষ্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্যপাদ ঈশ্বরাবতার তাঁহার বাক্যবর্গের অর্থ অতি গভীর সাগরস্থ রত্নের ন্যায় তচ্চরণ প্রসাদ ব্যতিরেকে কাহারো বুদ্ধি প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই। দেখ যে বাক্যে-

তাপন্যুক্ত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপগ্রহণ করিতে তজ্জন্য ঈশ্বর রূপের প্রতিষেধ করিলেন, পঞ্চদশীকার তদভিপ্রায় না বুঝিয়া তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দরূপের প্রতিষেধ মানিয়া নিরীশ্বর হইয়াছেন। কি? দুর্দ্দৈব পঞ্চদশী গ্রন্থানুগত ব্যক্তিদিগের।

নমু। ভাষ্যকার বাক্যে কেবল পররূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম গ্রহণ উক্ত আছে, ইহাতে তাপন্যুক্ত পরমেশ্বররূপ গ্রহণ তজ্জন্য পরমেশ্বররূপের প্রতিষেধ ইহা বুদ্ধিগোচর হইবে কি প্রমাণে।

উত্তর। তৎকৃত ভাষ্যরূপ সাগরে তচ্চরণে ভক্তি সাধনে বাদবুদ্ধি ত্যাগ, তদনন্তর সদ্বুদ্ধ্যুদয় হইলে তদ্ভাষ্যসাগরের মহারত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে।

নমু। পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ তৎসম্প্রদায়ে সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তদ্ভাষ্য সমুদ্রস্থ রত্ন প্রাপ্ত না হইলেন কি হেতু?

উত্তর। ঐ শঙ্করপাদের হৃদয়ে তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম আকাশলিঙ্গ ঈশ্বর, যে সকল সংন্যাসিগণ ঐ সচ্চিদানন্দ রূপের অভক্ত তাঁহাদিগের প্রতি ভগবৎ শঙ্করের প্রসাদ নাই, অতএব ভাষ্যসাগরে নিমজ্জন করিয়া কেবল তত্তরঙ্গে নাকানি চুভানিরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গীয় সংপ্রদায়ি রূপ সনাতনাদি বৈরাগিগণ শ্রীশঙ্কর হৃদয়স্থ তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরোপাসক, অতএব শ্রীশঙ্করচরণে ভক্তি পূর্ব্বক তদ্ভাষ্যসাগর স্পর্শমাত্রেই মহা রত্ন লব্ধ হইয়াছেন, সেই রত্ন দ্বারা নানাবিধ রত্নালঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া তদ্ভক্তগণদিগকে মহালঙ্কৃত করিয়াছেন। তাহা অবকাশ লাভে দর্শাইব।

ভাল। ভাষ্যকার কোন্ পররূপ প্রতিষেধ করিয়া তাপ-ন্মুক্ত পররূপ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা দৃষ্টিগোচর হইলে কৃতার্থ হই।

উত্তর। পররূপ অর্থাৎ পরশক্তিক তুরীয় মূর্ত্তি ত্রিবিধ তত্র প্রথম পররূপ প্রত্যগভূত কেবল কূটস্থ পররূপ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা সহস্রশীর্ষা পুরুষ। দ্বিতীয় পররূপ বাসুদেবাখ্য চতুর্ভুজ। তৃতীয় শ্রীতাপন্মুক্ত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। ইহাকেই পরম শুদ্ধ নির্বিশেষ বিভু চৈতন্য গুণক পরব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষত দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদি কল্পিত অবৈ-দিক ঈশ্বর কল্পনা, গুণ বিশ্ব মধ্যে যাবদীয় কল্পনা হইয়াছে সেই সকল কল্পনাগণ প্রতিষেধ প্রকরণে সূত্রং।

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতাবা॥ ৪১॥

অত্রভাষ্যে। আদ্যন্তবত্বেচ শূন্যবাদ প্রসঙ্গঃ। অগ্রেপি তস্মাদসঙ্গতস্তার্কিক পরিগৃহীত ঈশ্বর কারণবাদঃ॥ ৪১॥ আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি স্মৃতঃ বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতিশ্রুতেশ্চ।

সূত্রং। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ॥ ৪২॥

ভাষ্যং চ যেষামপ্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্ত কারণমীশ্বরোঽভিমত স্তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চাধিষ্ঠাতাচ ইত্যুভয়াত্মকং কারণমীশ্বরোঽভিমত স্তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে। নন্থ। শ্রুতিসমাশ্রয়ণে-নাপ্যেবং রূপ এবেশ্বরঃ প্রাগুনির্দ্ধারিতঃ প্রকৃতিশ্চাধিষ্ঠাতাচেতি। শ্রুত্যনু সারিণী চস্মৃতি প্রমাণমিতিস্থিতং। তৎ কস্য হেতো রেষপক্ষঃ প্রত্যাখ্যাসিতঃ ইতি। উচ্যতে যদ্যপ্যেবং জাতীয়কোঽংশঃসমানত্বান্নবিসম্বাদ গোচরোভ-বতি অস্তিতু অংশান্তরং বিসম্বাদ স্থানমিতি অতস্তৎপ্রত্যাখ্যানায়ারম্ভঃ। তত্র ভাগবতামন্যন্তে। ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থ-তত্ত্বং সচতুর্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতঃ বাসুদেব ব্যূহরূপেণ সংকর্ষণ ব্যূহ রূপেণ প্রদ্যুম্ন ব্যূহরূপেণ অনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ। তস্মনিরাক্রিয়তে স একধাভবতি দ্বিধাভবতি বহুধা। ভ শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মানোঽনেকধা ভবস্যাধি

স্বতত্ত্বাৎ। যদপি তস্য ভগবতোঽভিগমনাদিলক্ষণমারাধন মজস্রমনন্য-চিত্ততয়াভিপ্রেয়তে তদপি ন প্রতিষিধ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যো রীশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যৎ পুন রিদমুচ্যতে বাসুদেবাৎ সংকর্ষণ উৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধঃ ইতি। অত্রব্রূমঃ নবাসুদেব সংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সংকর্ষণ সংজ্ঞকস্য জীবস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি অনিত্যত্বাদি দোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বেহি জীবস্যানিত্যত্বাদয়োদোষাঃ প্রসজ্যেরন্ ততশ্চনৈবাস্য ভগবৎপ্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য বিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতিচাচার্য্যোজীবস্যোৎপত্তিং। নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চতাভ্য ইতি তস্মাদ-সঙ্গতৈষাকল্পনা॥ ৪২ ॥

এই ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ মায়াবাদি সংন্যাসিগণের যাবদীয় অসৎ কল্পনাকে বিনাশ করিয়াছেন। দেখ তাপমুক্ত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে স্থাপন করিলেন এবং শ্রুত্যুক্ত প্রকৃত্যধি-ষ্ঠাতা ঈশ্বরকেও প্রতিষেধ করিলেন।

ননু। ত্রিবিধ পররূপের মধ্যে প্রকৃত্যধিষ্ঠাতাকে প্রতিষেধ করিলেন কি হেতু?

উত্তর। ঐ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা কেবল প্রত্যগ্‌ভূত আছেন। বিশ্ব মধ্যে কদাচ প্রকট নাই অর্থাৎ ঐ সহস্রশীর্ষাদিরূপের লীলা নাই অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য নাই কেবল অন্তরে চিচ্ছক্তি আছেন মাত্র, সদাই যোগনিদ্রাবিষ্ট অতএব কেবল সমাধিযুক্ত আছেন কালশক্তি পরিবর্ত্তনে বহিরঙ্গ প্রকৃতি প্রতি ঈক্ষণ রূপ ক্রীড়া করেন; অতএব কেবল যোগিদিগের সমাধি-গম্য এই হেতু ঐ পররূপ প্রতিষেধ করত শুদ্ধভক্তিগম্য স্বাত্ম-ভূত বিশুদ্ধ স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য বিশিষ্ট লীলাপুরুষোত্তম নাম ভগবদ্রূপকে উপদেশ করিতেছেন, তত্র ভাগবতা ধ্বান্তে ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত ভাগবতাঃ তাপমুক্ত চিন্ময়াময় বিগ্রহোপাসকাঃ।

মন্থু। তাপমুক্ত শ্রীনন্দকুমার লীলাপুরুষোত্তম ইহা শ্রীগীতাভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রস্ফুট বর্ণিত আছে, কিন্তু স্বরূপ-শক্তি ব্যাপার কার্য্যবিশিষ্ট ইহা শঙ্করাচার্য্যভাষ্য মধ্যে কোথায় আছে?

উত্তর। সর্ব্বশক্তি নিরূপক শ্রীগীতাভাষ্যে দর্শাইয়াছি, স্বাত্মভূতা বিশুদ্ধা প্রকৃতি তদালিঙ্গিত অত্র ভাষ্যে ভগবানেবৈক ইতি। এই "ভগ" শব্দে স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য অর্থাৎ অচিন্ত্য প্রভাব ইনিই স্বাত্মভূতা স্বরূপশক্তি। তদ্বিশিষ্ট স্বয়-স্তগবান্ অতএব "এক" ইতি, সমানাধিক রহিতঃ। তদুক্তং শ্বেতাশ্বতরে নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইতি। বিশেষতঃ সহস্রনাম গণনায়াং। লোকাধিষ্ঠানং ৮৯৪ অদ্ভুতঃ ৮৯৫। ১০৮।

অনয়োর্ভাষ্যংচ। ভবনাধারমাধারমধিষ্ঠায় ত্রয়োলোকাস্তিষ্ঠন্তীতি লো-কাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম। ৮৯৪। অদ্ভুতত্বাদদ্ভুতঃ শ্রবণায়াপিবহুভির্যোনলভ্যঃ শৃণ্বন্তোপিবহবোযনবিদ্যুরিত্যাদিশ্রুতেঃ। আশ্চর্য্যবৎপশ্যতিকশ্চিদেন মা-শ্চর্য্যবদ্বদতীতিভগবদ্বচনাৎ স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যৈরদ্ভুতঃ। ৮৯৫। ইতি ভাষ্যং। ১০৮।

দর্শিত সাম্প্রদায়িক ভাষ্যগণের উপপত্তি শ্রীদশমস্কন্ধীয় লীলাগণ। তত্র সর্ব্বলোকাধিষ্ঠান ব্রহ্ম তিনিই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ইহা শ্রীভগবদ্গীতায় দ্বাদশাধ্যায়ে প্রাকৃত লোকগণ এবং অপ্রাকৃত লোকগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করান্ এবং মহাকালপুরগমন লীলায় শুদ্ধচৈতন্য জ্যোতির্ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত মহাকাল ঈশ্বর স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্য ইহা প্রথম পত্রিকায় ব্যক্ত হইয়াছে এবং শ্রীদশমে ব্রহ্মমোহন লীলায় সুস্পষ্ট আছে তাহাও দর্শাইয়াছি এবং মন্ত্রবর্ণশ্রুতিঃ।

তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং
দিবীতি॥

অস্যার্থঃ। তাবান্, চতুষ্পাদ বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ইহার নাম সমস্ত ভগ এই সকল অধিকার শ্রীকৃষ্ণের তত্রাপি এক পাদ বিভূতি প্রাকৃত অতএব সংহার কালে হনন করেন, ইহাতে ভগহা নাম ভগবানের। অমৃতমিতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ত্রিপাদ্বিভূতি অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী যেহেতু অপ্রাকৃত সুতরাং স্বরূপ শক্তি ব্যাপার কার্য্যগণ, ইহাতে ঐ মহাকালপুর বৈকুণ্ঠ ইনি দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ শূন্য সুতরাং এই সকল স্বরূপ সম্পত্তি কেবলানন্দরূপ এতদ্বিশিষ্ট নিত্য আনন্দী নামা ভগবান সুতরাং স্বরূপাভিন্ন ভগ বিশিষ্ট অতএব নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম স যথা সৈন্ধবঘন ইত্যাদি ভাষ্য এবং শ্রুতি এবং বা অরে অয়মাত্মেত্যাদি। ঐ স্বয়ং ভগবানকে লক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন।

পরসূত্রভাষ্যে। পররূপ কারণার্ণবশায়ী সহস্রাননাদিরূপ প্রাকৃত বিভূতির কারণ নিত্য আছেন জল মধ্যে কিন্তু কূটস্থ অপ্রকট এক রূপতায় স্থিত অচল- অর্থাৎ লীলাবিগ্রহ নহেন, এই পররূপকে প্রতিষেধ করিয়া দ্বিভুজ স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দ নন্দন তদ্বিলাসরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ ভগবানিতি শব্দে প্রাপ্ত হওয়া গেল এই দুই রূপের অন্তর্গত যাবদীয় লীলা পুরুষগণ অর্থাৎ শ্রীরাম নৃসিংহাদি ইহাঁদিগের উপাসনা শাস্ত্র শ্রীতাপন্যাদি শ্রুতিগণ এবং তদনুযারি স্মৃতি ইতিহাস পুরা-

পাদি এবং শ্রীগোপালতাপন্যাদিরূপ শ্রীগৌতমীয়াদি। ইহাই দৃষ্টি করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন। ..

যদপিতস্য ভগবতোঽভিগমনাদি লক্ষণ মারাধন মজস্রমনন্য চিত্ততয়াভি প্রেয়তে তদপি ন প্রতিষিধ্যতে ইত্যাদিতে দেখ।

দর্শিত ভগবানের আরাধনা লক্ষণ রাগানুগা ভক্তির প্রতিষেধ করিলেন না। এবং ঐ তাপন্যাদি শ্রুতি তদনুগত স্মৃতিগণকেও অতিশয় নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বক প্রামাণ্য করিলেন, শ্রুতি স্মৃত্যোরীশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাদিত্যাদিতে। যৎ পুনরিদমুচ্যতে এক সত্য বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার লীলাকারি পুরুষগণের উৎপত্তি হয়, আর নিরুপাধি পরমাত্মা এক চৈতন্য মাত্র, আর বুদ্ধি বৃত্তিতে সেই চৈতন্যের আভাসে জীবাত্মার উৎপত্তি, অর্থাৎপরমাত্মা,আত্মানং স্বয়মকুরুতেতি এবং প্রকার প্রমাণাভাস আশ্রয়ে জীবাত্মার উৎপত্তি মানিয়া শক্তি মাত্র বিহীন এক চৈতন্য মাত্র অবশেষ থাকেন। এই প্রকার নির্ভেদি গণের স্বকপোল কল্পিত অসৎ কল্পনা নিরাস করত চৈতন্যগত ভেদাবস্থান অর্থাৎ নিত্যপার্ষদগণের সহিত ভগবানের অবস্থান সংস্থাপন করিতেছেন। যৎ পুনরিদমুচ্যতে বাসুদেবাৎ সংকর্ষণ উৎপদ্যতে ইত্যাদি অসৎ কল্পনা ইহাকে নিরস্ত করিতেছেন। অত্রব্রূমঃ ইত্যাদি আচার্য্য পাদ কহিতেছেন, ঐ সকল অসৎ কল্পনা প্রতি আমি যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত কহিতেছি, ন বাসুদেব সংজ্ঞকাদিত্যাদি অর্থাৎ বাসুদেব সংজ্ঞ পরব্রহ্ম হইতে সংকর্ষণ সংজ্ঞ জীবাত্মার উৎপত্তি ইহা কদাচ সম্ভব নহে। অনিত্যত্বাদি

দোষের প্রসঙ্গ হয়। এবং শুদ্ধচিদ্রূপ জীবগণের যদি উৎপত্তি স্বীকার হয় তবে অনিত্যত্বাদি অনেক দোষগণ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে যে প্রধান দোষ তাহাকে ব্যক্ত করিতেছেন উৎপত্তিমৎ বস্তু কার্য্য, যদি জীবাত্মা কার্য্যভূত হন তবে ব্রহ্ম প্রাপ্তি লক্ষণ মোক্ষ ইহা হইতে প্যারে না কেননা কারণরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ জীবের প্রলয় হয় ইহাও কদাচ যুক্ত নহে। ইহাতে শঙ্করাচার্য্য পাদ পূর্ব্ব দর্শিত ত্রিশক্তিবর্গের সহিত ভগবান নিত্য স্বরূপশক্তি বিলাসী ইহাই নির্দোষ মত স্থাপন করিলেন। আর তটস্থাখ্য বদ্ধ জীববর্গ অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কঠবল্ল্যুক্ত ভগবানের ধামে গমন করেন। ইহাই শঙ্কর পাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। ইহাকে অত্যন্ত দৃঢ় করিতেছেন প্রতিষেধিব্যতিচাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং। নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্য ইতি। নেতি, আত্মা শুদ্ধচেতনরূপ জীবাত্মা উৎপত্তি ও প্রলয়বান নহেন। কেননা উৎপত্তি প্রকরণে জীবাত্মার উৎপত্তি শ্রুতি নাই কিন্তু সকল শ্রুতিতে জীবগণের নিত্যত্ব আছে অতএব তাপনী কঠবল্লী শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে নিত্যো নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং একো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তং পীঠস্থং যেহনুযজন্তি বিপ্রাঃ শান্তিস্তেষাং শাশ্বতী নেতরেষামিতি। অতএব ভাষ্যকার স্বহৃদয়গত তাপন্যুক্ত ব্যবস্থা ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন এতদ্বিরুদ্ধ যাবদীয় নির্ভেদিদিগের অসৎ কল্পনা জগতে আছে, সেই কল্পনাগণের প্রতিষেধ করিতেছেন। তস্মাদসঙ্গতৈষাকল্পনেতি॥ ৪২॥

নন্থ। তৃতীয়াধ্যায়ে দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ মিত্যাদি শঙ্কর ভাষ্য দর্শনে মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণের ভ্রান্তি সেই ভ্রান্তির নিরাস করিতেছি। কঠবল্লীতে

মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইত্যাদি মন্ত্রের শাঙ্করী বৃত্তিতে অব্যক্তাখ্য কেবল ত্রিগুণ মায়োপাধি ইনিই তৃতীয় উপাধি ইনি ওতপ্রোত ভাবে পরমাত্মাকে সমাশ্রয় করিয়া নিত্য আছেন। এই পরমাত্মা অন্তরে চিৎশক্তি বিশিষ্ট বাহিরে প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা মহাবিষ্ণু দর্শিত তৃতীয়াধ্যায়ে ইহাকে প্রতিষেধ করিলেন তবে কথিত নামভাষ্যে লেখেন কঠবল্ল্যাং কথিত বিষ্ণু এই বিষ্ণু কাহাকে কহিব।

উত্তর। চতুর্মূর্ত্তি নামভাষ্যে তুরীয়মূর্ত্তি নিরুপাধি পরমাত্মা সহস্রশীর্ষাপুরুষ ইনি যাঁহার অর্থাৎ বাসুদেবের অংশ চতুর্বাহু নামভাষ্যে বাসুদেবে বড়শিতি লিখিয়াছেন সুতরাং ঐ সহস্র-শীর্ষাপুরুষ সহস্রবাহু ইনি চতুর্ভুজ ভগবান শ্রীবাসুদেবের অংশ সহস্রবাহু, পুরাণে স্পষ্ট আছে। এবং শ্রীতাপনীতে বাসু দেব হইতে অতিরিক্ত দ্বিভুজনরাকৃতি পরব্রহ্ম স্পষ্ট আছেকিন্তু ঐ তাপনীতে ঐ চতুর্ভুজ আর দ্বিভুজ এই দুই রূপ ধ্যান করণেরো বিধিআছে। যথা শ্রীগোপালোত্তর তাপন্যাং চতুর্ভুজং শংখ চক্র শার্ঙ্গ পদ্ম গদান্বিত মিত্যাদি। ধ্যায়েন্মনসিমাং নিত্যং বেণু শৃঙ্গ ধরন্তবা ইতি। এবং কঠবল্লী বৃত্তিতে সর্ব্বকারণ কারণ মিতি ইহাতে সর্ব্বকারণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা কঠবল্ল্যুক্ত পরমাত্মা সহস্র ভুজ। ইহা হইতে শুদ্ধরূপ চতুর্ভুজ। ইহা হইতেও পরম শুদ্ধরূপ তাপন্যুক্ত নরাকৃতি লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ইহাঁকেই লক্ষ্য করিয়া কঠবল্লীতে পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতি রিত্যত্র শাঙ্করী বৃত্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্রঘনাদিতি ইহাকে বিষ্ণু পুরাণোক্ত লীলা পুরুষোত্তম পরাকাষ্ঠাপন্ন নরাকৃতি পরব্রহ্ম ইহাঁকে পরম শুদ্ধ স্বরূপ হইতে চিন্মাত্রঘন প্রয়োগ করিয়াছেন সহস্র নামে কথিত নামভাষ্যে

ইহাঁকেই কথিত ইতি নিবন্ধ করিয়াছেন। শ্রীগীতাভাষ্যে ইনিই স্বাত্মভূতা বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা শ্বেতাশ্বতরোক্ত পরাখ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত তলবকার বৃত্তিতে চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র সুতরাং তুরীয়মূর্ত্তি ত্রিবিধ। তত্র প্রথম তুরীয়মূর্ত্তি প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা সহস্র ভুজ অন্তরে বিরাজমানা চিচ্ছক্তি বাহিরে প্রকৃতি। এই হেতু ইহাকে প্রতিষেধ করিয়া তাপনুক্ত সচ্চিদানন্দ রূপ ভগবদুপাসকদিগকে স্থাপিত করিতেছেন দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো নিরঞ্জন ইত্যাদিতে প্রকৃত্য-ধিষ্ঠাতাকে প্রতিষেধ করিয়া তাপনুক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানকে নিরঞ্জনত্বে স্থাপিত করিয়া তৃতীয়াধ্যায়ে স্বরূপ শব্দে ঐ দ্বিতীয়াধ্যায় গত প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা সহস্রভুজ পরমাত্ম তদ্ভিন্ন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শব্দে তাপনুক্ত নরাকৃতি পরব্রহ্ম ইহা পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ ঐ ভাষ্যাভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন না, অতএব তাঁহাদিগের বেদান্ত ব্যাখ্যা অন্ধকার গৃহে কাল সর্প ধরাই সত্য। কিন্তু পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি দর্শয়তি চাথোঽপিস্মর্য্যতে এই সূত্রভাষ্যে যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদ্যা। বাস্কলিনাচ বাহ্বঃ পৃষ্টঃ সন্ অবচনে নৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে ইত্যাদি ঐ সূত্র ভাষ্য সমাপ্তিপর্য্যন্ত শঙ্করভাষ্য দৃষ্টি করিয়া পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ স্বরূপশক্তিমদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ ভগবানে অনাদর করত চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদী হইয়াছেন। অতএব ঐ ভাষ্যের তাৎপর্য্য শ্রুত হইয়া কৃতার্থ হই এমত ইচ্ছা আছে।

উত্তর। ইহার তাৎপর্য্য শ্রীরূপসনাতনাদিকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থগণে অতি বিস্তার আছে, তাহা অগ্রে দর্শাইব। অধুনা ঐ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য দর্শাইতেছি। বাস্কলির অভিপ্রায় এই

যে দর্শিত প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা পরব্রূপ পর্য্যন্ত বাক্য মনে নির্দ্দেশ হইতে পারে, কেননা এই কার্য্যরূপ বিশ্ব ইহার কারণ আছে, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং বিবাদির বিবাদ গোচরেও মনে নির্দ্দিষ্ট বিশ্বকারণকে বচনে নির্দ্দেশ করে, কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট কারণ নাম পররূপ হইতে পরমশুদ্ধ রূপ স্বপ্রকাশানন্দ পররূপ ইহাকে বিজ্ঞাত হই এমত বাসনা করি। এই প্রকার বাস্কলির প্রশ্ন শ্রুত হইয়া বাহ্বঃ তূষ্ণীং বভুব অর্থাৎ ঐ কারণাখ্য পররূপ হইতে অতিরিক্ত পররূপ পরমশুদ্ধরূপ যাঁহাকে শ্রুতি কহিয়াছেন বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্য রূপ মিত্যাদি, ইহাতে আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, অথচ কারণাখ্য হইতেও বৃহৎ। অদ্ভুত রূপ ইহাকে স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দিষ্ট করি কি প্রকারে, সর্ব্বত্র যিনি পরমাত্মা পর ব্রহ্ম নাম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহাঁ হইতে উত্তম অদ্ভুত নামা অথচ প্রাকৃত মানুষের ন্যায় ব্যাপার বিশিষ্ট সর্ব্বাশ্চর্য্য মায়াময় সগুণ কিম্বা নির্গুণ নির্দ্দেশ হইতে পারে না, সুতরাং অপ্রমেয় অর্থাৎ অগ্রাহ্য। ইহাঁকে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে ক্ষমতা নাই সুতরাং বচনে কি নির্দ্দেশ করিব ইহাঁই বাহ্ব নাম ঋষির অভিপ্রায় অচিন্ত্য শক্তি ব্যাপার কার্য্য বাক্যমনের অগোচর।

মনু। ইহাতে সংন্যাসিগণ ঐ ভগবানকে সাবয়ব দেখিয়া সগুণ ঈশ্বর নিশ্চয় করত প্রমাণ গোচর মানিয়া প্রমাণের অবিষয় চিন্মাত্র ব্রহ্মকেই স্থাপিত করিয়াছেন।

উত্তর। এই ব্রহ্ম শব্দ আর ঈশ্বর শব্দ অর্থাৎ বাসুদেব হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ প্রতিপাদ্য ইহা সর্ব্বজ্ঞপাদ ভাষ্যকারের গ্রাহ্য নহে, যেহেতুক কঠবল্লীতে আছে, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ মত্যত্র ভাষ্যকার। বিষ্ণোর্ব্ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ

শ্রীবাসুদেবাখ্যাং পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানমিতি। হে পাঠক বর্গ তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, ব্রহ্ম পরমাত্মা বাসুদেব এক বিষ্ণু শব্দে বুঝাইলেন, নিরীশ্বর সংন্যাসিগণ শঙ্করের বাক্য অমান্য করিয়া চিন্মাত্র স্থাপনার্থ বাসুদেব শব্দ আর ব্রহ্ম শব্দের ভেদ মানিতেছেন, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে এমত নাই, যে পরমেশ্বর আর ব্রহ্ম শব্দ প্রতি পাদ্য বস্তু পরস্পর ভেদবান, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম তিনীই ঈশ্বর ইহাই শঙ্করাভিপ্রায় সিদ্ধ বেদান্ত শাস্ত্রে আছে, এক স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের চারিটি নাম সাক্ষাৎ স্বরূপ ভূত, হরি, কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ তদ্ব্যতিরিক্ত অনন্ত সংখ্য নাম ঐ স্বরূপ ভূত নামির স্বরূপ গুণ রূপানুবাদক তন্মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বিষ্ণু, ভর্গ, ঈশ্বর, এই পাঁচ নাম পূর্ব্ব দর্শিত হরি আদি তিন নামের অনুগত অতএব গৌণ।

নমু। সর্ব্বজ্ঞকল্প শ্রুতি সমূহ ইহাঁরা প্রায়সর্ব্বত্র ব্রহ্ম পরমা আদি নাম দ্বারা বিশ্বোৎপত্ত্যাদির কারণকে বুঝাইতেছেন, তাপ-ন্যুক্ত স্বরূপ ভূত নাম ত্রয়ের উল্লেখ নাই।

সত্যবটে। শ্রীগায়ত্র্যাদি যাবদীয় শ্রুতি মন্ত্রগণ স্বরূপশক্তি বৃত্তিভূতা যে সম্বিদাখ্যাশক্তি তদংশভূতা বিদ্যারূপা স্বরস্বতী তদ্বৃত্তি রূপা শ্রুতিগণ নিত্য আছেন,। অতএব সর্ব্ব শ্রুতি-গণের পরমস্বামী শ্রীহরি ইহাঁর জগদ্ব্যাপার কথনে অর্থাৎ জীব কর্ম্ম ফলোপভোগ স্থানভূতলোকগণ রচনা কথন প্রকরণে ঐ পরমস্বামির সাক্ষাৎ স্বরূপ ভূত নামোচ্চারণে শ্রুতিগণ ভীতা আছেন, অতএব পরোক্ষাভিধানে ঐ পূজ্যতম ভগবান্‌কে বুঝাইয়া থাকেন, অদ্যাপিও ব্যবহার আছে, স্বামির নাম সামান্য ব্যবহারে বিজ্ঞনারীগণ উচ্চারণ করেন না, যদি বল একথা কি প্রমাণে মান্য করিব, সর্ব্ব প্রমাণগণ প্রধান শ্রুতি

তদনুগত হইলে ঐ সকল কথার প্রামাণ্য, অন্যথা প্রমাণ হইতে পারেন না, অতএব তত্র ঐতরেয় শ্রুতি কহিতেছেন।

তস্মাদিদন্দ্রোনামেদন্দ্রো হবৈনামতমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রইত্যাচক্ষতেপরোক্ষেণ। পরোক্ষ-প্রিয়া ইবহিদেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইবহি-দেবাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশাঙ্করীবৃত্তিশ্চ ইদংপশ্যতি ইতি ইদন্দ্রঃ নামপরমাত্মা ইদন্দ্রঃ হবৈ নামপ্রসিদ্ধঃ লোকেঈশ্বরঃ তস্মাৎ তং এবং ইদন্দ্রং সন্তং ইন্দ্রইতি আচ-ক্ষতেপরোক্ষেণপরোক্ষাভিধানেন সংব্যবহারার্থং পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষ-নামগ্রহণভয়াৎ পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষনামগ্রহণপ্রিয়াঃ ইবএবহিযস্মাৎ দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইবহিদেবাঃ দ্বির্বচন মধ্যায় পরিসমাপ্ত্যর্থং ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাগবতে। ঐ ঈশ্বর নাম পরমাত্মা প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচর হইয়া উদ্ধবকে কহিয়াছেন। যথা,

পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয় মিতি।

ব্যাখ্যাশ্চ। ঋষয়ঃ বেদমন্ত্রাঃ তদ্বিজ্ঞাতারো বা মাং নরা-কারং ঈশ্বরং কৃষ্ণাখ্যং পরোক্ষেণ আত্ম শব্দেন ব্রহ্ম শব্দেন ভর্গ শব্দেন বিষ্ণু শব্দেনচ বদন্তি মম সাক্ষাৎ নাম হরি, কৃষ্ণ, রাম, ইত্যাদিনোচ্চারয়ন্তি। পরোক্ষেণ কুচিৎ ব্রহ্ম নাম্না, কুচিৎ ইন্দ্র নাম্না, কুচিৎ পর নাম্না, কুচিচ্চ ভর্গ নাম্না, মামেব নরাকারং প্রতি পাদয়ন্তি, অতএব সাক্ষাৎ হরি আদি নাম ব্যবহারে শ্রুতিগণ উচ্চারণ করেন না, কিন্তু এতৎ পরোক্ষবাদ আমারো প্রিয়। যেহেতু এই নরাকারে গৌরব লক্ষণ ভক্তি হেতুক পূজ্যতম জ্ঞানে সাক্ষাৎ নাম উচ্চারণ করিবেন না। শ্রুতিগণ।

নমু। আপনী শ্রুতির অনুগত ইতিহাস পুরাণগণ ইহাতে

নিরাকারের নাম শ্রীরাম কৃষ্ণ হরি নারায়ণ এবং ঐ সকল নাম এবং রূপের, দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে উৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি সূত্র ভাষ্যে ভাগবতামনান্তে ইত্যাদিতেও ভগবান শঙ্করাচার্য্য পাদ পরোক্ষবাদ স্বীকার করিয়া প্রমাণ না দর্শাইয়া ভগবানকে নিরঞ্জন শব্দ দ্বারা শুদ্ধত্বে স্থাপিত করিয়াছেন, ইহাতে তাপন্যুক্ত কৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়াছেন, এমত প্রস্ফুট নাই ইহাতেই পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরকে মায়িক মানিয়া চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্থাপনা করিয়াছেন।

উত্তর। তাহারা তাপনী শ্রুতির স্বরূপ জ্ঞাত না হওয়ায় শঙ্করাচার্য্য পাদের হৃদয়াভিপ্রায় জ্ঞাত নহেন, অতএব শঙ্কর বহির্মুখত্ব হেতু দিবান্ধ। কঠবল্ল্যুক্ত বিষ্ণুর পরমাংশী কৃষ্ণাখ্য ভগবান ইহাই শঙ্করের হার্দ্দ ব্যবস্থা। কৃষ্ণের সহস্র নাম গণনাতে। ভগবানের এক নাম পরংব্রহ্ম স্পষ্ট আছে ইহাই শঙ্করের হার্দ্দ ব্যবস্থা। যথা,

অগ্রাহ্যঃ ৫৫ শাশ্বতঃ ৫৬ কৃষ্ণো ৫৭
লোহিতাক্ষঃ ৫৮ প্রতর্দ্দনঃ ৫৯ প্রভূত
৬০ স্ত্রিককুব্ধাম ৬১ পবিত্রং ৬২ মঙ্গলং
পরং ৬৩ ॥ ২০ ॥

অত্র শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যংচ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যত ইতি অগ্রাহ্যঃ। ৫৫। সর্ব্বেষুকালেষু ভবতীতি শাশ্বতঃ। শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতিশ্রুতেঃ। ৫৬। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ। বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ ইতি শ্রীব্যাসবচনাৎ সদানন্দাত্মকঃ কৃষ্ণঃ। কৃষ্ণো বর্ণশ্চমে যস্মাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণোহহমর্জ্জুন ইতি বা কৃষ্ণঃ। ৫৭। লোহিতে অক্ষিণীযস্য স লোহিতাক্ষঃ। সর্ব্বাবৃষভো লোহিতাক্ষ ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ৫৮। প্রলয়ে ভূতানি হিনস্তি ইতি প্রতর্দ্দনঃ। ৫৯। জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভির্গুণৈঃ সম্পন্নঃ প্রভূতঃ। ৬০। ঊর্দ্ধাধোমধ্যভেদেনতিসৃণাং ককুভামপিধামেতিত্রিককু-

ত্মান। ৬১। যেনপুনাতি যোবাপুনাতি ঋষির্দেবতাবা তৎপবিত্রং পুরঃ সংজ্ঞায়াং কর্ত্তরিচর্ষিদেবতয়োরিতিভগবৎ পাণিনিস্মরণাৎ ত্রচ্প্রত্যয়ঃ। ৬২। অশুভানিনিরাচষ্টেতনোতিশুভসন্ততিং। স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং ব্রহ্মতন্মঙ্গলং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ কল্যাণরূপত্বান্মঙ্গলং সর্ব্বভূতেভ্য উৎকর্ষাৎ পরং ব্রহ্ম। মঙ্গলং পরমিত্যেকং নামসবিশেষণং। ৬৩। ২০।

এই নবধানাম ভাষ্যে ভাষ্যকার স্বরূপ শক্তি বিহীন চিন্মাত্র বাদিগণের যাবদীয় স্বকপোল কল্পিত নিরীশ্বর কল্পনাকে খণ্ডন পূর্ব্বক স্বহৃদয়স্থ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনকে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন।

নমু। তাপস্যুক্ত ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি অতএব ঐ শক্তিবর্গকে প্রতিবেধ করত চিন্মাত্রকেই শুদ্ধত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

উত্তর। শঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায় এমত নহে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি তিনীই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাব এবং জীবশক্তি, আর ত্রিগুণ মায়া শক্তি হইতে অতিরিক্ত চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদে সূত্রং।

অধিকংতুভেদ নির্দ্দেশাৎ। ২২।

শঙ্করশারীরক মীমাংসাভাষ্যংচ। তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং শারীরা দধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃব্রূমঃ নতস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। নহিতস্যহিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য মস্তি অহিতং বাপরিহর্ত্তব্যং নিত্যমুক্তত্বাৎ। নচতস্যজ্ঞান প্রতিবন্ধঃ শক্তি প্রতি বন্ধো বা কুচিদপ্যস্তি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্ব শক্তিত্বাচ্চ। জীব বস্তুনেবং বিধঃ তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ নতুতং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ কুতএতৎ ভেদ নির্দ্দেশাৎ আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সতা সৌম্য তদাসম্পন্নোভবতি। ২২ ॥

দর্শিতভাষ্যে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত পরমশুদ্ধ অমূর্ত্তলীলা পুরুষোত্তম ভগবানকেই দর্শাইলেন। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ যে রূপমাত্রই প্রাকৃত অর্থাৎ ঈশ্বর সগুণ। এই অসৎ কল্পনাকে খণ্ডন করিলেন যৎ সর্ব্বজ্ঞমিতি যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ যে ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতিবন্ধ অর্থাৎ জীবের ন্যায় স্বরূপের আবরণে প্রাকৃত অহঙ্কারের যোগ ইহা কদাচ প্রপঞ্চ গোচর লীলা সময়েও নাই, এবং তদাপি শক্তি প্রতিবন্ধ অর্থাৎ সত্য কাম ইচ্ছা মাত্রে এই পৃথিবীতে থাকিয়া অতি দূরে যে মহাকালপুরবৈকুণ্ঠ অর্থাৎ মহাকালনগর গমনাগমন ইহার প্রতিবন্ধ নাই। সুতরাং অপহতপাপ্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্য স্বভাব শ্রীবসুদেবের পুত্র শারীরাদিতি। অতি সূক্ষ্ম চৈতন্য মাত্র জীব স্বরূপ অর্থাৎ চিন্মাত্রব্রহ্ম হইতেও অধিক সুতরাং তলবকার বৃত্তিতে মীমাংসিত চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র অদ্ভুত নামা স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম তদ্বয়মিতি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছেন, আমরা শুদ্ধ বৈদান্তি ঐ ব্রহ্মকেই জগতের স্রষ্ট্ কহিব সাংখ্যের মত কেবল প্রকৃতিই জগতের কারণ ইহা কদাচ মানিব না। কেননা মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরের কটাক্ষরূপ চিদাভাস ব্যতিরেকে প্রকৃতির নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রকৃতি স্বয়ং চেতনবতী হইয়া বিশ্ব রচনায় শক্য হইতে পারেন না যেহেতুক প্রকৃতি স্বভাবতঃ জড়া। যদি বল এই কার্য্যরূপ বিশ্ব বিচিত্র বিকার ইহার ভোক্তা জীব ইহা দৃষ্ট হইতেছে, তবে জীব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর কারণবাদ স্বীকার কর কি হেতু, আর ঐ ঈশ্বর এই বিচিত্র বিকারের কারণ অথচ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্য স্বভাব থাকেন বা কি হেতু'।

উত্তর। সর্ব্বশক্তি অর্থাৎ মহামায়ংচ তদ্ব্যক্তি এই মহামায়া নাম স্বাত্মভূতা পরাখ্যা প্রকৃষ্টা শক্তি অর্থাৎ পরমাচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর সুতরাং জীবভোগ্য স্থান বিচিত্র বিকার রচনা করিয়াও শুদ্ধ আছেন, যেমন চিন্তামণি দিনেং স্বর্ণভার প্রসব করেন তথাচ স্বয়ং অবিকৃত থাকেন সেই রূপ আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্র শক্তিরিতি। স্বামীচ। আত্মনাং জীবানাং ঈশ্বরঃ অচিন্ত্যাঃ সহস্রং অনন্তাঃ শক্তয়ো যস্যেতি। শ্রুতিশ্চ প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশ ইতি। প্রধান নাম জড়বস্তূপাদান শক্তি প্রকৃতি তদতিরিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব এই দুই শক্তির পতি কিন্তু গুণেশ অচিন্ত্যানন্ত কল্যাণ গুণের ঈশ্বর সুতরাং নিত্যশুদ্ধত্বাদিস্বভাব। ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ নিত্যশুদ্ধত্বাদি গুণ ঈশ্বরের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ অহৈতুকী ভক্তি করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবিলসিত পূর্ব্ব দর্শিত ত্রিপাদৈশ্বর্য্যময় ধামে গমন করেন।

ননু। প্রথম পত্রিকায় শঙ্করের ভাষ্যাভিপ্রায় কপিল পরাশর কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদি প্রকাশিত স্মৃতি শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতিরেকে বেদান্ত ব্যাখ্যা যদি শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং স্বকপোল কল্পিত প্রকাশ করেন, তথাচ ঐ স্মৃত্যবলম্বি পণ্ডিতের গ্রাহ্য হইবেক না। অথচ স্বয়ং সাংখ্য সূত্র কর্ত্তা কপিল তাঁহার কৃত স্মৃতিকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক খণ্ডন করেন, কি হেতু!

উত্তর। ঐ স্মৃতি বেদানুযায়ি নহে, যে হেতুক প্রকৃতির অন্তর্যামী শুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞচিৎশক্তিস্বরূপমাত্র পরং ব্রহ্ম নাম ঈশ্বরকে স্বীকার নাই। সুতরাং অবৈদিক।

ননু। তৃতীয়স্কন্ধে কপিল নাম ঈশ্বর তাঁহার কৃত স্মৃতি অবৈদিক হইল কেন?

উত্তর। তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতির পুত্র ভগবান্ কপিলদেব হইতে অন্য কপিল নিরীশ্বর প্রকৃতিমাত্র কারণবাদী জীব বিশেষ তৎকৃত সাংখ্য দর্শন খণ্ডনার্থ শঙ্করাচার্য্যরূপ শঙ্করাবতার।

ননু। দেবহূতির পুত্র ভগবান্ কপিল হইতে অন্য কপিল নাম নিরীশ্বর শঙ্করাচার্য্যপাদ ইহার, প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছেন।

উত্তর। তাহা দর্শাইতেছি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদারম্ভসূত্রং।

ওতৎসৎ। স্মৃত্যনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য স্মৃত্য নবকাশ দোষ প্রসঙ্গাৎ ॥

অত্রশ্রীশঙ্কর শারীরকে। কপিল প্রভৃতীনাং চার্ষং জ্ঞান মপ্রতিহতং স্মর্য্যতে শ্রুতিশ্চ ভবতি ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেদিতি। তস্মান্নৈষাং মতমযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুং তর্কাবষ্টম্ভেনচেতি॥ অগ্রেপি॥ যাতুশ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং দর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা নতয়া শ্রুতি বিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতি সামান্য মাত্রত্বাৎ অন্যস্যচপ্রাপ্তিরহিতস্য সাধকত্বাদিত্যাদি। ১।

এই ভাষ্যে ইতিহাস পুরাণাদিতে যে প্রকার বেদান্তার্থ আছে, তাহাই শঙ্করাচার্য্য পাদের গ্রহণীয়। নিরীশ্বর সাংখ্য সূত্র কর্ত্তা কপিলের মতকে অগ্রাহ্য লিখিলেন। কপিল প্রভৃতীনামিতি) দেবহূতি পুত্র কপিল এবং পরাসর কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদির বেদান্তার্থ জ্ঞান কদাচ প্রতিহত নহে স্মর্য্যতে ইতি শ্রীতৃতীয়ে শ্রীদেবহূতিং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং।

এষমানবিতেগর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈট ভার্দ্দনঃ। অবিদ্যা সংশয় গ্রন্থিং ছিত্ত্বাগাং বিচরিষ্যতি। ১৯। অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যঃ সুসংমতঃ। লোকে কপিলইত্যাখ্যাং গন্তাতে কীর্ত্তি বর্দ্ধনঃ। ২০।

অত্রসন্দর্ভঃ। অবিদ্যাদিক মন্যেষাং ছিত্বেতি জ্ঞেয়ং ভগবৎ প্রাদুর্ভাব স্থানস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ তত্রনসম্ভবতি উপদেশাদিকং তত্তু লোক হিতার্থং যথোর্দ্ধ্ববাদেরিতি বিবেচনীয়ং। ১৯।

অয়মিতি। অন্যস্তু বিশেষঃ কপিলঃ সাংখ্যদর্শনকর্ত্তা অসম্মতঃ বেদবিরুদ্ধানীশ্বরবাদাৎ। তথৈব পাদ্ম বচনং ভাষ্য কৃদ্ভিরুদ্ধৃতং। কপিলোবাসুদেবাখ্যঃ তত্ত্বং সাংখ্যং জগদহ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দর্ব্বেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈবচ। তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈ রুপ বৃংহিতং। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধংচ কপিলোহন্যো জগাদহ। সাংখ্যমাসুরয়েহন্যস্মৈ কুতর্ক পরিবৃংহিতমিতি। ২০।

(শ্রুতিশ্চ ভবতীতি) ঋষিং কপিলং দেবহূত্যা প্রসূত মিত্যাদির অর্থ ব্রহ্ম বাক্যে তৎ সন্দর্ভে প্রস্ফুট হইল। কপিলদ্বয় তত্রাপি বাসুদেব নাম কপিল, মাতাকে উপলক্ষ করিয়া সকল জীবের হিত, মাতৃগর্ভস্থ জীব বাক্য দ্বারা দর্শাইতেছেন।

শ্রীজীবউবাচ। তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্তনানা তনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দং। সোহহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যহসতোহনুরূপা। ১৩।

অত্রস্বামীচ। উপসন্নং জগদ্রক্ষিতুং স্বেচ্ছয়া গৃহীতা নানা মূর্ত্তের্ভগবতঃ শ্রীচরণারবিন্দং নিশ্চিতম কুতোভয়ং সোহহং শরণং ব্রজামি। ভুবিচলদি-

তি শ্রীকৃষ্ণাবতারাতি প্রায়েণ ঈদৃশী গর্ভবাস প্রকণা মম জগতঃ যোগ্যা গতির্দর্শিতা তস্য। ১৩।

এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন। তথা স্মৃতিষপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে। জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম নসৎ তৎ নাস দুচ্যতে। সর্ব্বতঃ পাণি পাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্ত্যা তিষ্ঠতীতি।

উদাহরণ সঙ্গতিশ্চ শ্রীদশমে বন্য ভোজন লীলায়াং। কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুবাজিমণ্ডলে রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ। সহোপ বিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহ কর্ণিকায়াঃ। ৭।

অত্রস্বামীচ॥ তদাতে বিরেজুঃ কৃষ্ণস্য বিশ্বক পরিতঃ পুরুরাজি মণ্ডলৈঃ বহুভিঃ পঙ্ক্তিক্রমণ্ডলৈঃ সহনৈরন্তর্য্যেনোপবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখানি আননানি যেষাংতে ফুল্লদৃশঃ বিকশিতনয়নাঃ। কমল কর্ণিকায়াঃ পত্রাণি যথেতি। ৭॥

নম্নু। বুঝিলাম শঙ্করাভিপ্রায় বাসুদেব নাম কপিল মতে পরব্রহ্ম নাম শ্রীনন্দনন্দন প্রকৃতি সম্বন্ধগন্ধশূন্য দর্শন কর্ত্তা কপিল কেবল প্রকৃতি মাত্র কারণবাদী। অতএব অবৈদিক কিন্তু পঞ্চদশীকার ঐ প্রকৃতির অন্তর্যামী অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতা তুরীয় রূপকেই প্রতিষেধ করিয়া নির্গুণ চৈতন্যমাত্রব্রহ্মকে স্থাপিত করিয়াছেন, ইহাঁকে অগ্রাহ্য কর কি হেতু।

উত্তর। ইহাও শঙ্করাভিপ্রেত নহে যেহেতু স্বরূপশক্তি বিহীন। শঙ্করাভিপ্রায় চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র পরব্রহ্ম পররূপ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতাকে প্রাত্যাখ্যান করত উৎপত্ত্যসম্ভাবাৎ সূত্রভাষ্যে

ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জন ইতি লিখিয়াছেন, সুতরাং স্বরূপশক্তি স্বীকার না করিলেই তাঁহাকে নিরীশ্বর সাংখ্যের ন্যায় মানিতে হয়।

নমু। ঐশ্বর্য্যগণ নিরুপাধি ইহা শঙ্করাচার্য্যপাদ কোথায় লিখিয়াছেন।

উত্তর। সহস্রনামে। সম্ভবো ৩১ ভাবনো ৩২ ভর্ত্তা ৩৩। প্রভবঃ ৩৪ প্রভুঃ ৩৫ ঈশ্বর ৩৬। ১৭।

শ্রীশঙ্করকৃতভাষ্যশ্চ। স্বেচ্ছয়া সমীচীনং ভবনং যস্যাস সম্ভবঃধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবানি যুগে যুগে ইতি ভগবদ্বচনাৎ। ৩১। সর্ব্বেষাং ভোক্তৃণাং ফলানি ভাবয়তীতি ভাবনঃ সর্ব্বফলদাতৃত্বং ফলমত উপপত্তে রিত্যত্র প্রতিপাদিতং। ৩২। প্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠান ত্বেন ভরনাৎ ভর্ত্তা। ৩৩। প্রকর্ষেণ মহা ভূতানি অস্মাদ্ভবন্তি জায়ন্তে ইতি প্রভবঃ প্রকৃষ্টোহস্য ভবো জন্মেতি বাপ্রভবঃ। ৩৪। সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু সামর্থ্যাতি শয়াৎ প্রভুঃ। ৩৫। নিরুপাধিকমৈশ্বর্য্যং যস্যাস্তি সঈশ্বরঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতেঃ। ৩৬। ১৭

অত্রৈবাগ্রেহপি। ভগবান। ৫৫৮। ভগহা ৫৫৯। আনন্দী। ৫৬০। বনমালী। ৫৬১। হলায়ুধঃ। ৫৬২॥

ভাষ্যংচ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা। স যস্যাস্তি স ভগবান্। উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যা মবিদ্যাংচ সবাচ্যো ভগবানিতি বিষ্ণু পুরাণে। ৫৮। ঐশ্বর্য্যাদিকং সংহার কালে হন্তীতি ভগহা। ৫৫৯। সুখরূপত্বাদানন্দী সর্ব্বাভিঃ সম্পত্তিভিঃ সমৃদ্ধত্বা দানন্দীবা। ৫৬০।

এই প্রকরণে শঙ্করপাদ নিরীশ্বর সংন্যাসিগণের অবৈদিক স্বকপোল কল্পিত যাবদীয় অসৎ সিদ্ধান্ত, ঈশ্বর সোপাধি আর নিরুপাধি চৈতন্য মাত্র ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্য বিহীন চিন্মাত্র ব্রহ্ম, ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত এই প্রকার অবৈ-

দিকবাদগণের নিরস্ত করিলেন ঈশ্বর নাম ভাষ্যে নিরুপাধিক মৈশ্বর্য্যং যস্যেতি লিখন দ্বারা। আর ভগহা নামের ভাষ্য দৃষ্টে স্বরূপ ঐশ্বর্য্যের নাশ স্বীকাররূপ ভ্রান্তি ইহাও প্রমাণিত করিলেন। যে হেতুক ভগহা নামের অব্যবহিত নাম আনন্দী তদ্ভাষ্যে পুর্ব্বোক্ত ভগবান্ ইতি নাম ভাষ্যে যে ঐশ্বর্য্যগণ লিখিত হইয়াছে প্রলয় কালে ঐ সুখরূপ ঐশ্বর্য্যের নাশ নাই ইহাও প্রস্ফুট করিলেন আনন্দী নাম ভাষ্যে সুখরূপত্বাদানন্দী ইহাতে আনন্দাদয় প্রধানস্যেতি সূত্রভাষ্যে ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন পরাসু শ্রুতিষপি আনন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্ব মিত্যেবং জাতীয়কা ব্রহ্মণোধর্ম্মাঃ কৃচিৎ কেচিৎ প্রযুক্তে ইত্যাদি। সুতরাং আনন্দময়োভ্যাসাদিতি সূত্রসঙ্গত শ্রীতাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ রূপায়েত্যাদিকে স্বীকার করিয়া ভগবানের ধর্ম্মগণ স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্য ইহাও কদাচ অন্যথা হইতে পারে না অতএব লিখিলেন সর্ব্বাভিঃ সমৃদ্ধিভিঃ সমৃদ্ধত্বা দানন্দীবা ইতি। হে বেদান্ত শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত পাঠকগণ তোমরা এই পত্রিকাকে পত্রিকা জ্ঞানে অনাদর পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিবা এই প্রকরণে পঞ্চদশ্যাদি নিরীশ্বর গ্রন্থগণের পঞ্চত্ব হইল। অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত শরীরবৎ অস্পৃষ্ট হইল যদ্যপি অজ্ঞানে শব স্পর্শ হয় অথবা তদ্দাহকরণার্থ স্পর্শ দোষ প্রক্ষালনার্থ শ্রীগঙ্গাস্নানে সুশুদ্ধি। সেই মত দর্শিত লক্ষণ সর্ব্বজ্ঞপাদ ভগবৎ শঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্য গত গঙ্গাসাগর সদৃশ সুসিদ্ধান্ত দর্শনে মায়াবাদিসংন্যাসিগণের মায়াবাদরূপ মহা সব গ্রহণ হেতুক মহাপাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম শুদ্ধিত্ব প্রাপ্ত হইবা। এবং প্রকার সর্ব্বজ্ঞপাদভগবদ্ভাষ্যকারের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থকার সংন্যাসিগণ,

নিরঞ্জনাখ্য ভগবান্‌কে মায়াগুণময়বিগ্রহ কহিয়া নিরীশ্বর মত স্থাপন করেন।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্য মধ্যে কেবল প্রকৃত্যধিষ্ঠা পরমাত্মাখ্য তুরীয় মূর্ত্তির প্রতিষেধ আছে, আহচ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণ রূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম এই ভাষ্য দৃষ্টি করত আর বদন্তিতৎ তত্ত্ববিদো তত্ত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে এই স্মৃতি বচনে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব চৈতন্যমাত্র ব্রহ্ম এবং বাহ্বনাম ঋষির অবচনে আর অপ্রমেয় নামভাষ্য প্রমাণে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য দৃষ্টি করিয়া পরমাত্মবিগ্রহ আর তাপন্যুক্ত ভগবদ্বিগ্রহকেও সোপাধিত্ব মানিয়া চৈতন্যমাত্রকেই স্থাপিত করিয়াছেন।

উত্তর। তবে শঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যে স্বীকার আছে, চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র ভগবান্‌ ইনি চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রীহরি বংশ শ্রীভাগবতে মহাকালপুর গমন লীলায় প্রমাণিত হইয়াছে।

সত্যবটে। কিন্তু শঙ্করভাষ্যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নিরবয়ব চৈতন্যমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠত্ব ইহা সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হইতেছে না অতএব পঞ্চদশীকার লিখিয়াছেন, সচ্চিদানন্দ রূপস্য শাস্ত্রাস্তানেপ্যনুল্লিখন্নিতি।

উত্তর। অবৈদিক ঈশ্বর কারণবাদ প্রতিষেধ প্রকরণ দ্বিতীয়াধ্যায়তৎ সমাপ্তি সূত্র উৎপত্ত্য সম্ভবাদিতি সূত্রভাষ্যে তুরীয় মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে প্রকৃত্যাধিষ্ঠতা তুরীয় মূর্ত্তির প্রত্যাখ্যান করত স্থাপিত করিতেছেন, ভগবানে বৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জন ইহাতে কি সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উল্লেখ হইল না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশোষস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

৭ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৯। সন ১২৬৪। ১ খণ্ড।

ননু। তলবকার বৃত্তিস্থ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র শব্দে ঐ নিরঞ্জন শব্দের ঐক্য ঘটে ভগশব্দবাচ্য ষড়ৈশ্বর্য্য তদ্বিশিষ্ট ভগবান্ ইহাকে নিরঞ্জন কহিব কি প্রকারে।

উত্তর। নিরঞ্জনশব্দে নিরুপাধি শুদ্ধ স্বরূপ মাত্রকেই বুঝায় ইহা সত্যবটে কিন্তু ভাষ্যকারের অভিপ্রায় কেবল চৈতন্যমাত্রই শাস্ত্র তাৎপর্য্য এমত নহে, কেননা জীব স্বরূপ চৈতন্যমাত্র, চিচ্ছক্তি বিহীন ব্রহ্মও চৈতন্যমাত্র অতএব এই চৈতন্যমাত্র ব্রহ্মের আশ্রয় স্বাত্মভূত ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট ভগবান্ ইহাই বুঝাইতে চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রব্যবস্থা লিখিয়াছেন।

নম্বু। চিচ্ছক্তি শব্দে চিদ্বিভূতি ইহা মান্য বটে কিন্তু ঐশ্বর্য্য কেও বিভূতি কহিয়াছেন। সুতরাং চিচ্ছক্তি শব্দে চিদৈশ্বর্য্য গণ ইহা হইলে ঈশ্বরো নিরুপাধি হন কিন্তু পঞ্চদশীকার চিচ্ছক্তিকে স্বীকার না করিয়া স্বরূপমাত্র স্থাপন করিয়াছেন।

সত্য, ইহাতেই পঞ্চদশ্যাদি সংন্যাসিগণ শ্রীশঙ্কর বিমুখ অতএব দিবান্ধ। কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বীকার না করিয়া যাঁহারা স্বরূপমাত্র অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র ব্রহ্ম স্থাপন করেন, সেই ব্রহ্ম ও পরিপূর্ণ নহেন এই হেতু তলবকার বৃত্তিতেশঙ্করপাদ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রকেই পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণ ব্রহ্ম কহিয়াছেন।

এই সূত্রভাষ্যে স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যই নির্গুণ শব্দ বাচ্য যে হেতু বিচিত্র বিকার কারণ শক্তি হইতে অতিরিক্ত স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য ইহা অদ্ভুত নাম ভাষ্যে দর্শহিয়াছি। এবং শ্রীগীতাভাষ্যে অপরা নিকৃষ্টা শুদ্ধানর্থকরী সংসারবন্ধ বন্ধনাত্মিকেয়ং এই প্রকৃতি ব্যাকৃতনামরূপত্ব ধর্ম্মাত্মিকা অতএব ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, ইতোপ্যন্যা যথোক্তায়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধীতি ত্রই প্রকৃতি স্বরূপশক্তি ইহার ব্যাপার কার্য্য অব্যাকৃতনামরূপত্ব ধর্ম্মাত্মক। অতএব এই স্বরূপভূতধর্ম্মের সহিত নির্গুণশ্রীহরিঃ। হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। সসর্ব্বদৃক্ উপদ্রষ্টাতং ভজন্নির্গুণো-ভবেদিতি।

শ্রীদশমাৎ। গুণৈঃ স্বরূপভূতৈশ্চ গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ। নবিষ্ণোর্নাপি মুক্তানাং ক্বাপিভিন্ন গুণোমত ইতি পুরাণাৎ।

সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে স্বরূপশক্তি দর্শনাভাবে দিবান্ধ। অতএব পঞ্চদশীকারপ্রভৃতির চিন্মাত্রবাদ আর বিরাড়ন্তর্গত

আধিকারিক দেবগণের নামরূপত্বধর্ম্মের উপাসকগণ বিপর্য্যাস্ মতিত্বাৎ কর্ম্মজড় ইহারাই ব্রহ্মে অর্থাৎ উপাস্যে নানা দেখে।

ইহাদিগের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। অতএব বাস্কলি নাম মুনি পুত্রের প্রশ্নে বাহ্ব নাম ঋষি অবচন হন ইহার কারণ অব্যাকৃত-নামরূপত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট অদ্ভুত নামা স্বয়ং ভগবান্ ইহাকেই অতুল নাম প্রয়োগ করিয়া স্পষ্ট কহিলেও ত্বং নবিজানাসীতি দেখ পঞ্চদশীকারি প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ ভগবৎ শঙ্করাচার্য্যপাদের অভিপ্রায় না বুঝিয়া দিবান্ধ হইয়াছেন। তাহাদিগের কৃত গ্রন্থগণোদিত নিরীশ্বরবাদ দর্শন করিয়া কলিকালজ জীবগণ বেদোক্ত স্বরূপশক্তি মদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোব্রাহ্মণ দ্রোহি অবৈদিক মতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ পান ভোজনাদি কুবিষয় ভোগে নিমগ্ন হইয়াছে, স্বরূপশক্তি আর স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্যান্বিত অদ্ভুতাখ্য ভগবানের অদ্ভুত নামরূপত্ব ধর্ম্মের প্রসঙ্গও শ্রবণ কিম্বা মনে গ্রহণ ও করে না অর্থাৎ ব্যাকৃতনামরূপত্বধর্ম্ম হইতে অব্যাকৃতনামরূপত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বেদান্তের অভিপ্রায় অতুলনামা ভগবান্ ভগবৎ শঙ্করপাদের হৃদি বিরাজমান আছেন। যথা সহস্রনাম।

অতুলঃ ৩৫৫॥

ভাষ্যংচ। তুলোপমানং নবিদ্যতে অস্যেতি অতুলঃ। নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্যনাম মহৎযশঃ ইতি শ্রুতেঃ। নত্বৎ সমোহস্ত্যধিকঃকুতোহন্য ইতি স্মৃতেশ্চ। ৩৫৫।

এই ভাষ্যে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিগণের অভিপ্রায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ ব্যক্ত করিলেন এবং নির্ভেদ

বাদিগণের যাবদীয় কুসিদ্ধান্তগণ আছে, তাহাও প্রণাশ করিলেন নতস্যেত্যাদি শ্রুতি দর্শাইয়া অর্থাৎ যাঁহার উপমা নাই তাঁহার নাম মহদ্যশ অর্থাৎ পূতনাদি মহা রাক্ষসী প্রভৃতি স্বমারণোদ্যুক্ত দিগকে যোগি দুর্লভ মুক্তি প্রদান প্রভৃতি মহদ্যশ অতুল নাম ভগবানকেই নিরূপণ করিলেন। নত্বদিতি স্মৃতি বচনে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ দর্শাইয়া ঐ শ্রুত্যর্থ দৃঢ় করিলেন, এবং শ্বেতাশ্বতরোপি নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চেত্যাদি এবং অদ্ভুতনামভাষ্যোক্ত স্বরূপশক্তির ব্যাপার অদ্ভুতাখ্যে নিত্যসিদ্ধ প্রেমভক্তি অর্থাৎ শ্রীযশোদাদি গোপীগণের বাৎসল্য প্রেম পরং শ্রীদামাদির নিত্যসিদ্ধসখ্যপ্রেম। এবং অদ্ভুতাখ্যা স্বরূপশক্তিবৃত্তিভেদগণের সারভূতা শ্রীরাধাদিগোপীগণের অত্যদ্ভুত প্রেমভক্তি তৎকার্য্যগণ পূর্ব্বরাগাদিরাসান্তলীলাগণ এই সকল অব্যাকৃতনামরূপত্বধর্ম্মান্তর অর্থাৎ স্বরূপশক্তিব্যাপার কার্য্যগণ কেবলানন্দময় অতএব সূত্রং আনন্দময়োঽভ্যাসা· দিত্যাদি আরম্ভ করিয়া অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিতি সূত্র পর্য্যন্ত ঐ অদ্ভুতাখ্য স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যান্বিত মায়াময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে বিচার পূর্ব্বক স্থাপিত করিয়াছেন। অগ্রে দর্শাইব।

নন্ন। কঠোপনিষদি ষষ্ঠীবল্ল্যাং। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব মুদয়াস্তময়ৌচযৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বাধীরো নশো- চতি॥ ৬॥ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং। সত্ত্বা দধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং॥ ৭॥ অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৮॥ নসংদৃশেতিষ্ঠতিরূপমস্য নচক্ষুষা পশ্যতিকশ্চ

মৈনবং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

অত্র শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ। ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন পৃথক্ উৎপদ্যমানানাং কেবল চিন্মাত্রাত্ম স্বরূপাৎ বিভক্তাৎ পৃথক্ ভাবং স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং তথা তেষাং ইন্দ্রিয়াণাং উদয়াস্তময়ৌচ উৎপত্তি প্রলয়ৌচ যৎ তমত্বাবিবেকতঃ ধীরঃ ধীমান্ ন শোচতি॥ ৬॥ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বং বুদ্ধিঃ উত্তমং। সত্ত্বাৎ অধিমহান্ আত্মামহতঃ অব্যক্তং উত্তমং॥ ৭॥ অব্যক্তাৎতুপরঃ পুরুষঃ ব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্যকারণত্বাৎ অলিঙ্গঃ লিঙ্গ্যতেগম্যতে যেন তল্লিঙ্গং তদবিদ্যমানমস্যেতি এবচ। যজ্জ্ঞাত্বা আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চমুচ্যতেজন্তুঃ জীবন্নেব পতিতেপিশরীরে অমৃতত্বং গচ্ছতি॥ ৮॥ কথং তর্হিতস্যদর্শনমুপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। নসংদৃশেদর্শনবিষয়ে তিষ্ঠতি অস্য প্রত্যগাত্মনোরূপং অতঃ নচক্ষুষাপশ্যতি কশ্চন কশ্চিদপি এনং প্রকৃতমাত্মানং। কথং তর্হিতংপশ্যেদিত্যুচ্যতে। হৃদাহৃৎস্থয়া মনসঃ সংকল্পাদিরূপস্য ঈষ্টেনিয়ন্তৃত্বেনেতি মনিট্ তয়াবিকল্পবর্জ্জিতয়া মনসা মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন অভিক্লিপ্তঃ অভিসমর্থিতোঽভি প্রকাশিত ইত্যেতৎ। আত্মাজ্ঞাতুং শক্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং এতৎ যে বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি॥ ৯॥

নন্থ। এই প্রকরণে কেবল শুদ্ধ চিন্মাত্রকেই স্থাপিত করিলেন আর ইহা হইতে পৃথক অর্থাৎ বিলক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ প্রতিষেধার্থ ইন্দ্রিয়শূন্য চিন্মাত্র আত্মাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই মরণশূন্য হন। এই প্রকরণে স্বরূপ শক্তির প্রসঙ্গও নাই। ইহাই দৃষ্টি করিয়া পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ভগবানকেও সোপাধি মানিয়াছেন।

উত্তর। এই প্রকরণের পূর্ব্ববল্লী সমাপ্তি মন্ত্র যথা।

নতত্র সূর্য্যোভাতি নচন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তিকুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বি

ভাতি। ১৫। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বেতদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥ ১॥

অত্র শাঙ্করীবৃত্তিশ্চ। তত্রোত্তরং। ইদং ভাতিচ বিভাতিচেতি। কথং ন তত্র তস্মিন স্বাত্মভূতে ব্রহ্মনিসর্ব্বাবভাসকোপিসূর্য্যোভাতি তদ্ব্রহ্ম নপ্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা নচন্দ্রতারকং ন ইমাঃ বিদ্যুতোভান্তি কুতঃ অয়ং অস্মদ্দৃষ্টিগোচরঃঃঅগ্নিঃ। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদিভাতি তৎ তং এব পরমেশ্বরং ভান্তং দীপ্যমানং অনুভাতি অনুদীপ্যতে সর্ব্বং তস্যএব ভাসা সর্ব্বং ইদং সূর্য্যাদি বিভাতি। যতএবং অতস্তদ্ব্রহ্ম ভাতিচ বিভাতিচ ॥ ১৫ ॥

অয়ং সংসার বৃক্ষঃ ঊর্দ্ধমূলঃ ঊর্দ্ধং মূলং যৎতদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং যস্যেতি সঃ। জনন মরণ শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণ মন্যথা স্বভাবঃ এষ সংসারবৃক্ষঃ অশ্বত্থঃ অশ্বত্থবৎ স্বর্গনরকতির্য্যগাদিভিঃ শাখাভিঃ অবাক্শাখঃ অবাঞ্চ্যঃ শাখাঃ যস্যসঃ সনাতনঃ চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলংতৎএব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তৎব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ তৎএব অমৃতং অবিনাশস্বভাবং উচ্যতে কথ্যতে·সত্যত্বাৎ তস্মিন্ পরমার্থসত্যেলোকাঃ সর্ব্বেসমস্তাঃ তৎব্রহ্ম ন অত্যেতি নাতিবর্ত্ততে উকশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ তৎপ্রকৃতং ব্রহ্ম এতদ্বৈএতদেব ॥ ১ ॥

এই কঠমন্ত্রে মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণকৃত যাবদীয় স্বকপোল কল্পিত অসৎকল্পনা ঈশ্বর সোপাধি তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম নিরুপাধি চিন্মাত্র স্থাপন ইহা বেদান্ত শাস্ত্র সিদ্ধ নহে।

ননু। পূর্ব্বদর্শিত ষষ্ঠমন্ত্রবৃত্তিতে কেবল চিন্মাত্র স্বরূপাদিত্যাদির কি গতি হইবেক।

উত্তর। ঐ মন্ত্রে সংসারি জীবের স্বরূপ চিন্মাত্র ইহাহইতে পৃথক্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ ইহাদিগের উৎপত্তি প্রলয় আছে, চিন্মাত্রস্বরূপ জীবগণের উৎপত্তি প্রলয় নাই ইহাই মাত্র ভগবৎ শঙ্কর পাদের অভিপ্রায় কিন্তু ঐ চিন্মাত্রস্বরূপ জীব,

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তি, ইহা শ্রীগীতা ভাষ্যে ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্যক্ত দর্শাইয়াছি। ৭ সপ্তম ৮ অষ্টম ৯ নবম এই মন্ত্রত্রয়ে স্বরূপশক্তি মদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ অতুল নাম ভগবানকেই লক্ষ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আমি দর্শাই-য়াছি যে মন্ত্রদ্বয় প্রথম মন্ত্র ১৫ পঞ্চদশাঙ্ক।

তত্র শাঙ্করীবৃত্তিতে। তং এবং পরমেশ্বরং ভান্তং দীপ্যমানং অনুভাতি অনুদীপ্যতে সর্ব্বমিত্যাদিতে।

ঐ স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ ভগবান্‌কেই পরমেশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন। যে হেতু ঈশ্বর নাম ভাষ্যে নিরুপাধিক মৈশ্বর্য্য মস্যেতি সঈশ্বরঃ। এষসর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতেঃ। ঐ নিরুপাধিক ঐশ্বর্য্যগণ স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য।

নন্থু। এক পরমেশ্বর আছেন ইহা সকলের মান্য আছে কিন্তু তিনি অনির্দ্দেশ্য। অতএব বাস্কলির প্রশ্নে বাহ্ব নাম ঋষি অবচন হন ইহাতে অপ্রমেয় মাত্র বুঝান।

উত্তর। কঠোক্ত ষষ্ঠমন্ত্রবৃত্তিতে ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপ প্রকৃতির গুণকার্য্য অর্থাৎ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত সংজ্ঞ ইহা হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ এই ইন্দ্রিয়গণ হইতেও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দেবতাগণ ইহাঁরা জীবের উপাধি অর্থাৎ মলীনসত্তা, ইহা হইতে পৃথক্ জীবস্বরূপ শুদ্ধ চিন্মাত্র, এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ্য হয় অর্থাৎ দর্শিত ত্রিগুণ কার্য্যরূপ ভূতে-ন্দ্রিয় দেবতাগণ জড়বস্তু ইহার অধিষ্ঠাতা জীব চৈতন্য ইনি ঐ জড় বস্তুকে চেতন স্বভাব প্রাপ্ত করাইয়া স্বয়ং সংসার ভোগ করিতেছেন, যেমন অগ্নি লোহাকে জরণ করিয়া ঐ লৌহকে অগ্নিস্বভাব প্রাপ্ত করান্ ঐ লৌহ ও অগ্নি, অন্য তৃণাদিকে দাহ

করেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছেন, এই দুয়ের আশ্রয় পরমেশ্বর চিদ্ঘন বিগ্রহ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিস্বরূপ মাত্র সুতরাং পূর্ব্ব দর্শিত দুই শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি গুণকার্য্য আর ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি ইহারাই জগতে অতএব নির্দ্দেশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্দ্দেশার্হ। ইহা হইতে অতিরিক্ত স্বরূপ শক্তি ব্যাপারকার্য্যগণ বিশিষ্ট অদ্ভূত নামা অতুলাখ্য পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য অর্থাৎ অনায়ত্ত কিন্তু হৃষীকেশ, হৃষীক শব্দে ঐ ইন্দ্রিয়গণ তদধিষ্ঠাতা চিন্মাত্র জীব স্বরূপ ইহাদিগের ঈশ্বর সুতরাং অনির্দ্দেশ্য। ঐ চিচ্ছক্তিস্বরূপ মাত্র মহদ্বশঃ কিন্তু বিকারাবর্ত্তি আছেন অদ্ভুত নামা পরমেশ্বর বাহ্ব ঋষি ইহাই বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন, [ত্বন্ত ন বিজানাসীতি।] পঞ্চদশাঙ্ক মন্ত্র বৃত্তিতে [তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বমিতি] শ্রুতিপদার্থে উপলক্ষিত পরমেশ্বর ৬ ষষ্ঠবল্লীর ১ সংখ্যা মন্ত্রবৃত্তিতে স্পষ্ট করিলেন। (অয়ং সংসারবৃক্ষ) ইত্যাদি বৃত্তিতে ঐ সংসারবৃক্ষঃ চিরপ্রবৃত্তঃ ইহাতে মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণের জীবনভূত বিবর্ত্তবাদ তদন্তর্গত সংসারবৃক্ষ অলীক অর্থাৎ ইন্দ্রজালোপম মিথ্যাভূত এই প্রকার যাবদীয় অবৈদিকবাদ মায়াবাদিসন্ন্যাসিগণোদিত গ্রন্থগণে কল্পনা আছে সেই সকলকে প্রণাশ করিলেন সর্ব্বজ্ঞ পাদ ভাষ্যকার। কেননা সংসারবৃক্ষকেও সনাতনপদ ব্যাখ্যায় চিরপ্রবৃত্ত লিখিলেন। আর শ্রীবিষ্ণুর চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র প্রকৃষ্ট স্থানকেই মূলাশ্রয়রূপ কহিয়া ঐ প্রকৃষ্ট স্থানকে অতি শুদ্ধ ব্রহ্ম ইহাই নির্দ্দেশ করিলেন।

ননু। সত্য কিন্তু ঐ বিষ্ণু স্থানের আশ্রিত সংসারবৃক্ষের মূল অর্থাৎ বীজভূত অব্যক্তাখ্যমূর্ত্তি ইনি গীতা ভাষ্যে বিষযুক্ত

অন্নের ন্যায় সুতরাং অবিদ্যাখ্যা মায়াযুক্ত অতএব অশুদ্ধ-

উত্তর। সত্য বটে। কিন্তু ঐ অব্যক্তাখ্যের সমাশ্রয় রূপ পরমাত্মা ইহাঁ হইতেও অতিরিক্ত ঐ বিষ্ণুলোক পরমশুদ্ধ ইহাও সর্ব্বজ্ঞপাদ লিখিয়াছেন, যথা। [সংসারবৃক্ষস্যমূলং তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তদ্ব্রহ্মসর্ব্বমহত্তমত্বাৎ তৎএব অমৃতং অবিনাশ স্বভাবং কথ্যতে সত্যত্বাদিত্যাদি।] ইহাতে পূর্ব্বমন্ত্র বৃত্তিতে যিনি পরমেশ্বর পরমার্থ সত্যবস্তু তিনিই বিষ্ণু ঐ বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট স্থান তদ্ধাম তিনিই সর্ব্ব হইতে মহৎ অথচ শুদ্ধ পর-ব্রহ্ম নাম সুতরাং সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমিতি অতএব তলবকার বৃত্তিতে চিচ্ছক্তিস্বরূপ মাত্র ইহাতেই ঐ বিষ্ণুলোক 'একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি' এক সচ্চিদানন্দ রস মাত্র অচিন্ত্যশক্তিযোগ হেতুক সেই লোকে পার্ষদগণ সহিত এক চিদ্ঘনবিগ্রহ বিষ্ণু পরমেশ্বর। ইহাতে নির্ভেদেপিভেদপ্রতীতঃ অপরিচ্ছিন্নোপি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানঃ। নির্গুণোপি চিদ্গুণশালী অচরোপি সর্ব্বগঃসর্ব্বগোপি সামান্যগ্রামবৎ প্রতীয়মান। বিকারাবর্ত্তীঅথচ বিকার সম্বন্ধ গন্ধশূন্য আনন্দ ময়োপি সহর্ষ মহর্ষ মিতি।

নন্নু।. উক্ত লক্ষণ বিষ্ণু পরমেশ্বর ইহার ধাম পরম শুদ্ধ পরব্রহ্ম নাম ইহা শঙ্করকৃত ভাষ্যে প্রাপ্ত হওয়া গেল পঞ্চদশী-কার প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ ইহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সুতরাং দিবান্ধ। কিন্তু দেবকীর গর্ভজ কৃষ্ণ তাঁহার ধাম ও পরিকর যদু-গণ মরণ শূন্য, ইহা কোথায় আছে?।

উত্তর। পঞ্চমবল্লীর শেষ মন্ত্র ১৫ পঞ্চদশাঙ্ক তত্র পরমেশ্বর এক আর আধিকারিক সূর্য্যাদি দেবগণ ঐ পরমেশ্বরের নিত্য

ভাসমানতার অনুভাসমান আছেন, অতএব বিশ্বগত আধিকারিক সূর্য্যাদি দেবগণ জীবসংজ্ঞ। পরমেশ্বরং শ্রীবিষ্ণুনাম সর্ব্বগতত্বাৎ বিকারাবর্ত্ত্যপি নিত্যমুক্তং পারমেশ্বর রূপ মিতিভাষ্যং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়াদিতে দর্শাইয়াছি, উর্দ্ধমূলমবাক্‌শাখ ইত্যাদিমন্ত্র ভাষ্যে তদেবামৃত পদ ব্যাখ্যানে অবিনাশ স্বভাব মিতি লিখিতং। দর্শিত মন্ত্রদ্বয়ার্থানুরূপ সূত্রদ্বয় আছে। তৎসূত্র দ্বয়ের উপপত্তি ভাষ্যে শ্রীভগবদ্গীতা পদ্যদ্বয় উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে অতুলনাম ঐ বসুদেব পুত্রকেই বুঝাইয়াছেন, অতএব সেই সূত্রদ্বয়ের সহিত তদ্ভাষ্যও দর্শাইতেছি।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রং।

অনুকৃতেস্তস্যচ ॥ ২২ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যঃ। নতত্র সূর্য্যোভাতি নচন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি সমামনন্তি তত্র যংভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি সকিংতেজোধাতুঃ কশ্চিৎ আহোস্বিৎ প্রাজ্ঞঃ আত্মেতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুরিতিতাবৎপ্রাপ্তং কুতঃ তেজোধাতুনামেবসূর্য্যাদীনাং ভানপ্রতিষেধাৎ। তেজঃ স্বভাবকং হিচন্দ্র তারাদি তেজঃ স্বভাবকএব সূর্য্যভাসমানে হহনি নভাসত ইতি প্রসিদ্ধং তথা সহসূর্য্যেণ সর্ব্বমিদং চন্দ্রতারাদি যস্মিন্‌ ভাসতে সোপিতেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে। অনুভানমপি তেজঃ স্বভাবক এবোপপদ্যতে সমান স্বভাবেন অনুকারদর্শনাৎগচ্ছন্ত মনুগচ্ছন্তীতিবৎ। তস্মাত্তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তেব্রূমঃ। প্রাজ্ঞএবায়মাত্মাভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ অনুকৃতেঃ অনুকরণমনুকৃতেঃ যৎ তদেতৎ তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বমিত্যনুভানং তৎপ্রাজ্ঞ পরিগ্রহেঽবকল্পতে। ভারূপঃ সত্যসংকল্পঃ ইতি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি। নতু তেজোধাতুং কঞ্চিৎ সূর্য্যাদয়োঽনুভান্তি ইতি প্রসিদ্ধং সমত্বাচ্চতেজোধাতূনাং সূর্য্যাদীনাং নতেজোধাতুমন্যং প্রত্য-

প্রেক্ষাস্তি যং ভান্তমনুভায়ুঃ। নহি প্রদীপঃ প্রদীপান্তরমনুভাতি। যদপ্যুক্তং সমান স্বভাবকেষ্বনুকারোদৃশ্যতে নায়মেকান্তোনিয়মোহস্তি ভিন্নস্বভাকেষ্বপিহ্যনুকারোদৃশ্যতে যথা সুতপ্তোহয়ঃ পিণ্ডোহগ্ন্যনুকৃতিরগ্নিং দহন্তমনুদহতি ভৌমংবারজঃ বায়ুং বহন্তমনুবহতি ইতি অনুকৃতেরিত্যনুভানমসূসূচৎ। তস্যচেতি চতুর্থ পাদস্য শ্লোকস্য সূচয়তি। তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতিচ তদ্ধেতুকং ভানংসূর্য্যাদেরুচ্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানংগময়তি। তদ্দেবাজ্যোতিষাং জ্যোতি রায়ুর্হোপাসতেহমৃতমিতি প্রাজ্ঞাত্মানমানমন্তি। তেজোহন্তরেণ সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধংচ তেজোহন্তরেণ তেজোহন্তরস্য প্রতিঘাতাৎ॥

অথবা নসূর্য্যাদীনামেব শ্লোক পঠিতানাং ইদং তদ্ধেতুকং বিভানমিত্যুচ্যতে কিন্তুর্হি সর্ব্বমিদমিত্যাহ বিশেষ শ্রুতেঃ সর্ব্বস্যৈবাস্য নাম রূপ ক্রিয়া কারক ফলজাতস্য যাভি ব্যক্তিঃ সাচ ব্রহ্ম জ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা যথা সূর্য্য জ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভি ব্যক্তিস্তদ্বৎ। নতত্র সূর্য্যোভাতীতিচ তত্র শব্দমাহরন্ প্রকৃত গ্রহণং দর্শয়তি। প্রকৃতংচ ব্রহ্ম যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবীচান্তরীক্ষমোতমিত্যাদিনা। অনন্তরং চ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাংজ্যোতি স্তদ্যদাত্মবিদো বিদুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং নতত্রসূর্য্যোভাতীতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধ স্তেজোধাতাবেবান্যস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাং তত্রানুভানং সএব তেজোধাতুরন্যোনসম্ভবতীত্যুপপাদিতং। ব্রহ্মণ্যপিচৈষাং ভানপ্রতিষেধোহবকল্পতে যত্তোযদ্রূপলভ্যতে তৎসর্ব্বং ব্রহ্মনৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে ব্রহ্মতুনান্যেনজ্যোতিষোপলভ্যতে। আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহ্যোনহিগৃহ্যতে ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ২২॥

অপিচস্মর্য্যতে॥ ২৩॥

ভাষ্যঞ্চ। অপিচেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু। নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যোন শশাঙ্কোনপাবকঃ। যদ্গত্বাননিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মমেতি। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেখিলং। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমামক মিতি॥ ২৩॥

এই প্রকরণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ স্বকীয় হার্দ্দ শ্রীহরিকে প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু তাপন্যাত্যুক্ত লীলা পুরুষোত্তম-কেই পরব্রহ্ম পরমাত্মরূপে স্থাপিত করিয়াছেন। ন তত্র সূর্য্যো-ভাতি এই শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মমোহন প্রকরণ ব্রহ্মস্তুতি পর্য্যন্ত ইহা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যে কিছু বস্তু প্রকাশমান আছেন, এবং থাকিবেন সেই সকল নিত্যানিত্য বস্তুগণ শ্রীকৃষ্ণের ভাসমানতার অনুগত সুতরাং স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বিচার পূর্ব্বক স্থাপিত করিতেছেন। ঐ শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া লি-খিত করিয়াছে ঐ পরমেশ্বর তেজোধাতু বিশেষ সেই স্বকপোল কল্পিত অসদ্বাদকে পীঠ ভাষ্যে লিখিত করিয়া খণ্ডন করিতেছেন। (তস্মাত্তেজোধাতুঃ কস্মাদিত্যেবং প্রাপ্তেব্রূমঃ ইতি) সূত্রার্থ করিতেছেন প্রাজ্ঞএবায়মাত্মা ভবিতু মর্হতি) অর্থাৎ দর্শিত শ্রুতি-তে যাঁহার ভাসমানতানুগত সর্ব্ব বস্তু মাত্র ভাসমান আছেন তিনি প্রাজ্ঞ নাম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমাত্মা ইহাই মাত্র যুক্ত বিকারমধ্যপাতি অন্য কোন তেজোধাতু নহেন (কস্মাদিতি) উত্তর অনুকৃতেঃ অনুকৃতি শব্দে অনুকরণ সেই পরমাত্মা শ্রীহরি নিত্যচৈতন্য স্বরূপশক্তিযুক্ত নিত্য ভাসমানতার অনুগত ব্যাকৃত নাম রূপত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট অনন্তব্রহ্মাণ্ডগত সর্ব্ব,অনুভাসমান আছেন অতএব ঐ সকল প্রাকৃত বিশ্বের ভাসমানতা যদনুভান তিনি পরমাত্মা পরিগ্রহে নিতরাং কল্পিত হন। ভারূপঃ সত্যসংকল্প ইতি স্বরূপাচিন্ত্য শক্তি যুক্ত নিত্যানিরঞ্জনঃ যেহেতু সংকল্প মাত্রে অনন্তব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করেন সোঽকাময়ত বহুস্যামিতিশ্রুতেঃ এবমপি সৃষ্টি মধ্যে কদাচিৎ তলবকারোক্ত পরব্রহ্মের আবি-

র্তাববৎ। পরিচ্ছিন্নবৎ বৎসপালকরূপ প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে স্বয়ং বৎস ও বালকরূপ আপনি আপনাকে করেন এবং সেই বৎসবালকগণকে অনন্ত নারায়ণ রূপ দেখান, অতএব সত্য সংকল্প প্রাজ্ঞনাম স্বয়ং ভগবান যাঁহার ইচ্ছামাত্রে তৎক্ষণাৎ অনন্ত বৈকুণ্ঠগণের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হন সুতরাং তদাত্মানংস্বয়মকুরুতেতি শ্রুতির প্রতিপত্তি। অতএব প্রাজ্ঞমাত্মান মামনন্তি ইতি অর্থাৎ ঐ প্রাজ্ঞকে সম্যক্‌রূপে পরমেশ্বর মানিয়াছেন দেবগণ। নতু তেজোধাতুমিতি সূর্য্যাদিরা কোন তেজোধাতুর অনুভাসমান আছেন এমত শ্রুতি কিম্বা সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ ইহা কদাচ নহে। ভাষ্যপীঠে ঐ অবৈদিক সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে ইহতু। সূর্য্যাদি তেজোধাতুগণ সকলেই সমান ঐ সূর্য্যাদি তেজোধাতুগণ অন্য কোন তেজোধাতুং প্রতি অপেক্ষিত হইয়া আপনারা ভাসমান আছেন এমত নহে। নহীতি এক প্রদীপ প্রদীপান্তরমনুভাতি ইহা কদাচ নহে। ঐ প্রদীপদ্বয় স্ব স্ব প্রভায় দীপ্ত থাকেন। অতএব তেজোধাতুই রূপ গুণ বিশিষ্ট ইহার অধীন বস্তুদ্বয় আছেন জল আর মৃত্তিকা যদপ্যুক্তমিতি তবে যে অবৈদিকগণ উক্ত করিয়াছেন সমান স্বভাবক বস্তুগণেও অনুকার দেখিতেছি। ইহাকে খণ্ডন করিতেছেন [নায়মিতি] ইহাও একান্ত নিয়মিত নহে। কেননা ভিন্নস্বভাবক বস্তুতেও অনুকার দেখিতেছি। লৌহ অদহন স্বভাব কিন্তু দহন স্বভাব অগ্নি কর্ত্তৃক সুতপ্ত হইয়া অগ্নিস্বভাব প্রাপ্ত হওত অন্যকেও দগ্ধ করেন। এবংবা ভৌমমিতি পৃথিবী স্বভাব অবহনঃ অর্থাৎ অচল, বহন স্বভাব বায়ু সদাই বহিতেছেন ঐ পার্থিব রেণুগণ বহন্তং বায়ুং অনুবহতি অর্থাৎ বহিতেছেন। সূত্রস্থ অনুকৃতে

রিত্যনুভানম সূসূচদিতি। অর্থাৎ সূত্রস্থ অনুকৃতি শব্দের সূচন করিলে যে পরমাত্মা প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রকে স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা কল্পনা যুক্তি ইহা করিলেই অযুক্ত হইয়া থাকে। তস্যচেতি সূত্রস্থ পদের অভিপ্রায় দর্শাইতেছেন দর্শিত ভাষ্যস্থ শ্রুতিরূপ শ্লোকের চতুর্থ পাদকে সূচন করিতেছেন তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি চেতি অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর হেতুক সূর্য্যাদির ভাসমানতা উক্ত আছে (প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি।) ইতি। পরমাত্মা নাম পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছেন। তদ্দেবা ইতি হিরণ্যগর্ব্ভাদি দেববর্গ এহাঁদিগের আশ্রয় জ্যোতিষাং জীবগণের আত্মভূত অনুচৈতন্যগুণকগণের অর্থাৎ। [জ্যোতিরিতি পরং জ্যোতিঃ] বিভুচৈতন্য গুণক, পরমাত্মা তিনি ঐ ব্রহ্মাদির আয়ুঃদ্বিপরার্দ্ধান্ত কাল ইনি পরমাত্মার এক নিমেষ। যদুক্তং শ্রীতৃতীয়ে কালস্ত্ব পরমান্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধান্ত ঈশ্বরঃ। অব্যাকৃতাস্যানন্তস্য নিমেষ উপচর্য্যতে ইতি। যদি বল এই কালকে ঈশ্বর কহিলেন কেন।

উত্তর। ব্যাকৃতনামরূপ বিশিষ্ট হিরণ্য গর্ব্ভাদি জীব চৈতন্য গণের নামরূপত্বধর্ম্ম প্রাপ্তি স্থিতি সংহৃতি ঐ কালের অধীন, কিন্তু ইনি পরমাত্মা নাম পরমেশ্বরের শক্তি অর্থাৎচেষ্টা, তদুক্তং শ্রীদশমে কংস কারাগারে শ্রীদেবকীদেব্যা, স্বগর্ভাদাবির্ভূতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি। যোঽয়ং কালস্তস্যতেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টা মাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বং। নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীষাং স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধানং প্রপদ্যে ইতি।

অত্র স্বামীচ।। কিঞ্চ এবং প্রলয় হেতুঃ যঃ কারণঃ অয়ংকালঃ এতং হি হে অব্যক্ত বন্ধঃ প্রকৃতি প্রবর্ত্তক তস্য প্রলয়াবধি ভুতস্য তে তব চেষ্টাং

লীলাং চেষ্টিতে বিপরিবর্ত্তিতে পুনঃ পুনর্ব্বৎসরাবৃত্ত্যা মহীয়ান দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ যস্য চেষ্টা তমাহুঃ তং ত্বা ত্বাং ক্ষেমধামাহুভয় স্থানং প্রপদ্যে শরণংব্রজে। ইতি।

অর্থাৎ বস্তুতঃ পরমাত্মার লীলাশালিকাল নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নির্দ্দেশ শূন্য সদাই আছেন, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিস্থিতি সংহারের হেতুরূপে আছেন যিনি তাহার নির্দ্দেশ এই দ্বিপরার্দ্ধ সংজ্ঞ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ব্ভাদির পরমায়ুঃ তিনি পরমাত্মানাম শ্রীহরির এক নিমেষ চেষ্টারূপ অর্থাৎ অত্যল্প ইতি। এইভাষ্যস্থ শ্রুতির আয়ুশব্দের ব্যাখ্যা তত্রস্থ অমৃতমিতি ইহার ব্যাখ্যা শ্রীহরিং ক্ষেমধাম জীবানাং জীবদিগের অভয় স্থানং অর্থাৎ প্রলয় ভয় নিবারণ মিতি হ কিল তং শ্রীহরিং হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণ, উপাসতে ইতি শ্রুতি ব্যাখ্যা শ্রীভাগবত সমুদায় এবং বিষ্ণুপুরাণ সমুদায় এবং মহাভারতাদি পুরাণগণে তাপন্যাদি শ্রুতি শিরোমণিষ্বপি প্রসিদ্ধ মস্তি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ পণ্ডিত জীব প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন অমৃতমিতি প্রাজ্ঞ মাত্মান মামনস্তি [অমৃতং হরিমন্দির মিতিচ] কাঠকে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ মিতিহি। আত্মানং লোক মুপাসীত ইতি। হরিনিবাস আত্মনি ইতি। অত্র ভূমণ্ডলে যাবদীয় বেদার্থ বিপ্রতিপত্তিবাদিগণ আছে তাহাদিগের যাবদীয় কুমতগণকে নিরস্ত করিলেন, যেহেতু বিশ্বগতব্যাকৃতনামরূপত্ব ধর্ম্মি সূর্য্যাদি দেবগণ তেজো ধাতু তৎকারণবাদিকে উপলক্ষ করত তৎকৃত বেদার্থ বিপ্রতিপত্তিকে নিরস্ত করিলেন তন্মধ্যেস্থিত কোন ব্যক্তি চিদ্ধাধুকল্পনা করিয়া বিশ্বরূপ গত তেজো ধাতু শরীরপ্রাপ্তগণকে পৃথক্২ উপাস্য রূপে স্থাপনার্থ প্রমাণ খণ্ডাবলম্বন করতবিবাদ

করে, এবং প্রাচীন অবৈদিকবাদিগণের অনুগতবাদ গ্রন্থ লইয়া বালকদিগকে অবৈদিকে প্রবৃত্তি জন্মায় তাহারাও আনুসঙ্গিক খণ্ডিত হইল। আর যে পঞ্চদশী স্থিত অবৈদিকবাদ ঈশ্বর আর জীব ইহারা মায়ার বৎস এই কুবাদ গগণ কুসুমের ন্যায় অলীকত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতএব ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তেজোঽন্তরেণতু সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধংচ তেজোঽন্তরেণ তেজোন্তরস্য প্রতিঘাতাদিতি। এবমপি মৃত্তিকাদিতেজোন্তধাতুত্রয়ের দৃশ্যত্ব অনিত্যত্ব দৃষ্টি করিয়া বেদান্ত বাক্য সমূহেরা ব্রহ্ম বস্তুরঅবধারণ করিবার নিমিত্তে ঐ দৃশ্য বস্তুগণের প্রতিষেধ করেন সুতরাং ব্রহ্ম অদৃশ্য এবং ঐ অবয়বরূপ বিশেষ শূন্য ঐ ধর্ম্ম বিহীন এবং জাতীয়ক বেদান্তবাক্য দৃষ্টি করিয়া যাঁহারা সকল জ্যোতিগণের জ্যোতি তলবকারোক্ত পরংব্রহ্মকেও তেজোধাতু কল্পনা করিয়া কেবল শূন্যই মানেন, অর্থাৎ চৈতন্য মাত্র বলেন; কিন্তু চৈতন্য মাত্র পরং জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম তাহার উপাসনাও ত্যাগ করেন তাঁহাদিগের অবৈদিক সিদ্ধান্ত আপনিই খণ্ডিত হইলেন, এবং যাঁহারা প্রত্যগভূত চৈতন্য মাত্রই একাত্ম প্রত্যয়সার মানেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপান্তরঙ্গ মায়াকে মানে না। আর যাঁহারা স্বরূপান্তরঙ্গশক্তিযুক্ত নির্বিকারাবস্থিতই ঈশ্বর বিকারাবস্থিত নিত্যমুক্ত পরমেশ্বরকে তৃতীয় পুরুষঅর্থাৎ ব্যষ্টি জীবান্তর্যামির অবতার বলেন এই সকল সিদ্ধান্তবাদিগণের অবৈদিক বাদগণকে ক্রমে নিরস্ত করিতেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ।

অথবেতি দর্শিত শ্রুতিতে যে সূর্য্যাদি উক্ত আছেন বলিয়া সেই সূর্য্যাদি হেতুক এই বিভান অর্থাৎ প্রকাশমানতা ইহাই উক্ত হইয়াছেন, ইহা কদাচ নহে, [কিন্তহীতি] অর্থাৎ তবে

কি তাহাও কহিতেছেন যস্য ভাসা সর্ব্বমিদ মিতি ইহাতে বিশেষ উক্তি নাই অতএব ঐ সর্ব্ব শব্দের অর্থ করিতেছেন, সর্ব্বস্যৈ বাস্যেতি নাম হিরণ্য গর্ভাদি রূপ তৎ শরীরাদিক্রিয়া স্থিতিস্থিতি সংহৃতি প্রকার সোপাধীশ্বর বিষ যুক্ত অন্নের ন্যায় অবিদ্যা যুক্ত। এই সকলের অভিব্যক্তি প্রকাশমানতা। [ব্রহ্মজ্যোতিঃ সত্তা নিমিত্তেতি] অর্থাৎ তলবকারোক্ত মহা যক্ষ ব্রহ্মজ্যোতি রিত্যর্থঃ তন্নিমিত্তা সূর্য্যাদি দেবগণের সত্তা। সে কেমন, যথা সূর্য্যজ্যোতিঃ সত্তা নিমিত্তা সর্ব্বস্যরূপ জাত মাত্রস্য অর্থাৎ কেবল বিশ্বগতরূপজাতমাত্র অর্থাৎ জন্মেন যে অনাত্মক শরীরগণ এই সকলের প্রকাশ মানতার হেতু সূর্য্য-জ্যোতিঃ সত্তা যেমন সূর্য্যের উদয় না হইলে আছেন যে দৃশ্য-বস্তু তাহাও দেখা যায় না। তদ্বদিতি। নতত্র সূর্য্যোভাতীতি চেতি তত্র এই শব্দদ্বারা প্রকৃত গ্রহণং দর্শতি। এই শ্রুতিতে যথার্থোক্ত ব্রহ্ম যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ মোত মিত্যা-দিনা। দ্যৌঃ স্বর্গঃ সত্যলোক হিরণ্যগর্ব্ভের বাসস্থান তদাদি ভুবর্লোক পর্য্যন্ত ষড়্ বিধ স্বর্গ তন্মধ্যপাতি অন্তরীক্ষং তদধঃ বিল স্বর্গ সপ্ত বিধ অর্থাৎ সপ্ত পাতাল। এই চতুর্দ্দশ বিভাগা-পন্ন ব্রহ্মাণ্ড বিবরগণ এই মত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় অসংলিপ্ত আছেন ইহা মহাবিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্যত্র সম্ভব নাই সুতরাং পরব্রহ্ম। সত্যং বিজ্ঞ-মানন্দ মিতি স্বরূপং অনন্তরঞ্চেতি। ঐ উপনিষদে দর্শিত শ্রুতির অব্যবহিত পরেই কহিতেছেন। হিরণ্ময়ে ইত্যাদি। এই হিরণ্ময় শব্দে সূর্য্যের অন্তর্যামী ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যথা ছান্দোগ্যে যত্রষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে

হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্য কেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণস্তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক মেব মক্ষিণী তস্যোদিতি নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ যএবং বেদ তস্য ঋক্‌সামচ গেষ্ণৌ তস্মাতুদ্‌গীথ স্তস্মাৎ ত্বেবোহানে তস্য-হিগাতা সএষ যেচামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকা স্তেষাঞ্চেষ্টে দেব-কানাং চেত্যধি দৈবত মধ্যাত্ম মিতি। এই শ্রুতির সূত্র এবং ভাষ্যের অর্থ পশ্চাৎ লিখিব। অধুনা ভগবৎ শঙ্করকৃতভাষ্য লিখিতেছি। প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে সূত্রং। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপ দেশা দিতি। যত্রযোঽন্তরাদিত্যে যত্রযোঽন্তরক্ষিণীতিচ শ্রূয়-মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব নসংসারী কুতস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ তস্যহি পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মইহ উপদিষ্টঃ। তদ্যথা। তস্যোদিতি নামেতি শ্রাবয়িত্বা অস্যাদিত্য পুরুষস্য নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত ইতি সর্ব্ব পাপ্মাপগমনেন নির্বক্তি তদেবচ কৃত নির্ব্বচনং নাম অক্ষি পুরুষস্যাপ্যাতি দিশতি যন্নাম তন্না-মেতি। সর্ব্ব পাপ্মাপগমশ্চ পরমাত্মন এব শ্রূয়তে যআত্মাপহত পাপ্মেত্যাদৌ। সুতরাং হিরণ্ময় কোষ শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময় গোকুলাখ্য মহৎ পদমিতি প্রসিদ্ধ প্রকৃষ্ট স্থানং। তত্র বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কল মিতি যৎ তৃতীয়াধ্যায়ভাষ্যে দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেন নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মেতি অত্র বিরজ শব্দেন নির্ব্বিশেষ শব্দেনচ সমানং নিরুপাধিত্ব মেবসিদ্ধং। নিষ্কল শব্দে নিষ্কলং সর্ব্ব শক্ত্যা বভাসকং স্বাত্ম জ্যোতীরূপং কৌস্তুভাখ্যং বক্ষোঽলঙ্কার বিশেষং লাতি গৃহ্ণাতি ইতি নিষ্কল মিত্যর্থঃ।

নন্নু। নিষ্কল শব্দে নিরুপাধি চৈতন্যমাত্রকেই বুঝায়

ব্যুৎপত্তি দ্বারা কৌস্তুভ মণিধর ভগবানকে ব্রহ্ম শব্দে স্থাপিত করিতেছ?

উত্তর। সর্ব্বজ্ঞপাদ ব্রহ্ম শব্দে আর পরমেশ্বর শব্দের দ্বৈবিধ্য তাৎপর্য্য কুত্রাপি লেখেন নাই বিশেষত দর্শাইয়াছি যে কঠ মন্ত্রদ্বয় বৃত্তি তত্রাপিতং পরমেশ্বরং ভাস্ত মিত্যাদি লিখিয়া অতস্তদ্ব্রহ্মভাতি বিভাতিচেতি ইহাতে যিনি পরমেশ্বর তিনিই পরব্রহ্ম ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তদমন্যমান সংন্যাসিগণ দিবান্ধ প্রযুক্ত ভাষ্যরূপ দিবাকরকে না দেখিয়া স্বকপোল কল্পিত প্রত্যগ্‌ভূত চিন্মাত্র জীবকে ব্রহ্মত্বে স্থাপিত করিয়াছেন ইহা কদাচ ভগবচ্ছঙ্করানুযায়ি সজ্জন দিগের গ্রাহ্য নহে।

নন্নু। ভাষ্যস্থ প্রাজ্ঞাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার পদ অর্থাৎ স্থান শ্রুতিস্থ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম প্রাজ্ঞাত্মা বিষ্ণু তাহার স্থান শুদ্ধব্রহ্ম সুতরাং লোক সচ্চিদানন্দ লোকীও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ইহাতে পরব্যোমাখ্য আকাশ লিঙ্গ বিষ্ণু লোক মুক্তি স্থাম ইহা শঙ্কর মতে সিদ্ধ হইল কেননা সেই লোককে অবিনাশ স্বভাব লিখিয়াছেন। ইহাতে বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ আর তাহার লোক গোকুল মথুরা দ্বারকাদি প্রপঞ্চ গত দেশ বিশেষ ইহাকে অবিনাশ স্বভাব মানিব কি হেতু?

উত্তর। সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার ঐ দর্শিত সূত্র ভাষ্যের উপপত্তি লিখিয়াছেন, যথা অপিচস্মর্য্যতে। ২৩। অপিচেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যোবাত্মনঃ স্মর্য্যতে শ্রীভগবদ্গীতাসু। নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো নশশাঙ্কোনপাবকঃ। যদ্গত্বান নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতি। যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামক মিতি। ২৩।

এই সূত্রভাষ্য পূর্ব্ব লিখিত আছে তথাচ পুনর্লিখনং নিকট দর্শনার্থং। ইহার পূর্ব্ব সূত্রভাষ্যে মীমাংসিত যে পরমেশ্বরস্বরূপ বিষ্ণু নামা ভগবান্ তাঁহার ধাম শ্রীদ্বারকাদি জগৎ প্রকাশক সূর্য্যাদিরা ঐ দ্বারকাদি ধামের প্রকাশক নহেন ইহা তৃতীয় চতুর্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি শ্রীনারদের দ্বারকাস্থ মহিষীগণ গৃহ গমন লীলায়। আর ঐ দ্বারকাদি ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনঃ সংসারে আবৃত্তি নাই। ইহাতে ঐ ধাম বাসিগণের অমরণ স্বভাব ইহাতে সন্দেহ কি সুতরাং ভগবান্ কহিতেছেন আমার এই নরাকারের লীলা অর্থাৎ প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচর কালে প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচর ধাম পরম মিতি পরাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা মা লক্ষ্মী রূপাঃ শক্তয়ো যস্মিন্ তৎ। সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপ। অতএব শ্রীগোপাল তাপনী তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপাল পুরীহীতি। পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি।

নন্ন। দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ মিত্যাদিতে তুরীয় মূর্ত্তি প্রতিষেধে মীমাংসা উৎপত্ত্যসম্ভবা-দিতি সূত্রভাষ্যে প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা তুরীয় মূর্ত্তির প্রতিষেধ দর্শা-ইয়া ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জন ইতি শ্রীভাগবতোক্ত স্বয়ংভগবান্ তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইহাই বিচারে সিদ্ধ হইল অনুকৃতেস্তস্যচেতি সূত্রদ্বয় ভাষ্যে পূর্ব্বদর্শিত কঠমন্ত্র-দ্বয়ের পোষক মুণ্ডকাদি শ্রুতির উপপত্তি শ্রীভগদ্গীতা ইহাতে ভাষ্যকারাভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি সূত্র-ভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মেতি ভাষ্যে প্রকৃ-ত্যধিষ্ঠাতা পরমাত্মা পরশক্তিক অতএব পররূপ অন্তরে পরশক্তি

কত্ব হেতুক সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম ইহা হইতে পরমশুদ্ধ মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মজ্যোতি স্থানদ্বয়ে ব্রহ্ম শব্দ দর্শনে এবঞ্চ ঐ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপ হইতে অতিরিক্ত মহামায় নামচ শব্দে তাপন্যুক্ত মায়াময় পরমশুদ্ধ লীলা পুরুষোত্তম এই পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণ ব্রহ্ম ইহাই ভাষ্যকারাভিপ্রায় সহস্র নাম ভাষ্যারম্ভে তাপনীকেই উত্থাপিত করিয়াছেন, সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়া ক্লিষ্ট কারিণে। নমো বেদান্ত বেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি সাক্ষিণে ইতি।

এই তাপন্যুত্থাপনে ভাষ্যকারাভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, ঐ কৃষ্ণের সহস্র নামে ঐ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অতুল নাম ভাষ্যে লেখেন তুলোপমানং নবিদ্যতেহ স্যেত্য তুলঃ। নতস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্যশ ইতি শ্রুতেঃ। নত্বৎ সমোহস্ত্যধিকঃ কুতোহন্য ইতি স্মৃতেশ্চেতি। ইহাতে শ্বেতাশ্বতরোক্ত নতৎ সমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি শ্রুতি সিদ্ধ অতুল নামা স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই ভগবদ্ভাষ্যকারাভিপ্রায় ইহাকে অন্যথা করিতে সন্ন্যাসিগণের যাবদীয় দুরাগ্রহ অর্থাৎ বিচিত্র বিকারাত্মক বিশ্বোৎপত্ত্যাদির কারণ ব্রহ্ম প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা পুরুষ ইনি অন্তরে চিচ্ছক্তি রত এই চিচ্ছক্তির নাম অচিন্ত্য শক্তি তদ্দ্বারা ঐ বিকার কারণ শক্তিকে দূরীভূত করিয়া নিত্য অব্যাকৃতনামরূপত্বধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মা এই পরিণামবাদ শঙ্করপাদের হার্দ্দ সিদ্ধান্ত মায়াবাদি সংন্যাসিগণ ইহাকে নিরাস করিতে অশাস্ত্রীয় বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করেন। তন্মতে মিথ্যা ভূত বিশ্ব আর বুদ্ধি বৃত্তি চিদাভাসরূপ জীবের ভ্রম বিলসিত মাত্র বিশ্ব মিথ্যা ভূত যথা রজ্জ্বাদিতে

সর্ব্বজ্ঞান মিথ্যাভূত অর্থাৎ যাবৎ কাল বিশ্ব আছেন, এই জ্ঞানও জীবের তাবৎকাল পরিচ্ছিন্ন মিথ্যাভূত চিদাভাসরূপ ও মিথ্যাভূত সুতরাং স্বরূপশক্তি বিহীন চিন্মাত্র ব্রহ্ম এক মাত্র এই সকল মূরাগ্রহগণ শঙ্করাভিপ্রেত নহে ইহা দর্শাইয়াছি ষষ্ঠ কঠবল্লী ষষ্ঠাঙ্কমন্ত্রবৃত্তিতে চিন্মাত্র জীব হইতে বিকারাত্মক ইন্দ্রিয়াদি পৃথক জীব স্বরূপ চিন্মাত্র, অতএব নিত্যভূত ইহাই শঙ্করভাষ্য সম্মত সুতরাং মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণ শঙ্কর বহিষ্কৃত তাহাদিগের গ্রন্থগণ অগ্রাহ্য। ইহা স্বীকার করিতে হইল, কিন্তু শঙ্করভাষ্যে মহামায় নামা অতুল নাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন ইহার দ্বারকা লীলা বর্ণনে শ্রীএকাদশস্কন্ধে এবং মহাভারতাদিতেও বর্ণিত আছে, ব্রহ্ম শাপে যদু বংশধ্বংস তদুপলক্ষে ঐ কৃষ্ণ বিগ্রহের ধ্বংস ইহাই দৃষ্টি করিয়া সংন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরকেও মায়িক মানিয়া চিন্মাত্রকেই স্থাপিত করিয়াছেন ?

উত্তর। জন্ম কর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া শ্রীনন্দনন্দনকে মায়ার বৎস বলুন কেমনা গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ মিতিম্যায়াৎ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগ মায়া সমাবৃত ইতি শ্রীভগবদ্বচনার্চ্চ মহামায় নাম অতুলনাম ভগবানের লীলাতত্ত্বজ্ঞান অভক্তের চিত্তে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবৎ শঙ্করভাষ্য মীমাংসিত পরব্রহ্ম নাম পরমেশ্বরকে পরব্রহ্মরূপে না মানিয়া ত্রিগুণ মায়ার গুণে গুণময় বলিয়া অনাদর করেন ইহাতে ঐ পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ দিবান্ধ, অতএব বেদান্ত শাস্ত্রার্থ দর্শনে অক্ষম।

ননু। ঈশ্বর নির্গুণ ইহা শঙ্করভাষ্য মধ্যে কোথায় লিখিয়াছেন ?

উত্তর। পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি কপিলদ্বয় তাহাতে অগ্নি বংশ্য কপিল সাংখ্য সূত্রকর্ত্তা তত্র কেবল ত্রিগুণ মায়া নাম প্রকৃতি মাত্র এই বিশ্বের কারণ মানেন অর্থাৎ ঐ প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত স্বরূপভূত অচিন্ত্যশক্তিব্যাপারকার্য্যবিশিষ্ট অদ্ভুত নাম ঈশ্বর প্রসিদ্ধ ইহাকে মানেন না, ঐ প্রকৃতির অন্তর্যামী ঈশ্বরকেও মানেন না, অতএব এই নিরীশ্বর কাপিল মত খণ্ডনার্থ বেদান্তে দ্বিতীয়াধ্যায় তত্র অসদ্ব্যপদেশান্নেতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য শেষাদিতি সূত্রভাষ্যে দর্শাইয়াছি তত্র ব্যাকৃত নামরূপত্বাদ্ধর্ম্মাদ ব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরং তেন ধর্ম্মান্তরে-ণায় মসদ্ব্যপদেশ ইতি ইহাতে বিশ্ব মধ্যে যে নাম রূপত্বধর্ম্ম আছে সে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি গুণ বিকার। ঐ প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত নামরূপত্বধর্ম্মবিশিষ্ট পরমেশ্বরঃ সুতরাং নির্গুণ এবং নির্ব্বিশেষ ঐ সাংখ্য নিরাকরণ দ্বিতীয়াধ্যায়রস্ত সূত্রং স্মৃত্যবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতিচেন্নান্য স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গাদিতি সূত্রভাষ্যে ঐ অব্যাকৃতনামরূপত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ঈশ্বরকে দর্শাইতেছেন।

তদ্ভাষ্যংচ যথা। মহাভারতেঽপিচ।

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো একএবতু। ইতি বিচার্য্য বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্য যোগ বিচারিণা মিতি পর পক্ষ মুপন্যস্য তদ্ব্যুদর্সেন বহূনাং পুরুষাণাংহি যথৈকায়োনিরুচ্যতে। তথাতং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিক মিত্যুপক্রম্য মমান্তরাত্মাতবচ যেচান্যে দেহি সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষীভূতোঽহসৌ নগ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কৃচিৎ। বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদো

ক্ষিনাসিকঃ। একশ্চন্দ্রতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথা সুখ মিতি। সর্ব্বাত্মতৈব নির্দ্ধারিতা।

ভাষ্যকার প্রমাণিত মহাভারত বচনে নিরীশ্বর সাংখ্য মত উত্থাপিত করিয়া নিরস্ত করিয়াছেন, বহূনামিতি অনন্ত জীব-গণের উপাধির যোনিঃ উপাদান কারণ প্রকৃতিঃ সেই রূপ এক পুরুষ তিনীই বিশ্বের কারণ তিনি (গুণাধিক মিতি) ঐ প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে অধিক অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি অনন্ত কল্যাণগুণ ইহা প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি অচিন্ত্যাঃ খলুযে ভাবা ইত্যাদিতে। এই রূপ ঈশ্বরকে কহিতে উপক্রম করিয়া কহিতেছেন, সেই ঈশ্বর মমান্তর্যামী তবচ যেচান্যে দেহি সংস্থিতাঃ ইতি এই সকল জীবগণের সাক্ষী ভূত ঐ ঈশ্বর শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ নিত্য আছেন, কিন্তু কোন কুতার্কিক গ্রহণ করিতে পারেন না, অর্থাৎ অবৈদিক ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন না, ইহাতে সেই ঈশ্বর নাই এমত কদাচ নহে, যখন পাষণ্ডগণ ঐ বেদ লক্ষণ স্বসেতু ভাঙ্গিতে চাহে তখনি বেদব্যাসরূপে অবতার করেন এবং যখন অসুরগণোপদ্রবে দেব লক্ষণ সাধুগণের হানি হয়, তখন ঐ ঈশ্বর স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যরূপ লীলাগণকে মাংস নেত্র গোচর করেন। অতএবস্বৈরচারী স্বচ্ছন্দ বিহারী। যথা সুখং বিহরিত্বা পুনঃ স্বেচ্ছয়া অদৃশ্যো ভবতি। ৮। এবং দেব দ্রোহি দিগকে বিনাশ করিয়া বেদোক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। এবং সর্ব্ব ভক্তগণে যুগপৎ দর্শন দানে অচিন্ত্য শক্তি মত্ত্বং সর্ব্বব্যাপকত্ব ইহাও দর্শাইতেছেন এক শ্লোকে। বিশ্বমূর্দ্ধ ইতি। বিশ্বেষু অনেকেষ মূর্দ্ধ মুখং যস্যস বিশ্বমূর্দ্ধ এবং বিশ্বভুজঃ বিশ্বপা দঃ

বিশ্বাক্ষি বিশ্বনাসিকঃ। ইহাতে প্রকৃতি সম্বন্ধ গন্ধশূন্য এবং সর্ব্বব্যাপক বিগ্রহ ইহা ব্যক্ত হইল তথা একশ্চরতি ভুতেষু স্বৈর-চারী যথা সুখমিতি প্রেমভক্তিযুক্ত জনেষু যুগপৎ একএব বহুষু চরতি। একদা বহুরূপ প্রকাশভেদেন তৎতৎ প্রেমানুরূপং সুখং যথা তথা ব্যবহরতীত্যর্থঃ। উদাহরণন্তু শ্রীদ্বারকালীলায়াং। নর-কাহৃত ষোড়শসহস্র রাজকন্যাগণ বিবাহে শ্রীদশমে। অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপ-ধরোঽব্যয় ইতি। তৎপ্রকরণে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে হইবে। এবং শ্রীগোকুলে ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্রজমণ্ডলস্থ যাবদীয় গাবীগণ এবং যাবদীয় গোপীগণ এই উভয়গণের অসাধারণ বাৎসল্য প্রেমানুরূপ স্তনপান লীলাতে ঈশ্বর এক কৃষ্ণ, এবং সর্ব্বাত্মা তথা সর্ব্বং খলু ইদংব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি দর্শাইয়াছেন অনন্তগাবীগণের স্বয়ং অনন্তবৎসরূপ হইয়া এবং অনন্তগোপী-গণের অনন্তবালকরূপ হইয়া তাঁহাদিগের বাৎসল্য প্রেমানুরূপ তাঁহাদিগের স্তনপানে ঈশ্বর মহাতৃপ্ত হইয়াছেন অতএব ঈশ্বরের লীলা কদাচ তর্কগোচর নহে ইহা ঐ প্রকরণে প্রসিদ্ধ আছে সেই প্রকরণের এক শ্লোক দর্শাইতেছি শ্রীদশমে ব্রহ্ম-মোহন লীলায়াং। ততঃ কৃষ্ণোমুদংকর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্যচ। উভয়ায়িত মাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বর ইতি। ১৫। যদি বল ব্রহ্মা, কৃষ্ণ সহচর বৎস বালকগণ স্পর্শে অক্ষম তথাচ ব্রহ্মামোহিত হইয়া মানিয়াছিলেন বৎস বালকগণ হরণ করিলাম তবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৎস ও বালকরূপ হন কি হেতু তাহাতে শ্রীশুকদেব কহিতেছেন, তত, ইতি তদনন্তর কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন সাদ্বলে চরিতেছে বতসগণ এবং পুলিনে ভোজন করিতেছে বালকগণ যদ্যপি ইহা দিগকে লইয়া গৃহে

আগমন করি তবে নিত্যসিদ্ধ গো আর গোপীগণের মনের বাসনা মনেই থাকে। ব্রজমণ্ডলস্থ গাবী গণের আমাপ্রতি অতি বৎসলতা এবং গোপীগণের অদ্ভুত বৎসলতা আছে এই উভয় গণের মনের বাসনা পূরণ হয় আমার মুখে স্তনপ্রদান করিলে। এবং ব্রহ্মার মনে আমার স্বরূপৈশ্বর্য্য দর্শন অতএব এই অবকাশে সকলকেই আনন্দিত করিব, সুতরাং ইচ্ছামাত্রই সত্য সংকল্প কৃষ্ণ অনন্ত বৎসবালকরূপ হন। ইহাতেই ঈশ্বর বিশ্বকৃৎ অতএব শ্রীশুকদেব, নিরীশ্বর সাংখ্যসূত্র কর্ত্তাকে কহিতেছেন তোমার মতে বজ্রাঘাত অর্থাৎ জড়া প্রকৃতি উক্ত লক্ষণ বিশ্বমূর্দ্ধাদি রূপ সমূহ হইতে পারেন না। ১৫। এই ব্রজলীলা সমুদায় সূত্রভাষ্যেরসংগতি আছে। এবং কৃষ্ণ স্বয়ং বৎসবালকরূপ হওয়াতেআত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি তৈত্তিরীয় শ্রুতির সঙ্গতিঃ।

এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। এই দুই শ্রুতিতে প্রকৃতি মাত্র কারণ বাদী নিরীশ্বর সাংখ্যসূত্রকর্ত্তা নিরস্ত হইলেন যে হেতু ইদং প্রত্যক্ষাভিধায়ি সর্ব্ব নাম্না বিকার জাতং বিশ্বং তদতিরিক্তং সর্ব্বং শুদ্ধাশুদ্ধ জীব সমূহংখলুধ্রুবং নিত্যং তদতিরিক্তং ব্রহ্ম বৃহদ্গুণকং তস্মিন্ অনুস্যূতং সর্ব্বং অতস্তদুপচারঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি। সুতরাং ব্রহ্মশব্দ বিষ্ণুশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যমিতি। অতোঽপি শ্রুতিঃ তজ্জলানিতি তদ্গুণো উপসর্জ্জনীভূতান্ অনান্ শুদ্ধাশুদ্ধজীবান্ উপাসীতেতি। শ্রুতিরুপদিশতি। যথা সর্ব্বত্র আত্মন্যেবেশ্বরে মনোদধীতেতি আত্মানং লোকমুপাসীতেতি। তথৈব তজ্জলানপ্যুপাসীতেত্যত্র ভগবদ্ভাষ্যকারাভিপ্রায়োঽয়ং জড়ানাম বিবেকানা মশূরাণামপি প্রভো। ভাগ্যভোগ্যানিরাজ্যানি সন্ত্যনীতি মতামপি। তস্মাৎ

যতেত পুণ্যেষু যদীচ্ছেন্মহতীংশ্রিয়ং। যতিতব্যং সমত্বেচ নির্ব্বাণ মপিচেচ্ছতা। দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ। রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিবস্থিতং। এতদ্বিজানতা সর্ব্বংজগৎ স্থাবরজঙ্গমং। দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্। এবং জ্ঞাতে স ভগবানঽনাদিঃ পরমেশ্বরঃ। প্রসীদত্যচ্যুত স্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভঃ। ইত্যাদি বচনৈর্হিংসাদি রহিতেন বিষ্ণোঃ স্তুতিনমস্কারাদি কর্ত্তব্যমিতিদর্শয়িতুং বিশ্বশব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়ত ইতিবা। ইতি সহস্রনামে বিশ্বনামভাষ্যে।

জড়ানামিত্যাদি প্রসন্নেক্লেশ সংক্ষয় ইত্যন্তং পদ্যপঞ্চকং বিষ্ণুপুরাণে দৈত্যবালকান্ প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবচনং। তৎপরে বহূনামিত্যাদি পদ্যং শ্রীভগবদ্বচনং। এই প্রকরণোত্থাপনের তাৎপর্য্য কেবল নিরীশ্বর কাপিলমত খণ্ডনার্থং এই বিশ্বরূপ, বিষ্ণুর কিন্তু ভিন্নমিবস্থিতং বহিরঙ্গ শক্তি কার্য্যত্ব হেতুক তটস্থশক্তিরূপজীবভোগ্যং। কিন্তু এই সকলের অন্তর্যামী বিষ্ণু। অতএবশ্রীগীতোপনিষদি ভগবান্ বসুদেবপুত্র কহিতেছেন বহূনামিতি অনেক জন্মে নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচরণ করত আমার স্বরূপ বৈভব জ্ঞাত হইয়া আমাকে প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ আমার একান্ত ভক্ত হয়। এবং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞাত হইয়া হিংসাদি রহিত হইয়া স্তুতি নমস্কারাদি করে সেই মহাত্মা। ইহারি নিমিত্তে ভিন্নমিব বিশ্বকেও ভগবানিবস্থিতমিতি শ্রুতিগণ নির্দ্দেশোপদেশ করেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি। সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপের নিমিত্তে নহে অর্থাৎ রাক্ষসের ন্যায় সকল বস্তুতে জীব দর্শন পূর্ব্বক সর্ব্ব ভক্ষণ এবং অন্নকেও ব্রহ্ম বলিয়া সকলের অন্ন ভোজন

পূর্ব্বক এক বর্ণ করিবার নিমিত্তে নির্ব্বেদোপদেশ নহে।

শ্রীগীতোপনিষদি। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্মকৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥

অত্রভাষ্যংচ। যচ্চমন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম নকর্ত্তব্যমিতি তদপ্যসৎ কথং যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতেঃ যজ্ঞঈশ্বরঃ তদর্থং যৎক্রিয়তে তদ্যজ্ঞার্থং কর্ম্ম তস্মাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অন্যেনকর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মবন্ধনং যস্যসোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃলোকোনতু যজ্ঞার্থাৎ অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মম পরম তত্ত্বাভিজ্ঞায়াঃ কুন্ত্যাঃপুত্র মুক্ত সঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়। ৯।

এই ভাষ্যে পরমেশ্বরা রাধন লক্ষণ শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণ কর্ম্মের বন্ধনাভাব সেই মহোৎসব লক্ষণ কর্ম্ম কর কিন্তু তৎফল সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া এই গুহ্যতমধর্ম্ম তোমার বুঝিবার অধিকার আছে যেহেতু তুমি আমার সখা অতএব পরমেশ্বরের সন্তোষার্থ তদারাধনকর্ম্ম সম্যগাচরহ। তদন্যকর্ম্ম অধিকৃত দেবগণারাধন লক্ষণ কর্ম্ম, বন্ধন রূপ॥

দর্শিত প্রকার দ্বিবিধকর্ম্ম পরিত্যাগিগণ ম্লেচ্ছ অতএব কেবল পাপময়। ইহাদিগের সহভোজনে তাদৃশ হয়। ইহাই কহিতেছেন ভগবান্।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তেত্বঘংপাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ॥ ১৩॥

ভাষ্যং। যেপুনঃ দেবযজ্ঞাদীন্ নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্ট মন্নং অমৃতাখ্যংঅশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্ব পাপৈঃ চুল্ল্যাদি পঞ্চশূনাকৃতৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাংদিজনিতৈশ্চ অন্যায়ৈঃযেত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তেত্বঘং পাপং স্বয়মপি পাপাঃ পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ। ১৩।

ইহাতে যাঁহারা ঈশ্বরের মহাপ্রসাদ অন্নামৃত, তদ্ভোজন পরায়ণ তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন এবং যাঁহারা অধিকৃত দেবগণ যজন লক্ষণ যজ্ঞশেষান্ন ভোজন করে তাহারা সংসারে সংসার ভোগ করে মাত্র। এই উভয় লক্ষণ যজ্ঞশিষ্টঅন্ন ভোজন করে তাহাদিগের উভয়লক্ষণ ফল প্রাপ্তি হয়। এতদ্ভিন্ন যাহারা আপনার ভোজনের নিমিত্তে পাক করে, তাহারা কেবল পাপময় ম্লেচ্ছ তাহাদিগের অন্ন কেবল পাপময় তদ্ভোজনে তৎ-পাপ ভোজন হয়। উক্ত আছে সর্ব্বশাস্ত্রে। যোযস্য হ্যন্নমশ্নাতি সতস্যাশ্নাতি কিল্বিষ মিতি। অতএব হিংসাদি রহিতের নিমিত্তে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিঃ।

শঙ্করভাষ্যের এই অভিপ্রায়। আর কাপিলমত নিরসন ভাষ্যে বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজ ইত্যাদি বচনোত্থাপন কেবল প্রকৃতি কারণবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ঈশ্বরকারণবাদ স্থাপনার্থ। অর্থাৎ প্রকৃতি ব্যতিরেকে ঈশ্বর, অনেক বিগ্রহ প্রকটন অর্থাৎ ব্রহ্ম-মোহনে স্বয়ং অনন্তবৎসবালকরূপ হইয়া সম্বৎসরকাল ঐ বৎসচারণ পুনঃ স্বগৃহে আগমন লীলা করিয়াছেন। বিশ্বমূর্দ্ধাদি বচনের তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ইতি।

তথাহি। শ্রীরাসলীলায়াংচ। কৃত্বাতাবন্ত মাত্মানং যাবতীর্গোপ যোষিতঃ। ররাম ভগবাং স্তাভিরাত্মারামোপি লীলযেতি।

ইহাতে নর্ত্তক রাসলীলার পর শ্রীযমুনায় জলকেলি করিয়া অনন্ত সংখ্যা কুঞ্জমধ্যে অনন্ত গোপনারীগণের সহিত সকল গোপীগণের করস্পর্শ পূর্ব্বক যৌগপদ্যে ঐ কুঞ্জগণ মধ্যে প্রবেশত তাহাদিগের সহিত শয়নলীলায় সেই সকল গোপী গণেতে রমেন কিন্তু ভগবান্ ভগশব্দবাচ্য ষট্ প্রকার তন্মধ্যে জ্ঞানবৈরাগ্য যোরিতি অর্থাৎ অপ্রমিত

জ্ঞান বৈরাগ্যবান্ থাকিয়া সেই সকল গোপীতে রমণ কালে ও আত্মারাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জভোগে বিমুখঃ। ইহার তাৎপর্য্য কেবল ঐ স্বরূপশক্তিবৃত্তি ভেদগণে আছে স্বরূপবৃত্তিসারভুত অদ্ভুত প্রেমাতদনুরূপ লীলা, ঈশ্বর করেন যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ মিতি স্বপতিজ্ঞানুরূপ ভজন।

যদিবল সাধারণ গোচরে শ্রীকৃষ্ণ পরদারস্পর্শরূপ পাপাচরণ করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণে কদাচ সম্ভব নাই অর্থাৎ যদি ঐ গোপীর অন্তরে রমণ না করিয়া কেবল বাহিরে স্পর্শ করিতেন অর্থাৎ জীবের ন্যায় পরিছিন্ন দেহে গোপীর দেহস্পর্শ করিতেন তবে পাপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ঐ গোপীগণের এবং তৎপতিগণের অন্তর্হৃদয়ে সদা রমিতেছেন তিনি ঐ গোপীর পরমশুদ্ধ অদ্ভুতপ্রেম তদনুরূপ বাহিরে ক্রীড়া করণে হানি কি ইহাই আত্মারাম শিরোমণি শ্রীশুকদেব সিদ্ধান্ত কহিয়া সভাস্থ লোকের সন্দেহ ছেদন করিয়াছেন, যথা।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং চৈব-দেহিনাং। যোহন্তশ্চরতিসোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন দেহভাগিতি॥

গোপীনাং তৎপতীনাংচ অসাধারণ প্রেমাধীনতায় ভগবান তাঁহাদিগের অন্তর্হৃদয়ে স্বয়ং আসক্তি পূর্ব্বক সদাই চরিতেছেন, অতএব বাহিরেও তাদৃশ ক্রীড়া করিতেছেন।

ননু। সর্ব্বদেহিনাং হৃদয়ে অন্তর্যামীশ্বর আছেন কিন্তু বাহিরে নাই।

উত্তর। ঐ কৃষ্ণ আকাশ লিঙ্গ দেহি দিগের মাংস নেত্রগোচর নহেন। ননু। তর্হি কথং ব্রজবাসি গোপ গোপী গণের নেত্রগোচর।

উত্তর। ইহারা চিচ্ছক্তিরূপা অতএব দেহ দেহি ভেদ নাই নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ। ইতিপুরাণ বচনাৎ। এবং দেহেন্দ্রিয়া স্নুহীনানাং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনা মিতিচ। তর্হিকথং গোচরণে বনেগমনে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজস্থদিগের মহাপীড়া।

উত্তর। সেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অর্থাৎ নিত্যপার্ষদগণের মধ্যে কদাচিৎ কতিপয়ের অদর্শন কদাচিৎ দর্শন সেই কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহাও ঐ রাসপঞ্চাধ্যায়ে যখন শ্রীরাধিকার মান প্রসাদনের নিমিত্তে তাঁহাকেলইয়া শ্রীরাসমণ্ডলীরসমুদায় গোপীগণের অগোচর হন, তখন ঐ গোপীগণের উন্মাদ দশায় বনাদ্বন ভ্রমণ এবং তৎপরে শ্রী রাধিকাকেও ঐ বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া অদর্শন গত হন। সেই সময়ে তাঁহাদিগের বিপ্রলম্ভিক প্রেমালাপ শ্রবণ করেন ঐ গোপীগণের অসাধারণ প্রেমের বিষয় শ্রীযশোদার অর্ভক কিন্তু আকাশ লিঙ্গ।

ননু। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ব্রহ্মসূত্রং। অত্রভাষ্যে নিরবয়ব ব্রহ্মনির্লিপ্ত সর্ব্বগত আকাশ লিঙ্গ অতএব অব্যক্ত মাহহীতি ব্রহ্মসূত্রে নিত্যাব্যক্ত ব্রহ্ম। ইহাতে গোপ সুন্দরী গণের পরকান্ত কৃষ্ণ ইহাকে আকাশ লিঙ্গমান্য করিব কি প্রমাণে উত্তর সর্ব্ব গোপীগণের সর্ব্বকুঞ্জমধ্যে একদা বিশ্বমূর্দ্ধাদি শ্রীবিগ্রহ প্রকটনাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব তত্রাপি গোপীগণ সহরমণেও আত্মারামত্বে নির্লিপ্তত্ব। এবং ঐ রাসপঞ্চাধ্যায়ে পরমর্ষি শ্রীশুকবাক্যং যথা,। ত্রিংশাধ্যায়ে।

গায়ন্ত্য উচ্চৈ রমুমেবসংহতা বিচিক্যু রুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং। পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ৫॥

অত্র শ্রীবৈষ্ণব তোষণী। ততঃ চিরাৎপ্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যাবস্থাং বর্ণয়তি গায়ন্ত্য ইতি গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ং তত্তু বিষজলাপ্যয়া দিত্যাদি বক্ষ্যমাণ রীত্যা স্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ। উচ্চৈর্গানংতু তৎপ্রতি দূরান্নিজার্ত্তি শ্রবণার্থং কিম্বা গীতপ্রিয়স্য তস্য তেনাকর্ষণার্থং কিম্বা আর্ত্তিভর-স্বভাবাদেব। অমুমেবেতি যদ্যপিত্যাগেন দুঃখদোহসৌ তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। গণয়তি গুণগ্রামংভামং ভ্রমাদপি নেহত ইত্যাদি বৎ। সংহতাঃ অন্যোন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ। সর্ব্বত্র সম্যগ্মার্গণার্থং কিম্বা অন্যোন্য মার্ত্ত্যুপশমার্থং কিম্বার্ত্তিবিশেষ স্বভাবাদেব গানান্বেষণয়োর্যৌগপদ্যমিদং। গায়ন্ত্যএব ভ্রমন্তি মধ্যে মধ্যেতু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রশ্নেহেতুঃ উন্মত্তক বদিতি স্বার্থেকন্। তেন কেশাদ্যসম্বরণং ব্যজ্যতে পুরুষং সর্ব্বান্তর্যামিরূপমপি অতএব আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ন্যায়সিদ্ধং আকাশ বদ্ভূতেষ অন্তরং বহিশ্চব্যাপ্যসন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ নিজপ্রেমাবলম্বনকেবল নরলীলারূপেণৈব তস্যতৎ-প্রশ্ন বিষয়ত্বা দিতিভাবঃ। যদ্বাঅহোবততাসামিদং সর্ব্বং কিমরণ্যরুদিতমেবজাতং নেত্যাহ আকাশবদিতিবক্ষ্যতেচ-স্বয়ং ময়াপোরক্ষং ভজতাতিরোহিত মিতি। যদ্বা পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ তৎচভুতেষু স্থাবর জঙ্গমেষু আকাশ বদন্তরং বহিশ্চসন্তং সাক্ষাদিব সত্ত্বয়াস্ফুরন্তং. পপ্রচ্ছুঃ তাদৃশ স্ফুর্ত্তিশ্চতাসাং প্রেমবিবর্ত্ত বিশেষাদেব বনলতাস্তরব আত্মনিবিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ইতিবৎ। তত্রবহিঃ স্ফূরণং দূরতঃ অন্তস্তনিকটাৎ। তত্রচ মত্ত্যুন্মাদে নৈবানিন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতিষু প্রশ্নোযোগ্য ইতিভাবঃ ।। ৫ ।।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাং শকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

৮ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৭৯। সন ১২৬৪। ১ খণ্ড।

দর্শিতপদ্যব্যাখ্যানে আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বৃন্দাবনে লক্ষ করিয়াছেন সেই সূত্রের উপপত্তি শঙ্করভাষ্যে বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজ ইত্যাদি মহাভারত তদর্থ নির্ণয়রূপ শ্রীগোপীগণসহ বিশ্বমুর্দ্ধাদি শব্দের উপপত্তি দর্শাইলেন অদ্ভুত নামভাষ্যে স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যৈরদ্ভুত ইতি অত্রকৃষ্ণ আকাশ লিঙ্গ তৎপ্রেয়স্যশ্চ তথা ইত্যপি ব্যঞ্জয়িত্বা তাসাং স্বরূপশক্তিত্বং তাভিঃ সহ লীলায়াঃ তদ্ব্যাপার কার্য্যত্ব মিত্যায়াতমেব অর্থাৎ গোপীগণ স্বরূপশক্তি বৃত্তিভেদরূপ তাঁহাদিগের সহিত ভগবানের লীলাই তদ্ব্যাপারকার্য্য,এতৎ সর্ব্বমেব ব্রহ্মনির্ব্বিশেষং। অতএব পূর্ব্বদর্শিত মহাভারত বচনং বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজ

ইত্যত্র একশ্চরতিভূতেষু স্বৈরচারীযথাসুখং। ইত্যাদির উপপত্তি, কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপ যোষিত ইতি। গোপানামপি-স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যাঙ্গভূতত্ব মিত্যপি সিদ্ধং।

নন্তু। শক্তিমানের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যমধ্যে কোথায় লিখিয়াছেন?

উত্তর। অতুলনামভাষ্যে তুলোপমানং নবিদ্যতেঽস্যেত্যতুলঃ অত্রশ্রুতিশ্চ নতস্যপ্রতিমাঽস্তিযস্য নাম মহদ্‌যশ ইতি। এবং শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইতিচ।

প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু এক নন্দনন্দন, অসংখ্য গোপীর অসংখ্য কুঞ্জমধ্যে একদৈব অসংখ্য মূর্ত্তিপ্রকাশ হন অতএব শ্রীবিগ্রহের সর্ব্বাত্মত্ব অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপকত্ব সুতরাং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়োঽচ্যুত ইতি শ্রীশুকোঽপি আশ্চর্য্য বদ্বদতি। শ্রীমথুরায়াং কংসরঙ্গভূমৌ। মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃস্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমানিত্যাদিনা সেই রঙ্গভূমিস্থদশবিধজন সমুদায়ের মনোঽনুরূপ দ্বাদশরস কদম্বাত্মকৃষ্ণ, পৃথক্ পৃথক্ ভাবানুযায়ি পৃথক্ পৃথক্ রূপ একদা দর্শাইয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি রসোবৈসঃরসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি এই রসশ্রুতির উপপত্তি, কংসরঙ্গ ভূমিতে কৃষ্ণশরীরে বহুবিধ রসরূপ দর্শনে সিদ্ধ হইয়াছে। এক শ্রীকৃষ্ণকে মল্লগণ বজ্র সদৃশ মহাসন্তাপক দেখিলেক। আর মাথুর ভক্তগণ সেই কৃষ্ণকে অতি সুকুমার পরম সুন্দর নরবর দেখিলেন। আর স্ত্রীগণ উজ্জ্বলরস বিশিষ্ট যুবতীগণ দেখিলেন মুর্ত্তি মান কন্দর্প অর্থাৎ অপ্রাকৃত মদন এই তত্রস্থ জন সমুদায়েরা মনোনুরূপ দর্শন করিলেন, অতএব আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং এবং বিশ্বমূর্দ্ধত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট ঐ কৃষ্ণ ইহাও ঐ

রঙ্গভূমিতে সিদ্ধ হইল। এবং পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি পররূপ প্রতি-
ষেধ প্রকরণে দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ
মিত্যাদি। এই নির্ব্বিশেষ মিত্যাদি তত্রৈবং অগ্রে ১৩৬ পৃষ্ঠায়।
তথাস্মৃতিষ্বপি পররূপ প্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে।

জ্ঞেয়ং যৎতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ
পরংব্রহ্মনসৎতৎ নাসদুচ্যতে। ইতি এব মাদিষু। ইতি। এই
এবমাদিষু শব্দে দর্শিত গীতাবচনের পর বচন সর্ব্বতোঽক্ষি
শিরোমুখং ইত্যাদি পদ্যে ঐ নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই উপদেশ
করিয়াছেন, যথা তত্রৈব।

সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি॥

ইহার উপপত্তি ঐ কৃত্বাতাবন্তমাত্মান মিত্যাদি এবং ব্রজবা-
লকগণ সহমণ্ডলীভূয় বন্যভোজনলীলায় ঐ কৃষ্ণ মধ্যস্থায়ী
কমল কর্ণিকোপমিত, বালকগণ তৎ পত্রোপমিত, সুতরাং
সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখ মিত্যাদি সুসঙ্গতঃ। অতএব অদ্ভুত,স্বরূপ
শক্তিব্যাপারকার্য্যবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ নিরুক্তিশ্চ বিষ্ণুপুরাণাদৌ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চনিবৃতিবাচকঃ। দ্বয়ো-
রৈক্যংপরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইতি।

ঐ কৃষিশব্দ সত্তাবাচকঃ। আর ণশব্দ আনন্দবাচকঃ। অনেন
চিদপিগ্রহণীয়ঃ। সুতরাং চিদানন্দসত্তাকঃ। দ্বয়োরিতি চিচ্ছক্তিশ্চ
স্বরূপংচ তয়োঃ ঐক্যং একত্বং অচিন্ত্যরূপত্বং অতএব পরং, পর
শক্তিকং ব্রহ্মেতি বৃহদগুণকং। কৃষ্ণইতি অভিধীয়তে অতএব নাম
কৌমুদী কারৈঃ। যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি কৃষ্ণ ইতি রূঢ়ঃ।
দেবকীনন্দনো নিখিল মামন্দয়ে দিতিসামোপনিষদি।

ননু। কেচিৎ কৃষ্ণশব্দেন প্রত্যগ্‌ভূত চৈতন্যমাত্রং বাচয়ন্তি। উচ্যতেতেতু দিবান্ধা মহামায়ংচ তদ্ব্রহ্মেতি ভাষ্যং নপ্যশন্তি।

এবং ১৭৯ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণনামভাষ্যংচ। কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ। বিষ্ণুস্তদ্ভাব যোগাচ্চ কৃষ্ণোভবতি শাশ্বতঃ ইতি শ্রীব্যাসবচনাৎ সদানন্দাত্মকঃ কৃষ্ণঃ। কৃষ্ণোবর্ণশ্চমেষস্মাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণোঽহমর্জুন ইতিবা কৃষ্ণঃ। ৫৭।

ইহাতে প্রত্যগ্‌ভূত চৈতন্য মাত্র মানা শঙ্করভাষ্য সম্মত নহে। বিষ্ণু অর্থাৎ চতুর্ব্বাহুনামভাষ্যে বাসুদেবাখ্য নারায়ণঃ ঐ নন্দনন্দনের ভাব যোগহেতুক বিষ্ণু। ননু নারায়ণ অনাদি বসুদেবের পুত্র এই দ্বাপর শেষে জন্মিয়াছেন?

উত্তর। ঐ জন্ম আর যাবদীয় কর্ম্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ স্বরূপভূত মায়ারূপ অতএব অজোপিজাতো মহদংশ যুক্ত ইতি। মহান্তো মৎস্যাদয়োঽংশাঃ যস্যস মহদংশঃ শ্রীনারায়ণঃ তেন যুক্ত অজোঽপিপ্রাকৃত জন্মরোহিতোপিজাতঃ জাতবৎ প্রাদুরাসীদিত্যর্থঃ। প্রকাশ ভেদেন জন্মাদিলীলানামপি নিত্যত্বমস্তি অতোপি শ্রুতিঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ইতি।

শ্রীগীতায়াংচ। ভগবতাচোক্তং জন্মকর্ম্মচ মেদিব্য মেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নৈতিমামেতি সোর্জুন।

ভাষ্যংচ। জন্মেতি। তৎজন্ম মায়ারূপং কর্ম্মচ সাধুনাং পবিত্রাণাদি। মে মম দিব্যং ঐশ্বরং অপ্রাকৃতংএবং যথোক্তংযোবেত্তি তত্ত্বতঃতত্ত্বেন যথাবৎ। ত্যক্ত্বাদেহমিমং প্রাকৃতং পুনঃ পুনর্জ্জন্ম উৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি মাং প্রতি আগচ্ছতি মুচ্যতে হেঅর্জ্জুন॥ ৯॥

এই ভাষ্যোক্ত ব্যবস্থায় ঐ জন্মমায়ারূপ মিতি এই মায়ারূপ শব্দের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মায়াবাদিসংন্যাসি গণ ঈশ্বরোপা-

সত্ত্বা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যগ্‌ভূত চৈতন্যমাত্র বদ্ধজীব বর্গকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মানিয়া নিরীশ্বর হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার লিখিলেন জন্মমায়ারূপং কর্ম্মচেতি ইহাতে কর্ম্ম ও মায়ারূপ দিব্যমিতি অপ্রাকৃত ইহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ঐ জন্মকর্ম্মবিশিষ্ট গোকুলাদিধাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পুনঃ প্রাকৃত জন্ম প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

নন্বু। ঐ মায়ারূপ শব্দের তাৎপর্য্য কি? উত্তর। ঈশ্বরস্য ইতি ঐশ্বরং জন্ম কর্ম্মাদি ইহাতে ঐ মায়ারূপশব্দে চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে শ্রীরামতাপনীমায়াময়ায়েতি শব্দ ব্যাখ্যানে বিস্তার করিয়াছি। এই স্থানে ও মায়ারূপ শব্দে স্বরূপ মায়া অর্থাৎ অন্তরঙ্গ মায়াকেই গ্রহণ হইবেক সুতরাং মায়াময় শব্দে প্রচুর করুণ তাহা ওঐ যশোদাস্তনন্ধয় রূপের ঐ বাল্যলীলায় ব্যক্ত হইতেছে তৃতীয়ে শ্রীউদ্ধব বাক্যং যথা।

অহোবকীযং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়া পায় যদপ্যসাধ্বী॥ লেভেগতিং ধাত্র্যুচিতাংততোহ ন্যং কংবাদয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ইতি ॥

এই পদ্যার্থ শরল, কাল কূট বিযাক্ত স্তনদাত্রী পূতনা যশোদাদি মাতার বেশ ধারণ করিয়াছিল, ইহাই মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোকে সুখৈশর্য্যোত্তরা মুক্তিকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব এই মহা মায়নাম ভগবানের সমান দয়ালু আর কে আছে যে ইহার স্বরূপ বৈভবজ্ঞাত হওয়া অন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শরণ লইব। অতএব ভুবিকারাবর্ত্ত্যপি। নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপমিতি সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার সাধু লিখিয়াছেন, অতএব পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ শঙ্করভাষ্যের বিরোধী

সুতরাং বিপর্য্যাসমতি। এবং বেদান্তে আনন্দময়োঽভ্যা-সাত্। ইতি ব্রহ্মসূত্র আরব্ধ করিয়া অন্তস্তদ্ধর্ম্মো দেশাদিতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞপাদ লিখিয়াছেন স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাব শাৎমায়া ময়ংরূপং সাধকানুগ্রহার্থ মিত্যাদি।

এই মায়াময়ংরূপং গীতাভাষ্যেমায়ারূপং জন্ম শ্রীযশোদাস্তনা সক্তরূপ মায়ারূপ অর্থাৎ করুণাচ্ছবিগ্রহের মায়া কৃপা স্বমার-গোদ্যোগিনী পূতনা নাম মহারাক্ষসীকে ধাত্র্যুচিতা গতিলক্ষণ মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে ঐ বালগোপালোপাসকগণের অর্থাৎ শ্রীযশোদাদি গোপীগণের প্রীত্যনুগত প্রীতি প্রাপ্তি লক্ষণ মহাসিদ্ধি প্রাপ্তির অসম্ভাবনা কি ? অর্থাৎ সেই বাৎসল্য রসাকৃষ্ট রাগানুগা ভক্তি সাধক গণের অনুগ্রহার্থ। অর্থাৎ বাল গোপাল রূপস্য পরমেশ্বর স্যাপীচ্ছাবশাৎ করুণাচ্ছবিগ্রহ প্রক-টনং সাধকানুগ্রহার্থ মিতিহি বিচার্য্যপররূপপ্রতিষেধ করত পরম শুদ্ধলীলা পুরুষোত্তমকে ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ লক্ষ করিয়া শ্রীগীতোক্ত সর্ব্বতঃপাণি পাদং তদিত্যাদি এবং নিরীশ্বর কাপিল মতকে অগ্রাহ্য বুঝাইয়া স্বপরিগ্রহরূপ ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত মহামায়শ্চতদ্ব্যক্তেতি ব্রহ্ম সূত্রভাষ্যোক্তরূপ, তাপন্যুক্ত অচিন্ত্য মায়াময় চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র শ্রীবিগ্রহ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় ইহাই প্রমাণিত হইল মহাভারত রচনে বিশ্বমূর্দ্ধা ইত্যাদিতে ঐ পরম শুদ্ধলীলা পুরুষোত্তমকেই গ্রহণ করিলেন। অতএব দর্শিত গীতাভাষ্যে তৎজন্ম মায়ারূপং কর্ম্মচসাধূনাং পবিত্রাণাদি। এই আদিশব্দে পূতনা মোচন তৃণাবর্ত্ত শকটাদিঘাতন ব্রহ্মমো-হন কালীয়দমনাদি মহারাসাদি কং সবধান্তমহালীলা মায়ারূপ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্যৈরদ্ভুত ইতি সহস্রনামভাষ্যে, অতুল-নাম ভাষ্যেচ মহদ্যশঃ ইত্যাদি এবং শ্বেতাশ্বতরে নতৎসমশ্চ-।

ভ্যাধিকশ্চদৃশ্যতে পরাস্যশক্তির্বিবিধৈবশ্রূয়তেইত্যাদিতে স্বরূপ-
শক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই সর্ব্বজ্ঞাচার্য্যপাদাভিপ্রেত
সিদ্ধ হইল। যেভাষ্যে বিশ্বমূর্দ্ধাদি প্রমাণ দর্শাইয়া চিচ্ছক্তি স্বরূপ
মাত্রকে সুখংচরতি শব্দাভিপ্রায়ে শ্রীরাসবিহারিকে লক্ষ করি-
লেন। তাহাকেই এক পরমেশ্বররূপে গ্রহণার্থ প্রমাণিত করি-
তেছেন। যদিস্মৃত্যনবকাশদোষেণেত্যাদিভাষ্য। ইহাতে ঐ
প্রকৃতি মাত্র কারণবাদি সাংখ্যদর্শনসূত্রকর্ত্তা অগ্নিবংশ্য কপিল
(নিরীশ্বর) অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্বন্ধগন্ধশূন্য ঈশ্বর, পরম
শুদ্ধসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইহাকে মানেন না, অতএব ঐ কাপিল
মতকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার ঐ সূত্রভাষ্যে
নির্গুণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ
ইহাকেই বুঝাইতে ঐ ভাষ্যে লিখিয়াছেন, যথা। যদিস্মৃত্য
নবকাশ দোষেণ ঈশ্বর কারণবাদ আক্ষিপ্যেত এবমন্যা ঈশ্বর
কারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়ঃ অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্ তা উদাহরিষ্যামঃ
যত্তৎসূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মিতি পরংব্রহ্ম প্রকৃত্য সহ্যন্তরাত্মা জীবানাং
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতিকথ্যতে ইতি চোক্ত্বা তস্মাদব্যক্ত মুৎপন্নং-
ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ইত্যাহ। অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে
সংপ্রলীয়ত ইত্যাহ অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বংনারায়ণঃ সর্ব্ব
মিদং পুরাণঃ। স সর্গকালেচ করোতি সর্গং সংহারকালেচ
তদত্তিভূয় ইতিচ পুরাণে। শ্রীভগবদ্গীতাসুচ অহং সর্ব্বস্য-
জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথেতি। পরমাত্মানমেবচ প্রকৃত্য আপঃ
স্তম্বঃ পঠতি তস্মাচ্চ কায়াঃ প্রভবন্তিসর্ব্বে স সর্ব্ব মূলং শাশ্বতিকঃ
সনিত্যঃ ইত্যেব মনেকশঃ স্মৃতিষ্বপীশ্বরকারণত্বেন উপাদান
ত্বেনচ প্রকাশ্যতে ইত্যাদি।

এই ভাষ্য দর্শনে সাংখ্যসূত্ররূপস্মৃতির অগ্রাহ্য বুঝাইতেছে

এবং সাংখ্যানুগত পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণের অবৈদিক স্বকপোল কল্পনা যে, ইতিহাস পুরাণাদিকেসামান্যকাব্য রূপে মানা। শ্রীশঙ্করশারীরকমীমাংসাভাষ্যে মহাভারত ওপুরাণ এবং আপস্তম্বাদি স্মৃতিগণকে প্রমাণত্বে স্বীকার পূর্ব্বক তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বর, প্রকৃতিসম্বন্ধগন্ধশূন্য স্বীকার, মায়াবাদি গণ স্বীকৃত বিবর্ত্তবাদকে অস্বীকার করত পরিণামবাদ স্বীকার করিলেন ইহাতেই নির্ণয় হইল ঈশ্বর চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র যিনি পরিণত হইয়া বিচিত্র বিকারা কারাত্মক প্রাকৃত মহদাদিবিরাড়ন্তবিশ্বকে রচনা করিয়াছেন, তিনীই নির্গুণ নারায়ণ এবং গীতোক্ত বসুদেবের পুত্র ইহা স্বরূপশক্তি সত্ত্ব নহিলে কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, কেন না বিকারের উপাদান কারণ হইয়াও নির্গুণ সুতরাং ত্রিগুণ মায়া শক্ত্যতিরিক্ত অচিন্ত্যশক্তি মানীশ্বর নির্গুণ ঐ মায়াগুণ সম্বন্ধশূন্য ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন? শ্রুতেস্তুশব্দমূলত্বাদিতি সূত্রভাষ্যে কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেতেত্যাদি পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। এবং বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপ মিত্যাদি মুণ্ডক মন্ত্রোদাহরণরূপ শ্রীভাগবত শ্রীহরিবংশ প্রকরণ প্রথম পত্রিকার মহাকালপুরগমনলীলায় দর্শাইয়াছি। সুতরাং স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যগণ অচিন্ত্য মায়াকার্য্য ত্রিগুণমায়াকার্য্যাতিরিক্তত্বাৎ।

ননু। সাংখ্য দর্শনকর্ত্তা কপিলনামনিরীশ্বর প্রকৃতিমাত্র বিশ্বকারণ বাদী অতএব তাহার মতকে অগ্রাহ্য বুঝাইয়া দেবহূতি গর্ভজসাক্ষাৎ বাসুদেব ভগবান্ তাহার মতে আছে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বরূপ ক্ষেত্রনাম জীবোপাধিতদ্বিজ্ঞাতা জীবাত্মা অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ তদতিরিক্ত সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা ঈশ্বর তিনি পরব্রহ্ম

ইহা সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকারপ্রমাণিতমহাভারতাদি বচনে সিদ্ধ হইল তত্র বিশ্বমূর্দ্ধাদি বিশ্বভুজাদি বচনের উপপত্তি শ্রীদশম স্কন্ধীয় রাসাদিলীলাতে সঙ্গতি দর্শাইয়াছি, কিন্তু পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ ঐ বিশ্বমূর্দ্ধাদির সঙ্গতি সহস্র শীর্ষ-পুরুষে রাখিয়াছেন।

উত্তর। সর্ব্বজ্ঞপাদ ঐ পরমাত্মা রূপের প্রতিষেধ করিয়াছেন, যথা দর্শয়তি শ্রুতিঃপররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং চৈতন্যমাত্র ঘনমিতি।

নন্নু। চৈতন্যমাত্রঘনই ব্রহ্ম ইহাই সংন্যাসিগণের সম্মত কিন্তু সেই ব্রহ্ম নিরবয়ব, ঈশ্বরস্তু বিষ্ণু তিনিই পরমাত্মা কিন্তু গুণাধিষ্ঠাতা তত্র শাঙ্করভাষ ং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ ইত্যাদিতে বিষ্ণুকেই নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ণয় করিয়াছেন।

নন্নু। সহস্র নামে অপ্রমেয় ইতি নাম ভাষ্যে প্রমাণ গোচর ঈশ্বর গ্রাহ্য, চৈতন্যমাত্রঘন নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমাণের অগ্রাহ্য। অতএব পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যমাত্র ব্রহ্মোপাসনাই স্থাপিত করিয়াছেন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিরুপাধি ইহা পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থগণে নাই।

উত্তর। উৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি সূত্রভাষ্যে দর্শাইয়াছি ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ জ্ঞানস্বরূপ পরমার্থতত্ত্বমিতি ইহাতে কি? ঐ চৈতন্যমাত্রঘন নিরঞ্জন শব্দ শব্দিত হইলেন না আর সাক্ষাৎ পরমার্থতত্ত্ব ও জ্ঞানস্বরূপ বসুদেবের পুত্র ভগবান্ ইহা শঙ্করের গ্রাহ্য হইল কি? না কুবুদ্ধি সংন্যাসিগণের যে শঙ্করভাষ্যস্থাপিত অতুলাখ্য ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অবৈদিক ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন করিতে যত্ন করে।

নন্থ। ঐ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দ্বারকাদিধাম এই ঐশ্বর্য্য নিরুপাধি ইহা মান্য করিব কি প্রমাণে।

উত্তর। সর্ব্বজ্ঞপাদ ঐ কৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্ব কথন পূর্ব্বক নিরুপাধিক ঐশ্বর্য্যত্বং মহামায়ত্ব ইহা স্থাপন পূর্ব্বক লীলাপুরুষোত্তমত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যথা সহস্র নামে।

এই ত্রয়োদশনামভাষ্যে বিশ্বোৎপত্ত্যাদি যাঁহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম ইহা সর্ব্বত্রই আছে। এবং আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি নির্ণায়ক শ্রুতিতে যিনি বিচিত্র বিকারাত্মক বিশ্বের হেতু তিনীই কেবলান্দোপ লক্ষিত শুদ্ধ-সচ্চিদানন্দব্রহ্ম। তিনীই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ইহাই নির্ণয় করিতেছেন। তত্র প্রথম সর্ব্ব ইতি নামভাষ্যে সর্ব্বোপেতাচ তদ্দর্শনাদিতি সূত্রসঙ্গমিত সর্ব্বশক্তিব্রহ্ম ইহা ঐ সর্ব্বনামভাষ্যে শ্রীব্যাসবচনে অসতশ্চেতি সতশ্চ অর্থাৎ কার্য্য ব্রহ্ম বিরাট্ আর সূত্রাখ্য হিরণ্যগর্ভ আর অসৎ শব্দবাচ্য বিষ যুক্ত অন্নের ন্যায় সপ্রকৃতিক ঈশ্বর। যাঁহার নাম অব্যক্ত এই পর্য্যন্ত সগুণ ব্রহ্ম ইহার মধ্যে বিরাট আর সূত্রাখ্য হিরণ্যগর্ভের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি প্রলয় হয় প্রবাহের ন্যায় কিন্তু প্রলয়ে বদ্ধ জীববর্গ ঐ সপ্রকৃতিক ঈশ্বরে প্রসুপ্ত হইয়া থাকেন। পুনঃ সৃষ্টি-সময়ে শুদ্ধআনন্দস্বরূপব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাখ্য পুরুষের ঈক্ষণে ঐ অব্যক্ত হইতে প্রথমজাত হিরণ্য গর্ভাখ্য উপাধির উৎপত্তি হয় পরে বিরাট্ বিস্তার এই রূপে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বদাজ্ঞানাৎ অর্থাৎ ঐ ঈক্ষিতৃ পুরুষ পরমাত্মা পুনঃ ২ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় দেখেন অতএব তিনিই সর্ব্বোপেতা পরব্রহ্ম নাম পরমাত্মা সর্ব্বদাজ্ঞানাৎ সুপ্তশক্তি রসুপ্তদৃগিতি প্রলয়ে জীব-

শক্তি আর অব্যক্তাখ্য মায়াশক্তির শয়ন হয় ইহারি নাম মহা প্রলয় তদাপি অসুপ্তাদৃক্ চিচ্ছক্তির্যস্যেতি অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রলয় কালেও শয়ন নাই, অতএব সর্ব্বস্য সর্ব্বদাজ্ঞানাৎ সর্ব্ব মেতৎ প্রচক্ষতে ইতি সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিব্রহ্ম ঈক্ষিতৃ পরুষঃ ইহা হইতেও পরম শুদ্ধ মহামায়ংচতদ্ব্রহ্মেতি। ২৫ । শিব ইতি নামভাষ্যে নির্গুণঃ শ্রীহরিঃ তাঁহার মায়া গুণ সম্বন্ধী অবতার শিবব্রহ্মা। যদুক্তং শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ সম্বৃতঃ। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্ব দৃগুপদ্রষ্টাতংভজন্নির্গুণো ভবেৎ দিতি। স ব্রহ্মা ভূত্বা সৃজতি স রুদ্রো ভূত্বাসংহরতীতি শ্রুতেঃ। অতএব শিবাদিনামভিঃ হরি রেব স্তূয়তে, যথা আদিত্যাদিনামভি রিত্যর্থঃ। ২৭।

নন্বু। বাস্কলির প্রশ্নে বাহ্বের অবচনে এবং গীতাভাষ্যে ঈশ্বরের জন্ম এবং কর্ম্মগণকেও মায়ারূপ অবধারণায় তাপনীতে মায়াময় দর্শনাৎ ঈশ্বরের যাবদীয় ঐশ্বর্য্যকে ইন্দ্রজালমায়া অবধারণ করিয়া পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করত চিন্মাত্রকে স্থাপিত করিয়াছেন।

উত্তর। পঞ্চদশ্যাদি সংন্যাসিগণের গ্রন্থের তাৎপর্য্য ইহাই বটে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার ঐ মায়াময়কেই নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্রঘন প্রয়োগ করত পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম শব্দদ্বারা মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মেতি সুদৃঢ় ব্যবস্থা লিখিয়া তাপন্যুক্ত মায়াময়ের লীলা মায়ারূপ ধ্যান লক্ষণ ভক্তি করিয়া ঐ মায়ারূপ জন্মকর্ম্মাত্মক শ্রীগোকুলধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নন্বু। গৌরাঙ্গীয়রূপসনাতনাদিকৃত গ্রন্থগণে এই রূপ

বর্ণন আছে, কিন্তু শঙ্করকৃতভাষ্য মধ্যে কৃষ্ণের মায়ারূপ জন্ম-কর্ম্মাদির পুজ্যত্মত্ব কোথায় আছে ?

উত্তর। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, যথা।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।৮।
জন্মকর্ম্মচমেদিব্য মেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বাদেহ মিমং জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন। ৯।

অনয়োঃ সর্ব্বজ্ঞপাদশঙ্করকৃতভাষ্যঞ্চ। কিমর্থং পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গ স্থানাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং পাপ কারিণাং কিঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগং। ৮।

জন্মেতি। তৎ জন্ম মায়ারূপং কর্ম্মচ সাধূনাং পরিত্রাণাদি মে মমদিব্যং ঐশ্বরং অপ্রাকৃতং এবং যথোক্তং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বেন যথাবৎ ত্যক্ত্বা দেহমিমং প্রাকৃতং পুনঃ পুনর্জ্জন্ম উৎপত্তিং নৈতি মাং এতি আগচ্ছতি মুচ্যতে হে অর্জ্জুন। ৯।

দর্শিত গীতোপনিষৎ পদ্যদ্বয়ভাষ্যে সংন্যাসিগণের যাবদীয় কুৎসিতবাদ খণ্ডন করিলেন। মায়ারূপজন্মকর্ম্মাদিকে দিব্য পদব্যাখ্যানে ঈশ্বরের মায়ারূপ জন্মকর্ম্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ স্বরূপভূত সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ মিতি এই চিন্মায়ারূপ জন্ম-কর্ম্ম বিশিষ্ট যোবেত্তি যে ভক্ত তত্ত্বত জানেন জানিয়া সেই মায়া-রূপ জন্মকর্ম্মাদিকে চৈতন্যমাত্রঘনরূপে ধ্যানাদি করেন অর্থাৎ সেই রাগানুগা ভক্তি পরিপাকে সেই ব্রজোপাসক ভক্ত যথা-বস্থিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষব্রহ্ম লক্ষণ ঐ গোকুলা-দি ধামে চৈতন্যমাত্রঘন বিগ্রহ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় শ্রীকৃষ্ণ

অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, সেই অসাধারণ আমার ভক্ত মুক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া মাং নরাকারং আগচ্ছতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ইতিশ্রুতেঃ। অর্থাৎ আমার নিবাস স্থানে মৎপার্ষদ লক্ষণ দেহ প্রাপ্ত হইলে পুনঃ পুনর্জন্ম লক্ষণ সংসার আর প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

নন্থ। দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনব্রহ্ম নির্বিশেষ মিত্যাদি শঙ্করকৃতভাষ্য দর্শন করত তাপস্যুক্ত মায়াময়কে অবজ্ঞা করত শক্তি সম্বন্ধগন্ধশূন্য নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্ম স্থাপন করিয়াছেন?

উত্তর। অলীকং নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বত ইত্যাদি বাক্যাবলম্বন করতঃ সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র অর্থাৎ তাপস্যুক্ত মায়াময়কে পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্মত্বে স্থাপন করিয়াছেন, যথা সূত্রং।

উপসংহার দর্শনাৎ নেতিচেৎ ন ক্ষীর বদ্ধি। ২৪ ।

অত্রভাষ্যংচ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতং॥ সাধন সম্পত্ত্যাচ তস্য সংপূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকংতু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চদৃশ্যতে। পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়াচেতি। ২৪।

এই দর্শিতভাষ্যে চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রকেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম নিরূপণ করিতেছেন, শক্তিমাত্র বিহীন চিন্মাত্রব্রহ্ম অপূর্ণ ইহাই ভগবদ্ভাষ্যকারাভিপ্রায়, দর্শিতভাষ্যে ব্যক্ত হইল যেহেতু লিখিলেন পরিপূর্ণ শক্তিকংতু ব্রহ্মেতি। এই পরিপূর্ণ শক্তি অন্তরঙ্গ মায়া। তদুক্তং মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গাচ সাস্মৃতে-তি বচনাৎ। সুতরাং অন্তরঙ্গ মায়াকে নিরূপণ করিয়াছেন,

শ্রীগীতায়াং অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরা মিত্যত্র ভাষ্যংচ অপরেতি। অপরা নপরা নিকৃষ্টা শুদ্ধানর্থকরী সংসার রূপাবন্ধনাত্মিকেয়ং সুতরাং তমোরূপা ইতোপ্যন্যা যথোক্তা-য়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধিমেপরাং প্রকৃষ্টা মিত্যর্থঃ। অত্রভগবদাত্মভূতাস্বরূপশক্তিঃ অন্তরঙ্গ মায়ে-ত্যর্থঃ এই শক্তির সহিত পরিপূর্ণ শক্তিক সংপূর্ণব্রহ্ম মায়ারূপ-জন্মকর্ম্মবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। নতস্যান্যেনেতি সাংখ্য সূত্রকর্ত্তা বিশ্বকারণরূপ প্রধানকে স্বীকার করেন,শঙ্করাচার্য্যপাদ সেই প্রধানকে অন্য কহিলেন অর্থাৎ নিকৃষ্টা বহিরঙ্গমায়া এই শক্তিকে গ্রহণ করিয়া পরিপূর্ণ শক্তিক ব্রহ্মের সংপূর্ণতা ন সম্পাদয়িতব্যা অর্থাৎ তাপন্যুক্ত মায়াময় পূর্ণব্রহ্মের সহিত বহিরঙ্গ মায়ার সম্বন্ধ গন্ধও নাই। অতএব মায়ারূপ জন্মকর্ম্ম বিশিষ্ট লীলাপুরুষোত্তম নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মেতি, অতএব সাধু লিখিয়াছেন, উৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি সূত্রভাষ্যে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্ব মিতি।

নন্নু। মায়ারূপ জন্মকর্ম্মের পূজ্যতমত্ব শঙ্করপাদ কোথায় লিখিয়াছেন ?

উত্তর। পূর্ব্বে লিখিত ১৭ সপ্তদশাঙ্ক পদ্যে ত্রয়োদশ সংখ্য নামভাষ্য তত্র সম্ভবঃ। ৩১।

অত্রভাষ্যঞ্চ। স্বেচ্ছয়া সমীচীনং ভবনং যস্য স সম্ভবঃ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইতি ভগবদ্বচনাৎ।৩১।

এই দেখ ভাষ্যকার লিখিলেন স্বেচ্ছয়া সমীচীনং ভবন মিতি। ইহাতে ভবন শব্দে মায়ারূপ জন্মকেই লক্ষ্য করিলেন এবং স্বেচ্ছয়া সমীচীন মিতি বিশেষণ পদে সমীচীনং পূজ্য তমং মায়ারূপং জন্মাদি স্বেচ্ছয়েতি জীববৎ কর্ম্মপারতন্ত্র্য

রহিতেনেত্যর্থঃ। প্রমাণ দর্শাইলেন ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়েত্যাদি পদ্যদ্বয়ং। ৩১। এবমপি সংন্যাসিগণ স্বীকৃত নির্ধর্ম্মক অবৈদিকমতকেও দূরীভূত করিয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্য মত নিরসন প্রকরণে সূত্রং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ংচ তদ্ব্রহ্মেতি। এই দুই স্থানে ব্রহ্ম শব্দ আছে, ইহাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা পরমাত্মরূপ পরব্রহ্ম। তদতিরিক্ত পরমশুদ্ধ নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রঘন বিগ্রহ অর্থাৎ তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে লক্ষ্য করিলেন মহামায়ংচ তদ্ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ মহতী মায়া যস্য তন্মহামায়ং ব্রহ্মেতি বিশেষণং। এই মহা মায়া শব্দে পূর্ব্ব দর্শিত অন্তরঙ্গ মায়াকে গ্রহণ অর্থাৎ তলবকারবৃত্তিস্থ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রং মহামায়মিত্যভিপ্রায়ঃ। এই স্বরূপান্তরঙ্গ শক্তিকে ধর্ম্মরূপে স্বীকার করিয়াছেন, সূত্রকার তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদেসূত্রং।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যঞ্চ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষু আনন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবং জাতীয়কা ব্রহ্মণোধর্ম্মাঃ ক্বচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে ইত্যাদি পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি॥ ১১ ॥

এবংপ্রকার ভাষ্যকারাভিপ্রায় জ্ঞাতা কেবল গৌরাঙ্গীয় রূপ সনাতনাদি। তৎকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থগণে আছে, কুৎসিত অবৈদিকবাদিগণের যাবদীয় অসৎ কল্পনা, সেই সকলকে নিরস্ত করিয়া তাপন্যুক্ত মায়াময় স্বয়ম্ভগবানকে স্থাপিত করিয়াছেন। এই অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকাগণকে শঙ্করকৃত সৎসিদ্ধান্ত দর্শাইয়া সন্ন্যাসিগণের অসৎ কল্পনাগণকে নিরাস করিলাম তাহারদিগের অসৎ কল্পনা শ্রেষ্ঠ স্বরূপ শক্তিবিহীন

নির্ধর্ম্মকব্রহ্ম শঙ্করভাষ্যমতে সেই ব্রহ্ম অলীক অর্থাৎ নির্ধর্ম্মকং ব্রহ্ম খপুষ্প তুল্যমিতি। অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বত ইতিচ।

ভাল ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন তাহাতে আছে, ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ মন্ত্র তত্র মার্জ্জনাদি এবং প্রাণায়াম আছে, ত্রিগুণ দেবধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইঁহারা সগুণবিগ্রহ এবং তদুপাসনা মন্ত্র প্রণব গায়ত্রী। ঐ মন্ত্রে নির্গুণোপাসনার প্রসঙ্গ নাই অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় বিগ্রহ ধ্যানের প্রসঙ্গও নাই। অধুনা পণ্ডিতবর্গেরাও এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, ইহাতে সর্ব্বজ্ঞপাদ ভাষ্যকার কি লিখিয়াছেন।

উত্তর। এই সন্ধ্যা মন্ত্র অঘমর্ষণসূক্ত আর আত্মরক্ষা মন্ত্র আর তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি মহামন্ত্র উপলক্ষে ভাষ্যে অনেক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সার সিদ্ধান্ত যাহা নির্গুণ শ্রুতিতে আছে তাহাই দর্শাইব। তাহার উট্টঙ্ক এই ছান্দোগ্য বাজসনেয়য়োঃ ওঁমিত্যে তদক্ষর মুদ্গীথ মুপাসীত গায়ত্রীবৈ সর্ব্ব মিতি এই সর্ব্ব মিতি শব্দে সর্ব্বোপেতা পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিলেন।

নম্নু। শ্রুতি কেবল শব্দ মাত্র, অতএব (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন) এই ভগবদ্বাক্যে নিস্ত্রৈগুণ্য শ্রুতি ইহা কোথায় প্রাপ্ত হইলা ?

উত্তর। ঐ ভগবদ্বাক্যের অভিপ্রায় এই যে ত্রৈগুণ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া, যে কথা কহিতেছেন সে কথার নাম ত্রৈগুণ্যবেদ। এবং নিস্ত্রৈগুণ্য ব্রহ্ম তদ্বিষয় কথাই নিস্ত্রৈগুণ্য বেদ, অর্জ্জুনকে উপদেশ করিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ নিস্ত্রৈগুণ্য বিষয়া কথা শ্রবণ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব নাম ষড়্বিকাররহিত অনাদিনিধন নিত্যসত্ত্ব বস্তু তত্রস্থ হও এই অভিপ্রায়।

নন্বু। বেদের সগুণত্ব এবং নির্গুণত্ব ইহা বুঝিব কি প্রমাণে।

উত্তর। প্রণব স্বরূপতত্ত্ব নিরূপণ সূত্র শ্রীভাগবতে স সর্ব্ব মন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনং ইতি। অত্র সর্ব্ব মন্ত্র শব্দে ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদগণ এবং উপনিষৎ শব্দে নিস্ত্রৈগুণ্য ব্রহ্ম বিষয় বেদ এই উভয় লক্ষণ বেদের বীজ স্বরূপ কিন্তু প্রাকৃত বৃক্ষাদির বীজ অঙ্কুরাদি ক্রমে বৃক্ষাদি প্রকাশ করিয়া আপনি প্রণাশ হন ঐ প্রণব তাদৃশ নহেন অর্থাৎ দর্শিত উভয় লক্ষণ বেদ প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব বেদ বীজ স্বরূপ প্রণব সনাতন নিত্য সত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্বরূপ। বিশুদ্ধসত্ববস্তুভিব্যঞ্জক তদভিন্ন রূপ, বাচ্যবাচকয়োরভিন্নত্ব হেতুক উক্তং হি যাজ্ঞবল্ক্য পাদৈঃ বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপিচ বিজ্ঞাতে ব্যাচ্যএব প্রসীদতীতি। ইহাতে প্রণব বাচক তদ্বাচ্য ঈশ্বর নির্গুণ তদ্বাচক প্রণব নির্গুণ এই প্রকার প্রণবের স্বরূপ বিজ্ঞাত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তজ্জপধ্যান লক্ষণ ভক্তি পরিপাকে বাচ্যরূপ পরমেশ্বর প্রসন্ন হন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন দান পূর্ব্বক নিত্য সিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণ গণ সহযোগ প্রাপ্ত করান্ তখন আর সংসারাবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তদা অপহত পাপ্মা সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি।

নন্বু। ইহাতে বোধ হইল প্রণব ঈশ্বরের অস্ফুট নাম অতএব প্রস্ফুট নাম হরি কৃষ্ণ রাম। স্মৃতিও দেখিতেছি, "অপ্রত্যক্ষং শ্রুতেরর্থং স্মরন্তি মুনিসত্তমাঃ। প্রত্যক্ষ বেদসিদ্ধার্থং শৃন্বন্তি সর্ব্বচেতনা ইতি"। মুনিগণ ঐ সর্ব্ব শ্রুতি বীজ ভূত প্রণব জপ পূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্মরণ করেন। সেই রূপ মুনি সত্তমগণের মুখে প্রস্ফুট বেদার্থ রূপ হরি কৃষ্ণ রাম নাম

সর্ব্ব চেতন জীব মাত্র সকলেই শ্রবণ করিয়া ঐ শ্রীহরিতেই ভক্তি করেন। ইহাতে বিবাদ নাই কিন্তু প্রণবে আছেন, অক্ষর ত্রয় অকার ১ উকার ২ আর মকার এই তিন অক্ষরে ব্যঞ্জিত আছেন, বিশ্ব ১ আর তৈজস ২ এবং প্রাজ্ঞ নাম সুষুপ্তাবস্থা, ইহাতে কেবল জীবগণের উপাধি মাত্রকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তত্র আত্মা এক নিরুপাধি চৈতন্য মাত্র, ইহাই পণ্ডিতগণ মুখে মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিগণে প্রণব বিবৃতিতে শ্রুত হইয়াছি।

উত্তর। মাণ্ডুক্যতাপন্যাদিতে প্রণব বিবৃতি অতি বিস্তার আছে, কিন্তু লোকে তাহা জ্ঞাত নহে। প্রণবের পদত্রয় মাত্র সকলেই জ্ঞাত আছে কিন্তু মাণ্ডুক্য শ্রীতাপন্যাদি শ্রুতিগণ, তুরীয় পাদে নৈর্গুণ্য বস্তু অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে স্পষ্ট করিয়াছেন। তত্র প্রথম পাদ অকার তত্র একবিংশতি মুখাত্মক জাগ্রদাবস্থা রূপ বিশ্বকে কহিয়া অর্থাৎ বিরাটকে লক্ষ্য করিয়াছেন, দ্বিতীয় পাদ উকার তত্র তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা রূপ হিরণ্যগর্ভকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তৃতীয় পাদ মকার তত্র প্রাজ্ঞাবস্থা অর্থাৎ বিরাট আর হিরণ্যগর্ভের প্রলয় স্থান সপ্রকৃতিক রূপ যিনি বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় নিত্য আছেন এই পাদত্রয়ে সগুণ বস্তুকে নিরূপণ করিয়াছেন।

নন্নু। ইহা পূর্ব্ব চতুর্মূর্ত্তি নাম ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। (ঈশস্য যৎত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুরিতি।) ইহাতে তুরীয় পাদে নিরবয়ব চৈতন্য মাত্র জ্ঞাত হইয়া তদুপাসনা করিয়া থাকি।

উত্তর। বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এমত নহে তুরীয় পদে নির্গুণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই কহিয়াছেন, কিন্তু তিনিই স্বরূপ শক্তিমৎ অতএব ঈশ্বর তুরীয় মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি যোগাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

নমু। প্রণব তুরীয় পাদব্যঙ্গ্য সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বোপেতা পরমাত্মা আচার্য্য পাদ শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে ঐ পর রূপ প্রতিষেধ করিয়া নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্র ঘন ব্রহ্মকেই বেদান্ত শাস্ত্র তাৎপর্য্যাবসান মানিয়াছেন।

উত্তর। সত্য বটে কিন্তু ঐ সহস্রশীর্ষা পুরুষ রূপকে প্রতিষেধ করিয়া যে চৈতন্যমাত্র ঘন ব্রহ্মস্থাপিত করিয়াছেন, তিনিই পরিপূর্ন শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম সুতরাং স্বরূপশক্তি মদদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব রূপ হই। পুনঃ২ বিচারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং মাণ্ডুক্যোক্ত প্রণব বিবৃতিতে ওঁ ইত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্ব মোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽয়ং চতুষ্পাৎ॥ ২॥

এই দুই শ্রুতিতে সন্ন্যাসিগণের গ্রন্থে আছে, ব্রহ্ম তদ্ভিন্ন পরমাত্মা তিনিই ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি অতএব সোপাধিক, ব্রহ্মশক্তি মাত্র বিহীন, অতএব নিরুপাধি এই অবৈদিকবাদকে দূরীভূত করিলেন। ওঁম এই চতুষ্পাদাত্মক অর্থাৎ বিভাগ চতুষ্টয়াত্মক প্রণব। তদ্বিভাগ। অ। ১। উ। ২। ম। ৩। ँ। ৪। এতৎ চতুষ্টয় সমাহার রূপ ওঁম ইতি প্রণব নাম একাক্ষররূপ সর্ব্বমিতি। তত্র প্রথম অকারাদি অক্ষরত্রয় ব্যঙ্গ্য অপর ব্রহ্ম

অর্থাৎ ব্রহ্মের অপরমার্থরূপ। তদতিরিক্ত নাদবিন্দ্বাত্মকা চতুর্থপাদ ব্যঙ্গ্য পরব্রহ্ম অর্থাৎ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। তদ্রূপ ধাম পরিকরাদি। যত্র ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা ভগবানিতি শব্দ্যতে এবং ঐ মাণ্ডুক্যে ঐ চতুর্থপাদকে নিরূপণ করিয়াছেন, যথা। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্যাম্যেষযোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ॥ ৬ ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি সহস্র নাম ভাষ্যে ঐ সর্ব্বেশ্বর নাম ভাষ্যংচ সর্ব্বেষাং ঈশ্বরাণাং ঈশ্বর ইতি সর্ব্বেশ্বরঃ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরমিতি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। কৃষ্ণোবৈপরমং দৈবতমিতি শ্রীগোপাল তাপনী। অতএব স্মৃতিশ্চ বিষ্ণোস্ত্ব ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানিজ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি।

নন্থ। বুঝিলাম অন্তর্যামি পুরুষত্রয় রূপ শ্রীবিষ্ণু নাম নারায়ণ রূপ ইহাদিগের ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণু নাম কৃষ্ণ ইনিই পরম ইতি পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম বহুতর শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ, কিন্তু প্রণবের প্রথমপাদ ব্যঙ্গ্য জাগ্রদবস্থাগত বিকারজাত বিরাডাখ্য বিশ্ব তত্র ক্ষীরোদার্ণব তত্রৈব বিষ্ণু নাম ঈশ্বর। এবং ঐ বিশ্বমধ্যে ভারতবর্ষ তত্রৈব মাথুরমণ্ডল তত্র কৃষ্ণ ইহাই দৃষ্টি করত পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য উপাধিরূপ সুতরাং ইন্দ্রজাল মায়ারূপ লিখিয়াছেন।

উত্তর। প্রণব তুরীয় পাদ ব্যঙ্গ্য সর্ব্বেশ্বর পদবাচ্য পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম অতএব আকাশবৎ সর্ব্বগত নির্লিপ্ত নিত্য অব্যক্ত আছেন অথচ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ। ইহাতে ঐ স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরমেশ্বরের কোন বিষয়ে অর্থাৎ

বিকারাবস্থান রূপ ব্রহ্মাণ্ডে এবং তদতিরিক্ত নির্ব্বিকারাবস্থান রূপ অনন্ত বৈকুণ্ঠধামে জ্ঞান প্রতিবন্ধও নাই এবং শক্তি প্রতিবন্ধও নাই। ইহাতে তিনি অতর্ক্য শক্তিকে আবিষ্কার করত কদাচিৎ মাংস নেত্রাদির গোচর হইতে পারেন না, ইহা কদাচ নহে। স্বেচ্ছায় অবশ্যই সর্ব্বগোচর হন, ইহা স্পষ্ট কহিতেছেন শ্রুতিঃ। "অরেহয়মাত্মাপ হতপাপ্মা সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতীতি।" পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রণব চতুর্থপাদ ব্যঙ্গ্য হইয়াও অকারাদি পাদত্রয় ব্যাপক, অতএব আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি সূত্র ভাষ্যসঙ্গত এতাবদুক্তোপররাম তন্মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গ মীশ্বর মিত্যাদি ১৩০ পত্রে আছে। এবং বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতিমাহেতি সূত্র ভাষ্য পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি, সুতরাং নিত্যমুক্ত পরমেশ্বররূপ শ্রীকৃষ্ণ আকাশলিঙ্গ মথুরাদি ধামও আকাশলিঙ্গ সর্ব্বগত, সুতরাং প্রণব তুরীয় পদ ব্যঙ্গ হইয়াও তৎপাদত্রয় ব্যঙ্গ বিশ্ব তদ্ব্যাপক তুরীয়পাদব্যঙ্গ্য পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর।

নন্নু। পঞ্চদশীতে আছে ঐ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সোপাধিক।

উত্তর। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞপাদ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করত নিরীশ্বর চৈতন্য মাত্র স্থাপন করিয়াছেন, অতএব অবৈদিক তাহাও দৃশ্য হইতেছে অধুনাপি পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থানুগতজন সমূহেরো চিরকাল অবৈদিক মতে প্রবেশ করত অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অপেয় পান, অগম্যা গমনাদিতে রত হইয়াছে। ইহার মূল কারণ সর্ব্বেশ্বরের উপাসনা না করা সুতরাং মহাপরাধের ফল অভক্ষ্য ভক্ষণাদি।

নন্ন্। ঐশ্বর্য্য নিরুপাধি ইহা শঙ্করাচার্য্য পাদ কোথায় লিখিয়াছেন।

উত্তর। দর্শাইয়াছি সহস্র নামে। প্রভুঃ ৩৫। ঈশ্বর ৩৬। অত্র ভাষ্যংচ সর্বাসু ক্রিয়াসু সামর্থ্যাতিশয়াৎ প্রভুঃ॥ ৩৫॥ নিরুপাধিকমৈশ্বর্য্যং যস্যেতি স ঈশ্বরঃ। এষ সর্বেশ্বর ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৬॥ এই শ্রুতি ঐ মাণ্ডুক্যোক্ত প্রণব তুরীয় পাদ রূপ পূর্বে দর্শাইয়াছি।

নন্ন্। বুঝিলাম মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণের দৌর্জন্য অবৈদিক গ্রন্থ এবং শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরক মীমাংসা ভাষ্য এবং শ্রীগীতোপনিষদ্ভাষ্য এবং সহস্র নাম ভাষ্য এই ভাষ্য ত্রয়ের টীকায় শঙ্করাচার্য্য পাদের অভিপ্রায় আচ্ছাদন করিয়া স্বকপোল কল্পিত অবৈদিক মত সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাদিগের কথা লইয়া আর বিচার করিব না। কিন্তু মাণ্ডুক্যে প্রণব তুরীয় পাদ ব্যঙ্গ্য এষ সর্বেশ্বর ইত্যাদিতে প্রস্ফুট নাম হরি কৃষ্ণ রাম ইহা স্পষ্ট নাই।

উত্তর। বিদ্যাখ্যা শ্রুতিগণ পরম স্বামির প্রস্ফুট নাম স্পষ্ট রূপে উচ্চারণ না করিয়া পরম স্বামির লক্ষণ নিরূপণ করেন পরোক্ষাভিধানে, ভয় সম্ভ্রম হেতুক, অন্যের কথা দূরে থাকুক সর্ববেদ মাতা গায়ত্রী ঋগপি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নাম না কহিয়া ভর্গপদে হরিকে উটঙ্ক করিয়া বরেণ্য পদ দ্বারা পরিপূর্ণ শক্তিক স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

নন্ন্। সন্ধ্যা মন্ত্র এবং গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন এবং স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক এহারাও কহিয়া থাকেন, ব্রহ্ম নিরবয়ব। কৃষ্ণ বিষ্ণ্বাদি যাবদীয় সাকার দেব দেবী মূর্ত্তির উপাসনা চলিত আছে এসকল মায়িক রূপগণের উপাসনা।

উত্তর। তাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্র কাহাকে বলে ইহা কদাচ শ্রবণ দ্বারা দৃষ্টিপাত করে নাই, সুতরাং পরের মুখে ঝাল খাইয়া সর্ব্ব বেদান্তবেদ্য বরেণ্যাখ্য স্বয়ং ভগবানকে মায়িক মানিয়া সাধারণ দেবগণারাধনা লক্ষণ কর্ম্মকাণ্ড ভগবদুপাসনাকেও তাদৃশ মানিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন সিদ্ধান্ত স্থির নাই।

ননু। শঙ্করাচার্য্য পাদ শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে সন্ধ্যা মন্ত্রগণ মধ্যে আছে, অঘ মর্ষণসূক্ত মন্ত্র ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেত্যাদি মন্ত্র বর্ণ শ্রুতিকে প্রমাণিত করিয়া স্বীয় মতকে দৃঢ় করিয়াছেন। অধুনাপি সন্ধ্যোপাসনায় অঘমর্ষণ সূক্ত রূপ সর্ব্ব দেবান্তসার মন্ত্র পাঠ করেন, এবং সর্ব্ব বেদান্ত সূত্র লক্ষণা গায়ত্রী নাম মহামন্ত্রকেও জপ করেন, কিন্তু বলেন, ঐ অঘমর্ষণ সূক্তাদি সন্ধ্যা মন্ত্রগণ আর গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নিরবয়ব ব্রহ্ম।

উত্তর। তাঁহারদিগের অশাস্ত্রীয় কথার উত্তরের আবশ্যক নাই, কিন্তু তাঁহারা মান্য করেন কর্ম্মকাণ্ড সংগ্রহ স্মৃতি তত্রাপি হলায়ুধ জীমূতবাহন রঘুনন্দনাদি স্মার্ত্তাচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থে সন্ধ্যা মন্ত্রগণের ব্যাখ্যা প্রকরণে উত্থাপিত যাজ্ঞবল্ক্য বচনং।

যা সন্ধ্যা সাচ গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা। সন্ধ্যা চোপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ। গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং নকরোত্যঙ্গপোষণং। নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধং। এবং সহিশরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ। বিনাচোপাসনা দেব ন করোতিহিতং নৃষু। প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাংচ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েনচ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। বাচ্যঃ স

ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপিচ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতীত্যাদি ॥ ১ ॥

এই বাচ্যঃ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু ইনি অতুলাখ্য ভগবানের অর্থাৎ বরেণ্যাখ্য স্বয়ং ভগবানের বিলাসমূর্ত্তি সুতরাং সর্ব্বাশ্রয় শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়। যদুক্তং লোকাধিষ্ঠানং ৮৯৪ । অদ্ভুতঃ ৮৯৫। শাঙ্করভাষ্যংচ তমনাধারমাধারমধিষ্ঠায় ত্রয়োলোকাস্তিষ্ঠন্তি ইতি লোকাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম। ৮৯৪। অদ্ভুতত্বাৎ আশ্চর্য্যময়ত্বাৎ অদ্ভুতঃ শ্রবণায়াপি বহুভির্যোনলভ্যঃ শৃন্বন্তোঽপি বহবো যং নবিদ্যুরিত্যাদি শ্রুতেঃ। আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতিকশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতীতি ভগবদ্বচনাৎ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্যৈরদ্ভুত ইতি। ৮৯৫। অতএব বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়পূর্ণএবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁম।

এই শ্রীহরিঃ পরাখ্যাশক্তিকঃ ইনিই অতুল নামা সুতরাং অদ্ভুতঃ। ইহার অপ্রযত্ন লীলা ন্যায়ে শাস্ত্রগণ প্রকাশ, ইহার গুণের অন্ত না থাকায় অনন্ত নামা তন্মধ্যে ব্রহ্ম নাম ভর্গ এবং আত্ম নাম পরনাম ভগবন্নাম বিষ্ণু নাম মহদ্ভূত নাম উদ্গীথ নাম ভূমনমাদি আছে, দর্শিত শ্রীহরির শক্তিস্বাভাবিকী ত্রিবিধা অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা তত্রাতি সন্নিহিতা স্বাত্মভূতা অন্তরঙ্গা, তত্র তটস্থা দ্বিবিধা নিত্যমুক্তা এবং নিত্যবদ্ধা। এই বদ্ধজীববর্গ বহিরঙ্গা শক্তি কার্য্য ব্যাপার মোহিতা অর্থাৎ তদ্গুণাসক্তা প্রাপ্ত ত্রিবিধাধ্যাত্ম্যা. ইহারাই অদ্ভুতাখ্য শ্রীহরি বিমুখ কিন্তু ইহাদিগের স্বরূপ চিদ্রূপ আত্মা অতএব উভয়ান্বিত অর্থাৎ পুনঃ অদ্ভুতাখ্য বিষ্ণুর স্বরূপ শক্তি

ব্যাপার কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত হইলে তদুপাসনা পরিপাকে ত্রিবিধ বহিরঙ্গ মায়াগুণ কার্য্য অর্থাৎ ভূত ইন্দ্রিয় দেবতারূপ প্রাপ্তাধ্যাত্ম হইতে মুক্ত হইয়া পুনঃ অদ্ভুতাখ্য বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন। কিন্তু অদ্ভুতাখ্য শ্রীহরির শক্তি ব্যাপার-কার্য্য ঐ বদ্ধ জীববর্গের স্বাভাবিক বিষয় গ্রাহক প্রাপ্ত বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্র এক মাত্র উপায়। ঐ অদ্ভুতাখ্য হরির স্বরূপ শক্তি ব্যাপারকার্য্য নিত্য আছে। কদাচিৎ কালপরিবর্ত্তনে বিশ্বকারণ শক্তি প্রতি অনু-মোদন করেন, তদৈব বদ্ধ জীববর্গের সহিত অব্যক্তাখ্যের নিদ্রা ভঙ্গে ক্রমে এই ব্রহ্মাণ্ডগণ ব্যক্ত অর্থাৎ দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। তদা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রথমত দ্বিতীয় পুরুষের নাভিনালে ব্রহ্মা জন্মেন, কিন্তু অজ্ঞানতমঃ সম্বন্ধ ব্যাপ্ত থাকেন তৎকালীন নির্হেতু ভগবৎ কৃপাহেতুক সন্ধ্যারূপা সরস্বতী দেবী প্রথমত উপাসনা মন্ত্রোপদেশ করেন তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীবচক্ষুরাততমিতি মন্ত্র নিগমংশ্বে তাশ্বতরাঃ পঠন্তি তদা ব্রহ্মাণং প্রতি স্বরস্বতী বাক্যং। তপস্ত্বংতপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। সন্ধ্যা নাম্নী দেবী দত্তমন্ত্রের নাম সন্ধ্যা, ব্রহ্মা ঐ মন্ত্রার্থে মনঃ সংযোগপূর্ব্বক ঐ মন্ত্রার্থ স্মরণ করত ব্রহ্মার চিত্ত সংশোধিত হয়। ব্রহ্মার সর্ব্বদা সাধনশ্রমদৃষ্টে ঐ মন্ত্রার্থরূপ শ্রীগোলোকাখ্য পীঠস্থ শ্রীগোবিন্দ সপরিকর আকাশলিঙ্গ ধাম ব্রহ্মাকে দর্শন প্রদান করেন, তত্র মহাযোগপীঠস্থ গোপীগণ সন্নিধানে সদা বেণু গান করিতেছেন, অদ্ভুতাখ্য বিষ্ণু তদ্বেণুগান শ্রবণে তন্মণ্ডলস্থ স্থাবর জঙ্গমের মহা প্রেমানন্দোল্লাস। ঐ বেণু গীত ভগবানের অপ্রযত্ন লীলান্যায়োদ্ভব, ব্রহ্মার কর্ণগণে ঐ বেণুগীত সকল বেদ

পুরাণ রূপে প্রবেশ করেন, তদৈব অঘমর্ষণসূক্ত ও সর্ব্ব বেদান্ত সূত্ররূপ গায়ত্র্যাখ্যমন্ত্র প্রাপ্ত হন, অতএব শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

অথ বেণুনিনাদস্যত্রয়ীমূর্ত্তিময়ীগতিঃ।
স্ফূরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানিস্বয়ম্ভূবঃ।
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামাগমত্ততঃ।
ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথবিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বমাগরঃ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেব কেশবং॥
ইত্যাদি।

অতএব সহস্র নাম গণনায়াঞ্চ।

ত্রিলোকাত্মা ৬৪৬ ত্রিলোকেশঃ ৬৪৭
কেশবঃ ৬৪৮ কেশিহা ৬৪৯ হরিঃ ৬৫০।

ভাষ্যঞ্চ ভগবৎ শঙ্করাচার্য্যকৃতং। ত্রয়াণাং লোকানাং অন্তর্যামিত্বাৎ আত্মেতি ত্রিলোকাত্মা। ৬৪৬। ত্রয়োলোকা স্তদাজ্ঞয়া স্বেষু স্বেষু কর্ম্মসু বর্ত্তন্তে ইতিত্রিলোকেশঃ। ৬৪৭। কেশসংজ্ঞিতাঃ সূর্য্যাদিসংক্রান্তাঅংশব তদ্বত্তয়া কেশবঃ। অংশবোমে প্রকাশন্তে মমৈতে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্দ্বিজসত্তমাঃ ইতি মহাভারতে। ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাখ্যাশ্চ শক্তয়ঃ কেশসংজ্ঞিতাঃ তদ্বত্তয়া বা কেশবঃ। ত্রয়ঃ কেশিন ইতিশ্রুতেঃ। মংকেশৌ বসুধাতলে ইতি কেশশব্দঃ শক্তিপর্য্যায়েন প্রযুক্তঃ। কো ব্রহ্মেতিসমাখ্যাত ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাং। আবাং তবাংশসম্ভূতৌতস্মাৎ কেশবনামবান্ ইতি হরিবংশে কৈলাশযাত্রায়াং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীশিব বচনং॥ ৬৪৮॥

অত্র প্রদেশে সন্ধ্যা পদ্ধতীতে মার্জ্জন নাম মন্ত্র স্নানান্তর প্রাণায়াম তত্রসশীর্ষ গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদিত্রিগুণাধিকৃত ত্রিদেব ধ্যান লিখিত এবং ত্রিকালে আচমন মন্ত্র ত্রিবিধ

আছে। এবং গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে হংসারূঢ়া রক্তবর্ণা ব্রহ্মাণীর ধ্যানে। এবং মধ্যাহ্নকালে গরুড়ারূঢ়া শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবীর ধ্যানে এবং সায়ংকালে বৃষভারূঢ়া শুক্লবর্ণা রুদ্রাণীর ধ্যান উক্ত আছে।

উত্তর। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন উপাসনা মন্ত্র তত্র প্রণব ব্যাহৃতি ভ্যাংচ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েণেচ। ইহাতে ব্যাহৃতিত্রয় ব্যঞ্জিতত্রৈগুণ্য বিশ্ব ভূর্ভুবঃ স্বরিতি তদৈশ্বর্য্য ভোক্তা ত্রিদেব ইহারা সোপাধি অতএব তদুপাসনা স্থূলদর্শি প্রতি বিশ্বরূপ বিষ্ণু ধারণার ন্যায় কর্ম্মকাণ্ড শাস্ত্র। প্রণবের তুরীয়পাদ নিরুপাধি পরব্রহ্মোপাসনা। গায়ত্রীতে তিনিই ভর্গ। পরমেশ্বর।

ননু। আহ্নিকাচারতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ঐ ভর্গকে নিরাকার ব্রহ্ম লিখিয়াছেন?

উত্তর। ইহা শ্রুতিসম্মত নহে। শ্রুতিতে নিরুপাধিক সর্ব্বেশ্বর নাম স্বরূপশক্তিমদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ বিষ্ণু নাম শ্রীকৃষ্ণকেই নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সূর্য্যের অন্তর্যামীপুরুষ প্রণব তুরীয় পাদ ব্যঙ্গ্য সর্ব্বেশ্বর তিনিই গায়ত্রীতে বরেণ্য নামা স্বয়ং রূপ ভগবান্।

ননু। গায়ত্রী ঋক্ সূর্য্যপ্রকাশিকা অতএব সাবিত্রী নাম্নী। এবং গায়ত্রী প্রতিপাদ্য সবিতৃমণ্ডলাশ্রয় সুতরাং সূর্য্যের অন্তর্যামী তিনিই প্রণব তুরীয়পাদব্যঙ্গ্য পরমেশ্বর ইহা শঙ্করপাদ কোন সূত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন?

উত্তর। গায়ত্রী সর্ব্বমিতি শ্রুতেঃ। সুতরাং সর্ব্ববেদ সূত্র লক্ষণা গায়ত্রী অতএব সর্ব্ববেদান্ত বাক্য গায়ত্রী ঋগনুগত, সুতরাং গায়ত্রীকে লক্ষ্য করত সামুদায়িক সূত্রগণের প্রবৃত্তি। তথাচ গায়ত্রী ঋগর্থবিশেষ সূত্রং।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যং। ইদমাম্নায়তেছান্দোগ্যে অথযএষোঽন্তরাদিত্যেহিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণস্তস্যযথাকপ্যাসং পুণ্ডরীকমেব মক্ষিণী তস্যোদিতি নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত উদেতিহবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ যএবং বেদেত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে ইত্যাদি।

তত্র সংশয় কিং বিদ্যা কর্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী জীবঃ সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুষিচোপাস্যত্বেন শ্রুয়তে কিম্বা নিত্যসিদ্ধঃ পরমেশ্বর ইতি কিন্তাবৎ প্রাপ্তং সংসারীতি রূপবত্ত্ব শ্রবণাৎ। আদিত্যপুরুষে তাবৎ হিরণ্য শ্মশ্রুরিত্যাদিরূপমুদাহৃতং। অক্ষিপুরুষেপিতদেবাতিদেশেন প্রাপ্যতে তস্যৈতস্যতদেবরূপং যদমুষ্যরূপমিতি নচ পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং যুক্তং অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিতিশ্রুতেঃ আধারশ্রবণাচ্চ যএষোঽন্তরাদিত্যে যএষোঽন্তরক্ষিণীতি নহ্যনাধারস্য স্বমহিম প্রতিষ্ঠিতস্য সর্ব্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্যাধার উপদিশ্যেত স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বেমহিম্নীতি আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চনিত্যইতিচ শ্রুতীভবতঃ। ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা শ্রুতেশ্চ সএষ যেচামুষমাৎ পরাঞ্চোলোকা স্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাঞ্চেত্যাদিত্য পুরুষস্যৈশ্বর্য্য মর্য্যাদা সএষ যেচৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য কামানাং চেত্যক্ষিপুরুষস্য। নচ পরমেশ্বরস্য মর্য্যাদাবদৈশ্বর্য্যং যুক্তং। এষ সর্ব্বেশ্বর এষভূতাধিপতিরেষভূতপাল এষসেতুর্বিবরণ এষাং লোকানাম সম্ভেদায়েত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তস্মান্নাক্ষ্যাদিত্যয়োরন্তঃ পরমেশ্বর ইত্যেবং প্রাপ্তেব্রূমঃ॥

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিতি।

যএষোঽন্তরাদিত্যে যএষোঽন্তরক্ষিণীতি চ শ্রূয়মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এবনসংসারী কুতঃ তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্ম ইহোপদিষ্টঃ। তদ্যথা তস্যোদিতি নামেতি শ্রাবয়িত্বা অস্যাদিত্য পুরুষস্য নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত ইতি সর্ব্বপাপ্মা পগমনেন নির্ব্বক্তি তদেবচ কৃতনির্ব্বচনং নাম অক্ষিপুরুষস্যাপ্যতিদিশতি যন্নামতন্নামেতি। সর্ব্বপাপ্মাপগমশ্চ পরমাত্মন এবশ্রুয়তে য আত্মাপহতপাপ্মেত্যাদৌ। তথা চাক্ষুষেসৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্যজুস্তদ্ব্রহ্মেতি

ঋক্‌সামাদ্যাত্মকতাং নির্ধারয়তি সাচ পরমেশ্বরস্যোপপদ্যতে সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। পৃথিব্যগ্ন্যাত্মকেচাধিদৈবতম্‌ ঋক্‌ সামে বাক্‌প্রাণাদ্যাত্মকে চাধ্যাত্মমনুক্রম্যাহ তস্য ঋক সামচগেষ্ণৌ ইত্যধিদৈবতং। তথাধ্যাত্মমপি যাবমুষ্যাগেষ্ণৌতৌ গেষ্ণাবিতি। তচ্চ সর্ব্বাত্মকত্বে সত্যেবোপপদ্যতে। স উদ্গীথঃ ইতি। তদ্যইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং ত্বেবগায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয় ইতি লৌকিকেষ্বপিগানেষু অস্যৈব গীয়মানত্বং দর্শয়তি তচ্চ পরমেশ্বর পরিগ্রহে ঘটতে॥ যদ্যদ্বিভূতি তৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা। তত্ত্বদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংশসম্ভবমিতি ভগবদ্গীতাদর্শনাৎ॥ লোককামেশিতৃত্বমপিনিরঙ্কুশং শ্রুয়মাণং পরমেশ্বরং গময়তি।

যত্তূক্তং হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি রূপ শ্রবণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যেত ইতি। তত্রব্রূমঃ স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থং। মায়া হ্যষাময়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসীতি স্মরণাৎ। অপিচ যত্র নিরস্তসর্ব্ববিশেষং পারমেশ্বর রূপমুপদিশ্যতে ভবতিতত্রশাস্ত্রং অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি সর্ব্বকারণত্বাত্তুনির্ব্বিকারধর্ম্মৈরপিকৈশ্চিৎ বিশিষ্টঃ পরমেশ্বর উপাস্যত্বেন নির্দ্দিশ্যতে সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যাদিনা তথা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিনির্দ্দেশোভবিষ্যতি। যদপ্যাধারশ্রবণান্নপরমেশ্বর ইতি অত্রোচ্যতে। স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতস্যাপ্যাধারবিশেষোপদেশঃ উপাসনার্থোভবিষ্যতি সর্ব্বগতত্বাদ্ব্রহ্মণো ব্যোমবৎসর্ব্বান্তরত্বোপপত্তেঃ। ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা শ্রবণমপ্যধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগাপেক্ষমুপাসনার্থমেব তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাক্ষ্যাদিত্যয়োরন্তরুপদিশ্যতে। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥ অস্তিচাদিত্যাদি শরীরাভিমানিভ্যোহন্য ঈশ্বরোহন্তর্যামী য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যোনবেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি শ্রুত্যন্তরে ভেদব্যপদেশাৎ। তত্রহ্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদেতি বেদিতুরাদিত্যাদ্বিজ্ঞানাত্মনোহন্যোহন্তর্যামীতিস্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে স এবেহাপ্যন্তরাদিত্যে পুরুষোভবিতুমর্হতি শ্রুতি সামান্যাত তস্মাৎ পরমেশ্বর এবেহোপদিশ্যতে ইতিসিদ্ধং॥

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥ ২২ ॥

গায়ত্র্যার্থ রূপ সূত্র ও ভাষ্যপ্রকরণ দর্শাইয়াছি অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যত্র ইদমিত্যাদিকে ছান্দোগ্য আর বাজসনেয় শ্রুতির

লিখিয়া তত্র সংশয়ঃ ইত্যাদি পীঠ ভাষ্য তত্র সূর্য্যমণ্ডলে বাজসনেয়ে চক্ষুষি পুরুষকে উপাস্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন. ইনি কর্ম্মাতিশয় হেতুক প্রাপ্তোৎকর্ষ জীব বিশেষ কিম্বা নিত্য সিদ্ধ পরমেশ্বর ইতি। কিম্প্রাবদিত্যাদিতে সংন্যাসিগণের অবৈদিক বাদোত্থাপন করিয়া ভাষ্যকার স্বয়ং স্বমত স্থাপন করিতেছেন ক্রমে। অর্থাৎ ঐ পুরুষ রূপবান্ অতএব জীব বিশেষ। ইহাতে সংন্যাসিগণ যে সূত্র দৃষ্টি করি া ঐ ভর্গ নাম পরমেশ্বরকে জীব কহিয়াছেন, তৃতীয়ধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে সূত্রং অরূপবদেব হিতৎ প্রধানত্বাদিতি সূত্রং ভাষ্যে যে কঠমন্ত্র কে প্রমাণ দর্শাইয়াছেন এস্থানে ও সেই মন্ত্র দর্শা-ইয়াছেন, অশব্দ মিদ্যাদি শ্রুতিতে যে রূপকে নিষেধ করিলেন সেই রূপবান্ জীব ইহা সকলেরি স্বীকার্য্য বটে। কিন্তু ছান্দোগ্য বাজসনেয়োক্ত পুরুষ ভর্গ নামা ভগবান্ তিনি বরেণ্য বিশেষণে স্বয়ংরূপ ইহাই ভাষ্যকার স্থাপিতকরিতেছেন। যথা ঐ নিরাকারবাদি সংন্যাসিগণের ব্যবস্থা তস্মান্নাক্ষ্যা দিত্য যোরন্তঃ পরমেশ্বর ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূম ইতি অর্থাৎ ঐ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর করিতেছেন, ঐ সূত্র অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশা দিতি। যে এষহন্তরা দিত্য যয়েষোন্ত রক্ষিণীতি শ্রূয়মানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব ন সংসারীতি। ইহাতে পীঠ ভাষ্যে অবৈদিক নিরীশ্বর সংন্যাসিগণের মত ঐ ছান্দোগ্যাদিতে উক্ত পুরুষকে জীব ব্যবস্থা করেন, ভাষ্যকার কহিলেন ঐ ছান্দোগ্যে উক্ত পুরুষ পরমেশ্বরঃ অতএব ঐ ছান্দোগ্যে আছে যে২ ধর্ম্ম সেই সকল ধর্ম্ম উদ্গীথ নাম পরমেশ্বরের ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে সুতারাং ঐ উদ্গীথের ধর্ম্ম হিরণ্য শ্মশ্রু আদি ইহা ভাষ্যকারের স্বীকার হইয়াছে, তৃতীয়পাদে

সূত্রং আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেতি সূত্রভাষ্যে আমন্দরূপত্বং সর্ব্ব-ভূতাত্মত্বং অপহতপাপ্মকত্বং সত্যসংকল্পত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি। ইহা ঐ উদ্গীথে কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

নন্থ। তর্হি কিং রূপবান্ পরমেশ্বর, ইহাও কদাচ নহে রূপবত্ত্বজীবধর্ম্ম পরমেশ্বরস্ত অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ তাপন্যুক্ত মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দইতি অতএব মুণ্ডকে বৃহচ্চতদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপ মিতি। শ্রীরামতাপন্যাং আত্মমূর্ত্তিরিতি শ্রীগীতোপনিষদিসর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখমিতি। নিরীশ্বর সাংখ্য খণ্ডনভাষ্যে বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুক ইত্যাদি পূর্ব্ব দর্শাইয়াছি হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি জীবে ইহা সম্ভব নাই যেহেতু ঐ ব্রহ্মারূপ রূপি ভেদবান্।

নন্থ। এতৎ কুত ইতি তত্রস্থ তদ্ধর্ম্মোদেশাৎ সর্ব্বেভ্য পাপ্মভ্য উদিত ইতি অতএব ভাষ্যকারের শ্রুত্যর্থাবধারণা-সর্ব্ব পাপ্মপগমশ্চেতি এই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত ইহা পর-মাত্মার ইহা সকল শ্রুতিতেই আছে।

নন্থ। এই ভাষ্যে পরম শুদ্ধত্ব উদ্গীথ নাম পরমেশ্বরের এবং সর্ব্বকারণ কারণত্বং ইহাও বেদান্ত সিদ্ধ বটে। এবং ছান্দোগ্য আর বাজসনেয়ে উদ্গীথ কীর্ত্তন সংপূর্ণরূপে আছে। এবং উপাস্যত্বং ওঁমিত্যে তদক্ষর মুদ্গীথ মুপাসিতেতি শ্রুতি দর্শনে গায়ত্রীতে আছে ভর্গ নাম তিনিই উদ্গীথ ইহাও সিদ্ধি হইল। এবং তৃতীয়াধ্যায়ে শাঙ্কর ভাষ্যে ঐ উদ্গীথ শব্দ লইয়া যে সকল বাদ বিসম্বাদ আছে তাহাতে সূর্য্যকেও বোধ হয় এবং নিরবয়ব পরঃ জ্যোতিমণ্ডল ব্রহ্ম ভর্গ শব্দে ইহাও মানিতে হয়। সত্য বটে উদ্গীথ আশ্রয়ে বিষয়াদির বাদ বাক্য অনেক উত্থাপিত আছে, কিন্তু দর্শিত ভাষ্যে তাহার

মীমাংসা হইয়াছে ইহাই সে স্থানেও আছে, তাহা পশ্চাৎ দর্শাইব ইহাতে শ্রীশুক যাহা কহিয়াছেন তাহাই দর্শাইতেছি, যাহাতে গায়ত্র্যর্থ সুস্পষ্ট আছে। পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভ দেব ভগবানের পুত্র ভরতরাজা রাজ্যে বিমুখ হইয়া বন গমন করত স্নাত হইয়া গায়ত্রী জপ কালে যে ধ্যান করিয়াছেন, যথা শ্রীপঞ্চমে সপ্তমাধ্যায়ে।

গদ্যং। ইত্থং ধৃত ভগবৎ ব্রত ঐণেযাজিন বাসসাঙ্গ সব নাভিষেকার্দ্র কপিশ কুটীলজটা কলাপেনচ বিরোচমান স্বর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষ মুজ্জিহানে সূর্য্যমণ্ডলেহভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ ॥ ১৪ ॥ পরোরজঃ সবিতু র্জাত বেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান। স্বরেত সাদঃ পুন রাবিশ্য বিচষ্টে হংসং গৃধ্রাণং নৃষদিঙ্গিরা মিমঃ ॥ ১৫ ॥

অনয়ো স্বামিচ। ধৃতানি ভগবদ্ব্রতানি যেনসঃ। ভগবন্তং সূর্য্যমণ্ডলে অভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদুহোবাচ ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশঃ ঐণ্যাহরিণ্যা অজিনমৈণেয় তদেববা সঃ স্তনাস্তুসবনাভিষেকেণার্দ্রাঃ কপিশাশ্চয়াঃ কুটিলাজটাস্তাষাং কলাপেনচবিরোচমানঃ সূর্য্যপ্রকাশিক যা ঋচাহিরণ্ময়ং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণোক্তং যত্রযোহসাবাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে ইত্যাদি স্মৃতিশ্চধ্যেয়ঃ সদাসবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীত্যাদিনোক্তং উজ্জিহানে উদ্গচ্ছতি সতি উজ্জিহাস ইতি সকারান্তপাঠে সনন্তাপচাদ্যাচ অর্থস্তুসএব ॥ ১৪ ॥ পরোরজসঃ প্রকৃতেঃপরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং সবিতুর্দেবস্য ভগস্বরূপভূতং তেজঃ। জাতং বেদোধনং কর্ম্মফলং যস্মাৎ তৎকর্ম্মফলদমিত্যর্থ কল্পমতউপপত্তেরিত্যত্রোপপাদিতং। অত্র হেতুঃ যমনসৈবেদং জজান সসর্জ্জ পুনঃ অদঃ সৃষ্টং বিশ্বং অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিশ্য গৃধ্রাণঃ আকাংক্ষন্তং হংসং জীবং স্বরেতসা চিচ্ছক্ত্যা বিচষ্টে পশ্যতিপালয়তীত্যর্থঃ নৃষুসীদতি উপাধিভয়াতিষ্ঠতি ইতি নৃষন্বুদ্ধিঃ তস্যাঃরিঙ্গিং রিঙ্গণং গতিং রাতিদদাতীতি নৃষদ্রিঙ্গিরা বা ছন্দসীত্যাদৌ পূর্ব্বস্বাভাবঃ তদ্ভর্গঃ ইমঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ইতি পঞ্চমে সপ্তমঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেষাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যং সশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

৯ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৯। সন ১২৬৫। ১ খণ্ড।

নন্বু। অত্র ভর্গশব্দে সূর্য্যের শুদ্ধ সত্বাত্মক স্বরূপভূত তেজকে প্রাপ্ত হওয়ায় নিরবয়ব ভর্গকে বুঝায়।

উত্তর। কদাচ এমত নহে ঐ ব্রহ্মের বর্ণ্যাকলদাতৃত্ব ধর্ম্ম আছে। তত্র হেতু, (মন এবেদং সসর্জ্জ) ইহাতে ঐ স্বরূপ ভূত পরংজ্যোতি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। যে হেতু জীবোপাধিগণের কারণ প্রকৃতি ইহা হইতে অতিরিক্ত স্বরূপ ভূত তেজ তিনি মনসা এব ইদংসসর্জ্জ অর্থাৎ সত্য সঙ্কল্পাদি ব্রহ্ম স্বরূপভূত মনে ইচ্ছা মাত্র এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। অনন্তর জীবোপাধিরূপ বুদ্ধিকে চেতন করেন এই হেতুক বিশ্ব-

মধ্যে অন্তর্যামি রূপে প্রবেশ করত চিচ্ছক্ত্যা চিচ্ছক্তি যোগে দেখেন অর্থাৎ ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি দ্বারা পালন করেন। ইহাতে অবতারা বলিকে গ্রহণ করিলেন। উক্ত লক্ষণ ভর্গ বরেণ্য পদ সাহিত্য হেতুক স্বয়ম্ভগবানকে ধ্যান লক্ষণ ভক্তি করত শরণাগত হইলাম।

মনু। বুঝিলাম চিচ্ছক্তি যুক্ত হিরণ্ময় পুরুষ হিরণ্য শ্মশ্রুত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট ভগবান্, তাহারি নাম ভর্গ ও ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা ঋষভদেব ভগবানের পুত্র ভারতবর্ষাধিপত্য পরিত্যাগ করত বান প্রস্থাশ্রমেতে স প্রণব গায়ত্রি জপ কালে ঐ ভর্গাখ্য ভগবানের ধ্যান করিয়াছেন। তিনিই শ্রীগোপাল তাপন্যুক্ত নন্দ কুমার ইহা ঐ ভাষ্য মধ্যে শঙ্করপাদ কোথায় লিখিয়াছেন।

উত্তর। ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতিকে ঐ ভাষ্যে উত্থাপিত যথা করিয়াছেন, তদ্যইমে বীণায়াং গায়ন্তি এতংতুএবতে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধন সনয় ইতিচ লৌকিকেষপি গানেষু অস্যৈব গীয়মানত্বং দর্শয়তি তচ্চ পরমেশ্বর পরিগ্রহে ঘটতে। যদ্ব ভুতি মৎসত্ব মিত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতা দর্শনাদিতি। ইহাতে ঐ স্বয়ংভগবান্ নন্দ কুমারকেই আরাধ্যরূপে অবধারিত করিলেন যেহেতু শ্রুতিতে আছে (বীণায়াংগায়ন্তি) ইহাকে নারদ তুম্বুরু প্রভৃতিরা বীণাদিতে গান কীর্ত্তন করেন ঐ নন্দ কুমারের স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যগণকেই গান করেন ইহা ঐ ভাষ্যে প্রাপ্ত হইলাম অতএব লিখিলেন (অস্যৈবেতি) এই উদ্গীথ নাম কৃষ্ণের গীয়মানত্ব, অন্যের নহে এবং লৌকিকেষপি, ইহাতে ঐ শ্রুতি গত মনুষ্য গায়কগণ ধনসনি অর্থাৎ ঐ পরমেশ্বরের শুদ্ধ ব্রজলিল

গান শ্রোতাগণের ধন পহরণেখনি গ্রহের ন্যায় অদ্যাপি ঐ লীলা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উন্মাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় সর্ব্বস্ব কীর্ত্তন কারিদিগকে অর্পণ করে।

নম্নু। নারদাদি বীণায় হরিচর্য্যাস্নু বর্ণন করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহারা ধন গ্রহণ করেন নাই। তবে শ্রোতাগণের ধন সনয় কাহাদিগকে কহিতে হইবে লৌকিকেষ্বপীতি। জয়দেব প্রভৃতি অর্থাৎ শ্রীরূপসনাতনানু গত শুদ্ধ ভক্তগণ অদ্ভুতাখ্য ভগবানের স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যগণ শ্রীব্রজলীলা তৎ কীর্ত্তন কারি কীর্ত্তনীয়াগণ, স্বীয় কীর্ত্তন শ্রোতৃ রসিক ভক্ত গণের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন তাহারা ও তদগানে প্রেমোন্মাদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বস্বার্পণ করেন অতএব নারদাদি ভক্তগণ, বীণায় ঐ অদ্ভুতাখ্য ভগবানকেই গান করেন এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি, তদ্য-ইমে গায়ন্তিএতংত্বেব গায়ন্তি দর্শিতত্ত শব্দে ছান্দোগ্যাদি গত উদ্গীথ নামের বিশেষার্থ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দেবকী নন্দনো লিখিল মান্দয়ে দিতি শ্রুতির উপপত্তি।

নম্নু। শ্রুতিতে আছে এতংতু এব গায়ন্তি ইহাতে দেবকী নন্দনকেই গান করিয়াছেন আর তিনীই অতুল নামা স্বয়ং ভগবান ইহা ভাষ্য মধ্যে কোথায় লিখিয়াছেন॥

উত্তর। অস্যৈবগীয় মানত্বং দর্শয়িতিতচ্চ পরমেশ্বর পরিগ্রহে ঘটতে। যদ্যদ্বি ভূতি মৎসত্বমিতি গীতা পদ্যোত্থাপনে ঐ দেবকী নন্দনের গীয়মানত্বং উদ্গীথ মুখ্যস্যেতি। অতএব এষ মহেশ্বর ইতি শ্রুতির তাৎপর্য্য ঐ দেবকী নন্দনে ইহা ঐ ভাষ্য মধ্যে শ্রীভগবদ্গীতা পদ্য উত্থাপন করিয়া বুঝাইয়াছেন ইহানিরীশ্বর সংন্যাসিগণ এবং গঙ্গাধরাদি বুঝিতে অক্ষম। অতএব ভাষ্যস্থ

গীতাপদ্য দশমাধ্যায়ে সেই পদ্যের সহিত ঐ দশমাধ্যায়ের শেষ পদ্য চতুষ্টয় শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত পশ্চাৎ দর্শাইব। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণশক্তিকপূর্ণব্রহ্মত্ব প্রস্ফুট আছে। ভাষ্যে স্যাৎ আছে অনাদি সিদ্ধ মায়াময়বিকারাবর্ত্তি গোকুলাখ্যং মহৎপদং। অত্র নিত্য সিদ্ধ সর্ব্বেশ্বর নাম বিকারাবর্ত্তি পরমেশ্বরের নিত্য মুক্তং পারমেশ্বরং মায়াময়ং রূপং।

ননু। মায়াময় রূপ নিত্য মুক্ত ইহা বুঝিব কি প্রকারে।

ইহার প্রকার ১৩২ এতৎ সংখ্যা আরম্ভ করিয়া ১৩৪ পত্রে শ্রীরাম তাপন্যুক্ত মায়াময়ায় চেতি ব্যাখানে দর্শাইয়াছি তত্র শ্রুতি স্বরূপ ভূতয়া নিত্য শক্ত্যা মায়া খ্যায়া যুতঃ। অতো-মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রভবন্তি সনাতন মিতি। এই অত্রাপি মায়া-ময় শব্দে চিচ্ছক্তি ময় অতএব সর্ব্ব ধর্ম্মোপ পত্তেশ্চেতি সূত্র ভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ংচেতত্ত্বক্তেতি এই মহা-মায়া শব্দে তৎসবকারবৃত্তিস্থ চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রই মায়াময়ংরূপং ভাব্যস্থ মহামায়ংচেতত্ত্বক্তেতি। সুতরাং মায়ামনুজমীশ্বর মিত্যাদি কিন্তু সহস্র নামে ঈশ্বর নাম ভাষ্যে লেখেন নিরূপাধিকমৈশ্বর্য্যং যস্যাস ঈশ্বর। এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতে রিতি। ঐ মায়াময় মনুজ অর্থাৎ তাপন্যুক্ত শ্রীযশোদা স্তনন্ধয় তাহাকেই শ্রুতি কহিলেন অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতন মিতি সুতরাং যশোদাস্তনন্ধয়রূপের নিত্যত্ব মিতি অতএব গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গ মিতিচ স্মৃতেঃ।

ননু ভাষ্যে আছে ইচ্ছা বশাৎ সাধকানু গ্রহার্থ মিত্যত্র কি হইবে।

উত্তর। ঐ গূঢ় পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গ অর্থাৎ মায়াময় ঈশ্বর চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। কিন্তু তলবকারে আছে অগ্নি বায়ু দিক্পাল গণের গর্ব্ব খণ্ডনার্থ ঐ মায়াময় পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম ঐ দেবগণ প্রতি কৃপা করত ইচ্ছামাত্র স্বমহিমারূপস্বাত্মকা ধিষ্ঠানের বাহিরে পরংজ্যোতি মণ্ডলকে ঐ দিক পাল গণের ইন্দ্রিয় গোচর করেন ইচ্ছামাত্রে ইহা পূর্ব্ব উট্টঙ্ক করিয়াছি।

ননু। ব্রহ্ম নিরবয় ঐ দেবগণ সাবয়ব যদি নিত্য ব্যক্ত ব্রহ্ম প্রত্যগ্‌ভূত চৈতন্য স্বরূপ তিনি দেবগণের গর্ব্ব জ্ঞাত হইয়া অনুগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয় গোচর হন ইহা হইলে প্রত্যগত চৈতন্যমাত্র ব্রহ্মকেও বিগ্রহবান কহিতে হয় কিন্তু সূত্রকার কহিয়াছেন অরূপবদেবহিতৎ প্রধান ত্বাৎ ইত্যাদির কি গতি হইবে।

উত্তর। ইহা পূর্ব্বে বহুতর বিচার পূর্ব্বক শ্রুতি স্মৃতিস মন্বয় দর্শাইয়াছি এবং শ্রীরাম তাপনী মন্ত্র স্তুতিতে শ্রীরামস্যাত্ম মূর্ত্তিয়ে ইহার ব্যাখানে আত্মাই মূর্ত্তি মূর্ত্তীই আত্মা অর্থাৎ জীবের রূপ প্রাকৃত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক তদ্ব্যতিরিক্ত রূপবান্ জীবচৈতন্য সুতরাং রূপরূপি ভেদ বিশিষ্ট জীবচৈতন্য ব্রহ্ম পরিপূর্ণশক্তিকং অর্থাৎ পূর্ণং জীবেরন্যায় দেহ দেহি ভেদ বিশিষ্ট হেন সুতরাং নির্ব্বিশেষ চৈতন্যবিগ্রহ অনাদি সিদ্ধ আত্মমূর্ত্তি। দেহ দেহি ভিদা চাত্রনেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিদিত্যাদি মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত মহা কোর্ম্ম নচানাং।

ননু। স্বাত্মকাধিষ্ঠানে নিত্য স্থিত শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র আত্ম মূর্ত্তি পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম ভক্ত প্রতি অনুকম্পিত হইয়া

ইন্দ্রিয় গোচর হইয়াছেন এমত শ্রুতি স্পষ্ট কোথায় আছে।

উত্তর। জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গোচর কেবল প্রাকৃত-বিষয় তদগোচর গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গ মিতি উক্ত লক্ষণ ব্রহ্ম নিত্যাব্যক্ত এই হেতু যে সকল জীবগণ ঐ ব্রহ্ম আছেন, ইহা নামানে কিম্বা না জানে অথবা জানিয়া তাহাকে না ভজে সেই জীবের আত্মা থাকিয়া ও না থাকা হয় অতএব তলবকারে।

ইহচেদবেদীদথসত্যমস্তি নচেদিহাবেদীৎ মহতীবিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি। ১৩। ব্রহ্মহ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্যহবিহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্তত ঐক্ষন্তাস্মাকমে-বায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। ১৪ তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌতেভ্যোহপ্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ।। ১৫ ।।

আসাং শাঙ্করীবৃত্তিশ্চ। ইহএবচেৎ যদি মনুষ্যঃ অধিকৃতঃ সমর্থঃ সন্ অবেদীৎ বিদিতবান্ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং অথতদা অস্তি সত্যং পরমার্থতঃ। ইহ জীবন্ চেৎ ন অবেদীৎ বিদিতবান্ তদা মহতীদীর্ঘাবিনষ্টিঃ বিনাশঃ॥ জন্মজরা মরণাদি সংসারগতিঃ। তস্মাদেবং গুণদোষৌ বিজানন্তঃ ভূতেষু ভূতেষু স্থাবরেষু জঙ্গমেষুচ একং আত্মতত্ত্বং ব্রহ্মবিচিন্ত্য বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্যধীরাঃ ধীমন্তঃ প্রেত্য উপরম্য অস্মাৎ লোকাৎ অমৃতাভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

ইদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহোমাভূদিতি তদর্থাইয়ং আখ্যায়িকা আরভ্যতে। ব্রহ্মযথোক্তলক্ষণং পরংহকিল দেবেভ্যো অর্থায়বিজিগ্যে জয়ংলব্ধবৎ॥ দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামে অসুরান্ জিত্বা

অগদ্ব্যতীন্ ঈশ্বর সেতুভেত্তুন্ দেবেভ্যোজয়ং তৎফলঞ্চ প্রাপয়ত্। তস্য ব্রহ্মণঃ হ কিল বিজয়ে দেবা অগ্ন্যাদয়ঃ অমহীয়ন্ত মহিমানং প্রাপ্নুবন্ত। তদাত্মসংস্থস্য প্রত্যগাত্মনঃ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য-প্রাণিনাং সর্ব্বক্রিয়াফলসংযোজয়িতুঃ সর্ব্বশক্তেরয়ং জয়োমহিমাচ উত্যজানন্তঃ তে দেবা ঈক্ষন্তঃ ঈক্ষিতবন্তঃ অস্মাকং এব অয়ং বিজয়ঃ অস্মাকং এব অয়ং মহিমা ইতি॥ ১৪॥

এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং এষাং তৎমিথ্যেক্ষণং হ কিল বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবৎ ব্রহ্ম সর্ব্বেক্ষিতৃহিতৎ সর্ব্বভূতকরণ প্রযোক্তৃত্বাৎ॥ দেবানাঞ্চ মিথ্যাভিমান মুপলভ্যৈবাসুরবৎ মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেষুরিতি তদনুকম্পয়া দেবানাং মিথ্যাভিমানাপনোদেন অনুগৃহ্ণীয়াৎ ইতিতেভ্যঃ অর্থায় হ কিল প্রাদুর্ব্বভুব স্বযোগ মাহাত্ম্য নির্ম্মিতেন বিস্মাপনী যেন রূপেণ দেবানাং ইন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ব্বভুব। তৎপ্রাদুর্ভূতং ব্রহ্মনব্যজানত নবিজ্ঞাতবন্তঃ কিং ইদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভুতং ইতি॥ ১৫॥

এই তলবকার বৃত্তিতে অবৈদিক সংন্যাসিগণের যাব দীয়-কুৎসিত সিদ্ধান্ত প্রত্যগভূত চৈতন্যমাত্রই ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিমৎ অচিন্ত্য রূপ ব্রহ্ম নহেন অর্থাৎ তাপন্যুক্ত মায়াময় অতুল্যাখ্য ভগবানকে প্রাকৃত গুণ বিগ্রহ কথন পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবগণ সহসাম্য নিরূপণ করায় চিচ্ছক্তি বিহীন অর্থাৎ নিরীশ্বর চৈতন্যমাত্র ব্রহ্ম স্থাপন করা এবং নিত্য চৈতন্যমাত্র জীবকে ত্রিগুণ মায়ার বৎস বলা প্রভৃতি যাবদীয় অবৈদিক বাদকে নিরস্ত করিয়া চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাপন্যুক্ত মায়াময় শ্রীহরিকেই মহামায়ঞ্চ তদব্রহ্মেতি যাহা ভাষ্যে নিরূপণ করিয়াছেন এবং প্রণব তুরীয় পাদে সর্ব্বেশ্বর তিনীই গায়ত্রী মন্ত্রে ভর্গ ইহাকে অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র বিগ্রহ সর্ব্বেশ্বরকে তাদৃশ রূপে শাস্ত্রচার্য্য দ্বারা বিজ্ঞাত না হইয়া কর্ম্ম কাণ্ড গত বিংশতি শিশ কেই

ঈশ্বর মানিয়া তদারাধনা করে তাহাদিগের মহতী বিনষ্টি ইহা দর্শাইলেন। যে হেতু কর্ম্ম কাণ্ড গত অগ্ন্যাদি দেবগণকে অনুগ্রহ করিয়া ভর্গ নাম মায়াময় সর্ব্বেশ্বর বিদ্যুৎ পুঞ্জ রূপে ঐ অগ্ন্যাদি দেবগণের ইন্দ্রিয় গোচর হইলেন ইহাই স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানু গ্রহার্থ মিতি। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ মন্ত্র ব্যখ্যানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাপন্যুক্ত মায়াময়রূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সত্য বটে পঞ্চমস্কন্ধীয় ভরত নৃপতির্বানপ্রস্থ আশ্রমস্থ হইয়া গায়ত্রী জপকালে ভর্গপদবাচ্য স্বরূপ ভূত তেজঃ পুঞ্জকে ধ্যান করেন আহ্নিকাচারতত্ত্বে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে আছে ব্যাহৃত্যা জ্ঞান দেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাইত্যত্র নিরাকার ব্রহ্মেতি লিখিয়াছেন।

উত্তর। তাহারা শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যস্থ ব্যবস্থা জ্ঞাত ছিলেন না সুতরাং পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থাভ্যাসি ব্যাক্তি মুখে শ্রুত কথা লিখিয়াচেন কিন্তু ঐ ভরত রাজারধ্যেয় রূপ ঐ স্বরূপ ভূত জ্যোতিরন্তর্গতং রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দর মিত্যাদি পূর্ব্ব দর্শাইয়াছি।

ননু। সত্য বটে নারদ পঞ্চরাত্রারম্ভে লিখিয়াছেন স্বরূপ ভূত জ্যোতিরন্তর্গতং শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীনন্দনন্দন ইহা দৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তলবকারে অগ্ন্যাদি দেবগণের নয়ন গোচর হন জ্যোতিঃ পুঞ্জ রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যদ্দৃষ্টে অগ্ন্যাদি দেবগণ কর্ম্ম কাণ্ডে পূজনীয় তাঁহারা ঐ জ্যোতিঃ পুঞ্জ কি বটে ইহা জানিবার নিমিত্তে নিকটস্থ হইয়া জানিতে অক্ষম হইয়া নিরস্ত হইয়াছেন, অতএব তৃতীয়াধ্যায়ে তাবো বাক্যের প্রশ্নে

বাহ্ব নাম ঋষি অবচন হন সুতরাং জ্যোতিঃ পুঞ্জ রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম অরূপবৎ ?

উত্তর। ঐ জ্যোতিঃ পুঞ্জ ব্রহ্ম ইহা সত্য বটে কেন না তমো নাম প্রকৃতি হইতে অতি দূর বর্ত্তি, কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র মহামায়ংচ তদব্রহ্ম পরিপূর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব রূপ অতুলাখ্য ভগবান্ ইহা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি উপসংহার দর্শনান্নেতি চেন্নক্ষীরবদ্ধীতি সূত্রভাষ্যে পরিপূর্ণশক্তিকংতু ব্রহ্মেতি।

ননু। স্বরূপ ভূত জ্যোতিঃ পুঞ্জ হইতে চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র পরিপূর্ণ শক্তিক ব্রহ্ম ইহা গায়ত্রী মন্ত্রে কস্মিন পদে ব্যক্তিত হইয়াছে ?

উত্তর। ভর্গ শব্দে স্বরূপ ভূত জ্যোতিঃ পুঞ্জ ব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া পুনর্ব্বরেণ্যপদে পরিপূর্ণ শক্তিক অতুলাখ্য ভগবানকে নির্ণয় করিয়াছেন। তিনীই ঐ তলবকারস্থ জ্যোতিঃ পুঞ্জান্ত-র্গত মহত্তুতাখ্য নভোলিঙ্গ স্বয়ং ভগবান্ স্বরূপশক্তিব্যাপার-কার্য্যৈরত্তুতং ইতি ভাষ্যকারের উত্তম ব্যবস্থা লিখিত আছে। এতদনুগত ভগবৎসন্দর্ভঃ তদেকমেব স্বরূপং, শক্তিত্বেন শক্তিম-ত্ত্বেন বিরাজতীতি। তদেব শক্তিত্বং প্রাধান্যেন বিরাজমানং রাধা লক্ষ্ম্যাদি সংজ্ঞামাপ্নোতি অপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতীতি। অতএব ঋক পরিশিষ্ট শ্রুতি রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈবরাধিকা বিভ্রাজতে জনেষ্বা ইতি। স্কান্দমাৎস্যয়োশ্চ রুক্মিণী দ্বারবত্যাংতু রাধা বৃন্দাবনেবনে, ইতি এবং জাতীয়ক শ্রুতি স্মৃতি বহুতর প্রমাণ ঘটিত কৃষ্ণ সন্দর্ভ নাম মহা গ্রন্থ বিরাজমান আছে। অতএব ব্রহ্মাদি

যাবদীয় দেবর্ষি মহর্ষি প্রভৃতিরা গায়ত্রী জপকালে স্বরূপ শক্তিবর্গ সহিত ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন। তত্রাপি কেহ লক্ষ্মীর সহিত ভর্গ নাম হরিকে ধ্যান করিয়াছেন, কেহ বা রাধিকার সহিত বরেণ্য পদ বাচ্যস্বমং ভগবানকে ধ্যান করিয়াছেন?

ননু। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং শ্রীশিব ইহারাই ধ্যেয়রূপ এবং ত্রিবিধ সন্ধ্যা রূপাশক্তি ঐ ত্রিবিধ দেবানুরূপ স্বস্ববাহনাদি বিশিষ্ট ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণী ইহারাই গায়ত্রী জপকালে ধ্যেয়া সন্ধ্যা পদ্ধতিতে ইহাই মাত্র আছে?

উত্তর। সেই পদ্ধতি বেদান্তানুযায়ী নহে, ঐ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বেনুগীতান্তর্গত সপ্রণব গায়ত্রী মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ননু। প্রাণায়াম প্রকরণে যে চতুর্মুখ রূপধ্যেয় ইতি নিরূপিত আছে, তিনি গায়ত্রী মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত হওত দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা কুত্রাপি শ্রবণ করিনাই?

উত্তর। ইহা শ্রবণ করিবা কোথায় অধুনা যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহারা বেদান্ত নাম কীদৃশ ইহা নয়নে দর্শন করেন নাই, কেবল কর্ম্মকাণ্ড স্মৃতির ব্যবস্থা জানাই পাণ্ডিত্য তৎফল প্রাপ্তি নিমন্ত্রণের বিদায়। পরমার্থ সত্যবস্তু বিষয়ক কথা হইলে কহেন মহাবিদ্যার উপাসনা করিলেই চতুর্বর্গ প্রাপ্ত হয় তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রগণদানের সংকল্পে আছে। আর কেহ বা মদ্যমাংস লতাসাধনেরত আছেন, ইহারা কি বেদান্তার্থ জানে যে তাহাদিগের মুখে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ মন্ত্রগণ তৎসূত্ররূপ সন্ধ্যা মন্ত্রত্রয় আর শ্রীগায়ত্রী ঋক প্রথমে

ব্রহ্মা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন, ইহা শ্বেতাশ্বতরে আছে এবং শ্রীগোপাল তাপনিতেও আছে।

ননু। স্মৃতিগণ মধ্যে কোথায় আছে?

উত্তর। অধ্যায় শত সম্পন্না ভগবদ ব্রহ্ম সংহিতা। কৃষ্ণোপনিষদাংসারৈঃ সংচিতা ব্রহ্মণো দিতা॥ এই স্মৃতি বচন ব্রহ্মসংহিতার টীকায় লিখিত ইহা দৃষ্ট হইয়াছে।

ননু। স্মার্ত্তাচার্য্যগণ স্বস্বকৃত সংগ্রহ স্মৃতি মধ্যে কৃচিৎ২ ব্রহ্ম সংহিতা বচন উত্থাপিত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্ম সংহিতা নাম মূল স্মৃতি ইহা মান্য বটে আর গৌরাঙ্গিয় রূপসনাতনাদি কৃত ভাগবতামৃত কাব্যাদিতে ঐ সংহিতার অনেক বচনোত্থাপিত করিয়াছেন?

উত্তর। ঐ ব্রহ্মসংহিতোক্ত কথা পশ্চাৎ লেখা যাইবেক। এই বিশ্বমধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি নালে জন্মিয়া অজ্ঞানাবৃত হইয়া বহুকালানন্তর পরমেশ্বরানুগ্রহে বেদ শব্দ জ্ঞান পূর্ব্বক ভূরাদি সৃষ্টি করেন; অতএব সর্ব্ববেদ মূলসূত্র সপ্রণব গায়ত্রী প্রভৃতি যাবদিয় বেদশব্দ ইহারা সকলই নিত্যসচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অপ্রযত্ন লীলান্যায়ে নিত্য প্রকাশ মান আছেন।

ননু। ঐ শব্দ সকল পঞ্চাশৎ বর্ণ যোগে অতএব বর্ণ প্রভব শব্দ বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিব্রহ্ম হইতে হইয়া থাকে?

উত্তর। সেই ব্রহ্মকে নিরূপণ করিবার নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্রগণ নিত্য প্রকাশিত আছেন, সেই সকল শাস্ত্রে পরিপূর্ণশক্তিকএবপূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞংসর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়শ্চতদ্‌ব্রহ্মেতি শাঙ্করভাষ্যেহ স্পষ্ট ব্যবস্থা।

নমু। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি শ্রুতি বলাৎ যে কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্যবস্তু আছে এসকলিব্রহ্ম, তবে শাস্ত্র মানিবার আবস্যক কি?

উত্তর। সর্ব্বশক্তি শব্দের মূল শক্তি ত্রিবিধ। পরামায়া অন্তরঙ্গা, অপরামায়া বহিরঙ্গা, আর তটস্থা প্রকৃতি জীব সংজ্ঞা কুচিৎ ইহাকেও চিচ্ছক্তি কহিয়াছেন। এই ত্রিবিধ শক্তি পরব্রহ্মের তন্মধ্যে তটস্থাখ্যাশক্তি দুই প্রকার কথগুলি নিত্য-মুক্ত পরব্রহ্মের নিত্যপার্ষদরূপ। এবং পরামায়া অন্তরঙ্গা যাঁহার নাম চিচ্ছক্তি ইহার বৃত্তিভেদে অনন্ত মূর্ত্তি আছে। ইহাদিগের সহিত স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য সমূহ যাঁহার নাম নিত্যলীলা। এই সকল শক্তিবর্গ সহিত স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবদাদি নাম বিশিষ্ট অতুলাখ্য শ্রীহরিঃ। ইনিই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মনেহ নানাস্তি কিঞ্চনে-ত্যাদি শ্রুতি। এতদ্ভিন্ন বহিরঙ্গমায়াতদ্বৃত্তিভেদ অবিদ্যাখ্যা মায়া আর ত্রিগুণা প্রকৃতি। অর্থাৎ অবিদ্যাখ্যা নিমিত্তকারণ যাঁহার পর্ব্ব কাম ক্রোধাদি। আর প্রধানাখ্যা প্রকৃতি উপাদান অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির গুণ। ইনিও অজা-নাম্নী, তত্রাপি অবিদ্যা পর্ব্বগণ কামক্রোধলোভমোহমদমাৎ-সর্য্যাদি। তত্র ঐ তটস্থশক্তি জীব নাম চিদ্রূপ অনন্তসংখ্যা, (অনন্তা জীবজাতয ইতি শ্রুতেঃ)। ইহার মধ্যে কথগুলি জীব ইহারা আত্ম সংজ্ঞিত নিত্য আছে, বলহীন হেতুক ঐ অবিদ্যা চাণ্ডালীর নর্ত্তনে মোহিত হইয়া প্রাপ্ত হয় ত্রিগুণ কার্য্যরূপ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বরূপ শরীর সেই শরীরে অহমিতিভানে। প্রেমা-স্পদ ভ্রান্তি হেতুক সংসার, তত্রৈবাবিদ্যা পর্ব্বরূপ কামাদি। সুতরাং স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি ইহাতেই ভগবান্ ও তৎ স্বরূপশক্তি

ব্যাপারকার্য্যগণের অস্ফূর্ত্তি, অতএব সংসারী জীবগণ অনাদি কাল সংসার ভোগ করিতেছে, কর্ম্ম বন্ধন হেতুক জনন মরণ স্বর্গ নরকাদির নাম সংসার। প্রলয়ে ঐ সকল জীবগণ অব্যক্তাখ্য সপ্রকৃতিক ঈশ্বরে অনুশায়ী হইয়া থাকে, পুনঃ কাল পরিবর্ত্তনে ঈশ্বরের ঈক্ষণে অর্থাৎ ঐ অব্যক্তাখ্য প্রকৃতির নিদ্রা ভঙ্গে হিরণ্যগর্ভের জন্ম, তদনন্তর বিরাটরূপ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। অনাদি প্রবাহের ন্যায় আছে। ইহাতে ঐ জীবগণ প্রতি, ঈশ্বরের অপ্রযত্ন লীলা ন্যায়ে বেদগণ আর ইতিহাস ও পুরাণগণ অর্থাৎ শ্রুতিগণ ও স্মৃতিগণ অনাদি প্রকাশমান আছেন। এই সকলের নাম শাস্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে প্রকাশমান, অতএব ঐ শাস্ত্রও সর্ব্বজ্ঞ কল্প, ঐ বদ্ধ জীবগণের পুনর্ব্বার আত্মস্ফূর্ত্তি এবং স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে উদয় হয়, চিচ্ছক্তি বৃত্তি-ভেদরূপ শুদ্ধ ভক্তি এই ভক্তি পরিপাকে সংসারের উপরতি। ইহা শাস্ত্র ব্যতিরেকে ঐ বদ্ধ জীবগণ স্ববুদ্ধি কল্পনায় কদাচ উপস্থিত করিতে সক্ষম নহে। অতএব বেদান্তে চতুঃসূত্রীয়ে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩। এই সূত্রের ভাষ্যের সহিত পশ্চাৎ দর্শাইব ঐ ভাষ্যে উদাহৃত করিয়াছেন। মাধ্যন্দিন শ্রুতি। তদ্‌যথাহি।

এতদ্‌বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেত দৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো অথর্ব্বাঙ্গিরস মিতিহাস পুরাণং বিদ্যা উপনিষদ ইত্যাদ্যা।

ইহাতে ঐ সকল বেদের অর্থরূপ ইতিহাস আর পুরাণগণ তত্রাপি মহাভারত নাম ইতিহাস আর পুরাণ বিষ্ণু পুরাণাদি।

তত্রাপি ঐ ভারতার্থ বিনির্ণয়রূপ শ্রীমদ্ভাগবত অত্যসাধারণ রূপ পুরাণ মুখ্য, কিন্তু তল্লক্ষণ শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদগারূঢ় বচন প্রমাণিত করিয়াছেন। যথা,

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃং
হিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগ
বতোঽহিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধরূপোঽয়ং শত-
বিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টা দশ সাহস্রঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ইতি।

অর্থোঽয়মিতি ব্রহ্মসূত্রগণের অকৃত্রিমার্থ রূপ। এবং মহাভারতে আছে প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাস কূট তদর্থ নির্ণয়রূপ ঐ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ। এবং সর্ব্ববেদ সূত্র লক্ষণা গায়ত্রী ঋক তদ্ভাষ্য ভূত ঐ মহাপুরাণ। এবং সন্ধ্যামধ্যে অঘমর্ষণ সূক্ত মন্ত্র আর ঋতংসত্যং পরংব্রহ্মপুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনম ইত্যাদি যাবদীয় শ্রুতি আছেন, ইহাদিগের পরিবৃংহিতরূপ ঐ মহাপুরাণ। অতএব সাক্ষাদ্ভগ-বতোঽহিত ইতি। ব্রহ্মাকে তাপনী শ্রুতি রূপে এবং চতুঃ শ্লোকী বিবৃতি রূপে উট্টঙ্কিত করিয়াছেন। অতএব পুরাণানাং সাম রূপ ইতি সামরূপ শ্রেষ্টরূপ শতবিচ্ছেদ সংযুত ইতি। অধি-করণ অর্থাৎ প্রকরণ অন্যংস্পষ্টং। অতএব মাধ্যন্দিন শ্রুতিঃ ইতিহাস পুরাণ মিতি এক পদে স্মৃতিগণ মধ্যে মুখ্য শাস্ত্রদ্বয়কে উক্তি করিলেন সংপ্রয়োগস্তন্মুখ্যো ভবতি নভুগৌণে ইহা শাঙ্করভাষ্যে স্বীকার আছে।

প্রশ্ন। অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকাগণে যে সকল শাঙ্করভাষ্য দর্শাইয়াছ সে সকলি মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্মত, কিন্তু স্বকৃতভাষ্যে প্রমানিত করিয়াছেন মহাভারত আর বিষ্ণুপুরাণকে অধিক স্থানে। শ্রীভাগবতের নাম সাক্ষাৎ প্রদান করেন নাই ইহার কারণ কি?

উত্তর। তৎকালিন অধিক তর পাসণ্ড নাস্তিক অর্থাৎ অন্তরঙ্গ মায়া নাম স্বরূপশক্তি বৃত্তি ভেদ স্মৃত্তি দিগকে মান্য না করিয়া ত্রিগুণ মায়াকেই শক্তিরূপে মান্য করিত, যেমন গঙ্গাধর কবিরাজপ্রভৃতি পঞ্চমকার স্বীকার কারিগণ শ্রীভাগবত প্রতি কোপান্বিত ছিল, অতএব সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার শ্রুতি আর মহাভারত দর্শাইয়া পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্মকে দর্শাইয়াছেন, স্বকৃতভাষ্যে শ্রীভাগবতের সাক্ষাৎ স্পষ্ট বচন লেখেন নাই, কিন্তু স্বপ্রিয় শিষ্য চিৎশুক পুণ্যারণ্যদ্বারা শ্রীভাগবতের মহতী টীকা দর্শাইয়াছেন। এবং স্বকৃত গোবিন্দাষ্টকে শ্রীদশম-স্কন্ধীয় যাবদীয় স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য ঘটিত লীলা সে সকল সূত্রিত করিয়া দর্শাইয়াছেন তাহা পশ্চাদ্দর্শাইব। কিন্তু মহাভার-তের অর্থবিনির্ণয়রূপ শ্রীমদ্ভাগবত ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আরব্রহ্মসূত্রগণের অকৃত্রিমভাষ্যভূত ঐ সাত্বতী সংহিতা যে হেতু তৎপদ্যগণ সাক্ষাৎ সাত্বতী শ্রুতিরূপা। ঐ ব্রহ্ম সূত্রগণের প্রথম ভাষ্য হনূমদ্ভাষ্য নাম তত্র ঐ পারম হংসী সংহিতার বচন দর্শাইয়া সূত্রার্থ সঙ্গতি করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের প্রতি-পাদ্য পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীভাগবতে আদি মধ্যাবসানে ঐ ভগবান্কেই স্থাপিত করিয়াছেন। অত-এব ভারত আর শ্রীভাগবত বস্তুত এক। শ্রীমহাভারতের আদি-

পর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে। ইতিহাসাঃ সবৈয়াখ্যা বিবিধাঃ শ্রুতয়োহ-পিচ। ইহ সর্ব্ব মনুক্রান্ত মুক্তং গ্রন্থস্য লক্ষণং। আস্তীর্য্যো-তস্যহজজ্ঞানং ঋষিঃ সংক্ষিপ্যচাব্রবীৎ। ইষ্টংহি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাস ধারণং। মন্বাদি ভারতং কেচি দাস্তীকাদি তথাপরে। ইতিহাস মিমং চক্রে পুণ্যং সত্য বতীসুতঃ। পরাশরাত্মজো বিদ্বান্ ব্রহ্মর্ষিঃ সংশিত ব্রতঃ। ইত্যাদ্যনন্তরং অগ্রেপি। একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতং। নারদোহ শ্রাবয়দ্দেবানসিতোদেবলঃ পিতৄন্। গন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়া মাসবৈ শুকঃ। অস্মিংস্তু মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্। শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্ম্মাত্মা সর্ববেদ বিদাম্বরঃ। ইদং শতসহস্রন্তু ময়োক্তং বৈনিবোধত। দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মুলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধো অর্জ্জুনো ভীমসেনোহস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মুলং কৃষ্ণো ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চেতি।

দর্শিত মহাভারতের প্রথমাধ্যায়ে ইতিহাসা ইতি এই ভারতে যে সকল ইতিহাস আছেন সে কেবল ব্যাখ্যার সহিত বিবিধ শ্রুতিগণ। ইহ সর্ব্ব মনু ক্রান্ত মিতি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞ ঐ সর্ব্বশক্তিব্যাপারকার্য্য সমুহ অনুক্রান্ত তদ্যুক্ত অতি বিপুলসংহিতা ষষ্টি লক্ষশ্লোক স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে নানা মহর্ষিগণ স্বমুখে কহিতেছেন।

তন্মধ্যে লক্ষ শ্লোক মনুষ্য লোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পূর্ব্ব দর্শিত অতি বিপুল সংহিতা বিভাগ ক্রমে এক ভাগ দেবগণ প্রতি নারদ কহিতেছেন। আর এক ভাগ পিতৃলোকে দেবল-

নাম মহর্ষি আর অসিত নাম মহর্ষি কহিতেছেন। তত্রাপি এক ভাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসদিগকে শ্রীশুকদেব শ্রবণ করাইতেছেন, ইহাতে গন্ধর্ব্ব শ্রীভানুমানাদিগকে। যক্ষঃ শ্রীকুবেরাদিকে, রাক্ষস লঙ্কায় শ্রীবিভীষণাদিকে সমুদায় মহাভারতের অর্থ শ্রবণ করান, অতএব শুকমুখোদিত সংহিতার নাম পারম হংসীতি। ইহাতে পরম হংস শুক নিত্য নির্ব্বাণ গত হইয়াও গন্ধর্ব্বাদি ভূতগণের দৃশ্যত্ব রূপে আছেন। অস্মিংস্তু মানুষে লোকে মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন মহর্ষি শ্রীবেদ ব্যাসের প্রিয় শিষ্য। ইদং শতসহস্রন্তু ইতি এই শতসাহস্রী সংহিতা আমি কহিতেছি অর্থাৎ সৌতি কহিতেছেন ইহাতে বুদ্ধি প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করহ। ইহাই উক্তি করিয়া সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সূচন করিতেছেন, দুর্য্যোধন ইত্যাদি প্রথম পদ্য। অবিদ্যা মায়ার রাজসতামস ব্যাপারকার্য্য কাম ক্রোধাদির অধীন কেবল অধর্ম্ম ময় মহা বৃক্ষ দুর্য্যোধন রাজা ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ রূপ কর্ণ আর শাখা রূপ শকুনি তদ্বৃক্ষের পুষ্পফল দুঃশাসন ঐ বৃক্ষের মূল ধৃতরাষ্ট্র যদ্যপি ইহারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মাচরণ করিত তথাচ ভক্তি ভক্ত ভগবানের প্রতিদ্বেষাচরণে সেই ধর্ম্মও কেবল অধর্ম্ম ময় হইয়াছিল।

যদুক্তং ভগবতাপি মন্নিমিত্তং কৃতং পাপ মপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোপি পাপং স্যান্মদভাবত ইতি। স্কান্দেহপি অরির্মিত্রং বিষংপথ্য মধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতেবিপর্য্যয় ইতি।

গুণমায়াররাজস আর তামস ব্যাপাররকার্য্য দর্শাইলাম। তদ্ভিন্ন অন্তরঙ্গামায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তিতদ্ব্যাপারকার্য্য প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি এই সম্বন্ধরূপা ভক্তি তদনুগত অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কনিষ্ঠ জ্ঞানে যে স্নেহরূপা পরম ধর্ম্ম, অতএব যুধিষ্টিরোধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ তৎস্কন্ধ অর্জ্জুন শাখা ভীমসেন, পুষ্পফলে নকুল সহদেব, ঐ পরম ধর্ম্মময় বৃক্ষেরমূল শ্রীকৃষ্ণ, এ স্থানে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় পাণ্ডু রাজাকে গ্রহণ করিলেন না, ইহার তাৎপর্য্য ঐ পাণ্ডু রাজা প্রাকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম যদুক্তং শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতৌ। অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতন মিতি বিষ্ণুপুরাণেচ. যদোর্ব্বংশং নরঃশ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পূর্ণংব্রহ্ম নরাকৃতীতি। অতএব সহস্র নামে অতুল ইতি নাম ভাষ্যে তুল্যোপমানং নবিদ্যতে অস্যেত্যতুলঃ। নতস্য প্রতিমাহ্যস্তি যস্য নাম মহদ্যশ ইতি শ্রুতেঃ। নত্বৎ সমোস্ত্যধিকঃ কতোহন্য ইতি স্মৃতেশ্চ। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণ মাধ্যন্দিনোক্ত মহদ্ভূত সংজ্ঞ।

নন্বু। অত্র পদ্যদ্বয়ে অধর্ম্ম ময় দুর্য্যোধনাদি মহাদ্রুম রূপক তন্মূল ধৃতরাষ্ট্র।সেই রূপ ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির মহাদ্রুমরূপক তন্মূল নন্দ বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ এই দুইপক্ষ মূল দুই বিগ্রহ অতএব সগুণ। কিন্তু কঠবল্লীতে আছে পূর্ণব্রহ্ম নিরূপণং যথা।

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রা ধর্ম্মদন্যত্রা স্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পস্যসিতদ্বদ। ১৪ ॥

অত্র শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ ॥ এতৎ শ্রুত্বানচিকেতাঃ পুনরুবাচ যদ্যহং যোগ্য প্রসন্নশ্চাসি ভগবান্ মাংপ্রতি অন্যত্র ধর্ম্মাৎ শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ তৎফলাৎ তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূত মিত্যর্থঃ। তথা অন্যত্র অধর্ম্মাৎ তথা অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ কৃতং কার্য্যং অকৃতং কারণং তস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ অন্যত্র ভূতাৎ চ অতিক্রান্তাৎ কালাৎ ভব্যাৎ চ ভবিষ্যতশ্চ তথা বর্ত্তমানাৎ কালত্রয়েন যন্ন পরিচ্ছিদ্যতে ইত্যর্থঃ। যৎ ঈদৃশং বস্তু সর্ব্ব ব্যাবহার গোচরাতীতং তৎপশ্যসি জানাসি তদ্বদমহ্যং ॥ ১৪ ॥

এই বৃত্তিতে নচিকেতা, ভগবান্ যম প্রতি সর্ব্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি কেমন তাহা নিরূপণ বিশেষ, অর্থাৎ প্রাকৃত ধর্ম্ম যিনি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান তাহা হইতে এবং তৎফল হইতে তৎকারক ইন্দ্রিয়গণ এই সকল হইতে পৃথগ্ভূত। সেই রূপ অধর্ম্মাৎ তৎফলাৎ তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূত অর্থাৎ (কৃতা কৃতাদিতি) এই কৃত শব্দে বিরাট আর হিরণ্যগর্ভ এই দুই রূপ কার্য্যভূত এতদ্ভিন্ন অকৃত শব্দ বাচ্য কারণ অর্থাৎ যাহার নাম অব্যক্ত যিনি সপ্রকৃতিক ঈশ্বর ইহাদিগের হইতে অতিরিক্ত ইহাতে সর্ব্বদেশ হইতে অপরিছিন্ন বস্তুকে লক্ষ করত প্রশ্ন করিলেন। কিঞ্চ অন্যত্র ভূতাৎচেতি অতিক্রান্ত যে কাল তাহা হইতে অতিরিক্ত এবং ভবিষ্যৎ কাল হইতেও অতিরিক্ত তথা বর্ত্তমান কাল হইতেও অতিরিক্ত অর্থাৎ এই কালত্রয়ে যে বস্তু পরিছিন্ন নহেন সেই বস্তুকে প্রশ্ন করিলেন, যৎ ঈদৃশং বস্তু সর্ব্বব্যবহার গোচারাতীতং সেই বাস্তব বস্তুকে তুমি জ্ঞাত আছে, আমাকে প্রসন্ন হইয়া সেই বস্তুকে বল। ১৪॥ ইহার দৃষ্টি করিয়া ঐ পাণ্ডা গণকে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মময় মানি এবং তন্মূলং কৃষ্ণ ইহাও কিন্তু ইহারা সর্ব্ব ব্যাবহার গোচরের অতীত বস্তু ইহা অস্মদাদির বক্তির গোচর হইতেছে না?

উত্তর। সত্য যাহারা মদ্যমাংসলতা সাধন করেন, তাঁহারা বেদশাস্ত্র গোচর বস্তুকে কদাচ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই বিষয়ে বহুতর বিচার পূর্ব্বে হইয়াছে, সংসার গতির পার বাসুদেবাখ্য ভগবানের স্থান দ্বারকা মথুরা গোকুলাখ্যং মহৎ-পদং এই স্থান পূর্ণব্রহ্ম ইহাতে যে কিছু স্থাবর জঙ্গমাদি আছে সে সকলি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সুতরাং সর্ব্বব্যবহার গোচরা-তীত এবং দ্বারকা ধামের পার্ষদ যাবদীয় যাদব ও পাণ্ডব ইহারা কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণ সঙ্গে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন স্বরূপশক্তি-ব্যাপারকার্য্য সমূহকে জীবের বুদ্ধি গোচর করিবার নিমিত্তে ইহাতে ঐ কৃষ্ণ আর পাণ্ডবদিগকে সামান্য ব্যবহার গোচর মানা কদাচ যুক্ত নহে। ইহা বুঝাইতে যুধিষ্ঠির নাম ধর্ম্মময় মহা বৃক্ষের মূল কৃষ্ণকে কহিলেন, ঐ কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্যবহারতীত স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যেরস্তূত ইহা ব্রহ্ম সূত্র-ভাষ্যে ভগবানেবৈকোবাসুদেবো নিরঞ্জনঃ পরমার্থ সত্য এবং অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণঃ। এই নামত্রয়ভাষ্য পূর্ব্ব দর্শাইয়াছি। এই রূপ শ্রীশুক পরম হংস প্রপঞ্চ গোচর হইয়াছেন, কৃষ্ণেচ্ছায় ইহাতে ইহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণ ইহা প্রথম পত্রিকাদি আরম্ভ করিয়া এই নবম পত্রিকা পর্য্যন্ত বহুতর বেদান্ত বাক্য সমন্বয় দর্শাইয়াছি। এ সকল অমান্য করিয়া যদি পঞ্চমকারস্বীকারী গঙ্গাধর কবিরাজের মুদ্রিত গ্রন্থকে মান্য করেন তবে অনাদি সিদ্ধ হিন্দুদিগের শাস্ত্র অর্থাৎ মহদ্ভূত সংজ্ঞ পরমার্থ সত্যবস্তু পরমেশ্বরের নিশ্বশিত অর্থাৎ অপ্রযত্নলীলান্যায়ে প্রকাশিত বেদান্ত আর তদর্থরূপ ইতিহাস পুরাণকে সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করা হয়।

নমু। সত্যাংবিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতি মাহেতি সূত্র-ভাষ্যে বিকারাবর্ত্ত্যপিচ নিত্য মুক্তং পরমেশ্বররূপ মিত্যাদি শাঙ্করভাষ্য নিরূপণাৎ পৃথিবীস্থস্যকৃষ্ণস্য নিত্যমুক্তরূপত্বংপ্রাপ্তং। তথাচ। পাণ্ডবও যাদবগণের প্রপঞ্চ গোচর হওয়ায় দেশবিশেষে কাল বিশেষ পরিচ্ছিন্নত্ব বোধ হয়। এবং মহাভারতে মৌষল পর্ব্বে আছে ব্রহ্মশাপে যাদবগণের বিনাশ। এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্বে পাণ্ডবদিগের গত্যন্তর ইহাতে সত্য কামনাম পরমাত্মার সৃষ্টি করণেচ্ছায় এই সৃষ্ট বিশ্বমধ্যে যে কিছু জীবের শরীর পিতামাতার কাম হেতু উদ্ভব দেখিতেছি। এবং কালে শরীরের প্রণাশ দেখিতেছি। এবং পাণ্ডব কৃষ্ণ আর যাদব কৃষ্ণ পিতামাতার কামহেতুক শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকায় শাঙ্করভাষ্যে দর্শনে শ্রুতি এবং স্মৃতি বচনে ঐ কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনাদি মনুষ্য রূপের নিত্যমুক্তত্ব শাঙ্কর-ভাষ্যে স্পষ্ট হইয়াছে কিন্তু গঙ্গাধর কবিরাজ শরীরমাত্রকেই ত্রিগুণ ময় মানেন যে হেতুক শুকদেবের নির্ব্বাণ মুক্তিকে নিরাকার ব্রহ্মৈক্য মানিয়াছেন?

উত্তর। মদ্যমাংসলতাসাধক গণের বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে শ্রদ্ধামাত্র নাই, অতএব বৃহচ্ছ দিব্য মচিন্ত্য রূপ মিত্যাদি শ্রুতিকে অনাদর করত অনির্দ্দেশ্যবপুর নির্দ্দেশ করিতে চাহে।

নমু। কামহেতুক উৎপন্ন শরীর প্রাকৃত সুতরাং নির্দ্দেশ্য। কামাদন্যত্র শরীর ইহা শাস্ত্র মধ্যে কোথায় আছে, যদি কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের কামাদন্যত্র সম্ভূতি, মহাভারতে বর্ণন থাকে তবে মৌষলপর্ব্বাদিতে যে কিছু বিপরীত বর্ণিত আছে, সে

সকল মায়া ময়ের মায়া ইহা মান্য হয় অন্যথা সংন্যাসি গণোক্ত তমোমায়াময় কৃষ্ণ ইহাই মান্য ?

উত্তর। পূর্ব্বে দর্শইয়াছি লোকাধিষ্ঠানমস্তূত ইতি নাম-দ্বয়ভাষ্যে কৃষ্ণ অনাধার কিন্তু সকল লোকের আধার এবং স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যেরস্তূত ইতি। ইহাতে কৃষ্ণের জন্মাদি লীলা সমুদায় স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য ইহা শাঙ্করভাষ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এবং উদ্‌যোগ পর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রকে অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ উপলক্ষ করিয়া নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণ সমুদায়ের তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। উদ্‌যোগ পর্ব্বণিযানসন্ধৌ।

সঞ্জয়উবাচ। অর্জুনো বাসুদেবশ্চ ধন্বিনৌ পরমার্চ্চিতৌ। কামাদন্যত্রসম্ভূতৌ সর্ব্ব ভাবায় সম্মিতৌ। ব্যামান্তরং সমাস্থায় যথাযুক্তং মনস্বিনঃ। চক্রং তদ্বাসুদেবস্য মায়য়া বর্ত্ততে বিভোরিতি ॥

মাধ্বানুযায়িসম্মতাটীকাচ। অর্জ্জুনোবাসুদেবশ্চ ধন্বিনাবিতি ক্ষত্রিয়ত্বেন প্রতীয়মানৌতাবপি পরমার্চ্চিতৌ শিবব্রহ্মাদিভিঃ॥ স্বরূপমায়াময়ত্বাৎ তদপি কুতঃ কামাদন্যএসম্ভূতাবিতি সোঽকাময়তইদমুৎ সৃজাম এবং জাতীয়ক শ্রুতিভ্যঃ শ্রীনারায়ণ সংকল্পাত্মকাৎ কামাৎ বিশ্বমুদ্ভূতং। তয়োস্তুতৎ পূর্ব্বমপি নরাকৃতি সম্ভূতি মত্ত্বমাহ কামাদন্যত্রসম্ভূতাবিতি কামাৎ জগৎ কারণাত্মকাৎ অন্যত্র তদূর্দ্ধং স্বরূপশক্তিব্যাপার তত্র সম্ভূতৌ নিত্যসত্ত্বাকা-বিত্যর্থঃ। যদ্বা সং সম্যক্‌ভুবি পৃথিব্যাং উভয়ঃ স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যাণি যয়োস্তৌসম্ভূতৌ। কামাদন্যত্রসম্ভূতৌ। যদ্বাসম্ভূতং সম্যগৈশ্বর্য্যং যয়োস্তৌ অন্যকোহেতুঃ তত্রাহ সর্ব্বভাবায় সম্মিতাবিতি সর্ব্বস্যবিশ্বস্যভাবোজন্মাদির্যতঃ তদ্ব্রহ্ম তত্ত্বায় সচ্চিদানন্দত্বায়েত্যর্থঃ সম্মিতৌ সম্যক্‌মিতি স্বরূপানুভূতির্য-য়োস্তৌ॥ কিঞ্চ ব্যামান্তরমিতি প্রসারিতয়োঃ হস্তয়োঃ যাবান্ দিস্তারঃ পঞ্চহস্তমিতঃ তাবতদনন্তরং মধ্যম প্রমাণং যস্য তদ্ব্যামান্তরং

অত্রায় মভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বস্যবশীসর্ব্বস্যেশানঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর ইতি শ্রুতেরভিপ্রায়াৎ শ্রীমধ্যমাকারতয়া নিত্যমেব পৃথিব্যাং তিষ্ঠমিত্যর্থঃ॥ সমাশ্রয় তদ্রূপেণ সম্যক্ স্থিত্বা মনস্বিনঃ মননশীলা যথাযুক্তং যাদৃক্ চিন্তয়তি তাদৃক্ তদেগাচ বোত্তবতীতি ভাবঃ। নমু পার্থ বাসুদেবয়োঃ নিত্যসম্ভূতত্বে ঈশ্বরদ্বয়ত্বে অপসিদ্ধান্তঃ তত্রাহচক্র মিতিলীলা বৃন্দং যথা ধর্ম্ম কন্যায়াং মূর্ত্তি দেব্যাং অয়মেব নারায়ণরূপে নাবতীর্ণঃ অর্জ্জুনোঽপিনররূপেণাবতীর্ণ আসিদিত্যত্রাপিনারায়ণস্য নর-সখত্বেনাপি একত্বং তথৈব পার্থ সখত্বেনবতীর্ণস্য বাসুদেবস্য অতুলাখ্য-ত্বেনাপ্যদ্বিতীয়ত্বং অতএবোক্তং তস্যৈব লীলা চক্রং কদাচিৎ শ্রীনরহরি রূপেণ স্তম্ভপুত্রত্বং কচিৎ কৌশল্যাং দাশথিরূপত্বং এবং প্রকার পরমশুদ্ধ-লীলা পুরুষগণ প্রকটনরূপচক্রং শ্রীবাসুদেবস্যৈব অতএবোক্তং এতেচাং শকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়মিতি অতএব শ্রুতিঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রা ধর্ম্মা দিত্যাদ্যা। তৎচক্রং মহামায়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়য়া মায়াস্যাদস্বরূপায়া মিত্যাদি বচনাৎ তল্লীলাচক্রং চিন্ময়ায়া বর্ত্ততে নিত্যমেবাস্তি। অতএব লীলাপরিকরাণাং যাদবানাং পাণ্ডবানাংচ স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যাণাংমূলং কৃষ্ণ ইতি। প্রাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মৌতু দুর্য্যোধনাদৌ যতঃ ক্ষাত্র ধর্ম্মোঽনষ্ঠিতঃ সতুপাণ্ডবাহিতাচরণাৎ ক্ষয়ং গতঃ। সুতরাং অধর্ম্ম ময়ো দুর্য্যোধনঃ। যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাতিরিক্ত পরম ধর্ম্মময়ঃ। তদ্রূপ মহাদ্রুমস্যমূলং কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়ঃ ইতি।

নমু। সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্ম সর্ব্বগতং অস্যতসমুদ্রককে শ্রীদ্বারকাদি দেশ বিশেষে কালবিশেষে প্রকট দর্শনাৎ পরিছিন্ন ইতি। তত্রাহ শ্রুতিঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্যা অন্তর ইতি এবং সর্ব্বেশ্বর নাম ভাষ্যে সর্ব্বেষামী শ্বরণামীশ্বর ইতি সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতেঃ। সতু অচিন্ত্য শক্ত্যা পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্যা অন্তর ইতি অতত্রবোক্তং সঞ্জয়েন চক্রংতদ্বাসুদেবস্যমায়য়াবর্ত্ততে বিভোরিতি। বিভুত্বমত্র যুগপৎ সর্ব্বভক্তানাং সাক্ষাৎ কারাৎ। মায়য়েতি অত্রমায়া

শব্দে স্বরূপভূতা মায়া ইয়মেবা চিন্ত্যশক্তিঃ অনয়াশক্ত্যা এক দেশস্থিতস্যাপি বিভুত্বং। যথা দ্বারকায়াং শাল্বেন যুদ্ধতোঽপি বাসুদেবস্য হস্তিনায়াং সভামধ্যে শ্রীদ্রৌপদ্যাঃ স্তুতিং শ্রুত্বা বহুতরবসন রূপেণ তৎসভাস্থজন নয়ন গোচরত্বং এবং প্রকার দ্বারকাস্থস্য যুগপৎ সর্ব্বমহিষীগণ গোচরত্বং শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জগৃহ শয়ন লীলায়াং যুগপৎ সর্ব্বগোপীকুঞ্জগোচরত্বংচ এবং প্রকারশ্চক্রং স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যসমুহং বাসুদেবস্য স্বরূপ ভূত মায়য়াবর্ত্ততে। শ্রুতিশ্চ তত্রভবতি।

আসীনোদূরং ব্রজতি শয়ানোযাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতু মর্হতীতি।

অতএবোক্তং ভাষ্য কারেণ অথো পাস্যসসান্নিধ্যং বক্তুং তস্য ব্যাপ্তিনিরূপ্যতে। অন্যথাঽসন্নিহিতে তস্মিন্ননুৎসাহাৎ ভক্তেঃ শৈথিল্যং স্যাৎ। একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঈড্যএকোপিসন্ বহুধায়োঽবভাতীত্যাদি শ্রুয়তেতত্র-ধ্যেয়ো হরিঃ পরিচ্ছিন্নো ব্যাপকো বেতি সংশয়ে মধ্যমাকারত যানুভবাৎ প্রপঞ্চান্যস্য তস্য তদ্ব্যা বৃত্তত্বা বশ্যং ভাবাৰ্চ্চ পরিচ্ছিন্ন ইতি প্রাপ্তে। সূত্রং।

অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়ামশব্দাদিভ্যঃ। ৩৮।

অনেনপরেনপুংসা মধ্যমাকারেণাপিসর্ব্বগতত্ব মবাপ্তং। মধ্যমাকারএব সর্ব্বব্যাপীতি। কুতঃআয়ামেতি। আয়ামশব্দঃ ব্যাপ্তিবাক্যং আদি শব্দাদচিন্ত্যযোগস্তত্রোধিকা যুক্তিশ্চ। তত্রৈকোবশীসর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্তবাক্যাৎ যচ্চকিঞ্চিজ্জগত্সর্ব্বং দৃশ্যতে

শ্রূয়তেঽপিবা [অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বংব্যাপ্যনারায়ণঃ স্থিত ইতি তৈত্তিরীয়ক বাক্যাচ্চ মধ্যমস্যৈব বিভুত্বং। শ্রীগীতোপনিষদি মধ্যমাকারস্যৈব মম সর্ব্বস্মাৎ পরতমস্য সর্ব্বব্যাপিত্বমচিন্ত্যৈশ্বর্য্য শক্তিযোগাদিতিস্বয়মুক্তং। ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা মৎস্থানি সর্ব্ব ভূতানি নচাহংতেষ্ববস্থিতঃ। নচমৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বর মিতি। নচ প্রপঞ্চান্যস্য তৎপ্রদেশাবৃত্তেঃ পরিচ্ছেদঃবহিরন্তশ্চ ব্যাপ্তিশ্রুতেঃ। অতস্তিলেষ্ঠিবতৈলং দধিনীব সর্পি রিতি নিদর্শিতং। তস্মাদুপাস্যো হরিঃ সর্ব্বগ ইতি সিদ্ধং নিরূপিতংচেত্থং দামোদর চরিতে। তাদৃশস্যাপি তথাত্বে-মুক্তিশ্চ পুরাভিহিতা। অর্ভকৌকস্থাদিত্যস্যব্যাখ্যানে। ৩৮।

অস্যটীকাচ। অথোপাস্যস্যেত্যাদি অস্ত্ত পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত গুণকো হরিঃ তথা তস্মিন্ ভক্তির্নোৎ পত্তিতু মর্হতি তস্যাতি দূরত্বাৎ সন্নিহিতং হিতাদৃশ গুণকং লব্ধুং তং ভজেত্। অতি দুরাত্ তস্মাদুদাসীতেতি আক্ষিপ্য সমাধেঃ প্রাগ্বদিহসঙ্গতিঃ। তক্তেরিতি তদিচ্ছায়া ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চান্যস্যেতি জড়চেতনাৎ প্রপঞ্চাদ্ভিন্নঃ শ্রীহরিরুপাস্যো লভ্যশ্চ সিদ্ধান্তিতঃ। তস্যতদ্-ত্তত্বং নাম তদমিশ্রত্ব মবশ্যং মন্তব্যং। অন্যথা ততোব্যা বৃত্তেরভাবঃ। তথাচ প্রপঞ্চদেশত্বাভাবাৎ পরিচ্ছিন্নঃ স ইত্যর্থঃ। যচ্চেতিজগৎ কার্য্যং প্রপঞ্চরূপং যৎ কিঞ্চি দিত্যর্থঃ। নারায়ণ শব্দোহি রথাঙ্গাদিপাণে শ্চতুর্ভুজস্যাতসীকুসুমশ্যামস্য পুণ্ডরিকাক্ষস্য শ্রীলক্ষ্মীপতেঃ বিগ্রহ ভূতস্যৈব বাচকঃ নতু তদ্ভিন্নস্য তদধিষ্ঠাতুঃ। সত্তানু ভূতি রূপস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ কস্যাত্মনঃ। তন্মন্ত্রস্যাস্য তচ্ছন্দস্য তত্রৈবাভিমুখ্যাৎ তথাচ বিগ্রহস্যৈব বিভুত্বং। মধ্যমেত্যাদি। মূর্ত্তেতি

সর্ব্বভূতানি মৎময়া সঙ্কল্পনৈব ধৃতানি তেষু নাহ মবস্থিতঃ তৈর্ধৃতোনাহং কলসেজলানীব মহ্নিভূতানি স্থিতানি কিন্তু মৎ সঙ্কল্পতয়া বিভক্ত স্থিতানি ইত্যেষ মে যোগঃ সত্যসংকল্পতা শক্তিঃ। অত্র সর্ব্বাস্পৃষ্টস্য সর্ব্বান্তঃস্থস্য বিগ্রহস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বান্তর্যামিত্বমচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেবেতি দর্শিতং। নিরূপিত মিতি শ্রীদশমে যথোক্তং শ্রীশুকেন নচাস্তর্ন বহির্যস্য নপূর্ব্বং নাপিচাপরং পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্ত র্জগতোযোজগচ্চযঃ। তংমত্বাত্মজ মব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং গোপি কোলু খলে দাম্নাব বন্ধ প্রাকৃতং যথেতি এতদ্বলেন মহাত্ত ত্বমিত্যত্র তথা ব্যাখ্যান মিতি চারু। তথাচ তাদৃশ গুণকত্বাৎ হৃদিস্থিতেচ ভজনীয়ত্বং তস্য লিঙ্গং। ৩৮।

অস্য তাৎপর্য্যার্থঃ। পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি যান সঙ্কৌসঞ্জয় বাক্য তত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ আর তৎ সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া যাবদীয় নিত্য মুক্ত পার্ষদগণের জন্মবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিলেন, এই যে কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের জন্ম অর্থাৎ প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচরত্ব ইহা মহাপুরুষের ঈক্ষণাত্মক কাম গোচর নহে। ইহাতে জীবে আছে যেঅবিদ্যাপর্ব্বরূপকামাদিতদ্গোচর সম্ভাবনার অত্যন্তাভাব সুতরাং পাণ্ডব ও যাদব ও যাদবস্থঃ পাতিব্রজে যাবদীয় গোগোপ গোপ্যাদি ইহারা সকলেই কামাদন্যত্র সম্ভূত সুতরাং দ্বারকাদি ভগবানের নিবাসস্থানগণ প্রাপ্তির নাম নির্ব্বাণ পরমাশান্তি ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্বগীতাদি শাস্ত্র দর্শাইয়াছি। সেই চিন্ময়ধামে শাপাদি প্রবেশের সম্ভাবনা নাই, ইহাও শ্রীএকাদশস্কন্ধারম্ভে প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট আছে, তাহা পশ্চাৎ দর্শাইব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাদির জন্ম, দেবক্যাদির গর্ভে কাম ব্যতিরেকে ইহা বুঝিব কি প্রকারে?

উত্তর। শ্রীনৃসিংহেরস্তম্ভ মধ্যে জন্ম দর্শনে যেমন মধ্যমাকার শ্রীবিগ্রহের স্থাবরে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল তবে চেতন বস্তু দেবক্যা-দিতে ব্যাপ্তির অভাব মানিব কি যুক্তিতে, অতএব নিত্যসিদ্ধ-নির্ব্বাণপরায়ণগণের মাতৃগর্ভে প্রবেশ দর্শনে প্রাকৃত দেহেরপ্রাপ্তি রূপ জন্মের সম্ভাবনা নাই, বদ্ধ জীবগণের জন্ম সত্য ঈশ্বরের কিম্বা নিত্যমুক্তপার্ষদ উদ্ধবসাত্যক্যাদির এবং শ্রীশুকদেবাদির মাতৃ গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় প্রবেশ, যেমন পরীক্ষিতকে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র ভয় পরিত্রাণার্থ উত্তরা গর্ভে শ্রীকৃষ্ণস্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম তেজকে ধমন করেন, সেই রূপ নিত্যমুক্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানি শ্রীশুকাদির মাতৃ গর্ভে প্রবেশ আছে, কিন্তু বদ্ধজীব যেমন পিতামাতার শুক্র শোনিতাত্মক দেহ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভ যাতনা প্রাপ্ত হয়, নিত্যমুক্তগণে তাহার সম্ভাবনা নাই। সেই বদ্ধজীবগণ মধ্যে কোন ভাগ্যে যদি গুরু কৃষ্ণ কৃপায় স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-রূপের তত্ত্বজ্ঞান হয়, তবে তদ্ভজন পরিপাকে প্রাপ্ত প্রাকৃত দেহের উৎক্রান্তি অর্থাৎ সাধন পরিপাকে ভৌতিক দেহ ত্যাগ শুদ্ধসত্বাত্মক দেহ প্রাপ্তি পূর্ব্বক মুক্তিনাম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, কেহবা গতি পূর্ব্বিকা অর্থাৎ যোগমার্গে বিরিঞ্চি লোকে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকটাহের বাহিরে তমোনাম প্রকৃতি হইতে অতিদূরে শুদ্ধচৈতন্যজ্যোতিরূপ শ্রীহরি ধামের জ্যোতি নিরবয়ব ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয় ইহারি নাম ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি যে মুক্তি হরিহস্তে মৃত দৈত্যগণেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং ভক্তিহীন চিন্মাত্র ব্রহ্ম সমাধিকারিগণ ঐক্য ভাবনা সিদ্ধ হইলে দেহ ত্যাগে ঐ মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা মাত্র আছে, ইহাতে অর্জ্জুন শুকদেবাদির মত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে জন্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই শ্রীভক্তি

রসামৃতসিন্ধুতে প্রমাণিত করিয়াছেন, যথা।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেক মিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যং কিরণার্কোপমাজুষোঃ।
সিদ্ধলোকস্তমসঃ পারেযত্রবসন্তিহি। সিদ্ধা
ব্রহ্ম সুখেমগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাহতাঃ।

কেহবা সেই জ্যোতিরূপ নিরবয়ব ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে তৃপ্ত্যভাবে শুদ্ধ, ভক্তিদেবীর সাহায্যে শ্রীহরি লোকে গমন করে। বদ্ধজীব মধ্যে কোন জীবের প্রাকৃত দেহের ত্যাগ স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপ আত্মার প্রকাশের প্রকার দর্শহইলাম, এই প্রাকৃত দেহে অস্মিতা ভাবের নাম জন্ম, আর জন্মিয়া যে বিষয় রস আস্বাদন পূর্ব্বক সেই দেহে অস্মিতা ভাবে[illegible]রূপের অস্ফুর্ত্তি প্রাকৃত শরীরে অহমিতি। কদাচিৎ সেই দেহের অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু, অতএব শুকশাস্ত্রে আছে, ঐ মৃত্যুর পর পুনঃ (পুংসো-রেতঃ কণা শ্রয়ঃ ইতি) ঐ রেতঃ কণকে আশ্রয় করিয়া মাতৃ গর্ব্ভে প্রবেশ স্বকর্ম্ম বশত তত্ররেত রক্তাত্মক দেহ প্রাপ্তির নাম জন্ম, এই রূপ জন্ম আর মরণ পুনঃ২ ইহারি নাম সংসার এই সংসারের নির্ব্বাণ অর্থাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আর স্বভাবত জলেনা, অর্থাৎ জ্বলনের প্রণাশ এই রূপ সংসার প্রবাহের প্রণাশের নাম নির্ব্বাণ পরমাশান্তি ইনি, শ্রীকৃষ্ণাধীনা ইহা নিরূপণ করিয়াছেন শ্রীগীতোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়ে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগীনিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎ সংস্থা মধি
গচ্ছতি। ১৫।

শাঙ্করভাষ্যংচ। অধুনানীং যোগফলমুচ্যতে যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্ এবং যথোক্তেন বিধানেন সদা যোগী নিয়ত মানসঃ নিয়তং সংযতং মনোযস্যসোঽয়ং নিয়তমানসঃ সশান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণ পরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষঃ তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সানির্ব্বাণ পরমাতাং নির্ব্বাণ পরম্যাং মৎসংস্থাং মদধীনাং তামধি গচ্ছতি মল্লোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।১৫।

ইহাতে ব্রহ্ম সাযুজ্য এবং সালোক্যাদি চতুষ্টয় মুক্তি শ্রীকৃষ্ণাধীনা। কৃষ্ণের ধামের চৈতন্য জ্যোতিতে ঐক্য, ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি এই তত্ত্ব না বুঝিয়া অজ্ঞ জীবগণ বিবাদ করে, কেহ ভগবানের ও নিত্য মুক্তপার্ষদগণের প্রপঞ্চ গোচর লীলায় মাতৃগর্ব্ভে আবির্ভাব রূপজন্মদৃষ্টি করিয়া বদ্ধ জীবের প্রাকৃত জন্ম সদৃশ অজ্ঞের জন্মপ্রাকৃত মানে। আর ঐ লীলা অপ্রকট করিবার কালে কদাচিৎমায়া প্রকটন করিয়া মাংসনেত্রের অগোচর হন, তদ্দর্শনে ঐ নিত্য মুক্তগণের মরণ মানে।

মর্ম্ম। এই পৃথীবেতে পিতামাতা ভ্রাতা ভার্য্যা এবং গুরু পুরোহিতাদি বিশিষ্ট কৃষ্ণ কৃচিৎ সময়ে দৃশ্য এবং ব্রহ্মশাপে সর্ব নাশ হয়, এই সর্বনাশকে মায়া মানিয়া ঐ সকলের সহিত ঐ মধ্যম পুরুষ আছেন ইহা মানিব কি প্রমানে?

উত্তর। ইহাতে প্রমাণ আর কিছুই নাই, কেবল শ্রুতি আর তদনুগ শাস্ত্র স্মৃতি ইহাই সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্য কার মান্য করিয়া স্বকৃতভাষ্যে প্রমানিত করিয়াছেন। ঐ শাস্ত্রে আছে, মূলং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ এই ব্রহ্মশব্দে শব্দব্রহ্মরূপ শ্রুতি আর স্মৃতি ইহারাও মূল প্রমাণ। আর তদ্বিজ্ঞাতা ঋষিগণ ইহারাও প্রমাণ, অতএব কহিয়াছেন মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চেতি। ইহা ব্যতিরেকে ঐ সর্ব্বমূল কৃষ্ণ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

স্বয়ংভগবান্ নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণগণের সহিত এই বিকার রূপ বিশ্বমধ্যে এবং বিকারের বাহিরেও নিত্য আছেন, ইহার জ্ঞাতা আর কেহই নাই কেবল সর্ব্বজ্ঞ কল্পশাস্ত্র।

নন্থ। কেচিৎ প্রত্যক্ষ মনুমানং অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচরকেই প্রমাণ বলেন কেহবা অনুমান অর্থাৎ তর্ক যাঁহার নাম যুক্তি তন্মাত্রকেই প্রমাণ বলেন?

উত্তর। ইহারা অচিন্ত্য ঈশ্বর শক্তি জ্ঞানবিষয়ে স্বতন্ত্র প্রমাণ নহেন, ইহাই প্রমেয় রত্নাবলী নাম বেদান্তব্যাখ্যারূপ পুস্তকে বিচার করিয়াছেন, যথা তৎপ্রকরণং।

অথ প্রত্যক্ষানুমানশব্দনাং প্রমাণত্বং যথা শ্রীএকাদশেশ্রীভগবদ্‌বাক্যং। শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষ মৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়মিতি। ১।

অত্র কান্তিমালানাম্নীটিকাচ। ত্রীণ্যেব প্রমাণানীতি বক্তুমাহ অথ-প্রত্যক্ষেতি প্রমাণানাংত্রিত্ব মত্রপ্রমেয়ং। এবকারাদন্যেষামুপমানাদীনাং এষু ত্রিষ্বন্তর্ভাবান্নাধিক্য মিতি। বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণ নিরূপণে দ্রষ্টব্যং শ্রুতেঃ প্রাধান্যমভিপ্রেত্য পূর্ব্বং তামাহ শ্রুতি রিতি। ১।

প্রত্যক্ষান্তর্ভবেদ্‌যস্মা দৈতিহ্যং তেনদেশিকঃ। প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যৎ তত্রমুখ্যা শ্রুতির্ভবেৎ। ২।

টীকাচ। নম্বৈতিহ্য মধিকং পঠিতং ত্রয়মেব প্রমাণ মিতিচেৎ প্রত্যক্ষান্ত রিতি অনির্দিষ্টবক্তৃকভাগত পারম্পরিক প্রসিদ্ধ মৈতিহ্যং যথেহ বটে যক্ষো নিবসতীতি তক্ষাদিমেন পুংসা দৃষ্টত্বাৎ প্রত্যক্ষান্ত র্গত মিতি ত্রয়মেব প্রমাণং দেশিকো মধ্বমুনিঃ মনুশ্চৈবাহ প্রত্যক্ষং চানুমানংচ শাস্ত্রংচ বিবিধাগমং। ত্রয়ংসু বিদিতং কার্য্যং, ধর্ম্ম শুদ্ধিমভীপ্সতেতি। তত্র ত্রিসু

প্রমাণেষু মধ্যে শ্রুতি রূপৌরুষেয় বাক্য সংহতিষু ব্যাভবেৎ পরমার্থ সত্য বস্তু প্রমাপকত্বাৎ। ২।

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ যৎসাচিব্যেন শুদ্ধিমৎ। মায়ামুণ্ডাব লোকাদৌ প্রত্যক্ষং ব্যভিচারিযৎ। অনুমাচাতিধূম্রাদৌ বৃষ্টিনির্বাপিতেঽগ্নিকে। অতঃ প্রমাণং তত্ত্বস্য স্বতন্ত্রং নৈবসম্মতং। ৩।

মুখ্যত্বং দর্শয়িতুমাহ প্রত্যক্ষমিতি যৎসাচিব্যেন যস্য শব্দস্য সাহায্যেন শুদ্ধিমৎ প্রমাজনকত্বং। যথা দৃষ্টচরমায়া মুণ্ডস্য পুংসো ভ্রান্ত্যা সত্যোঽপি অবিশ্বস্তে তংদেবেদমিতি অত্রাকাশবান্যা প্রত্যক্ষং পরিশুদ্ধং যথাচ ভোঃ পথিকা যাস্মিন বহ্নিং সংভাবয়ত দৃষ্টংময়া বৃষ্ট্যা অধুনা সনির্বাণং স্বতঃ কিন্তু অমুষ্মিন্ ধূমোদগারিণি শৈলে সোঽস্তি ইত্যনুমানং চপরি শুদ্ধং স্বতন্ত্রেতু সব্যভিচারি ভবত ইত্যাহ মায়েতি যথা মায়াবী কিঞ্চিৎ মুণ্ডং মায়য়া দর্শয়িত্বাহ চৈত্রস্যেদং মুণ্ডমিতি নচ তত্তাস্যেতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচার বৃষ্ট্যাতৎক্ষণ নির্ব্বাপিত বহ্নৌ চিরমধিকোত্তর ধূমেশৈলে বহ্নিমান ধূমবত্ত্বাৎ ইত্যনুমানস্য ব্যভিচারঃ। নেত্রজ্বলা করত্বাদি ধূম লক্ষণং চাত্রাস্ত্যেব অত ইতি স্ফুটার্থং। ৩।

অনুকূলোমতস্তর্কঃ শুষ্কস্তু পরিবর্জিতঃ। ৪।

তর্হ্যনুমানং পরিত্যাজ্য মিতিচেৎ তত্রাহ অন্বিতি শ্রুতার্থ পোষকোঽনুকূলঃ তদ্বিরোধীতু প্রতিকূল ইত্যর্থঃ। তর্কস্যব্যাপ্তি গ্রহে শঙ্কানিবর্ত্তকত্বেনানু মানাঙ্গত্বাৎ তদঙ্গীকারেণ তদঙ্গিনো হনুমানস্য প্যঙ্গীকারো বোধ্যঃ। ৪।

তথাচ বাজসনেয়িনঃ। আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। কাঠকাশ্চ নৈষাতর্কেণ

মতিরপনেয়া। প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি। ৫।

অনুকূলতর্কাঙ্গীকারে শ্রুতিমাহ। আত্মেতি অন্যে মৈত্রেয়ি আত্মা হরি দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ তত্রসাধনমাহ শ্রোতব্যঃ বৈদিক গুরু মুখাৎ শ্রোত্রেণ গ্রাহ্যঃ মন্তব্যঃ বেদানু যায়িনা তর্কেণ নিশ্চেতব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ পুনঃ পুনর্ধ্যাতব্যঃ অত্রধ্যানমেব বিধেয়ন প্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য তৎপ্রতি- ষ্ঠার্থত্বাৎ মননস্য চানুবাদএব প্রতিকূল তর্ক পরিত্যাগে শ্রুতিমাহ নৈষেতি হে প্রেষ্ঠ নচিকেতঃ এষা ব্রহ্মজ্ঞানার্হা মতিঃত্বয়া শুষ্কেণ তর্কেন নাপনেয়া নভ্রংশনীয়া তর্হি ম জ্ঞানং কথং ভবেৎ তত্রাহ প্রোক্তেতি অন্যেন বৈদিকেন গুরুণা প্রোক্তা উপদিষ্টা সতী সামতিঃ সুজ্ঞানায় ব্রহ্মপ্রমায়ৈ ভাবিনীত্যর্থঃ। ৫।

স্মৃতিশ্চ। পূর্ব্বাপরবিরোধেন কোঽত্রার্থো- ঽভিমতোভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তুবর্জ্জয়েদিতি। ৬।

উক্তাং ব্যাবস্থাং প্রমাণযতি পূর্ব্বাপরেতি পূর্ব্বং বায়ব্যংশ্বেত মালভেত ইতি অপরং মাহিস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি অত্র কো গ্রাহ্য ইতি তর্কঃ। অনেন মাংস ভক্ষণ রাগিণং প্রতি উক্তং বায়ু দেবতাকং শ্বেতং ছাগমাল ভেত অনেন সদা সর্ব্বমাংস ভক্ষণ সঙ্কুচিত মভবৎ ইতি তর্কেণ নিশ্চয়াত্মিকা স্মৃতিঃ মহাভারতে আদিপর্ব্বণি দশমাধ্যায়ে। সদৌণ্ডুভং পরিত্যজ্য রূপং বিপ্রর্ষ- ভস্তদা। স্বরূপং ভাস্বরং ভূয়ঃ প্রতিপেদে মহাযশাঃ। ইদং চোবাচ বচনং রুরুমপ্রতিমৌজসং। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণ ভৃতাংবরঃ। তস্মাৎপ্রাণ ভৃতঃ সর্ব্বান্ মাহিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিদিতি। শুষ্কতর্কঃ, অশব্দমস্পর্শমরূপ- মিত্যাদিনা প্রপঞ্চমাত্র প্রতিষেধ-মমত্বা অচিন্ত্য রূপস্যাম ননং শুষ্কতর্কঃ তংবর্জ্জয়েদিতি। বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপ মিতি অনেন শুষ্কতর্কা গোচর সচ্চিদানন্দরূপ মিতি মন্তব্যং। ৬।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ন্তুগবন্তং প্রপদ্যে।

যদন্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযদ্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

১০ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৭৯। সন ১২৬৫। ১ খণ্ড।

পূর্ব্ব দর্শিত প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থঃ মনু প্রভৃতি ঋষিগণের শ্রুতির অনুগত প্রত্যক্ষ আর অনুমানের প্রমাণত্বে স্বীকার আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আর অনুমান স্বতন্ত্র হইলে প্রমাণ হইতে পারেননা। যেমন কোন মায়াবী ব্যক্তি একটি মায়ামুণ্ড দর্শাইল তাহাতে যে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইল মুণ্ড, কিন্তুসেমুণ্ড কোনো ব্যক্তির নহে সুতরাং প্রত্যক্ষের ব্যভিচার, পরে কদাচিৎ অন্য স্থানে চৈত্রের সত্য মুণ্ড দর্শনে অনুমান এই মুণ্ডও মায়া মুণ্ড চৈত্রের নহে, মায়া মুণ্ড প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।' ইহাতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের ব্যভিচার কেননা সত্য মুণ্ডেও মায়া মুণ্ড জ্ঞান,

ইহাতে প্রমাজনক কেবল আকাশবাণী অমুকের মুণ্ড বটে। সেই রূপ অপৌরুষের শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আর স্মৃতি পরমার্থ সত্য বস্তুর প্রমাজনক, প্রত্যক্ষ আর অনুমান স্বতন্ত্র প্রমাজনক প্রমাণ নহেন।

ননু। ধূম দর্শনে বহ্নিরস্তি ইতি অনুমান সিদ্ধ যত্র ধূমঃ তত্রৈব বহ্নিরিতি?

উত্তর। স্বতন্ত্রে ইহারো ব্যভিচার দেখিতেছি। কেচিৎ পথিকাঃ দূরাদধিকতরধূম দর্শন করিয়া তত্রাগতঃ হইয়া বহ্নি না দেখিয়া চিন্তাতুর হওয়ায় অন্য ব্যক্তি মুখ হইতে শব্দ হইল হে শীতার্ত্ত পথিকাগণ এই স্থানে বহ্নি সম্ভবনা করিহ না, অধুনৈব বারি বরিষণে বহ্নি নির্ব্বাণং গত হইয়াছেন, ঐ পর্ব্বত নেত্রজ্বালাকর ধূম উদ্গার করিতেছে, ঐ স্থানে বহ্নি আছেন ইহাতে আর সন্দেহ করিহ না, সুতরাং ধূমবত্ত্বাদিত্যনু মানের ব্যভিচার, অতএব শব্দানুগত অনুমানের প্রমাজনকত্ব হইল পর্ব্বতো বহ্নিমানিতি। তাহাই বাজসনেয় শ্রুতি প্রত্যক্ষের প্রমাজনকত্ব বুঝাইতেছেন। আত্মাবা অরেদ্রষ্টব্য ইতি। ইহাতে শ্রীহরিকেই প্রত্যক্ষ করিতে অনুমতি করিলেন ইহার সাধন বৈদিক গুরু মুখে অপৌরুষেয় শব্দ শ্রবণ আর বেদানু যায়ি তর্কদ্বারা (নিশ্চেতব্য ইতি) নিশ্চয় করিতে হইবেক। শ্রুতির প্রতিকূল তর্ককে পরিত্যাগ করাই উচিত কহিতেছেন কঠবল্লী। হরিরেব পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম এই ব্রহ্মজ্ঞানার্হ মতিকে শুষ্কতর্কদ্বারা প্রণাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এবং ঐ পূর্ণব্রহ্ম নাম পরমেশ্বর তদনু গ্রহে ব্রহ্মা, বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সেই বেদে আছে মরীচ্যাদি ঋষিগণের নাম তদ্ব্যাহরণ পূর্ব্বক সৃষ্টি বিস্তার করেন; অতএব বিসর্গের নাম ব্যাহৃতি, ঋষিগণকে

সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদাধ্যয়ন করান, ইহাই শ্বেতাশ্বতর মুণ্ডকাদিতে আছে।শঙ্করাচার্য্যপাদ শ্রুতিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানিয়াছেন, আর স্মৃতিকে অনুমান প্রমাণ মানিয়াছেন, ইহার কারণ ব্রহ্মাকে ভগবান্ প্রত্যক্ষ্য হন তাঁহার অপ্রযত্ন লীলা ন্যায়ে শ্রুতি ও ইতিহাসপুরাণ নিত্য প্রকাশমান আছেন, তাহাতে কেহ কহেন সাংখ্যাদি দর্শনসূত্রগণই স্মৃতি। ইহা কদাচ যুক্ত নহে, পুরুষ বুদ্ধি প্রভবত্বাৎ। ঐ স্মৃতি নাম ইতিহাসপুরাণ ইহারা পুরুষ বুদ্ধি প্রভব নহে, ইহা পুর্ব্বে মাধ্যন্দিনশ্রুতি দর্শাইয়াছি। এতস্বা অরে অস্যমহতো ভূতস্যেত্যাদি। ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদমিতি ভগবান্ মনুরপি। শ্রাদ্ধ প্রকরণে।

যদ্যদ্রোচেত বিপ্রেভ্যঃ তত্তৎ দদ্যাদ মৎসরঃ। ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ পিতৃণা মেত দীপ্সিতং। স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্ম-শাস্ত্রাণিচৈবহি আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানিচেতি।

ব্রহ্মোদ্যাশ্চেতি ব্রহ্মণা শ্রীহরিণা উদ্যাঃ কথাঃ শ্রীগীতা আর শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধাদ্যাঃ পিতৃণামেত দেবেপ্সিতং অভিল-সিতং। স্বাধ্যায়ং কঠতাপনী তৈত্তিরীয়াদিকং ধর্ম্ম শাস্ত্রাণি মন্বত্র্যাদীনি। আখ্যানানি শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামানি। ইতি-হাসাংশ্চ মহাভারতরামায়ণাদীন্। পুরাণানি শ্রীভাগবতা-দীনিখিলানি হরি বংশাদীনি ইতি। অত্রবাদ গ্রন্থনাম সাংখ্য মীমাংসকাদীনাং প্রসঙ্গোহপিন লিখিতঃ। পুরুষ বুদ্ধি প্রভবত্বাৎ। ইতি মধ্যে এক জন গঙ্গাধর কবিরাজ নাম মদঃ

মাংসলতাসাধক লেখে পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করেন না, বিশ্বরূপ অনুব্রহ্ম ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করিয়াছেন?

উত্তর। গঙ্গাধর কবিরাজ মদ্যমাংসলতাসাধনের অতি অপূর্ব্ব ফল সুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কেননা আপনার মনে যাহা উপস্থিত হইতেছে তাহাই লিখিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকারের লিখন শাস্ত্র মীমাংসা প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু ইহাতে কবিরাজের ব্যবহারিক বুদ্ধির অল্পত্ব কহিতে পারিনা, যে হেতু পূর্ব্বাচার্য্য পাদের প্রকাশিত শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করিলে, যে সাধন করিতেছেন তাহাতে প্রবৃত্তিই থাকেনা, সুতরাং স্বীয় সাধনের ঘোরে মনে যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন।

ননু। গঙ্গাধর কবিরাজের কবিতা রচনা গ্রন্থ তৎ সাধনের ঘোরে প্রস্তুত হইয়াছে ইহার নিদর্শন কি?

উত্তর। অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা আরম্ভ আর নবম পত্রিকা পর্য্যন্তে নিরূপিত কেবল স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ইহা ভগবৎশঙ্করাচার্য্য কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য এবং সহস্রনামভাষ্য দর্শাইয়া স্থাপিত করিয়াছি, বিশেষতঃ সহস্রনামে অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণঃ। এই কৃষ্ণ নাম ভাষ্যে কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্ব্বৃতিবাচকঃ। বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণোভবতি শাশ্বতঃ। ইতি বেদব্যাস বচনাৎ ইত্যাদিতে দৃষ্টিপাত করিতে অবকাশ লাভ হয় নাই ইহা কি দর্শিত সাধনের ঘোর ব্যতিরেকে সম্ভব হয়।

নম্বু। ইহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই কিসে বোধ হইল। উ। তৎকৃত গ্রন্থের প্রথম কবিতা যথা, পরম দেবতা বিষ্ণু তাঁহে নমস্কার। যাঁহা হইতে তাঁহার জন্ম বেদেতে বিস্তার ইত্যাদি। এই বেদেতে বিস্তার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, একথা বেদ-চতুষ্টয় আর পঞ্চমবেদ ইতিহাসপুরাণ ইহার মধ্যে নাই, সুতরাং পঞ্চমকার চক্রোদ্ভব কোন নবীন বেদ থাকিবেক, দেখ পদ্যের প্রথমার্দ্ধে যাহাকে পরম দেবতা কহিলেন, দ্বিতীয়ার্দ্ধে যাঁহা হইতে তাঁহার জন্ম বেদেতে বিস্তার এই লেখাকি শাস্ত্র সম্মত হয় অপিতুকদাচ নহে।

নম্বু। পঞ্চদশীতে বিস্তার আছে মায়া খ্যায়াঃ কামধেনো র্বৎসৌ জীবেশ্বরৌ বুভাবিত্যাদি দৃষ্টি করিয়া লিখিয়াছেন?

উত্তর। ঐ নিরীশ্বর মত খণ্ডনার্থ নবসংখ্যা অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে কেবল শাঙ্কর-ভাষ্য প্রমাণিত হইয়া নিরীশ্বর চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ প্রকৃষ্ট রূপে খণ্ডিত হইয়াছে। তত্রসিদ্ধ স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ পর নাম পরমেশ্বর। ইনীই পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম ইহার নামের সংখ্যা নাই তথাচ শ্রুতিগণে যাহা দেখিতেছি, পর এবং আত্মা ও পরমাত্মা গায়ত্র্যাং, ঋচি, ভর্গ, ছান্দোগ্যে এবং বাজসনেয়কে উদ্গীথ মাধ্যন্দিনীয়ে মহদ্ভূত শ্বেতাশ্বতরে কঠবল্লীতে বিষ্ণু তৈত্তিরীয়ে নারায়ণ শ্রীতাপনীতে কৃষ্ণ রাম নৃসিংহ। সুতরাং গঙ্গাধর কবিরাজের কৃত প্রথমপদ্যার্দ্ধে লেখেন পরম দেবতা বিষ্ণু তাঁহে নমস্কার ইহা শাস্ত্র সম্মত বটে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে লেখেন যাঁহাহইতে তাঁহার জন্ম ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পরমার্থসত্যবস্তু পর নাম বিষ্ণু ইহার উৎপত্তি

লিখিলেন ইহাতে নিশ্চয় হইল ঐ কবিরাজ পঞ্চমকার স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্দোষে মতি বিপর্য্যস্ত হইয়া পরম সত্য বিষ্ণুর উৎপত্তি লিখিয়াছেন, ইহা পঞ্চমকারের ঘোর ব্যাতিরেকে কদাচ উক্তি হইতে পারেনা। কেননা ভগবান্ শিব শ্রীবিষ্ণুস্তুতি নামোর্চ্চারণ নমস্কারাদি করিবার নিমিত্তে স্বয়ং পঞ্চানন হইয়া কৈলাস কাশ্যাদিতে দার পুত্র এবং পার্ষদ নন্দি প্রভৃতির সহিত সদাইশিব রূপে বিরাজমান আছেন, ইহা হিন্দু শাস্ত্র মহাভারত এবং পঞ্চরাত্র পাদ্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি সর্ব্বত্রই স্বমুখে কহিয়াছেন। তত্রাপি শ্রীনারদং প্রতি শ্রীশিবোক্তিঃ যথা।

পঞ্চবক্ত্রেণ সততং তন্নামগুণকীর্ত্তনং করোমিভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাংচাপি নারদ। তেনাদ্বিতীয়মহিমো জগৎ পূজ্যো-মহেশ্বর ইত্যাদি। এবংচ শ্রীপার্ব্বতীং প্রতিতদুক্তিশ্চ। বেদানাঞ্চ যথা সামতী-র্থানাং মথুরা পরা। বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবীনাং যথাহংত্বং তথাপরেতি এবমপি। ২৪৬।

পত্রে ত্রিলোকাত্মেত্যাদি সহস্র নাম গত নাম পঞ্চকের শাঙ্করভাষ্য দর্শাইয়াছি। তত্রাপি কেশব ইতি নাম ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ বহুতর শ্রুতি প্রমাণ দর্শাইয়া কেশব নাম নিরুক্তি দর্শাইয়াছেন, যথা।

কোব্রহ্মেতি সমাখ্যাত ঈশোহহং সর্ব্ব-দেহিনাং। আবাং তবাংশ সম্ভূতৌতত:

কেশবনামবানিতি হরিবংশে কৈলাস যাত্রায়াং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীশিববচনং। ৩৩৮॥

ইহাতে শাঙ্করভাষ্যোক্ত ব্যবস্থায় স্পষ্ট হইল শ্রীশিব মুখোদিত বচনে শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভূত শিব আর ব্রহ্মা ইহার বিপরীত লেখা কেবল পঞ্চমকারের ঘোর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহাই নিশ্চয় বুঝাইতে ঐ সহস্র নাম ভাষ্যারম্ভে ঐ কৈলাস যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শিব বচন উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ তদুপাস্য শুদ্ধ ভক্তি, আর উপাসকগণের গুরু শ্রীশিব ইহাই কহিতেছেন। যথা।

আদিস্ত্বং সর্ব্বমধ্যস্ত্বং সত্য মন্তস্তথাভবান্।
ত্বত্তঃ সর্বংভবেদ্বিশ্বং ত্বয়িসর্বংপ্রলীয়তে।
অহংত্বং সর্ব্বগোদেব ত্বমেবাহং জনার্দ্দন।
আবয়োরন্তরং নাস্তি শব্দৈরর্থৈর্জগৎপতে।
নামানিতবগোবিন্দ যানিলোকেমহান্তিচ।
তান্যেব মম নামানি নাত্রকার্য্যাবিচারণা।
ত্বদুপাসা জগন্নাথ সৈবাস্তু মম গোপতে।
যশ্চত্বাং দ্বিষতেগোপ সমাং দ্বেষ্টিনশংশয়ঃ।
ত্বদ্বিস্তারো যতোদেব অহং ভূত পতিস্ততঃ।
নতদস্তি বিভোদেব যত্তে বিরহিতং ক্বচিৎ।
যদাসীদ্‌যচ্চবর্ত্তেত যচ্চভাবি জগৎপতে।
সর্ব্বংত্বং দেবদেবেশ বিনাকিঞ্চিৎ ত্বয়ানহীতি
হরিবংশে কৈলাসযাত্রায়াং শ্রীকৃষ্ণংপ্রতিমহে-

শ্বরবচনং। এবম্ প্রকার মহাভারতের অর্থ বিনির্ণয় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণগণ।

নমু। ভাষ্যকার হরিবংশ দর্শাইয়া শ্রীকৃষ্ণেরউপাস্যত্ব এবং তদ্ভক্তিঃ উপাস্যা, যাহা মহাদেব প্রার্থনা করিলেন, ইহাতে মহাদেব উপাসক ইহা ভাষ্যকার ব্যবস্থায় সিদ্ধ হইল, কিন্তু শিবেরধ্যানে আছে, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজ মিতি। ইহাতে বোধ হইতেছে মহাদেব হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ঐ বিশ্বনাম বিষ্ণু, অতএব গঙ্গাধর কবিরাজ লিখিয়াছেন। মহাদেব হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি রিতি ?

উত্তর। ইহাতে পরমাত্মা নাম বিষ্ণুর উৎপত্তি মানা কদাচ যুক্ত নহে, কেননা ঈশ্বরের উপাধিক রূপত্রিবিধ, তত্রস্থূল অর্থাৎ পাঞ্চ-ভৌতিকরূপ বিরাটইহা হইতে সূক্ষ্ম অথচ মহৎ হিরণ্যগর্ভোপাধি ইহা হইতেও সূক্ষ্ম অথচ মহৎ অব্যক্তাখ্য যিনি গীতাভাষ্যে বিষ ক্রমু অ:ন্তরন্যায় নিত্য আছেন। কঠবল্লীতে ঐ অব্যক্ত হইতে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভ ইহা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। ঐ অব্যক্তাখ্য মৃত্যুঞ্জয় নাম শ্রীশিব ইনি ওতপ্রোতভাবে বিষ্ণু নাম পরমাত্মার আশ্রিত ইহা হইতে প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভ এই হিরণ্যগর্ভ হইতে বিরাট নাম স্থূলোপাধির উৎপত্তি।

নমু। কঠবল্লীতে আছে তুরীয় রূপ বিষ্ণু পরমাত্মা, কিন্তু ঐ কঠবল্ল্যাদি যাবদীয় উপনিষদগণের অর্থ ভগবদব্রহ্ম সংহিতা তন্মূল সূত্ররূপ পঞ্চমাধ্যায়, জীবগোস্বামী যাহর সন্দর্ভ নাম টীকা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে শম্ভু হইতে বিষ্ণুর জন্ম স্পষ্ট দেখিতেছি। যথা।

তল্লিঙ্গং ভগবান শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ। যাযোনিঃ সাঃপরাশক্তিঃ কামবীজং মহদ্ধরেঃ। ৯। লিঙ্গয়োন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃপ্রজাঃ। ১০।

উত্তর। ইহাতে কঠবল্লী বৃত্তিতে শঙ্করাচার্য্য পাদ যাহা লিখিয়াছেন তাহার অন্যথা কিছুই হয় নাই এবং সূত্রভাষ্যে এবং সহস্র নাম ভাষ্যে গীতাভাষ্যেও তাহাই লিখিয়াছেন কেননা যিনি শম্ভু তিনিই অব্যক্ত নাম তৃতীয় মূর্ত্তি ইহা হইতে সমুদায় প্রজার উৎপত্তি ইহা সত্য কিন্তু তুরীয়মূর্ত্তি বাসুদেব বিষ্ণু ইহার উৎপত্তি লেখ ভ্রান্তি মাত্রই কহিতে হইবে। কেননা ঐ অব্যক্তাখ্য শম্ভুর সমাশ্রয়রূপ ঐ বিষ্ণু।

ননু। ইহার পরে ঐ প্রকরণে আছে। বামাঙ্গাদসৃজ দ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিং জ্যোতির্লিঙ্গ ময়ং শম্ভুং কুক্ষ দেশাদবা সৃজৎ। ১৬?

উত্তর। পঞ্চদশী কার প্রভৃতি সংন্যাসিগণ এই প্রকরণ না বুঝিয়া শাঙ্করভাষ্যা ভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিরীশ্বর হইয়াছেন অর্থাৎ তুরীয় মূর্ত্তি বিষ্ণুকেও মায়ার বৎস অর্থাৎ প্রাকৃত গুণবিগ্রহ মানিয়া বদ্ধ জীব প্রত্যগ্‌ভূতচৈতন্যমাত্রকে ব্রহ্ম মানিয়া বৈদিক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরীশ্বর সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন সুতরাং শাঙ্করভাষ্যকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ননু। তর্হি এই প্রকরণের তাৎপর্য্যকি?

উত্তর। কঠবৃত্তিতে আছে চিন্মাত্রঘন পুরুষ তুরীয় মূর্ত্তি বাসুদেব বিষ্ণু তিনীই ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণ মিতি' ইনীই সহস্র নাম

গণনায় কথিত নামভাষ্যে কথিত হইয়াছেন। ইনীই পরব্যোমে নারায়ণ নামা চতুর্ভুজঃ। তদংশরূপ পরমাত্মা নাম মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ। ইঁহার অংশ অব্যক্তাখ্য সপ্রকৃতিক মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু। মহেশ্বর অতএব পর নামা যে হেতু প্রপঞ্চের কারণ কিন্তু প্রকৃতি যুক্ত ঈশ্বর অতএব সোপাধিরূপ শাঙ্করভাষ্যগণ মধ্যে এই তাৎপর্য্য আছে, ঐ বেদান্তবাক্যগণে যাহা দুর্যোজনা আছে, ব্রহ্মসংহিতায় তাহাই সুযোজিত হইয়াছে কিন্তু সূত্ররূপ শ্রীভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে তাহাই বিস্তার আছে সংন্যাসিগণ ইহা না বুঝিয়া বিবাদ করেন এবং তদনুগত গঙ্গাধর কবিরাজ শিব হইতে বিষ্ণুর জন্ম লেখেন এবং শ্রীভাগবতকে ধূর্ত্ত রচিত কহেন।

নন্থু। কঠবল্ল্যাদি বেদান্তগণের অকৃত্রিমার্থ সূত্ররূপ ব্রহ্মসংহিতা ইহা মান্য বটে। তবে ঐ ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়ে ঐ শিব আর বিষ্ণু বিষয়ে কি প্রকার মীমাংসা আছে তাহা স্পষ্ট দর্শন হইলে কৃতার্থ হই?

উত্তর। ঐ ব্রহ্মসংহিতা মুল সূত্রাধ্যায়ারম্ভপদ্যং ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি। ইহার পরে সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্য মহৎপদ মিত্যাদিতে গোগোপ গোপীগণাদি পরিকরগণের সূচক সূত্র বর্ণন তদন্তঃ পাতি চতুর্ব্যূহাদিসাত্বত পরিকর এবং মহাবৈকুণ্ঠ পরিকর সূচিত করত তদধোদেশে দেবী মহেশধাম বর্ণনান্তর।

এবং জ্যোতির্ম্ময়োদেবঃ সদানন্দং পরাৎ পরঃ। আত্মারামস্যত স্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ। ৬।

সন্দর্ভশ্চ। অথ গোলোক তদধিষ্ঠাত্রো রূপ্যাহ এবমিতি। দেবো গোলকাস্তদধিষ্ঠাতৃ শ্রীগোবিন্দরূপঃ সদানন্দ মিতি তৎস্বরূপ মিত্যর্থঃ। নপুংসকত্বং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। আত্মারামস্যান্যনিরপেক্ষস্য চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রস্যেত্যর্থঃ। প্রকৃত্যা বহিরঙ্গমায়য়া ন সমাগমঃ। ১৬।

অয়ংতুপরমস্তন্ন পররূপঃ। যথোক্তং নযত্র মায়া কিমুতেতি।

মায়য়া রমমানস্য নুবিয়োগস্তয়াসহ।
আত্মনারময়া রেমেত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া।৭।
নিয়তিঃ সারমাদেবী তৎ প্রিয়াতদ্বশ-
ম্বদা।৮।

সন্দর্ভশ্চ। অথ প্রপঞ্চমায়মস্তদংশস্য পুরুষস্যাতু নতাদৃশত্ব মিত্যাহ মায়য়েতি প্রাকৃত প্রলয়ে প্রাপ্তে প্রকৃত্যন্তর্যামিণঃ প্রলয়া ভাবাৎ যস্যাং-শাংসাংশ ভাগেনেত্যাদেঃ।

নন্নু। জীববৎ প্রকৃতি গুণ লিপ্তত্বেনানীশ্বরত্বংস্যাৎ তত্রাহ আত্মনেতি সতু আত্মনা অন্তর্বৃত্ত্যাংতু রময়া স্বরূপ শক্ত্যেব রেমে রতিং প্রাপ্নোতি বহিরেব মায়য়া সেব্য ইত্যর্থঃ। এষ প্রবন্নব বরদরম আত্মশক্ত্যা যৎ যৎ করিষ্যতি গৃহীত গুণাব-তার ইতি শ্রীতৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবাৎ মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যেস্থিত আত্মনীতি শ্রীপ্রথমে শ্রীমদর্জ্জুন বাক্যাৎ তর্হিতৎ প্রেরণং বিনা কথং সৃষ্টিঃস্যাৎ তত্রাহ সিসৃক্ষয়া স্রষ্টুমিচ্ছয়া ত্যক্তঃ প্রহিতঃ কালোযস্মাৎ কারণাৎ তাদৃশং যথাস্যাৎ তথা-রেমে প্রথমান্তপাঠঃ সুগমঃ তৎপ্রভাব রূপেণ তেনৈব সা-সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ। প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃকাল মেকে যতোভয় মিতি কাল বৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণ মষ্যা মধোক্ষজঃ পুরুষেণাত্ম ভূতেন বীর্য্য মাধত্ত বীর্য্যবান্। ৭।

এই দুই পদ্য ব্যাখার সহিত পূর্ব্বদর্শাইয়াছি। ইহাতে পরমশুদ্ধ রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান শাঙ্করভাষ্যে নিত্যমুক্ত পারমেশ্বর রূপমিতি। ইঁহারি বিলাস রূপ শ্রীনারায়ণঃ এই নারায়ণের অংশ পরমাত্মা পুরুষ ইনীই পর রূপ নাম এবং ব্রহ্ম নামা। কিন্তু এই যে ত্রিবিধরূপ দর্শাইলাম ইহাদিগের নাম হরি বিষ্ণু ব্রহ্ম ভর্গ পরমাত্মা পরমেশ্বরঃ। অতএব শ্রীভাগবতারম্ভে ভগবান্ বেদব্যাস, সত্যং পরং ধীমহীতি ধ্যান লক্ষণ ভক্তিকেই স্বীকর্ত্তব্য বুঝাইলেন। ইহারমধ্যে চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রং রূপং দ্বিবিধং একং নরাকৃতি পূর্ণংব্রহ্ম দ্বিতীয়ং মহা নারায়ণ রূপং চতুর্ভুজ। এই দুই রূপই চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রং অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র ঘনং। ইঁহার অংশ রূপ মহাবিষ্ণু ইনি ও পর রূপ যেহেতু নিত্য আছেন ইনীই অব্যক্তাখ্য সপ্রকৃতিক রূপের ওতপ্রোতভাবে সমাশ্রয়রূপ পরমাত্মা সর্ব্বশক্তি কিন্তু ইহাঁর ঈক্ষণ লীলায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। অতএব বাহিরে বহিরঙ্গ মায়া শক্তি বিলাস অন্তরে চিচ্ছক্তিতে রতি আছে অতএব মায়া দূরে থাকিয়া ঐ মহাবিষ্ণুর সেবা করিতেছেন। কিন্তু নিত্য আছেন অথচ অব্যক্ত হইতে অতিরিক্ত অতএব পরনামা কিন্তু পূর্ব্ব রূপদ্বয়ের সদৃশ নহেন। সর্ব্ব ধর্ম্মোপ পত্তেশ্চেতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তদব্রহ্মেতি ভাষ্য তাৎপর্য্য মহামায়া রূপ পরম শুদ্ধ লীলা বিগ্রহ চৈতন্যমাত্রঘন ইনিই গায়ত্র্যাং ঋচি বরেণ্য শব্দ প্রতি বোধিতঃ। ইঁহার সর্ব্বশক্তিব্যাপারকার্য্য সমুহ বর্ণন রূপ মহাভারততন্ত্র স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যগণের আর বহিরঙ্গ মায়াশক্তিব্যাপারকার্য্যগণের ভেদ দর্শন বর্ণন নাই অতএব

প্রস্ফুট বর্ণন রূপ ভারতার্থ বিনির্ণয় নাম শ্রীভাগবত মহাপুরাণ তত্রাপি নিত্যরূপের নাম পর রূপ। ৭। পুনঃ সন্দর্ভশ্চ।

ননু। রবৈব সাকা তত্রাহ নিয়তি রিত্যর্দ্ধেন নিয়ম্যতে স্বয়ং ভগবত্যেব নিয়তা ভবতীতিনিষতিঃ স্বরূপ ভূতা তৎশক্তি-র্দ্দেবী দ্যোতমানা প্রকৃষ্টরূপেত্যর্থঃ তদুক্তং।

শ্রীদ্বাদশে অনপায়িনী ভগবতী সাক্ষা-দাত্মনোহরে রিতি।

টীকাচ অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ তত্রহেতুঃ সাক্ষাদাত্মন ইতি স্বরূপশক্তি চিদ্রূপত্বাৎ তস্যাঃ তদভেদাদিত্যর্থঃ ইত্যেষা। অত্র সাক্ষাৎ শব্দেন বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া ইত্যুক্ত্যা বহিরঙ্গমায়া নেতি-ধ্বনিতং। অত্রানপায়িনীত্বং যথা।

বিষ্ণুপুরাণে নিত্যৈবসা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িণী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ইতি। এবং যথা জগৎস্বামী দেব দেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎ সহায়িনী ইতিচ। দেবত্বে দেবরূপাসা মানূষত্বেন মানুষী বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাবৈ করোত্যেযাত্মন স্তনূরিতি। হয় শীর্ষ পঞ্চরা-ত্রেচ নবিনা বিষ্ণুনা দেবীনহরিঃ পদ্মজাং বিনেতি। শ্রুতিশ্চ তত্রভবতি রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈবরাধিকা। বিভ্রাজতে জনেষ ইতি। ৮।

এই প্রকরণে দ্বিবিধ তুরীয় মূর্ত্তি ভগবানের অনপায়িনী দ্বিবিধ মূর্ত্তি ভগবতীর বিবৃতি হইয়াছে। মহাভারত এবং তদর্থ বিনির্ণয়

রূপ শুকপরীক্ষিৎ সম্বাদাত্মক দ্বাদশস্কন্ধরূপ শ্রীভাগবতারম্ভে জন্মাদ্যস্যেত্যাদি পদ্যে ভগবানের শক্তি ভগবতীর সহিত ভগবান্ অর্থাৎ পরশব্দে পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। ইতি শ্বেতাশ্বতরোক্তপরাখ্যা শক্তিকং পরং সত্যং ধীমহীতি অন্যথা পরত্বং নসম্ভবতি সুতরাং পরস্য ভগবতঃ চরিতং পর শক্তিকং এতাং পরাং বিনা প্রত্যগ্‌ভূত চৈতন্যমাত্রং অপূর্ণং অনুচৈতন্য গুণকং অস্য পরত্বং নাস্ত্যেব বহিরঙ্গ মায়া কার্য্যো-পাধিমত্ত্বাৎ। সুতরাং পরশক্তিক এব স্বরাট্‌স্বৈঃ স্বরূপশক্তি-ব্যাপারকার্য্যৈঃ রাজত ইতি স্বরাট্। শ্রীভাগবতারম্ভেঽপি ভগবত্যাশ্চরিত মুট্টঙ্কিত মভবৎ। এবং শ্রীদ্বিতীয়ে ব্রাহ্মকল্প কথনে ব্রহ্মণা দৃষ্ট মহা বৈকুণ্ঠ বর্ণনে। নযত্র মায়া কিমুতা পরে হরে রনুব্রতা যত্রসুরা সুরার্চ্চিতাঃ। ১১। শ্যামা বদাতা ইত্যাদি। ১২। প্রবাল বৈদুর্য্য মৃণাল বর্চ্চস ইত্যাদি। ১৩। ভ্রাজিষ্ণু ভির্য ইত্যাদি। ১৪।

শ্রীর্যত্ররূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতিমানং বহুধাবিভূতিভিঃ। প্রেঙ্খাশ্রিতাযাকুসুমা-করানুগৈর্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্মগা-য়তী। ১৫।

অত্রাপি ভগবত্যাশ্চরিত্র চিত্রিত মভবৎ অত্রাপি ভগবত্যো বিমলাদ্যা বহুধাঃ মূর্ত্তয়ঃ সন্তি। এবংপ্রকার ভাগবতং ভগ-বত্যাশ্চরিত বর্ণনাত্মকং। শ্রীদশমস্কন্ধে সমুদায়ঃ শ্রীভগবত্যা-শ্চরিত বর্ণন ময়ং। বিশেষতশ্চ শ্রীভগবত্যাঃ শ্রীরাসাদি চরিত্রং শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীদ্বারকায়াং শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের বিবাহ তদনন্তর ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তর শত মূর্ত্তি ভগবতীর চরিত্র

বর্ণন কিন্তু শ্রীভাগবতে ভগবতীর চরিত্র যাদৃশ বর্ণিত আছে তাদৃশ অন্য কোন পুরাণে নাই। অতএব অসাধারণ লক্ষণং ভগবত্যাশ্চচরিত্রং যত্র বর্ণিত মিতি পুরাণন্তরে ভবতি প্রেত্য প্রথম শ্লোক টীকায়াং শ্রীধর স্বামি পাদৈ লিখিতং ভাগবত নামান্য দপি না শঙ্কনীয় মিতি।

নন্থ। ভাগবতে যে ভগবতীর চরিত্র পুরিত আছে ইহাতে দুর্গানাম ভগবতীর উপাসকের তুষ্টি নাই। অতএব গঙ্গাধর কবিরাজ, দর্শিত শাস্ত্রোক্ত দুর্গা ভগবতী ব্যতিরিক্ত স্বোপাস্য ভগবতীর চরিত্র চিত্রিত এক খানি ভাগবত নাম পুরাণ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

উত্তর। যথা ভগবতী শব্দঃ ভগবত স্বরূপশক্তি বাচকঃ শাস্ত্রে বর্ণিতোঽস্তি। ব্রহ্ম সংহিতা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃত্ব নিরূপণে। কুচিৎ দুর্গায়া অধিষ্টাতৃত্বংচ শক্তিঃ মতোরভেদবিবক্ষয়া, অতএবোক্তং শ্রীগৌতমীয় কল্পেযঃকৃষ্ণঃ সৈব দুর্গাস্যাৎ যাদুর্গা কৃষ্ণ এবসঃ অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারা ন্ন বিমুচ্যতে ইত্যাদি। অতঃ স্বয়মেব কৃষ্ণ স্তত্র স্বরূপশক্তি রূপেণ দুর্গানামতস্যাময়ং ত্রিগুণ মায়াং শভূতা দুর্গেতি গম্যতে। নিরুক্তিশ্চাত্র দুর্গা কৃচ্ছ্রেণ গুর্ব্বারাধনাদি বহু প্রয়াসেন গম্যতেস্ম যত ইতি। তথাচ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি বিদ্যা সম্বাদে।

জ্ঞানাত্যেকাপরা কান্তং সৈবদুর্গা তদা-ত্মিকা। যাপরা পরমাশক্তি মহাবিষ্ণু স্বরূ-পিণী। যস্যা বিজ্ঞান মাত্রেন পরাণাং পরমাত্মনঃ মুহূর্ত্তাদ্দেব দেবস্য প্রাপ্তি র্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেম সর্ব্ব স্বভাবা

শ্রীগোকুলেশ্বরী অনয়া মূলতোজ্ঞেয় আদি দেবোঽখিলেশ্বরঃ। ভক্তি র্ভজন সম্পত্তি র্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ং। জ্ঞায়তেঽত্যন্ত-দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তেসদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা। অস্যা আব-রিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়ামুগ্ধং জগতসর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ। ইতি।

জ্ঞানাত্যেকেত্যাদি অখণ্ডরস বল্লভেত্যন্তং ঐ পরাশক্তিঃ মহালক্ষ্মী আর শ্রীরাধা ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল এতদুভয়ের নাম দুর্গা। এই দুর্গার আবরিকা শক্তিঃ দুর্গা মহামায়া নাম্নী হৈমবতী। যয়া দুর্গয়া জগৎ প্রাকৃতং সর্ব্বং অপ্রাকৃতং মুগ্ধং অত্রায়ং বিবেকঃ প্রাকৃতং অনাত্মনি দেহে অহমিতি প্রেমা-স্পদভানে মুগ্ধং যে নচসংসার। অপ্রাকৃতং কৃষ্ণো মম পুত্রঃ অহমস্যপিতা কস্যচিৎ কৃষ্ণো মম সখা অতি হিতকারী অহং অস্য তথা। কস্যাশ্চিং কৃষ্ণো মম অতি প্রিয়ঃ অহমপ্যস্য প্রেয়সীতি। এবং শুদ্ধ বাৎসল্যাদি প্রেম্নাযা মোহয়তি সাচিন্ময়া শক্তিঃ হৈমবতী ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন দর্শিত ব্রহ্মসংহিতা স্থত্রাধ্যায়ে বিরিঞ্চ মুখোদিতস্তোত্রে একপদ্যে প্রথমার্দ্ধে বহিরঙ্গ শক্তিব্যাপারকার্য্য দর্শাইয়া শেষার্দ্ধে চিন্ময়াশক্তি-ব্যাপারকার্য্য ব্যাঞ্জিত করিয়াছেন যথা।

মায়াহি যস্য জগদণ্ডশতানিস্মুতা ত্রৈগুণ্য-তদ্বিষয়বেদবিতায়মানা। সত্বাবলম্বি পর-সত্ব বিশুদ্ধসত্বং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি। ৪২।

সন্দর্ভশ্চতদেব ভগবতঃ স্বরূপগতং মাহাত্ম্যং দর্শয়িত্বা জগদ্‌গতং মাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বাভ্যাং তত্র বহিরঙ্গ মায়া ময়াচিন্ত্যা কার্য্যগত মাহ মায়াহীতি মায়া গুণমায়া জগদণ্ডশতানি সুতা কার্যরূপেণ প্রসুতেত্যার্থঃ। কিঞ্চইয়ং নংকেবল জগদ্রূপেণ পরিণর্ত্তিমন্তব্যং অব্যক্তাখ্যস্য শম্ভোঃ শক্তি রূপা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গেতি বক্ষ্যমাণাৎ। অতএব ত্রৈগুণ্য তদ্বিষয় বেদেচ বিতায়মানা। ইয়ং বহিরঙ্গা দুর্গা অনয়াহি শ্রীকৃষ্ণস্য স্পর্শোঽপি নাস্তি ইত্যাহ। সত্বেতি সত্বস্য রজস্তমোভ্যাং মিশ্রিতমপি বৎ ততঃপরং তদমিশ্রিতং শুদ্ধং সত্বং তস্মাদপি বিশুদ্ধং সত্বং চিচ্ছক্তি বৃত্তিরূপং যস্যতং গোবিন্দ মিতি।

যথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সত্বাদয়ো নসন্তীশে যত্রচ প্রাকৃতাগুণাঃ। সশুদ্ধঃ সর্ব্ব শুদ্ধেভ্যঃ পুরানাদ্যঃ প্রসীদত্বিতি বিশেষতঃ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে বিবৃতমস্তি। ৪২।

যে ভগবানের ছায়ারন্যায় সহচারিণী দুর্গা ঐ ভগবান্‌যদা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন তদাপিতৎসহচরতি সুতরাং বিশুদ্ধ সত্বাত্মিকা অজাতপুংস্পর্শরতি দুর্গা, ভগবান্‌ ত্রিভুবন পালন করেন দুর্গাও তদনুসারে পালন করেন, তদংশমায়া দুর্গাতু প্রাকৃতং জগৎ মোহয়তি সা তদংশ মায়া। বহিরঙ্গা দুর্গানাম্নীতি। এতাঃ সর্ব্বাএব ভগবত্যঃ আসাং ভগবতীনাং চরিত্রৈঃ পূরিত দ্বাদশস্কন্ধাত্মকং ভাগবতং। অতএব ভগবত্যাশ্চ দুর্গা য়াশ্চরিতং যত্র বর্ণ্যতে। তদ্বৈ ভাগবতং প্রোক্তং দ্বাদশস্কন্ধ সম্মিত মিতি কৃচিদপি শ্রীভাগবত লক্ষণমস্তি, অতএব গৌতমীয়ে রাধাদুর্গা শিবাদুর্গা লক্ষ্মীদুর্গা প্রকীর্ত্তিতেতি। তথাচ সম্মোহন তন্ত্রে বিজয়াং প্রতি শ্রীপার্ব্বতী দুর্গোক্তিঃ। যন্নাম্নানাম্নি দুর্গাহং গুণৈ গুর্ণবতীহ্যহং। যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী

রাধা নিত্যাপরাহ্বয়া ইতি। এই শ্রীপার্ব্বতী বাক্যে মহাদুর্গানাম্নী শ্রীরাধা, যন্নাম্নেতি যে রাধার নাম দুর্গা এই হেতু তদ্ভক্ত্যা অহমপি তন্নাম্না দুর্গা নাম্নী, অতএব শ্রীরাধায়া অসাধারণ চিদগুণ স্মরণেন তদ্‌গুণলেশস্য ময়ি সঞ্চারাৎ অহমপি চিদগুণবতী তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ এব দুর্গায়াঃ বৈভবাৎ মহাবৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী নাম্নী দুর্গা শ্রীরাধাতু নিত্যা অদ্বয়া, যথা অতুলঃ কৃষ্ণঃ তথা রাধা দুর্গা অতুলেত্যর্থঃ। দর্শিত লক্ষণ ত্রিবিধ দুর্গা চরিত চিত্রিতা পারমহংসী সংহিতা ইহাতে গঙ্গাধর কবিরাজের যে কটূক্তি চিচ্ছক্তি ব্যাপার কার্য্যগণকে স্বসাদৃশ্য কামাদিব্যাপার বলা অর্থাৎ চিচ্ছক্তি ব্যাপারে অবিদ্যাপর্ব্ব আরোপ করিয়া লতাসাধন মানা। এই উল্লুন কামব্যাপাররূপ লতাসাধন মানা কেবল তাহার মুর্খতামাত্র।

নন্নু। যে ত্রিবিধ দুর্গার ত্রিবিধ মুর্ত্তি দর্শাইলা অত্র শ্রীরাধা দুর্গা আর লক্ষ্মীদুর্গা কৃষ্ণের প্রেয়সী, যদ্যপি শিবাদুর্গাকে হৈমবতী নিরূপণ করিলা, তথাচ ইনিই তলবকারে কৃষ্ণ সহোদরী, অজ্ঞাত পুংস্পার্শরতি রধৃষ্টাচাতি সুন্দরীতি। শিবপুরাণ পূর্ব্ব-দর্শাইয়াছ। ইনি নিত্য কুমারী ইহাঁর এক রূপ কৈলাসে শিবজায়া, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যে আছে, ইহার অঙ্গকোশোদ্ভবা কৌশিকী নাম্নীদুর্গা যিনি শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যকে বধকরিয়াছেন। ইনিও দেবকার্য্য করণানন্তর ঐ কৈলাসে পার্ব্বতীর অনুগতা ভদ্রকালীরূপে শ্রীশিবের চরণ সেবা করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ ঐ হৈমবতীর উপাসনা করিয়া থাকেন্ ইহাঁরা সকলই. দ্বিভুজা নরাকৃতি, অতএব শ্রীভাগবতে

কিম্বা ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিতে যে দুর্গার মাহাত্ম্যবর্ণন আছে, তাহাতে গঙ্গাধর কবিরাজের তুষ্টিনাই, কেননা শ্রুতি স্মৃতিতে যে সকল দুর্গার উপাসনা আছে, তাহাতে অতিসয় কৃচ্ছ্র লক্ষণ তপস্যা ব্যতিরেকে কেহই প্রাপ্তহন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে সুরথ রাজা আর সমাধিনাম বৈশ্য যে প্রকারে ঐ পার্ব্বতী দুর্গার প্রসন্নতাপূর্ব্বক তৎদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে গঙ্গাধর কবিরাজের তুষ্টিনাই, ঐ সমাধি নাম বৈশ্য যে রূপ কৃচ্ছ্র সাধনে দুর্গার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধ্রুবনাম ঔত্তানপাদিও সেই রূপ আরাধনা করিয়া ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব শ্রুতি আর ইতিহাস পুরাণে যে সকল দুর্গার চরিত্র চিত্রিত আছে, সে সকলিই বিষ্ণুশক্তি অতএব বৈষ্ণবী। গঙ্গাধর কবিরাজ এ সকল দুর্গার আরাধনা করেন না, ভাল, তান্ত্রিক দুর্গা যাঁহার মন্ত্রধ্যান পূজাপটলস্তব কবচ সহস্রনাম বিশ্বসার তন্ত্রে এবং মায়া তন্ত্রে মন্ত্রাত্মক কবচ আছে আর কুলার্ণবে অষ্টম খণ্ডে, দুর্গার দকারাদি সহস্র নাম লিখিত আছে, তত্র দর্শিত লক্ষণ চিদাত্মিকা ত্রিবিধ দুর্গার নাম গণনাতে দর্শিত লক্ষণ ত্রিবিধ দুর্গার চরিত্র সূত্ররূপ ঐ দকারাদি সহস্রনাম, যদি পরমায়ু থাকে তবে ঐ ত্রিবিধ দুর্গার দকারাদি সহস্রনামের টীকার সহিত প্রকাশ করিব। এবং দেবীমহাত্ম্যে ঐ প্রকার ভগবতীর কৃতিবর্ণনরূপ অষ্টাবিংশতি পদ্যরূপ স্তুতি আছে, তত্র প্রতি পদ্যশেষে নারায়ণি নমোহস্তুতে, কিন্তু ঐ দকারাদি সহস্র নাম সমুদায় শ্রীভাগবত সম্মত। আর ঐ মায়া তন্ত্রে ঐ জগদ্ধাত্রী দুর্গার অষ্টক লিখিত আছে। তথাহইতে প্রথম

পদ্য লিখিতেছি, যথা, শৃণুস্তোত্রং মহেশানিযদুক্তং পরমেষ্ঠিনা। দুর্গেমাতর্নমোনিত্যং দৈত্য দর্পবিনাশিনি ভক্তানাং কল্পলতিকে নারায়ণি নমোহস্তুতে। ১। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে। ২। নমো নগাত্মজেশৈলে বাসে শীল সনন্বিতে। ভক্তেভ্যো বরদেমার্ত্তনারায়ণি নমোহস্তুতে ।। ৩ ।। অভক্তভক্তিদে দেবি মুগ্ধবোধ স্বরূপিনি। অজ্ঞান জ্ঞান ভবনে নারায়ণি নমোহস্তুতে। ৪। এবম্প্রকার অষ্ট পদ্যের প্রতি পদ্য শেষে ঐ প্রকার নারায়ণি নমোহস্তুতে ইতি বর্ণিত আছে।

নমু। সত্য ইহাতেও গঙ্গাধর কবিরাজ প্রসন্ন নহেন, কেননা ইনীও বৈষ্ণবী নারায়ণীতি,প্রসিদ্ধ নাম, সুতরাং ইহার উপাসনা করিতে হইলে ঐ সমাধি নাম বৈশ্যের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য করিতেহয়, কেননা তাপণী শ্রুতিতে কৃষ্ণো হহং ব্রহ্মচারীতি তথা তৎসহোদরী শিবপুরাণোক্ত অজাত পুংস্পর্শরতিত্বেন ব্রহ্মচারিণীতি সুতরাং গুর্ব্বারাধনাদিকৃচ্ছ্র লক্ষণ তপোর্ভিজ্ঞেয়া দুর্গেতি নাম, সুতরাং ইহাকে মদ্যমাংস প্রদানের প্রসঙ্গও ঘটেনা, কেননা বিষ্ণু মায়াকে বৈষ্ণবের অগ্রাহ্য অস্পৃষ্ট দ্রব্য অর্পণকরা সমুচিত নহে। সুতরাং একখানি ভাগবত নাম নুতন ভগবতীর, নূতন চরিত্র বর্ণনাত্মক পুরাণ না হইলে কবিরাজের সুসার হয় না.যেহেতুক ঐ সকল দুর্গা মৈথুনানন্দ রূপা নহেন হৈমবতী ও চিচ্ছক্তি বৃত্তিভেদ রূপা তদুক্তং তত্রৈবরিশ্ব সারতন্ত্রে।

গায়ত্রীং প্রজপেদ্দেব্যা বিধানেনদিনেদিনে। লক্ষ্ম্যাদ্যাং প্রণবাদ্যাম্বা বাগ্ভবাদ্যাং ক্রমাদিকাং। লজ্জদ্যাং বাজপেদ্দেব্যা গায়ত্রীং তন্ত্রসম্মতাং। দুর্গদেবীং বদেৎ ঙেহন্তাং

বিদ্মহে তদনন্তরং। চিৎস্বরূপাং তথা ভেহন্তাং তদন্তেচৈ-বধীমহি তন্নোদেবী সমুদ্ধৃত্য তদন্তেচ প্রচোদয়াৎ এষা দেব্যাচগায়ত্রী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ইত্যাদি। এবং ঐ মায়া তন্ত্রে মায়া গুণবতাং দেবী নিগুর্ণানাং চিদাত্মিকেতি। গুণবতাং জীবানাং মায়া বহিরঙ্গা যাহার পর্ব্ব কাম ক্রোধাদি বদ্ধজীব বর্গে আছে,নিগুর্ণানাং পর শব্দ বাচ্যানাং পরমাত্ম নাম পরমেশ্বরাণাং অর্থাৎ ভগবদবতারাণাং চিদাত্মিকা চিৎ প্রচুর রূপা। ভক্তানাং কামাদ্যবিদ্যা মায়া পর্ব্ব ঘাতিনী। সুতরাং এই দুর্গা পঞ্চমকারাধিষ্ঠাত্রী নহেন। এই হেতু শ্রীভাগবত নাম পারমহংসী সংহিতাতে দর্শিত লক্ষণ ত্রিবিধ চিৎস্বরূপা দুর্গাকেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে শরীরে অবিদ্যাপর্ব্বরূপ উল্বণ কামের সম্বন্ধগন্ধও নাই। অতএব যাহারা ঈশ্বরে আবতৎ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভেদরূপ দুর্গাবর্গে অবিদ্যাপর্ব্বরূপ কাম অত্মারোপ করিয়া লতাসাধন করে তাহারাই মহানারকী; গঙ্গাধর কবি-রাজ ইহাই বিবেচনা করিয়া শ্রীভাগবত প্রতি কোপান্বিত হইয়া ধূর্ত্ত রচিত পুস্তক বলিয়া সাধরণ জীবের ঐ ভাগবত প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছেন। ঐ ব্যক্তির কিমন্তুতা।

নন্থ। বিশ্ব সারতন্ত্রে জগদ্ধাত্রী দুর্গার প্রকরণ আছে এবং তত্রতৎসহস্র নাম লিখিত আছে। ইনি ভগবতী, কিন্তু শ্রীভাগবতে কেবল ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন,ইহাতে বিশ্বসারাদি তন্ত্রোদিত দুর্গার চরিত্র সম্বন্ধোক্তি ঐ পারমহংসী সংহিতা ইহা ঐ তন্ত্রোক্তি ব্যতিরেকে মানিব কি যুক্তিতে?

উত্তর। যদি ঐ বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত দুর্গার সহস্রনামে ঐ পারমহংসী সংহিতাকে অসাধারণ প্রমাণ চূড়ামণিত্বে প্রামাণ্য

করিয়া থাকেন, তবে কি হইবে। উ, ইহাতে হিন্দু সন্তান হইয়া বিরুক্তি করিব কি সাহসে, কিন্তু গঙ্গাধর কবিরাজাদি পঞ্চমকার স্বীকারি তাঁহাদিগের কথা কি প্রকার তাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিনা। কিন্তু বিশ্বসারোক্ত দুর্গার সহস্রনামে যদি পারমহংস্য ভাগবতের নাম থাকে তবে আমার বিবেচনায় যেমন দুর্য্যোধনাদি অসুর স্বভাব রাজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে না মানিয়া অন্যকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিত। সেই রূপ নবদ্বীপাধিপতিও তদনুগত ব্রাহ্মণাদিরা শ্রীপারমহংসী সংহিতাকেও মানেন নাই। বিশ্বসারোক্ত জগদ্ধাত্রী দুর্গার সহস্রনামে পারমহংসী সংহিতা বিষয় ভগবান্ মহাদেব কি লিখিয়াছেন। তাহা দর্শন করাইয়া পঞ্চমকার স্বীকারিদিগের মোহ কবাগ্‌জাল হইতে উদ্ধার করহ?

উত্তর। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ভগবানের বৃহৎ সহস্র নাম মধ্যে বিভুতি যোগ ঘটিত কথগুলি নাম পার্ব্বতী প্রতি শ্রীমহাদেব কহিয়াছেন, সেই রূপ বিশ্বসার তন্ত্রে দামোদর সহোদরী শ্রীদুর্গার সহস্রনামস্তোত্রে বিভুতি ঘটিত পরমসার বোধক কথগুলি নাম গণনায় লিখিয়াছেন, যথা।

নারায়ণীতু নারীণাং। ১। বেশ্যানা মুর্ব্বসী স্মৃতা। ২। মণীনাং পদ্মরাগাসি। ৩। মুনীনাং কপিলাকৃতিঃ। ৪। শাস্ত্রেষু ভারতী গীতা। ৫। পারমহংস্যে ভাগবতং। ৬।

টীকাচ। নারীণাং নরাকৃতীনাং পার্ব্বতী, সুভদ্রা, দ্রৌপদী, প্রভৃতীনাং মধ্যে নারায়ণী, নারায়ণস্য সহোদরী শ্রীদশমে, অদৃশ্যতা নুজা বিষ্ণোঃ সযুধাস্টমহাভু জেতি। বিরটপর্ব্বণি

বাসুদেবস্য ভগিনী, দকারাদি সহস্রনামগণনায়াং দামোদর সহোদরী সামবিধি ব্রাহ্মণে কুমারিণী শিবপুরাণে•অজাতপুং স্পর্শ রতিরধৃষ্টা চাতি সুন্দরীত্যর্থঃ। ১। বেশ্যানাং বেশ কারিণীনাং দেবনর্ত্তকীনাং মধ্যে উর্ব্বশী শ্রীনারায়ণস্যোরো র্জাতা উর্ব্বশীত্বং স্মৃতা তদ্বর্গ মধ্যে উত্তমা যতোঽপি যদুবংশ কুরুবংশয়োরুদ্ভবঃ তদ্গর্ভে। তদ্বংশ্য পুরুষ চরিত্র চিত্রিত ইতি-হাস পুরাণং কুচিদুপনিষৎসু ইতিহাসপুরাণয়োর্লক্ষণং উর্ব্বশী বংশ কথন মিতি লিখিত মস্তি। ২। মণীনাং পদ্ম-রাগাসীতি পদ্মরাগঃ কৌস্তভস্তু মণি অনেন শ্রীহরেরপি আদরণী য়েতিধ্বনিতং। ৩। মুণীনাং মননশীলানাং মধ্যে কপিলা কুতি রিতি কপিলস্য ভগবতঃ ভগঃ আকারঃ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যং ত্বমসি অনেন চিচ্ছক্তি বৃত্তিভেদেতিধ্বনিতং। ৪। শাস্ত্রেষ্বিতি শাসয়ন্তি জীবান্ ইতি শাস্ত্রাণি উপনিষদঃ যাসু উপাস্যং পরিপূর্ণশক্তিকং পূর্ণব্রহ্মেতি দর্শিত মস্তি তাসু মধ্যে ভারতী মহাভারতান্তর্গতা ভগবদ্গীতা অতি প্রসিদ্ধা তদুক্তং শ্রীগীতা মাহাত্ম্যে সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহদিতি সাপিত্ব মসি ।৫। পারমহংস্যে আত্যা এক বচনং পরমহংসগণৈঃ প্রতি পাদিতং যৎ যৎ তৎপারমহংস্যং তত্রাপি শ্রীশুকেন চতুর্বিংশতি সাহস্রী সংহিতা লক্ষণ মহাভারতং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাৎ সমধীত্য পরীক্ষিদ্রাজ্ঞে তৎসভায়াং তদর্থ বিনির্ণয়রূপং যৎ কথিতং তদেব পারমহংস্যে মুখ্যং শ্রীভাগবতাখ্যং তদপি ত্বমসি অনেন ভারত ভাগবতয়োরপি একাত্মত্বেনচ উভয়োরপি অন্যোন্যভাবেন পঠিতং। ৬।

ইহাতে শ্রীভগবদ্গীতা সকল উপনিষদ্‌গণ মধ্যে প্রকৃষ্টা তত্রাপি ঐ ত্রিবিধ শক্তির সূত্র আছে, যাহা সর্ব্বজ্ঞপাদ স্বকৃত ভাষ্যে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মেতি সেই মত শ্রীভাগবত নাম পারমহংস্যসাররূপ শুকমুখোদিতশাস্ত্রে তত্রাপি পূর্ব্ব দর্শিত ত্রিবিধ দুর্গানাম ত্রিবিধ ভগবতীর চরিত চিত্রিত আছে, অতএব দুর্গার এক নাম শাস্ত্রেষু ভারতীগীতা আর এক নাম পারমহংস্যো ভাগবত মিতি। অতএব কুলার্ণবীয় অষ্টমখণ্ডে ঐ ত্রিবিধ দুর্গার ত্রিবিধ চরিত্র যাহা শ্রীপারমহংসী সংহিতায়, বর্ণিত আছে, তদনুসারে সূত্ররূপ ত্রিবিধ দুর্গার একত্র দকারাদি সহস্রনাম-স্তোত্র আছে। তাহাও মুদ্রিত করিব। পদ্মপুরাণোক্ত পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতী মহাদেব সম্বাদীয় অম্বরীষং প্রতি গৌতম বচনংচ ঐ শ্রীভাগবত মাহাত্ম্য কথনে। অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্ব্বতঃ। কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকং চাধ্যাপযৎসুতং। স্কন্ধৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং ব্রহ্মবিদ্যা সমন্বিতং বেদবেদান্তসারং তৎ পুরাণানাঞ্চ সত্তম। যত্র সংকীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো ভগবান্ বৈ পদে পদে। শ্রীভাগবত মিত্যেব যেস্মরন্তি-নরাঃ ক্বচিৎ মুচ্যন্তে সর্ব্ব পাপেভ্যো যথা নাম্না গদাভৃতঃ। মহীধ্রাণাং যথা মেরুর্দেবানাং কেশবো যথা। শক্তীনাঞ্চৈব গান্ধ-র্ব্বান দীনাং জাহ্নবী যথা। পুরাণানাং তথারাজন্ শ্রীভাগবত মুত্তমং ইতি। এবং ঐ বিশ্বসার তন্ত্রে শ্রীগুহ্য কালিকা ক্রমস্তবে। শাস্ত্রেভ্যোঽপি নমোনিত্যমশাস্ত্রেভ্যো নমোনমঃ। ধর্ম্মেভ্যো ঽপি নমোনিত্যমধর্ম্মেভ্যোনমোনমঃ। শ্রুতিভ্যোঽপিন মোনিত্যং তদর্থেভ্যো নমোনমঃ। ভারতেভ্যো নমোনিত্যং তদর্থেভ্যো নমোনমঃ। নমঃ শ্রীভাগবতেভ্যশ্চ তদর্থেভ্যো নমোনমঃ।

তত্ত্বেভ্যোঽপি নমো নিত্যং তত্ত্বার্থেভ্যো নমোনম ইতি

পূর্ব্ব দর্শিত বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত হৈমবতী দুর্গার সহস্রনাম-স্তোত্রে নারায়ণীতুনারীণাং মিত্যাদি নামষট্‌ক আর দর্শিত লক্ষণ গুহ্যকালিকার ক্রমস্তবোক্ত পদত্রয়, এবংপ্রকার ঐ দুর্গার অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র, ঐ বিশ্বসারতন্ত্রে আছে, অতএব ঐ তন্ত্রের নাম বিশ্বসার শুদ্ধাগম শাস্ত্র। এতদ্‌ভিন্ন যাবদীয় তন্ত্রগণ শাস্ত্ররূপে বর্ণিত আছে, সে সকল অসার, অসার জীবগণের মোহনার্থই জানিবা, যদ্দৃষ্টে গঙ্গাধর কবিরাজাদি মোহিত হইয়া বেদপুরাণোক্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চমকারস্বীকার করত, শ্রীধরস্বামি পাদ প্রভৃতি পরম শুদ্ধ আচার্য্যগণকে কটুক্তি মুদ্রিত করিয়াছেন।

নন্থ। গঙ্গাধর কবিরাজের কিঞ্চিৎ ব্যাকরণীয় শব্দ জ্ঞান আছে, তবে শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করেন ইহার কারণ কি?

উত্তর। অবৈদিকগণ জ্ঞাত আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক সকল সামান্যপুরুষবুদ্ধিপ্রভব। হিন্দুদিগের বেদ পুরাণাদিকেও তাদৃশ মানেন।

নন্থ, কঠবল্লী যমনচিকেতঃসম্বাদে শ্রীগোপাল তাপনীচতুঃসন বিরিঞ্চিসম্বাদে এবং ষট্‌প্রশ্নী, নানা মুনিগণ সম্বাদে সেই রূপ বিষ্ণুপুরাণ পরাসর মৈত্রেয় সম্বাদে এবং মহাভারতও তাদৃশ এবং শ্রীভাগবত শুক পরিক্ষিৎ সম্বাদে এই কলির আরম্ভে বেদব্যাস বিরচিত করিয়াছেন, তবে গঙ্গাধর কবিরাজের দোষ কি?

উত্তর। এই জগন্মধ্যে কালভেদে ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াথাকেন তদ্দৃষ্টে ঐ অনভিজ্ঞ জীবগণ ঈশ্বর বিগ্রহকেও আধুনিক বলে কিন্তু ঐ ঈশ্বর প্রপঞ্চগোচর হইয়া যে সকল স্বরূপশক্তিব্যাপার-কার্য্যগণকে মাংসনেত্র গোচর করেন। তদহগোচরেও সেই

সকল লীলাগণ নিত্য আছেন, সেইরূপই হিন্দুদিগের বেদপুরাণ ইতিহাসাদি শাস্ত্রও নিত্য আছেন। প্রতি দ্বাপরে শেষভাগে কারণবশত ঐ সকল শাস্ত্র লুক্কায়িত হন, পুনঃ২ ঐ সকল শাস্ত্রগণকে উদ্ধার করিতে ভগবান্ ব্যাসরূপে অবতার করেন, ইহাই পাদ্মে পাতাল খণ্ডে বর্ণিত আছে। তদ্যথা

ঋষয়ঊচঃ। সূত২ মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। অষ্টাদশ পুরাণানি ত্বয়াধীতানি বৈপিতুঃ। দ্বাপরেভগবান্ ব্যাসঃ কৃতবান্ বৈ মহামুনিঃ। পুরাণানি কথং পূর্ব্বং প্রবৃত্তানিশ্রুতানিনঃ। তৎসর্ব্বং বিস্তরেণৈবকথয়স্ব মহামতে। শ্রীসূত উবাচ। যথা নারায়ণো বেদাঃ পুরানানি তথাদ্বিজাঃ। নিত্যান্যেব প্রবর্ত্তন্তে তানি তানি যুগে যুগে। এবং নারায়ণো বক্তা পুরাণানাং পুরা দ্বিজাঃ। ব্রাহ্মণাৎ লব্ধজন্মাপি ব্যাসরূপেণ পূর্ব্বতঃ। কৃতবান্ বৈপুরাণানি প্রকাশানি স্বয়ংপ্রভুঃ। প্রবর্ত্তিতানি তান্যেব বর্ত্তন্তেহি যুগে যুগে। যুগাবসানে ধর্ম্মাণাং পৃথক্ত্বস্য বিধিৎসয়া। প্রবর্ত্তন্তে পুনস্তানি পৃথগ্ধর্ম্মাণিতাপসাঃ। প্রচ্ছন্নানি যদাতানি কুতশ্চিৎ তত্র কারণাৎ। তদাপ্রকাশয়েত্তানি ব্যাসরূপেণ কেশবঃ।

দ্বাপরস্য বিশেষেণ কৃত্বাভারত মুত্তমং।
কৃতবান্ স পুরাণানি প্রকাশানি দ্বিজর্ষ-
ভাঃ॥ ইতি॥

অতএব বেদান্তে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে
সূত্রং। শব্দ ইতিচেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্য-
ক্ষানুমানাভ্যাং। ২৮।

শাঙ্করভাষ্যংচ। কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রত্যক্ষংশ্রুতিঃ প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ প্রমাণং প্রতিসাপেক্ষিত-ত্বাৎ তেহিশব্দপূর্ব্বাংসৃষ্টিং দর্শয়তঃ। এত ইতিবৈ প্রজা-পতিঃ দেবানসৃজত সৃগগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দবঃ ইতি পিতৄংস্তিরঃ পবিত্র মিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শাস্ত্রমিতি সৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ। স মনসা বাচং সমভব দিত্যাদিনা তত্র তত্রশব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে। স্মৃতিরপি অনাদিনিধনাপূর্ব্বং বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। ইতি। উৎসর্গোপ্যয়ংবাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মকোদ্রষ্টব্যঃ অনাদিনিধনায়া অন্যাদৃশ স্যোৎ-সর্গস্যাসম্ভবাৎ। তথা নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনং। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথকসংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতিঅপিচ চিকীর্ষিতমর্থ মনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাৎ তমর্থ মনুতিষ্ঠতীতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষ-মেতৎ। তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং পরমেশ্বরা-নুগ্রহাৎ বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ব্বভুবুঃ পশ্চাৎ তদনুগতা নর্থান্ সসর্জ্জেতি গম্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ স ভূরিতি ব্যাহরন ভূমিমসৃজতেত্যেবমাদিকা ভূরাদিশব্দেভ্যঃ এবং মনসি

প্রাদুর্ভূতেভ্যঃ শব্দেভ্যঃ ভূরাদি লোকান্ প্রাদুর্ভূতান্ দর্শয়তি। ততশ্চনিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যঃ দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধং ॥ ২৮ ॥

এই ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বহুতর বিচারপূর্ব্বক বেদশব্দগণের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, ব্রহ্মা একাগ্রমনে পরমেশ্বরানুগ্রেহে বেদশব্দ প্রাপ্ত হইয়া ভূরাদিশব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক ভূরাদি লোক আর দেবাদি সৃষ্টি প্রকাশ করেন, অতএব বেদশব্দ নিত্য আছেন পরমেশ্বরের লোকে।

নন্নু, গঙ্গাধর কবিরাজ লেখেন অনুব্রহ্মজীবহইতে ব্রহ্মা বেদপ্রাপ্ত হন। উ। এসকল কথা, কথামাত্র, বেদান্তশাস্ত্রে নাই এবং তৎশাস্ত্রজ্ঞাতার সহিত আলাপও ঘটে নাই। কেবল সাধারণ জীবদিগকে স্বসদৃশ নাস্তিক করিবার নিমিত্তে অশাস্ত্রীয় পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছে।

নন্নু, পরমেশ্বরানুগ্রহে ব্রহ্মা বেদ প্রাপ্ত হন, ইহার স্পষ্ট শ্রুতি কোথায় আছে? অত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে সূত্রং।

সমান নাম রূপ ত্বাচ্চাবৃত্তাব প্যবিরোধো দর্শনাৎস্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

অস্য শাঙ্করভাষ্যেচ। তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীতি এতৎ শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু অসকৃদনুশ্রূয়মাণং মহাপ্রলয়ে ননাস্তীতি শক্যং বদিতুং। ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিত প্রকৃষ্ট জ্ঞানকর্ম্মণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্ত প্রতিবুদ্ধ বৎকল্পান্তর ব্যবহারানু সন্ধানোপপত্তিঃ। তথাচ

শ্রুতিঃ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈবেদাংশ্চ প্রহিণোতিতস্মৈ। তংহদেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণ প্রবদ্যে।

এই শ্রুতিতে গঙ্গাধর কবিরাজের অবৈদিক মুদ্রিত পুস্তকের সর্ব্বনাশ হইল। অত্র যো ব্রহ্মাণ মিত্যাদিতে পরমেশ্বর যিনি পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভকে বিধান অর্থাৎ সৃষ্টি করেন ইনিই কঠবল্লীতে অব্যক্তাখ্য হইতে প্রথম জাত মহদ্রূপ। তদনন্তরং ঐ হিরণ্যগর্ভ বিরাটবিস্তার করিতে অক্ষম, অতএব যো বৈ পরমেশ্বর ঐ হিরণ্যগর্ভকে বেদচতুষ্টয় ইতিহাস পুরাণের সহিত প্রদান করেন। তংহ সেই পরমেশ্বর আত্মনাং জীবানাং অর্থাৎ জীবগণের প্রসুপ্তবুদ্ধিকে চেতনযুক্তকরেন মুমুক্ষু অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রদীক্ষিত বৈ নিশ্চিত তত্ত্ব সেই পরমেশ্বর চরণে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণ লইলাম তিনি এই ভক্তকে সংসার হইতে মোচন করুণ। ইহাতে স্পষ্ট হইল যে পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ব্ভের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বেদজ্ঞান প্রদান করেন। তবে যে গঙ্গাধর কবিরাজ শ্রীভাগবতের জন্মাদ্যস্য প্রথমপদ্য দর্শাইয়া পঞ্চমকারের ঘোরে যে কিছু প্রলাপোক্তি করিয়াছেন সে সকলি অগ্রাহ্য, দেখ সর্ব্বদেশ মান্য পরমহংস শ্রীধরস্বামি পাদকে উপহাস করিয়া এবং ঐ জন্মাদ্যস্য পদ্যে স্বামি ব্যাখ্যা-প্রতি যে কিছু লিখিয়াছেন সে সকলি উন্মত্ত প্রলাপ, গঙ্গাধর কবিরাজ কৃত গ্রন্থ প্রতি দৃষ্টিপাত করা সজ্জনের কর্ত্তব্য নহে, তথাচ সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে দৃষ্টিপাত করিতে হইল।

ননু। দর্শিত সূত্রভাষ্যে বেদশব্দের নিত্যত্ব স্পষ্ট আছে। পাদ্মোক্ত পাতাল খণ্ড বচনে ইতিহাস ও পুরাণাদিরো নিত্যত্ব যেমন পরমেশ্বর নিত্য আছেন ইহা শাঙ্করভাষ্যে কোন্ স্থানে স্পষ্ট আছে। উত্তর। ঐ প্রকরণে সূত্রং যথা।

অতএব নিত্যত্বং॥ ২৯॥

অত্রভাষ্যে বেদব্যাসশ্চৈব মেবস্মরতি।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরেতপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি। ২৯।

দর্শিতসূত্রভাষ্যে বেদপুরাণ ইতিহাসাদির নিত্যত্বস্পষ্ট আছে, এই কলিতে ভারতবর্ষে অবৈদিকগণের অধিকার হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সঙ্গদোষে সাধারণ জীবগণের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, অতএব হিন্দুশাস্ত্র বেদপুরাণাদিকেও অবৈদিকগণরচিতপুস্তকের ন্যায় পুরুষবুদ্ধিপ্রভব বলিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার, বেদপুরাণাদির নিত্যত্ব ব্যবস্থা লিখিলেন অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্র বেদপুরাণাদি জীবের বুদ্ধিপ্রভব নহে। তথাচ পঞ্চদশীকারপ্রভৃতি সংন্যাসিগণ, পুরাণেতিহাসাদিকে পুরুষবুদ্ধিপ্রভব মানেন,অতএব শ্রীতাপন্যুক্ত স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্য বিশিষ্ট অতুলাখ্য স্বয়ংভগবানকে তমো মায়াময় বলিয়াছেন। এবং গঙ্গাধর কবিরাজও তাদৃশ। অনাদিসিদ্ধ শ্রীভাগবত মহাপুরাণকে ধুর্ত্তরচিত বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা শ্রীদুর্গার বিশ্বসারতন্ত্র আর মায়াতন্ত্রোক্ত মন্ত্রোপাসক আমাদিগের শ্রীভাগবত বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, যেহেতুক শাঙ্করভাষ্যে ইতিহাস পুরাণের সহিত বেদের নিত্যত্ব দর্শন হইল, তবে যে গঙ্গাধর কবিরাজের মুদ্রিত পুস্তক দর্শনে কিঞ্চিৎ চিত্তদোলিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বসারোক্ত শ্রীদুর্গার সহস্র নামগত বিভূতি ঘটিত নাম গণনাতে (শাস্ত্রেষু ভারতীগীতা পারমহংস্যে ভাগবত মিতি) এবং শ্রীগুহ্য কালিকার কবচস্তরে ভারতেভ্যো নমোনিত্যং তদর্থেভ্যো নমোনমঃ। নমঃ শ্রীভাগবতেভ্যশ্চ তদর্থেভ্যো নমো নম ইতি। এবং ঐ বিশ্বসারোক্ত হৈমবতী দুর্গার শতনাম

স্তোত্রে। কুমারী কন্যকা কুন্তীকৈশোরী যুবতী যতিঃ। অপ্রৌঢ়াচ তথা প্রৌঢ়া বৃদ্ধমাতাবরপ্রদা, স্বর্নদী গৌশ্চ গায়ত্রী দ্রৌপদীচ সুভদ্রিকা। উত্তরাচৈব গান্ধারী জগদ্ধাত্রী বসুপ্রিয়া। গুহস্য জননী গুহ্যাচাতি গুহ্যাতি গোপনেতি। ইহাই দর্শনে বুঝিয়াছি, আমাদিগের উপাস্য দেবী শ্রীদুর্গা শ্রীভাগবতেই প্রকৃষ্টরূপে আছেন, তিনীই নারায়ণী নাম্নী ব্রহ্ম পুরাণেচ ব্রজে কাত্যায়নী পরেতি প্রসিদ্ধা যাখলু গোপ কুমারীভিঃ পূজিতাস্তি। তিনিই যশোদানন্দিনী নিত্যকুমারী ইহাতে শ্রীপারমহংস্য সংহিতাকে অমান্য করিলে শ্রীশিববাক্য হেলন হয়,এবং আমাদের উপাস্য দেবীকেও অমান্য করা হয়। অতএব আমরা দামোদর সহোদরী দুর্গার মন্ত্রজপ কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদ্বাৎসল্যপাত্র অতিসুন্দরী নিত্যকুমারীকে ভাব্য ভাবনা করিয়া শ্রীভাগবত শ্রবণ তদনুগত লীলা কীর্ত্তন রূপ ভক্তি পরিপাকে ঐ ব্রজলোক প্রাপ্ত হইয়া মহাবৈকুণ্ঠে ও মহা কৈলাসাদি ধাম গমনে সমর্থ হইব, যেহেতু দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়া দাসীপুত্রত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপহত-পাপ্মক নিত্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় মহাবৈকুণ্ঠাদি লোকে এবং শ্রীব্রজলোকেও নিত্য আছেন, তিনীই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের ঋষিঃ। এবং বিশ্বসার তন্ত্রে ও মায়া তন্ত্রে আছে শ্রীদুর্গামন্ত্রের ঋষি শ্রীনারদ, অতএব তদনুগ্রহে অপহতপাপ্মক শরীর প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় সর্ব্বেষু লোকেষু কামরাঢ়ো ভবিষ্যামীতি। কিন্তু গঙ্গাধর কবিরাজ হিন্দু নহেন, আমরা দুর্গা মন্ত্রোপাসনা করিয়া থাকি এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন করিতেছি। হঠাৎ গঙ্গাধর কবিরাজ লেখে।

"দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে বেদব্যাস মহাভারত করিয়াছেন, তাহাতে শান্তিপর্ব্বে রাজ ধর্ম্মে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্মের উক্তি

লিখিয়াছেন। শুকের জন্ম কারণ শিবের তপস্যাদি, শুকের জন্ম বিবাহ পুত্র কন্যার নাম সূর্য্যলোক পথে প্রব্রজ্যা যাহাতে আর পুনর্জন্ম না হয়, এই মত নির্ব্বাণ মুক্তি পাণ্ডু যুধিষ্ঠিরাদির জন্মের পূর্ব্বে হইয়াছে, পুনর্ব্বার সেই শুকের পুনরাগমন ও তিনি এই জন্মাদ্যস্য শ্লোকাদি গ্রন্থের বক্তা পরিক্ষিৎ শ্রোতা এই লেখা ভ্রান্তির কর্ম্ম বলিতে হইবে।"

উত্তর। ঐ গঙ্গাধর কবিরাজ নামমাত্র, তাহার পিতা মাতা হিন্দু ছিলেন, ঐ নাম বলিয়া প্রাকৃত শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক গমন লক্ষণ নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হওনের সম্ভাবনায় অজামিল বিপ্রেরন্যায় পুত্রের নাম রাখিয়াছেন। নন্নু, সাঙ্কেত্য শিবনামে বিষ্ণুলোকে গমনকিংহেতুঃ। তত্রাহ গঙ্গা গঙ্গেতি যোক্রুয়াৎ যো জনানাং শতৈরপি মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি। নন্নু,গঙ্গানামোচ্চারণের ফল ইহাই বটে, কিন্তু শিবনামোর্চ্চারণে শিবের সন্তোষ। উং সত্য তৎতুষ্টিং বিনা বিষ্ণুলোক প্রদান করিতে গঙ্গাও সমর্থা নহেন, যেহেতু ঐ শিব স্বশিরসি জটা মধ্যে আবদ্ধা করিয়াছেন, তদুক্তং মহামুনি বরেন বাল্মীকেনা।

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্যবিষ্ণোর্মদন মথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা। জয়তিজয় পতাকা কাপ্যমৌ মোক্ষ লক্ষ্মা ক্ষয়িত কলি-কলঙ্কা জাহ্নবীনঃপুনাতু। গাঙ্গংবারিমনো-হারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতং। ত্রিপুরারি শির-শ্চারি পাপহারি পুনাতুমামিতি। অতএব গঙ্গাশিবয়ো রুভয়োরপি কৃপা সাপেক্ষং বিষ্ণুলোক গমন মিতি।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যংসশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্‌প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

১১ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮০। সন ১২৬৬। ১ খণ্ড।

ননু। গঙ্গাদেবী মুরারির চরণাচ্যুতা এবং শ্রীনারায়ণ স্বীয় উরু দেশহইতে উদ্ভব করেণ, ইহাতে উর্ব্বসী নাম পরমাপ্সরা গঙ্গানাম্নী ও শ্রীকৃষ্ণ চরণোদ্ভবা তৎসদৃশী। মহাদেব ইহাঁকে মস্তকে জটামধ্যে ধারণ করিয়াছেন ইহাতেই গঙ্গাধর নাম, কিন্তু ঐ মুরারি নাম ভগবান্‌ শ্রীভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন। তদ্‌যথা। প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যংচ। কিঞ্চ প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ বিগত

ভয়ঃ ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরশুশ্রূষা ভিক্ষাভুক্ত্যাদি তস্মিন্ স্থিতঃ তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসোবৃত্তীরুপসংহৃত্যে ত্যেতৎ মচ্চিত্তোময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোহয়ং মচ্চিত্তঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীত উপবিশেৎ মৎপরঃ অহমেবপরো যস্য সোহয়ং মৎপরো ভবতি কশ্চিৎ রাগীতু স্ত্রীচিত্তঃ নতুস্ত্রিয় মেব পরত্বেন গৃহ্নাতি কিংতর্হি রাজানং মহাদেবং বা অয়স্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ।।১৪।।

এই শ্রীগীতাভাষ্যে পরশব্দে পরমেশ্বর ইহা স্পষ্টহইল যোগি জনের স্ত্রী মাত্র সম্বন্ধ গন্ধরাহিত্যের আবশ্যক হইল, মহা-দেব সর্ব্ব যোগি জনের ইন্দ্র ইনি গঙ্গানাম্নী বিদ্যাধরীকে পররূপে মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন ইহাঁকে যোগীন্দ্র কহিব কিযুক্তিতে ?

উত্তর। এই জগতে আছে যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তি ইহারা আবিদ্যক মুর্ত্তি ভেদগণ ইহাদিগের সম্বন্ধে কেবল অবিদ্যা পর্ব্বরূপ উল্বণ মনসিজের উদয় হয়, ঐ গঙ্গা সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি বৃত্তিভেদরূপা অতএব মুক্তি নাম্নী। যেহেতু হ্লাদরূপো ভগবান্ যয়াহ্লাদতে ভক্তান্ হ্লাদয়তিচ সাহ্লাদিনী অতএব হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব।। মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। অনন্ত চিদগুণা কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।। তদুক্তং ক্রমদীপিকায়াং রাধা নামনিরুক্তৌ। রাধ্যতে সাধ্যতে নিত্যং যয়া কৃষ্ণমনোরথং। মহাভাব স্বরূপাস্যারাধিকা পরি কীর্ত্তিতেতি।।

অতএব স্বরূপশক্তি বৃত্তিভেদগণ সারভূতা শ্রীরাধিকা তাঁহার আছে, ভক্তগণ, পোষণ বৃত্তিরূপ প্রেমভক্তি, গঙ্গাও তদ্রূপা ইহাই কহিতেছেন পুরাণে।

যোঽসৌনিরঞ্জনো দেব[illegible]ং স্বরূপী জনার্দ্দনঃ। স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভোনাত্র শংসয়ঃ ইতি।

এই প্রকার শ্রীগোলক বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ বৃত্তিভেদ গঙ্গা ইহা পুরাণে স্পষ্ট আছে, প্রত্যক্ষ ও দর্শন হইতেছে শ্রীগোবর্দ্ধনে মানসীগঙ্গা। ইহার জ্ঞাতা শ্রীসদাশিব অতএব পররূপ জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

ননু। স্ত্রী রূপ সমুদায় মায়ার মূর্ত্তি অতএববোক্তং মার্কণ্ডে যেস্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ইহাতেস্ত্রী মূর্ত্তি মাত্রই অবিদ্যা পর্ব্ববদ্ধিনী তবেযে সদাশিব গঙ্গা নাম্নী বিদ্যাধরীকে ধারণ করিয়া প্রেমোন্মাদী হইয়াছেন এবং হৈমবতিকেও বাম উরুদেশে ধারণ করিয়া কামুক নহেন ইহার কারণ কি?

উত্তর। ঐ মায়ার কলাসমূহরূপা স্ত্রীমূর্ত্তিসমূহ আছে, তত্রাপি সেই সকল মূর্ত্তি ত্রিবিধা সাত্ত্বিকী ও রাজসী ও তামসী তত্র রাজসী আর তামসী এই দুইপ্রকারে অনন্ত মূর্ত্তি হইয়াছেন ইহাদিগের ধ্যানে উল্বণ কামুক হয়। সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিও অনন্ত তাহাদিগের ধ্যানে সত্ত্ববৃদ্ধি অর্থাৎ শান্তমূর্ত্তি ধ্যানে শান্তি রূপা হরিভক্তির উদয় হয়, অতএব মহাদেব শান্তা নাম্নী ভীষ্ম জননীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিদ্যা নাম্নী হৈমবতীকে আদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।

ননু। স্ত্রী মূর্ত্তি সকলই এক প্রকার জ্ঞাত আছি, ইহাতে রাজসী আর তামসী মূর্ত্তিগণের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি হইতে ভেদমানিব কি প্রমাণে?

উত্তর, ইহার প্রমাণ সর্ব্বশাস্ত্রতেই বর্ণিত আছে পাদ্মোত্তর খণ্ডে পৌর্ণমাসী সদাশিব সম্বাদে অধ্যায়দ্বয় অতি বিস্তার আছে তাহা শ্রীদুর্গার দকারাদি সহস্রনাম ভাষ্য রূপ টীকার পশ্চাৎ পৃথক্ রূপে মুদ্রিত করিব পরংতু মার্কণ্ডেয়ে যে শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ-কালীন সেই সকল মূর্ত্তিগণ কৌষিকীর শরীর হইতে প্রকাশ হইয়াছিলেন, শুম্ভের যুদ্ধকালীন ঐ কৌষিকীর শরীরে প্রবেশ করেণ অর্থাৎ রাজসী আর তামসী মূর্ত্তিগণ সাত্তিকী মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া ক্বচিদাবরণদেবতা রূপে কামুকগণের পূজা গ্রহণ করেণ। তন্মধ্যে যাঁহারা রুধির আর মাংস ভোজন করেণ তাঁহারাই তামসী মুর্ত্তিগণ, তত্রাপি যাঁহারা বিপরীত রতাসক্তা মুক্তকেশী দিগম্বরী ইহাঁরাই অতি তামসী ইহাদিগের ধ্যানে উল্বণ কামুক হইয়া উল্বণ কামুকী রূপলতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়, রাজসী মূর্ত্তি ধ্যানে কামুক হইয়া স্বীয় স্ত্রীগণ সম্ভোগে নিমগ্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ ভাষ্যকার যোগিগণের স্ত্রীমুর্ত্তিকে পররূপে গ্রহণের নিষেধ করিয়াছেন।

নন্থ। স্ত্রী মূর্ত্তিমধ্যে সাত্ত্বিকী অর্থাৎ শান্তাস্ত্রী ধ্যান করিলে নির্ব্বাণ লক্ষণা শান্তি প্রাপ্ত হয় ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর। ইহার প্রমাণ সৎসাস্ত্র মাত্রতেই আছে। তদ্যথা সাত্ত্বিকী মোক্ষদা প্রোক্তা রাজসী স্বর্গদা তথা। তথৈব তামসী দেবি নিরয় প্রাপ্তি কারণ মিতি তথাহি। শ্রীগীতায়াং।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মা দেতৎত্রয়ং ত্যজেদিতি।

ননু। দেবী মাহাত্ম্যে শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে কৌষিকীর শরীর হইতে অনেকাকার স্ত্রী মূর্ত্তি প্রকট হইয়া চণ্ড মুণ্ডাদির সহিত যুদ্ধ করেণ, ইহারা সকলই রক্তমাংস ভোজন করিয়াছেন ইহাই জ্ঞাত আছি, তন্মধ্যে রক্তমাংস ভোজন না করেণ কোন্‌মূর্ত্তি, আর ভোজন করিয়াছেন বা কোন্ স্ত্রীমূর্ত্তি ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর। ঐ চণ্ডমুণ্ডযুদ্ধে যে কালীন রক্তবীজ নাম দৈত্য সেনা মহা যুদ্ধকরে সেই কালীন বৈষ্ণবী স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতিরা চক্রাদিদ্বারা ঐ রক্তবীজকে ছেদন করেণ, কিন্তু তদ্রক্তবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইবামাত্র পুনঃপুনঃ অনেক রক্তবীজের উৎপত্তি হয়, ইহাতে কৌষিকীর কোপে ললাট ফলকহইতে কালিকামূর্ত্তি উদ্ভূত হন ইনিই তামসী। কৌষিকীদেবী ঐ চামুণ্ডা নাম কালিকা প্রতি আজ্ঞা করেণ হেকালিকে এই পৃথিবীতে জিহ্বা বিস্তার কর আর তদুপরি রক্তবীজপ্রতি খড়গাঘাত কর আর ঐ রক্তপান কর যেন পৃথিবীতে বিন্দুপাত না হয়, আর ঐ জিহ্বোপরি ঐ দৈত্যের শরীর ছেদন করিয়া ভক্ষণ কর ইহা না করিলে রক্তবীজের মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে কৌষিকী এবং তদঙ্গোদ্ভূত বৈষ্ণবী কৌমারী মাহেশ্বরী নারসিংহী প্রভৃতি স্ত্রীমূর্ত্তিগণ রক্তমাংস ভক্ষণ করেণ নাই। ঐ কৌষিকী দেবীর আজ্ঞানুসারে দ্বিপিচর্ম্ম পরীধানা কালিকাই রক্তবীজদৈত্যের রক্তমাংস ভোজন করিয়া জঠরানলে রক্তবীজের শরীর পরিপাক করিয়াছেন, অতএব দ্বিপিচর্ম্ম পরীধানা তামসী, যেহেতু কৌষিকীদেবীর ঘোরতর কোপোদ্ভবা ইহাহইতে অন্যা যে বৈষ্ণবী প্রভৃতিরা তৎকর্ম্ম নাকরিবায় রক্তবীজ বধে পরাংমুখী হইয়াছেন।

ভাল। গঙ্গানাম্নী বিদ্যাধরী অতিসুন্দরী ইহাকে পররূপে ধ্যানাদিভক্তি করণে কৃষ্ণ ভক্তি লক্ষণা নির্ব্বাণ নাম প্রকৃষ্ট শান্তি প্রাপ্ত হয়। ইহা মানিব কি প্রমাণে?

উত্তর। গোবর্দ্ধন গিরিসানুতে রাসস্থলি আছে তত্র শ্রীললিতা কর্তৃক রাধা কৃষ্ণ লীলাগানে ঐ উভয়ের অঙ্গে প্রেমোৎসাত্বিক বিকার হয়, তাহাতে যে স্বেদবারি গোবর্দ্ধন গিরিতে পতিত হয়, সেই বারিদ্রবব্রহ্ম মানসী গঙ্গা প্রেমমঞ্জরী নাম্নী গোপ কন্যারূপা ইনিই কৃষ্ণ ভক্তিরূপা, হ্লাদিনী শক্তিসার শ্রীরাধিকারসেবিকা নিত্য সিদ্ধ প্রেমভক্তিরূপা অতএব প্রকৃষ্টশান্তিপ্রদা।

ননু। এই কথা গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব মুখে শ্রুত হইয়াছি, কিন্তু শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে বিদ্যাধরীকে নির্ব্বাণ লক্ষণা প্রকৃষ্টশান্তি প্রদারূপে মান্য করিতে পারিনা।

উত্তর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি যাবতীয় পুরাণে স্পষ্ট আছে। তথাচ। রঘুনন্দ ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত আহ্নিকাচারতত্ত্বে স্নান প্রকরণে ঐ গঙ্গার ষোড়শনাম স্তোত্র লিখিতাছে তত্রৈব গঙ্গার ষোড়শনাম স্তোত্রে।

বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোক প্রসাদিনী। ক্ষমাচ জাহ্নবী গঙ্গা শান্তাশান্তি প্রদায়িনীতি।

বুঝিলাম হৈমবতী দুর্গা আর প্রেমমঞ্জরীনাম শান্তিপ্রদা অবিদ্যা পর্ব্ব ঘাতিনী এই দুর্গার তত্ত্ব পঞ্চমকার স্বীকার কারীগণ জ্ঞাত নহে, যেহেতু অতি তামসীকে পররূপে মান্য করিয়া তাহার ধ্যানাদি করে সুতরাং প্রমত্ত হইয়া উল্বণ কামুকীর সংভোগকে লতাসাধন বলে। শঙ্করানুযায়ী সংন্যাসিগণ মুমুক্ষু হঁহারাঘোররূপাদির ধ্যান না করুন্। পূর্ব্বদর্শিত স্বরূপবৃত্তিভেদরূপা যেত্রিবিধ দুর্গা তত্রাপি রাধা দুর্গার বৃত্তিভেদরূপা গঙ্গানাম্নী বিদ্যাধরী

শান্তিপ্রদা এবং শিবাদুর্গা সাক্ষাৎ বিদ্যাশক্তি শ্রীযশোদা কুমারী দামোদর সহোদরী উক্ত চিচ্ছক্তিভেদ গণের তত্ত্বজ্ঞাতা ভগবান্ গঙ্গাধর। অতএব গঙ্গাকে মস্তকে ধৃত করিয়াছেন, আর হৈমবতিকে সদাই আলিঙ্গিত আছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ সাক্ষাৎ গঙ্গাধর, শঙ্করঃ২ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়মিতি বচনাৎ ঐ গঙ্গাধর হইতে অভিন্ন শঙ্করাচার্য্য ইনিও গীতা ভাষ্যে স্ত্রী রূপকে পর রূপে গ্রহণের নিষেধ পূর্ব্বক কেবল কৃষ্ণ রূপকে পররূপে গ্রহনের ব্যাবস্থা লিখিয়াছেন। ইহাতে বাল্মীকি বাক্যে আর যাবদীয় পুরাণ বাক্যে গঙ্গাদেবী চিচ্ছক্তি বৃত্তিভেদরূপা, ভগবান্ শিব ত্রিবিধ দুর্গাকে ধারণ করিয়াছেন ইহা শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধ বটে। কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে স্ত্রীরূপমাত্রের পররূপে গ্রহণের নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে চিচ্ছক্তি বৃত্তিভেদরূপ স্ত্রী রূপের ধ্যানাদি করা ঐ শঙ্করাচার্যের বাক্য ব্যতিরেকে মান্য করিব কি প্রমাণে?

উত্তর। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায়. কৃষ্ণ গোপন করিবার নিমিত্তে স্বরূপ শক্তিকে স্পষ্ট প্রমাণিত করেন নাই, কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য নিরাকরণে ত্রিগুণ মায়াতিরিক্ত শক্তি যুক্ত পূর্ণব্রহ্ম ইহা স্থানে স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন, উপসংহার দর্শনাৎ নেতি-চেন্ন ক্ষীর বদ্ধীতি সূত্র ভাষ্যে পরিপূর্ণ শক্তিকংতু ব্রহ্ম নতস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। ইত্যাদি লিখিয়া শ্বেতাশ্বতরমন্ত্র লিখিয়াছেন।

নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎসমশ্চা ভ্যাধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব

শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়াচেতি।

এবং তলবকার বৃত্তিতে চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রঃ পরমাত্মেতি। এবং সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তদব্রহ্মেতি।

তথা। উৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি সূত্র ভাষ্যে ভগবানেবৈ কো- বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ পরমার্থ সত্যঃ। ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপশক্তি মদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ ইহাও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়া আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেতি সূত্রভাষ্যে আনন্দ রূপত্ব মিত্যাদিতে তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ রূপত্বাদিধর্ম্ম ঐ কৃষ্ণের ইহা ব্যঞ্জিত করি- য়া অসদ্ব্যপদেশান্নেতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতি সূত্রভাষ্যে ব্যাকৃত নাম রূপত্বাৎ ধর্ম্মা দব্যাকৃত নামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরং তেন ধর্ম্মান্তরেণায়মসদ্ব্যপদেশইত্যাদি॥

সহস্রনাম গণনায়াং কথিত নামভাষ্যে ঐ কৃষ্ণকে সর্ব্ববেদ, বেদ্যরূপে লিখিত করিয়া অতুলনামভাষ্যে ঐকৃষ্ণের মহালীলত্ব ব্যঞ্জিত করিয়া লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ইহাও লিখিয়া লোকাধি- ষ্ঠান মদ্ভুত এই দুইনাম ভাষ্যে স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যৈরদ্ভুত ইতি লিখিয়া ভক্তগণের কিঞ্চিৎ জীবণ প্রদান করিয়াও আপনা- কে মনে অপরাধী মানিলেন যে স্বকৃত গ্রন্থমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নামোল্লেখ করিনাই, ইহাতে ভক্তগণের মনস্তাপে আমার মহাতাপ হইবার সম্ভাবনা।

তত্তাপদূর করণার্থ তুঙ্গভদ্রা নদীতটে এক স্বরস্বতী মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া স্তুতি করেণ তথা তাপন্যাদি শ্রুত্যনুগত শ্রীভাগব- তানুযায়ী কতিপয় শ্রীকৃষ্ণের স্তবাবলি বর্ণন করেণ এবং তৎস্বরূপ- শক্তিবৃত্তিভেদ মূর্ত্তিগণ মধ্যে শ্রেষ্টমূর্ত্তি শ্রীরাধা তৎসখীগণ

সম্বলিত স্তুতি করেন এবং গঙ্গা আর হৈমবতির স্তুতি এই প্রকার কৃষ্ণের অনেক স্তুতিঘটিত এক স্তব পদ্ধতি রচনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেশিঘাটে নিমজ্জনছলে বৃহদার্য্যাছন্দে কেবল ব্রজলীলা ঘটিত শ্রীগোবিন্দাষ্টক পাঠ পূর্ব্বক যমুনায় প্রবেশ করেন। তৎপরে আর কেহই দর্শন প্রাপ্ত হন নাই ইহাতে সর্ব্বজ্ঞ পাদ ভাষ্যকার সশরীরে স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যোরভূতার্থ ব্রহ্ম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীশুক সদৃশ। তৎকৃত স্তবাবলির মধ্যে আছে গঙ্গাদেবির অষ্টকদ্বয় তত্রাপি এক অষ্টকারম্ভঃ।

ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃকণ মণু পরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি। অমর নগর নারী চামরগ্রাহিণীনাং বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কেলুঠন্তি ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী। স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরি গুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী। ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিত চয়চমূ র্নির্ভরং ভৎর্সয়ন্তী। পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগর সরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥ মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুতমদমদিরা মোদমত্তালিজালৈঃ। স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগ বিলসৎ কুঙ্কমাসঙ্গপিঙ্গং। সায়ং প্রাতর্মুনীনাং কুশকুসুমচয়াচ্ছন্নতীরস্থনীরং। পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরমকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গঃ ॥ ৩ ॥ আদাবাদিপিতামহস্যনিয়মব্যাপারপাত্রেজলং। পশ্চাৎ পন্নগ শায়িনোভগবতঃ পাদোদকং পাবনং। ভূয়ঃ শম্ভুজটা বিভূষণ মণির্জহ্নো র্মহর্ষেরিয়ং। কন্যা কিল্বিষ তারিনী ভগবতী ভাগীরথী পাতুনঃ ॥ ৪ ॥ শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী। পারাবারবিহারিণী ভবভয় শ্রেণী সমুচ্ছেদিনী। শেষাহেরনু কারিণী হরশিরো মল্লীদলাকারিণী। কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গামনোহা-

রিণী॥ ৫॥ গঙ্গে ত্রৈলোক্য সারে সকল সুরবধূ ধৌত বিস্তীর্ণতোয়ে। পুণ্যে ব্রহ্মস্বরূপে হরিচরণরজোহারিণী স্বর্গমার্গে। প্রায়শ্চিত্তং যদিস্যাৎ তব জল কণিকা ব্রহ্মহত্যাদি পাপে। কস্তাং স্তোতুং সমর্থ স্ত্রিজগদঘহরে দেবিগঙ্গে প্রসীদ॥ ৬॥ ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোহং বিগত বিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণ মারাধয়ামি। সকল কলুস ভঙ্গে স্বর্গ মার্গ প্রসঙ্গে তরলতর তরঙ্গে দেবিগঙ্গে প্রসীদ॥ ৭॥ কুতোহবীচি বীচি স্তবযদি গতা লোচন পথং। ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুর নিবাসং বিতরসি। ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কাযস্তনুভৃতাং তদামাতঃ শাতক্রতু পদলভোহপ্যতিলঘুঃ॥ ৮॥ গঙ্গে জাহ্নবি শম্ভু বনিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং। জানুভ্যাং প্রণিপত্য হন্ত ভবতী মেকং বরং প্রার্থয়ে। ত্বন্নীরে বপুষোহবসান সময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ প্রয়াণোৎ সবঃ॥ ৯॥ ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং গঙ্গা-স্তোত্রং সমাপ্তং।

অস্যার্থঃ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই অষ্টক শ্রীভাগবতানুসারে বর্ণন করিয়াছেন। হে ভগবতি স্বয়ং ভগবানের প্রেম-শক্তিরূপে অতএব (ভবস্য) মহাদেবেরপ্রেমলীলোল্লাস মৌলি-মালে এই জগন্মধ্যে যে ব্যক্তিরা কণপরিমাণ তোমার জলস্পর্শ করে তাহারা কলিকালজ পাপাতঙ্ক বিগত হইয়া চামর গ্রাহিণী অমর নগরনারীদিগের ক্রোড়ে লুণ্ঠন করেন। ১।

তুমি কেমন (ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী) ব্রহ্মাণ্ডের পার ঘনতমো নাম প্রকৃতি ঐ প্রকৃতির পারে পরংজ্যোতির্ম্ময়ধাম তদন্তর্গত গোলোক বৈকুণ্ঠ তল্লোকে আছে চিদানন্দরূপ বারি পুরিত বিরজা নাম

নদী ইনী বেদাঙ্গ স্বেদজনিতা ইহাঁ হইতে আগত হইয়া ব্রহ্মা-
ণ্ডর কটাহ ভেদরূপ ছিদ্র করিয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কৈলাস নাথের
জটারূপলতাগণকে উল্লসিতা অর্থাৎ সেই জটালতাকে বৃক্ষরূপ
উচ্চ করিয়াছ,ইহাতে তৎশরীরস্থ লোম লতাকেও তাদৃশ করিয়াছ
সুতরাং গঙ্গা নাম বিদ্যাধরী পরম শান্তিরূপা প্রেমভক্তি। কিন্তু
স্বর্লোকাদা পতন্তী এবং সুমেরু পর্ব্বতের গুহাও তদ্‌গণ্ডশৈল
হইতে পতিতা হইয়াছ। পশ্চাৎ ক্ষৌণী পৃষ্ঠে ভারতবর্ষে লুঠন্তী
তদ্বাসিদিগের (দুরিতচয়চমূঃ) অর্থাৎ পাপ সেনাগণকে নিঃশেষে
ভৎর্সন করিতেছ পরে লবণ সাগরকে পূরিত করিয়াছ। ২।

তৃতীয় পদ্য সরলত্ব হেতু ব্যাখার আবশ্যকতা নাই, দর্শিত
পদ্যগণ শ্রীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধানুসারে, এই গঙ্গার নাম
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অলক নন্দা ছিল। ৩।

ইনিই প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলুপাত্রের জল, পরে অষ্টমস্কন্ধা-
নুসারে সেই জল দ্বারা ত্রিবিক্রমের চরণ ধৌত করেন অতএব
বিশেষে পাবন। পুনঃ নবমস্কন্ধানুসারে বর্ণন করিতেছেন
(ভুয়ঃ শম্ভু জটেত্যাদি) ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়ন সময়ে জহ্নু-
কন্যেত্যাদি সম্বোধনে আচার্য্য পাদ স্বরক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন,
(ভগবতী ভাগীরথী পাতুনঃ) ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে হরিভক্তি স্পষ্ট
প্রমাণিত না করিবাতে অপরাধ তাহা হইতে রক্ষাকরুন পরম
শান্তিদা বিদ্যাধরী। ৪।

শৈলেন্দ্রাদব তারিণীত্যাদি পদ্যংস্পষ্টং। ৫।

গঙ্গে ত্রৈলোক্য সারে ইত্যাদি অর্দ্ধ পদ্যং স্পষ্টং। পূর্ব্বে
ব্রহ্ম স্বরূপে ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম তদুক্তং শ্রীদশমে
ব্রহ্মস্তুতৌ অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতন মিতি। ইহাতে তাপ

ন্যুক্ত গোপীগোপগবাবীত কৃষ্ণ, গূঢ়ংপরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ মিতি ন্যায়াচ্চ গঙ্গাকে উক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপে ইতি সম্বোধন পদে চিচ্ছক্তি বৃত্তিসারভূতা শ্রীরাধার প্রেম ভক্তি বৃত্তি রূপেতি দ্যোতন করিলেন হরিচরণ রজোহারিণী ইহাতে প্রথমস্কন্ধোক্ত পরীক্ষিত প্রায়োপবেশোক্ত পদ্যানুসারে বর্ণন করিলেন। প্রায়শ্চিত্তং যদিস্যাদিতি স্পষ্টং কস্ত্বাং স্তোতুং সমর্থ ইতি বেদান্তে তৃতীয়াধ্যায়ে উদ্গীথ মহিমাকে স্তুতি বাক্য মিতি অবতরণ করত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসন্না হউন। ৬।

হে ভগবতি ইতি। তোমার তীরে বাস করিয়া বিষয় ভোগতৃষ্ণাশূন্য হওত তোমার চিন্মাত্র বারিপান করত (কৃষ্ণ মায়াধরামি) ইহাতেভাষ্যে শ্রীনন্দনন্দনকে গোপন হেতুক তদ্ভক্তগণের মনস্তাপে অপরাধ আর কাশীতে চিরবাস হেতুক মথুরা মণ্ডলের অনাদর দোষ প্রশমন প্রার্থনা করিলেন অর্থাৎ হে সকল কলুষভঙ্গে দেবি গঙ্গে আমার সকল কলুষ ভঙ্গ করত প্রসীদ। তুমি কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি তোমার প্রসাদে সকল ভক্তগণ প্রসন্ন হইবেন, তোমার নিকটে শপথ করত কহিতেছি, আমি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে কৃষ্ণ গোপন করিবার নিমিত্তে শ্রীভাগবতকে সাক্ষাৎ প্রমাণিত করিনাই কৃষ্ণের আজ্ঞায় কলির অবকাশ প্রদান করিয়াছি, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন গমন পূর্ব্বক অপ্রকটহইব ইহাতে সন্দেহ করিহ না, নন্দগোপ কুমারের নিত্য সেবা করিব। ৭। এই কৃষ্ণ প্রেমরূপ তোমার বারিপান করিয়া কহিতেছি তুমি পীতাম্বর পুর নিবাসং অর্থাৎ ব্রজপুর নিবাস আমাকে বিতরণ কর। অন্যৎ স্পষ্টং। ৮।

হে গঙ্গে তোমা প্রতি কাকুতি পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি নিধান করত দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি বপুষোহ বসান

সময়ে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মযুগল প্রেমানন্দ পূর্ব্বক স্মরণ করত আমার প্রাণ প্রয়াণোৎসব হউক। ৯।

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত গঙ্গাস্তোত্র ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

নন্নু। এই অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকায় বেদান্ত শাস্ত্রের যথার্থ প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় শ্রীশঙ্করচরণে তোমার কাপট্য শূন্য ভক্তি তিনীও সুপ্রসন্ন হইয়া তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন। পঞ্চদশীর অনুগতগণ তন্মায়ায় মোহিত হইয়া বেদান্তের তাৎপর্য্য বিনাশ করিয়াছে।

কিন্তু শ্রীশঙ্করপাদ কাশীধামে বসিয়া গীতাভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যে লেখেন যোগিজন কেবল শ্রীকৃষ্ণকে পররূপে ধ্যান করিবেন, স্ত্রী রূপকে পররূপে ধ্যান করিবেন না, ইহাতে শান্তস্ত্রীরূপের ধ্যান করিবেন এমত শব্দ স্পষ্ট নাই, ইহাতে ঐ কাশীপুরাধীশ্বরী হৈমবতী দুর্গার ঐ শঙ্করাচার্য্য প্রতি কোপের সম্ভাবনা?

উত্তর। সত্য ঐ লেখায় ঐ শঙ্করাচার্য্য প্রতি কোপান্বিতা হইয়া এক সময়ে ঐ শঙ্করাচার্য্যের ভিক্ষা বারণ করেন, অর্থাৎ আচার্য্য পাদের ভিক্ষার সময়ে কাশীপুরের ভোজ্যান্ন হরণ করেন, কাশীপুরের কোন স্থানে ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া সর্ব্বজ্ঞ পাদ বিচার করিয়া দেখিলেন চিচ্ছক্তি বৃর্ত্তিভেদরূপা কাশীশ্বরী আমার প্রতি কোপ করিয়া ভিক্ষান্ন হরণ করিয়াছেন, তখন অন্নপূর্ণাস্থানে আগত হইয়া ঐ শান্ত স্ত্রী মুর্ত্তির স্তুতি করেন, সেই স্তুতি অদ্যাপীহ প্রচলিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, যথা।

নিত্যানন্দ করী বরা ভয় করী সৌন্দর্য্য রত্না করী প্রালেয়াচল বংশ পাবন করী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বন করী মাতান্নপূর্ণেশ্বরীতি।

এই প্রকার অষ্ট পদ্য বর্ণন রূপ ভগবতীর স্তুতি পাঠে প্রতিপদ্যশেষে ভিক্ষা প্রার্থনা আছে।

সত্য ইহা শ্রুত আছি, ইনিও শাস্তরূপা কিন্তু পঞ্চমকারীগণ ইহাকেও পঞ্চমকার প্রদান করে।

উত্তর। কাশী খণ্ডে লিখিত আছে কলিযুগের পাপাচরণ বর্ণনে কলিযুগে কাশীতে মদ্যমাংস প্রচলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম বিলোপ হইবে তাহা অধুনা দৃশ্য হইতেছে, প্রায় সংন্যাসিগণ পঞ্চমকারী হইয়াছে, ইহার কারণ কেবল প্রমাণ চূড়ামণি শ্রীমদভাগবতকে অনাদর করণ রূপ অপরাধ।

নন্ন। বুঝিলাম গঙ্গাধর কবিরাজ ঐ পঞ্চমকারি সংন্যাসি-গণের অনুগত শ্রীভাগবতকে ধূর্ত্ত রচিত পুস্তক বলিয়া এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছে, ভগবান্ কৈলাস নাথ গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রমোম্মাদী হইয়াছেন, ইহা শঙ্করাচার্য্য কৃত গঙ্গাষ্টকে স্পষ্টহইয়াছে, তৎপরে ঐ ভগবান্ গঙ্গাধর কি করিয়াছেন?

উত্তর। কেবল শ্রীতাপনী শ্রুতি বিবেচনা করিয়াছেন তত্রাপি শ্রীরাম তাপনীতে প্রথমোপনিষৎ যথাঃ

শ্রীরামতাপনীআরম্ভঃ। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। চিন্ময়েঽস্মিন মহাবিষ্ণৌজাতে দশরথে হরৌ। রঘোঃকুলেঽখিলং রাতিরাজতে যো মহীস্থিতঃ॥১॥ সরামইতি লোকেষুবিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ। রাক্ষসা স্তেনমরণং যান্তিস্বো-দ্রেকতোঽথবা॥ ২॥ রামনামতু বিখ্যাত মভিরামেণবাপুনঃ। রাক্ষসান্মর্ত্ত্যরূপেণ

রাহুর্মনসিজং যথা ।। ৩ ।। প্রভাহীনাং স্তথা ক্বত্বা রাজ্যা হাণাং মহীভৃতাং। ধর্ম্মমার্গ বিচিত্রেণজ্ঞানমার্গং তু নামতঃ ।। ৪ ।। তথা-ধ্যানেনবৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যংযস্যপূজনাৎ। তথারামস্য রামাখ্যা ভুবিস্যাদথ তত্ত্বতঃ ।। ৫ ।। রমন্তেযোগিনোহ নন্তেনিত্যা-নন্দেচিদাত্মনি। ইতিরাম পদেনাসৌপরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ।। ৬ ।। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিস্কলস্যাহ শরীরিণঃ। উপাসকানাং কা-র্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ।। ৭ ।।

ভগবান্ গঙ্গাধর কৃষ্ণ প্রেমরূপা দ্রবময়ীকে মস্তকে প্রাপ্ত-হইয়া প্রেমোন্মাদী হইয়া ঐ গূঢ়ং পরংব্রহ্ম নরাকৃতি পরমশুদ্ধ-রূপ ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন, শ্রীতাপনী শ্রুতিঃ। অতএব শ্রীরাম তাপনীর প্রথমোপনিষদের দর্শিত কণ্ডিকা গণকে দৃষ্টি করিয়া ঐ পরমশুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীদাশ-রথি, রাজতেযো মহীস্থিত ইহাতে অযোধ্যায় নিত্য বিরাজ করি-তেছেন, ইহাই সর্ব্ব বেদান্ততাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়া ঐ গঙ্গাধর কৈলাস বৈভব পরিত্যাগ করত ভারতবর্ষস্থ অযোধ্যায় আগমন করিয়া শ্রীরামলীলা অপ্রকটা হইয়াছেন, অর্থাৎ প্রপঞ্চেন্দ্রিয় গোচর নাই তৎদর্শনাভাবে মহাদেব অপ্রসন্ন হইয়া ঐ অযোধ্যার পূর্ব্বসীমা গঙ্গাতটে উপবিষ্টহইয়া স্বহৃদয়ে শ্রীসীতা সখ রামকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

নন্থু। মহাদেব সীতা সখরূপই পরিপূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে ধ্যান

করেন, ইহা শ্রীভাগবতাদি যাবদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে, কিন্তু কাশী বাসি সংন্যাসিগণ দর্শিত শ্রীরামোপনিষদের সপ্তম কণ্ডিকা চিন্ময়স্যা দ্বিতীয় স্যেত্যাদিতে শ্রীরাম রূপকেই কল্পনামানেন অর্থাৎ রূপ মাত্রই প্রাকৃত বলেন?

উত্তর। ঐ সপ্তম কণ্ডিকার অর্থ, সংন্যাসিগণ জ্ঞাত ছিলেন না, কেননা প্রথম কণ্ডিকাতে শ্রীরাম বিগ্রহকেই চিন্ময় নিরূপণ করিয়া রাজতে যোমহী স্থিত ইহাতে এই ভারতবর্ষে ঐ অযোধ্যাপুরী আকাশলিঙ্গরূপে অদৃশ্য হইয়া নিত্য রহিয়াছেন। যে অযোধ্যায় আছেন নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণ বর্গ যেমন মথুরামণ্ডলে যাদব ও গোপগোপীগণ।

ননু। প্রথম কণ্ডিকাদি ষট্‌সংখ্য কণ্ডিকায় শ্রীরাম বিগ্রহ শুদ্ধচিন্ময় পরব্রহ্ম ইহাস্পষ্টই আছে, কিন্তু সপ্তমকণ্ডিকা চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাহ শরীরিণঃ এই কণ্ডিকায় ষষ্ঠ্যন্ত পঞ্চসংখ্যপদ আছে, ইহারা সকলেই বিশেষণপদ এবং উত্তরার্দ্ধ কণ্ডিকায় উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পণেতি ॥ ৭ ॥ ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধে অশরীরিণঃ এইশব্দ আর ব্রহ্মণোঃ রূপকল্পনেতি শব্দ দৃষ্টি করিয়া কাশী বাসিসংন্যাসিগণ লেখেন রামবিগ্রহ প্রকৃতিগুণ কার্য্য তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম অশরীরি?

উত্তর। দর্শিত শ্রুতির তাৎপর্য্য এমত নহে, ঐ সংন্যাসিগণ হরি বহির্ম্মুখ প্রযুক্ত শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অক্ষম। ঐ প্রকরণে দাশরথি রাম শব্দ বিশেষ্য পদ চিন্ময়স্যেত্যাদি সপ্তম কণ্ডিকায় ষষ্ঠ্যন্ত পঞ্চ পদ লিখিত আছে, ইহারা বিশেষণ। আর পঞ্চম কণ্ডিকায় তথা ধ্যানেনেত্যাদিতে রামাখ্য ভগবানের দূর্বাদল শ্যাম বিগ্রহ ধ্যানে বৈরাগ্য আর পূজনাৎ ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ

অতএব ষষ্ঠকাণ্ডিকায় রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি ঐ বহির্ম্মুখ সংন্যাসিগণ ষষ্ঠকণ্ডিকাপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আর প্রকরণারম্ভ কণ্ডিকায় প্রথম শব্দ চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ ইত্যাদিশ্রুতি প্রতি মনোযোগ না করিয়া চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্যেত্যাদি সপ্তম কণ্ডিকায় ষষ্ঠ্যন্তপদ পঞ্চক, দাশরথি হরি শব্দের বিশেষণ পদগণ চিন্ময়স্যাঽ দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাঽশরীরিণো ব্রহ্মণ ইত্যন্তং বিশেষণং।

ননু। অশরীরিণ এতস্মিন্ শব্দে সর্ব্বেমুহ্যন্তি।

উত্তর। তেমুহ্যন্তু চিন্ময়স্য এই শব্দে জীবাত্মাও লক্ষ্য হইতে পারে তৎস্বরূপও চিদ্বস্তু কিন্তু দেহ জড় বস্তু, অতএব শরীরী অর্থাৎ দেহ দেহি ভেদবান্, চিন্ময় অর্থাৎ চিন্মাত্র ঘন শ্রীরামচন্দ্র তাদৃশ নহেন, ইহাই বুঝাইতেছেন অশরীরিণ এই বিশেষণ পদদ্বারা শরীরিশব্দে অনাত্মক শরীর বিশিষ্ট জীবাত্মা শ্রীহরিস্তু তাদৃশ নহেন অতএব শ্রুতিঃ (অশরীরিণ ইত্যাদি) অর্থাৎ দেহ আর দেহিভেদ শূন্যস্য আত্মারামগণমনোরমস্য এই শ্রীরাম তত্ত্ব কথন শ্রুতি দৃষ্টে (বয়ন্তু নমুহ্যামহে) পরংব্রহ্ম শ্রীরাম রূপের কল্পনা উপাসকানাং কার্য্যার্থং দারুপাষাণাদিনা নির্ম্মাণ মিতি শাস্ত্র তাৎপর্য্য ইহার জ্ঞাতা ভগবান্ গঙ্গাধর, যেহেতু গঙ্গাতীরস্থ মহা শ্মশানে চিন্ময় শ্রীরামের পাষাণ প্রতিমাতে তদাবির্ভাব করিয়াছেন, ইহা শ্রীরামোত্তর তাপনী শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে তাহা দর্শাইব। অতএব ষষ্ঠ কণ্ডিকা, রমন্তে যোগিনোঽনন্তে ইত্যাদি শ্রীরাম পদ নিরুক্তি, রাম নিত্যানন্দচিদাত্মা সুতরাং পরংব্রহ্ম একটি বিশেষণ পদ নরাকার রামের অভিধান। নরাকার শ্রীরাম অশরীরী

ব্রহ্ম। শরীরীব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদি ইহাদিগের আত্মা নিত্য চিদ্বস্তু, শরীর প্রাকৃত গুণময়, আর রামমূর্ত্তি অশরীরী অর্থাৎ দেহবান্ নহেন। অতএব আত্মাই মূর্ত্তি, মূর্ত্তিই আত্মা, সুতরাং পরংব্রহ্মাভিধীয়ত ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীরাম শরীরী নহেন কহিয়া তৎপার্ষদবর্গও তাদৃশ, যথা চতুর্থোপনিষৎসু। দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালীধীরো ধনুর্ধরঃ। প্রসন্নবদনো জেতা বৃষ্ণ্যষ্টক বিভূষিতঃ ইত্যাদি বৃষ্ণ্যষ্টকাদি অষ্টমন্ত্রি ইহারাও নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ পরায়ণ অতএব সাক্ষাদাত্মমূর্ত্তি অর্থাৎ অশরীরী দেহ দেহি ভেদবান্ নহেন, তদুক্তং স্মৃতিভিঃ। দেহ দেহি ভিদাচাত্রনেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি শ্রীভাগবতেচ দেহেন্দ্রিয়াসু হীনানাং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনামিত্যাদি যত্র যত্রহরেঃ স্থানং তদ্বৈকুণ্ঠং বিদুর্বুধাঃ ইতি স্কান্দাৎ। প্রপঞ্চ গোচর সময়েও শরীরিবর্গ, হিরণ্যগর্ভাদি হইতে ভেদরূপে আছেন শ্রীহরিঃ অশরীরী, এই রূপ বেদান্তবাক্যার্থ জ্ঞাতা সংন্যাসিগণ চূড়ামণিচিৎশুক পুণ্যারণ্য তদনুগত শ্রীধর স্বামী। তদ্ভিন্ন পঞ্চদশীকার প্রভৃতি তাপনীগণের টীকাকার যে সকল কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্ততাৎপর্য্য প্রণাশ হইয়াছে, অতএব সংন্যাসিগণ শাস্ত্রার্থ জ্ঞাতা ছিলেন না। যেহেতু সর্ব্ব বেদান্ত সার তাপন্যুক্ত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে তমো মায়াময় লিখিয়াছেন চিন্মায়ার প্রসঙ্গও জ্ঞাতছিলেন না, অতএব বেদান্ত শাস্ত্রব্যাখ্যানে অন্ধ, সুতরাং তাহাদিগের কৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ অন্ধ পরম্পরায় আগত হইয়া বেদাশ্রিতদিগের পরমধর্ম্মপ্রায় প্রণাশ করিয়াছে।

নন্থ। ধর্ম্মঅন্তর্ধান করিয়াছেন সত্য, ইহার কারণ পঞ্চদশীকার প্রভৃতি কাশিবাসি সংন্যাসি বর্গ এমতনহে, ইহার কারণ শারীরক মীমাংসাভাষ্য। তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে সূত্রং। অরূপ.ব

দেবহিতৎ প্রধানত্বাদিতি। অত্র শাঙ্করভাষ্যে প্রমাণিত আছে, কঠবল্লী অশব্দমস্পর্শমরূপ মব্যয়মিত্যাদি।

উত্তর। ইহা পত্রিকারম্ভে দর্শাইয়াছি জীবের শরীর উপাধি, অতএব ঐ কঠশ্রুতিতে উপাধিরূপ মায়িক প্রপঞ্চমাত্রের প্রতিষেধ করিয়া অশরীরী মায়াময় শ্রীরামচন্দ্র ইনিই পরনাম, পরমার্থ সত্য অর্থাৎ পরিপূর্ণশক্তিক চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র পূর্ণব্রহ্ম, শাঙ্করভাষ্য মাত্রের এই অভিপ্রায় ইহা পূর্ব্ববহুতর বিচার করিয়া শাঙ্করভাষ্যাভিপ্রায় দর্শাইয়াছি।

নন্নু। ঐ তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদেসূত্রং। ১৬৫। ১৬৬ পত্রে শাঙ্করভাষ্যং দর্শয়তিশ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং চৈতন্যমাত্র ঘনং ইহাতেই তাপন্যুক্ত মায়াময়কে তমোমায়াময় লিখিয়াছেন কাশিবাসি সংন্যাসিগণ।

উত্তর। ইহাতে অশরীরী মায়াময় চৈতন্যমাত্রঘন এই ভাষ্যে ঐ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্যত্যাদি তাপনীশ্রুতিগণের আর প্রথম কণ্ডিকায় চিন্ময়েহস্মিন মহাবিষ্ণৌজাতে দশরথে হরা বিত্যাদি শ্রুতির অনাদরকরেন নাই। চৈতন্যমাত্রঘনশব্দে কঠোক্ত কথিত শ্রীকৃষ্ণকেই পরমশুদ্ধরূপত্বে স্থাপিত করিয়াছেন, ইহাই মাত্র শাস্ত্রার্থ ইহারজ্ঞাতা শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎশিষ্য চিৎশুক পুণ্যারণ্যপাদ, ইহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

নন্নু। তাপনী শ্রুতিতে শ্রীরাম চিন্ময়, সুতরাং ভাষ্যে চৈতন্যমাত্রঘন ইহাতে শ্রীরামকে লক্ষ করা হইতে পারে, এবং ঐ তাপনীতে আছে মায়াময় ইহাতে তিনীই চিচ্ছক্তিস্বরূপ-মাত্র শাঙ্করভাষ্যগত ব্যাবস্থাও সিদ্ধ হইল, কেননা শারীরীক সূত্রং সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি সূত্রভাষ্য সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি

ব্রহ্ম মহামায়ঞ্চতদ্ব্রহ্মেতি ইহাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি শব্দে সহস্রশীর্ষ্য পুরুষ পরমাত্মা অতএব পরনাম পরমেশ্বর, কিন্তু প্রকৃত্যধিষ্টাতা ইহাকে প্রতিষেধ করিয়া পরমশুদ্ধ রূপকে বুঝাইতে মহামায়ঞ্চতদ্ব্রহ্মেতি লিখনের তাৎপর্য্য জ্ঞাতা কেবল চিৎশুক পুণ্যাঃণ্য। ইহারাই শ্রীভাগবতের টীকা করিয়াছেন, কিন্তু ইদানীন্তন কাশিবাসি সংন্যাসিগণ শ্রীভাগবতকে প্রাকৃত নায়ক নায়কাকৃতি বর্ণন মানিয়া ঐ মহাপুরাণকে অগ্রাহ্য করত চৈতন্য মাত্র ঘন শব্দে ঐ রামতাপন্যুক্ত সপ্তম কণ্ডিকায় আছে, অশরীরিণো ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা এই কল্পনাশ্রুতি প্রতি অগ্রাহ্য করিয়া আর ভাষ্যস্থ দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষমিত্যাদিভাষ্য দর্শন করিয়া চিন্ময় রূপ মাত্রের অগ্রাহ্যত্ব লিখিয়াছেন।

উত্তর। ঐ সংন্যাসিগণ ভ্রান্ত, শাঙ্করভাষ্য সমুদায় ঐ শ্রীভাগবতানুযায়ি ইহা শ্রীগোবিন্দাষ্টকে স্পষ্ট করিয়াছেন তৎকৃত অষ্টকের প্রথম পদ্যংযথা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং গোষ্ঠপ্রাঙ্গণ রিঙ্গণ লোলমনায়াসং পরমায়াসং মায়াকল্পিতনানাকার মনাকারং ভুবনাকারং ক্ষ্মাদানাথ মনাথং প্রণমতগোবিন্দং পরমানন্দং ॥ ১ ॥

এবংপ্রকার অষ্টপদ্যে সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন। সে কেবল শ্রীদশমস্কন্ধানুসারে।

ননু। গোবিন্দাষ্টকে কৃষ্ণের ব্রজলীলা সকল বর্ণন করিয়াছেন, সেই লীলা সমুদায় পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম ইহা স্পষ্ট

করিয়াছেন সত্যবটে। ইহাতে কাশিবাসি সংন্যাসিগণ মানেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংসানুযায়ী শঙ্করাচার্য্য কৃত গোবিন্দাষ্টক। কেননা বিষ্ণু পুরাণে পঞ্চমাংশে বসুদেব গৃহে জন্মাদি এবং যাবদীয় ব্রজলীলা ও মাথুরলীলা ও দ্বারকা লীলা বর্ণন আছে?

উত্তর। সত্যবটে, তবে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনাত্মক পুরাণ-কে প্রাকৃত কাব্যনাটক বলাই ভ্রান্তি, ইহা মানিতে হইল। সুতরাং যাহারা পুরাণকে কাব্য নাটক কহিয়াছে তাহারাই পাষণ্ড।

নন্নু। শাঙ্করভাষ্যে সর্ব্বত্রই মীমাংসাস্থানে মহাভারত আর বিষ্ণু পুরাণকে প্রমাণিত করিয়াছেন, কাশিবাসি সংন্যা-সিগণ ইহাকে কাব্য নাটক কহেন নাই, তবে যে পঞ্চদশীকার দশমস্কন্ধকে কাব্য নাটক কহিয়াছেন, সে কেবল ভাষ্য দৃষ্টি করিয়া, কেননা ভাষ্যমধ্যে কোনস্থানে ভাগবতের উল্লেক নাই?

উত্তর। ঐ গোবিন্দাষ্টক বিষ্ণু পুরাণানুযায়ি মানা সংন্যাসি গণের অসমিক্ষতা মাত্র কেননা ঐ বিষ্ণু পুরাণে প্রায় সমুদায় লীলা শ্রীদশমস্কন্ধানুযায়ি কিন্তু ব্রজ কুমারী গণের বস্ত্রহরণ লীলার প্রসঙ্গও নাই।

কিন্তু শ্রীগোবিন্দাষ্টকে তল্লীলা বর্ণন দেখিতেছি। যথা

স্নানব্যাকুল যোষিদ্বস্ত্র মুপাদায়াগ মুপা-রূঢ়ং ব্যাদিৎ সন্তীরথদিগম্বা দাতুমুপাক-র্ষন্তংতাঃ। নির্ধূত দ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তস্থং সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গো-বিন্দং পরমানন্দং॥ ৬॥

ইত্যাদি যাবতীয় শব্দ 'অষ্টকে' আছে, সেই শব্দ শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে লিখিত আছে, ইহার জ্ঞাতাকেবল চিৎশুক পুণ্যারণ্য শ্রীভাগবতের প্রাচীন টীকাকার। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ অষ্টকে সমুদায় ভাষ্যের মিমাংসিত বস্তু স্পষ্ট করিয়াছেন, আর কুমারীগণের বস্ত্র হরণ লীলা লিখিয়া ঐ অষ্টক 'দশম-স্কন্ধানুযায়ি ইহাই স্পষ্ট করিলেন।

ননু। বুঝিলাম পঞ্চদশীকার প্রভৃতি কাশিবাসি সংন্যাসিগণ ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য চরণের অভিপ্রায় কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত ছিলেন না, যেহেতু শ্রীভাগবতকে কাব্য নাটক কহিয়াছেন, শাঙ্করভাষ্য সমুদায় শ্রীভাগবতানুসারে, গৌরাঙ্গীয় রূপ সনাতনাদি কৃত তোষণী সন্দর্ভাদিতে সূত্রগণের সঙ্গতি শ্রীভাগবত পদ্য ব্যাখ্যানে দর্শাইয়াছেন, আর গোবিন্দাষ্টক শ্রীভাগবতানুযায়ি ইহা তত্ত্ব সন্দর্ভে স্পষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং শাঙ্কর ভাষ্যাভিপ্রায় জ্ঞাতা ঐ রূপ সনাতন মাত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীরাম তাপনীতে আছে ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা এই রূপ কল্পনা শব্দের কি গতি হইবেক আর বিষ্ণুপুরাণে অবিজ্ঞেয় আছেন মাত্র এক বস্তু তাঁহাকে কেহই জ্ঞাত নহেন।

উত্তর। ইহার গতি ঐ রাম তাপনীতেই আছে, গোবিন্দাষ্টক দর্শাইয়াছি সত্তামাত্র শরীর মিতি ইহাতে অশরীরীতি শব্দে ঐ সত্তামাত্র শরীরকেই গ্রহণ, ভাষ্যে আছে চৈতন্যমাত্রঘন ইহাতেও ঐ সত্তামাত্র শরীরকে লক্ষ করিলেন, কিন্তু ভক্তগণ ঐ চিন্ময়া ময় অতি দুর্জ্ঞেয় নরাকৃতি রামকে প্রাপ্ত হইবেক কি সাধনে অতএব তৎপ্রাপ্তির অনায়াস উপায় কহিতেছেন, উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনেতি ব্রহ্মণো রূপকল্পনা সত্তামাত্র শরীরস্য রূপস্য কল্পনা দারু পাষাণাদিনা নির্ম্মাণং। কেননা ঐ তাপনীতে আছে

দর্শিত সপ্তম কণ্ডিকার পরে চতুর্ভুজ অষ্টাদশ ভুজ সহস্র ভুজ পর্য্যন্ত রূপের কল্পনা লিখিয়াছেন, ইহাতেও সত্তামাত্র শরীরের কল্পনা অর্থাৎ প্রতিমা নির্ম্মাণ বিনা সম্ভাবনা নাই, কেননা ঐ উপনিষদে আছে যন্ত্র কল্পনা। এবং ব্রহ্মাদিনাং অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি বাচ্যানাং লিখিয়া উপনিষৎ সমাপ্তি করিয়াছেন। যথা

ক্রিয়াকর্ম্মেজ্য কর্তৃণামর্থোমন্ত্রং বদত্যথ।
মননাৎ ত্রাণনান্মন্ত্রঃ সর্ব্ববাচ্যস্য বাচকঃ।।১১।
সোভয়স্যাপি দেবস্য বিগ্রহো যন্ত্র কল্পনা।
বিনায়ন্ত্রেণচেৎ পূজা দেবতা ন প্রসী-দতি।। ১২॥ ইতি শ্রীরাম তাপনীয়ে মন্ত্র জপ নিরূপণার্থা প্রথমোপনিষৎ।।

এবংপ্রকার তাপনী শ্রুতিগণের অর্থ জ্ঞাতা কেবল ভগবান গঙ্গাধর।

নন্থ। ইহা মান্য করিব কি প্রমাণে কাশিবাসি সংন্যাসি-গণ ইহার প্রসঙ্গও লেখেন নাই?

উত্তর। বেদান্ত সমুদায় পরোক্ষবাদ কেবল তাপনী শ্রুতি অতি অনুরাগে বিস্রস্ত মতি হইয়া গায়ত্রী শ্রুত্যুক্ত বরেন্যাখ্য ভর্গনাম ভগবান্‌কে স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন, তদ্বিমুখ হইয়া কি রূপে তাপন্যুক্ত গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গ প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য প্রতি মনোযোগ করিবেক, সর্ব্ব বেদান্ত সার তাপন্যর্থ জ্ঞাতা ভগবান্ গঙ্গাধর সর্ব্ব ভক্ত শিরোমণি, ইহা তাপনীতেই আছে, সংন্যাসিগণ তাহাতে মনোযোগ করেন নাই। ভগ-বান্ গঙ্গাধর তাপন্যুক্ত সত্তামাত্র শরীর দর্শনার্থ শ্রীঅযোধ্যার

পূর্ব্বদ্বারে শ্রীগঙ্গাতীরে শ্মশান সন্নিধানে শ্রীরাম রূপ মনে ভাবাভাবনা করিতেছেন,ইতি মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি শ্রীরাম-নাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক শবদাহনার্থ ঐ শ্মশানে আগত হইল, ভগবান্ গঙ্গাধর ঐ ব্যক্তিদিগের মুখে শ্রীরামনাম শ্রবণ করিয়া মহা প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন, পরে ঐ ব্যক্তিরা জলর্চ্চিতাবেষ্টন করত করতালি পূর্ব্বক শ্রীহরি সংকীর্ত্তন করিয়া প্রস্থান করিলেক, শ্রীগঙ্গাধর ঐ শ্মশানে আগত হইয়া মহা পবিত্র জ্ঞানে ঐ চিতাভস্মকে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করত প্রেমোন্মাদী হইয়া শ্মশানে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন তত্রস্থ সগণ প্রমথগণ, স্বনায়কজ্ঞানে ঐ প্রেমোন্মত্ত গঙ্গাধর-কে বেষ্টন করত করতালি পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল, তখন ঐ প্রমথগণ প্রতি অতি কারুণ্য দৃষ্টি করিবায় ঐ প্রমথগণের তামস স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাত্বিকস্বভাব উপস্থিত হইল শাস্ত্রেও ঐ গঙ্গাধরকে চিতাভস্ম কৃত স্নানঃ আর প্রমথনাথ নাম লিখিলেন তৎপরে ঐ গঙ্গাধর প্রতিজ্ঞা করেন, যে এই শ্রীরাম সংকীর্ত্তন বিশিষ্ট শ্মশানে শ্রীঅযোধ্যারসপরিকর শ্রীরা-মকে এই স্থানে দর্শন করাইয়া পাপি জীবগণকে উদ্ধার করিব আর মহাশ্মশান বলিয়া খ্যাতি দিব, এই প্রৌঢ়িনির্বন্ধ করিয়া সপরিকর নরাকৃতি শ্রীরাম রূপের পাষাণ প্রতিমা কল্পনা করিয়া সেই প্রতিমাতে সপরিকর শ্রীরামার্চ্চন আর মহাতারকাখ্যমন্ত্র জপ আর শ্রীরামের সহস্রনাম পাঠ করেন, কেবল স্বকল্পিত প্রতিমারূপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামের আবির্ভাব করিবার নিমিত্তে, শ্রীরাম প্রকাশিকা কাশিকামাহাত্ম্য কথনে শ্রীরামো ত্তরতাপনী শ্রুতি, ইহাই দ্যোতন করিতেছেন, যথা

অথতং প্রত্যুবাচ। শ্রীরামচন্দ্রস্য মন্তুং জজাপ বৃষভধ্বজঃ। সম্বৎসর সহস্রেস্তু জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ। নরাকৃতি পরব্রহ্মে উন্মুখ করণার্থ ইতিহাস কহিতেছেন। অথতং প্রত্যুবাচেতি। অথ তদনন্তর অত্রি, মুনিকে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, বৃষভধ্বজঃ শ্রীশিব শ্রীরামের মহাতারকাখ্য মন্ত্র একাগ্র চিত্তে জপিতেছেন, সহস্র সম্বৎসর পর্য্যন্ত ঐ মহাশ্মশানে হোম অর্চ্চন এবং সহস্র নাম পাঠাদি পূর্ব্বক উপাসনা করিতেছেন।১১।

ততঃ প্রসন্নোভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহশঙ্করং বৃনীষ্ব যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি পরমেশ্বরঃ ইতি।১২।

অস্যার্থঃ। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্ শ্রীশিব প্রতি প্রসন্ন চিত্তে সেই পাষাণ প্রতিমায় আবির্ভূত হইয়া শঙ্করকে কহিতেছেন। হে শঙ্কর লোকমঙ্গলকর অভীপ্সিত বর লও আমি পরমেশ্বর সর্ব্ব সমর্থ, তুমি যাহা ইচ্ছা করিবা তাহাই প্রদান করিব।১২।

সহোবাচ। মণিকর্ণিকায়াং মৎক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বাতটেপুনঃ। ম্রিয়তে দেহি তজ্জন্তো মুক্তিং নাতোবরান্তরমিতি।১৩।

সেই শিব স্বাভীষ্ট কহিতেছেন, এই মণিকর্ণিকায় মৎ কল্পিত ক্ষেত্রে পঞ্চ ক্রোশ মধ্যে গঙ্গা গর্ভে তত্তটেবা। যে জন্তু, অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি মৃত হইবেক সেই জীবের পুনর্জ্জনন মরণ রূপ সংসরণ না হয়,অর্থাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান কর, অতঃপর আমার আর বরের আবশ্যকতা নাই। ১৩ ।

অথসহোবাচ শ্রীরামঃ। ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপিবা মৃতাঃ। কৃমিকীটা দয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তনচান্যথা। ১৪।

অস্যার্থঃ। (শিব কল্পিত পাষাণ প্রতিমায়) শ্রী শব্দে সীতা তাঁহার সহিত রামচন্দ্র, শিব প্রতি কহিতেছেন, এই তোমাহইতে প্রকাশিতা হইলেন রামপ্রকাশিকা কাশিকা ক্ষেত্র, হে দেবেশ হে মহাদেব, এই ক্ষেত্রে যত্র কুত্রাপিবা মৃতাইতি যেখানে সেই খানেইবা মৃত হউক কৃমিকীটাদি জীব মাত্র আশু অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিদানন্দ ধাম ত্রিগুণাতীত চিন্ময়া-ময়, অযোধ্যালোকে গমন করিবেক (নচান্যথা) ইহা কদাচ অন্যথা নহে। ১৪।

অবিমুক্তেতব ক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে। অহং সন্নিহিত স্তত্র পাষাণ প্রতিমাদিষু। ১৫।

অস্যার্থঃ। যদিবল, অন্যথা নহিবে কেন? তাহাতে কহিতেছেন (অবিমুক্তে) নাই বিমুক্তি স্বপ্রকাশানন্দ মূর্ত্তি প্রাপ্তির উপায় যে স্থান হইতে, যদিবল পরমাত্মার উপাসনা পরিপাকে অন্যথা রূপত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই মুক্তি হইবার সম্ভাবনা আছে?

উত্তর। সত্য, কিন্তু এই যে তোমা কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহা-শ্মশান নাম ক্ষেত্রে সকল জীবগণের মুক্তি সিদ্ধি হওনের নিমিত্তে আমি মূর্ত্ত আত্মা তব কল্পিত পাষাণ প্রতিমা রূপে নিত্য সন্নিহিত আছি।

ননু। সর্ব্বগ তুমি আকাশ লিঙ্গ, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে সর্ব্বত্রই আছ, তাহাতে কহিতেছেন সত্য, কিন্তু অত্র তোমার আনন্দা-শ্রুবর্ষিত আনন্দ কাননে তোমা কর্তৃক কল্পিত যে সপরিকর

আমার এই পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি এই প্রতিমারূপে কেবল এই গৌরীপীঠে তোমার ভক্তিতে নিত্য অবধান পূর্ব্বক সন্নিহিত আছি, ইহার কারণ কেবল তোমা কর্তৃক আমার সহস্র নাম, সংকীর্ত্তন। ১৫।

ক্ষেত্রেঽস্মিন যোঽর্চ্চয়ে দ্ভক্ত্যামন্ত্রেণানেন মাংশিব। ব্রহ্মহত্যাদি পাপেভ্যো মোক্ষ-য়িষ্যামি মাশুচ।১৬।

ঐ রাম প্রকাশিকা কাশিকাধামের বিশেষ স্ফুটী করিয়া কহিতেছেন, এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ মন্মূর্ত্তির অধিষ্ঠানরূপ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকি ব্যক্তিও আমার মন্ত্রপূত হইয়া এই পাষাণ প্রতিমাদিতে ভক্তিপূর্ব্বক যে আমার পূজা করিবেক, সেই ব্যক্তিকে যাবতীয় মহাপাতকাদি হইতে মুক্ত করিব, হেশিব সর্ব্বমঙ্গলরূপ তুমি আর জীবের সংসার ক্লেশ বিষয়ে শোক করিহ না।১৬।

ত্বত্তো বা ব্রহ্মণো বাপি যে লভন্তে ষড়ক্ষরং। জীবন্তো মন্ত্রসিদ্ধাঃ স্যুর্মূক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তিতে।১৭।

অস্যার্থঃ। এই শ্রুতিতে সংপ্রদায়দ্বয় নিরূপণ করিতেছেন, হে শিব তোমাহইতে কিম্বা ব্রহ্মাহইতে, যে ব্যক্তিগণ ষড়ক্ষর উপলক্ষণ মাত্র শ্রীরামনাম ঘটিত মহা তারকাখ্য আমার মন্ত্র লভে সেই ব্যক্তিরা ইহলোকে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, আর সংসার হইতে অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়রূপ অবিদ্যোপাধি হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে যে রূপ দেখিতেছ এই দাশরথিরূপ

প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিত্য সিদ্ধ নির্বাণপরায়ণের অনুগত শুদ্ধ চিদানন্দ শরীর প্রাপ্ত হয়, ।। ১৭ ॥ শ্রীহরিভক্তি বিলাসে। অথ সিদ্ধমন্ত্রস্য লক্ষণং। উক্তংচ বৌধায়নেন। সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাহ প্যয়াচকঃ। ১৩১। সিদ্ধ মন্ত্রস্য তন্ত্রোক্তাঃ প্রবর্ত্তন্তে হ্যত্রসিদ্ধয়ঃ। ১৩২। নারদ পঞ্চ রাত্রেচ শ্রীভগবতা। মন্ত্রারাধন সক্তস্য প্রথমং বৎসর ত্রয়ং। আয়ন্তে বহবোবিঘ্নাঃ নিয়মস্থস্য নারদ। নোদ্বেগং সাধকো যাতি কর্ম্মণা মনসা যদি। তৃতীয়া দ্বৎসরা দূর্দ্ধং রাজানশ্চ মহী ভৃতঃ। প্রার্থয়ন্তে-হনুরোধেন গর্ব্বিতাঃ অপি মানিনঃ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মথি মমোদ্ধরণ কারণং। ১৩৩। প্রজ্বলন্তঃ প্রপশ্যন্তি তেজসা বিভবেনচ। অতস্তে মুনিশার্দ্দুল নিষ্ঠুরং বক্তু মক্ষমাঃ। আত্মা-নন্দ প্রদাশ্চাশু প্রত্যক্ষেণ বহিস্তথা। ১৩৪। অথ সিদ্ধ মন্ত্রস্য কৃত্যং। তচ্চোক্তং। সিদ্ধ মন্ত্রোহি নিত্যংহি ত্রিসন্ধ্যং কৃষ্ণ মর্চ্চয়েৎ। ১৩৬।

টীকাচ। দাতা ভোক্তাপিসন্ কমপি নযাচত ইত্যর্থ। ১৩১। নচৈত-ম্মাত্রমেব কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধয়োহপি তস্য স্যুরিত্যাহ সিদ্ধেতি। অত্র অস্মিন্নেব লোকে দেহেবা। ১৩২। অনুরোধেন আনুকূল্যেনৈব প্রবর্ত্তন্তে। এই মন্ত্র সিদ্ধের লক্ষণ সংক্ষেপ ইহারি মধ্যে ঈশ্বরে প্রেম সিদ্ধঃ হয়। ১৭।

সহস্র নামগণনায়াঞ্চ। গুরুঃ ২০৯ গুরু তমঃ ২১০।

শাঙ্করভাষ্যংচ। সর্ব্ব বিদ্যানা মুপদেষ্টৃত্বাৎ সর্ব্বেষাং জন কত্বাৎ গুরুঃ। ২০৯। বিরিঞ্চাদীনা মপি ব্রহ্ম বিদ্যা প্রদায়কত্বাৎ গুরুতমঃ। যোহিব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈতস্মৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতীতি মন্ত্র বর্ণাৎ। ২১০ ॥

মুমূর্ষো র্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ং।
উপদেক্ষসি মন্মন্ত্রং সমুক্তো ভবিতা শিব। ১৮।

অস্যার্থঃ। এই মহাশ্মশানে জীব মাত্রের মরণ সময়ে দক্ষিণ কর্ণে তুমি স্বয়ং, আমার মন্ত্র উপদেশ করিবা সেই ব্যক্তি মুক্ত হইবেক ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৮।

এবং জাবালোপনিষদি অবিমুক্তং বৈ বারাণসী অত্রহি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রম মানেষু রুদ্র স্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যে নাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতীতি। অধ্যাত্ম রামায়ণেচ শ্রীরামং প্রতি শ্রীশিব বচনং অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা মুমূর্ষু মানুষ্য বিমুক্তয়েহহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম ইতি।

তথাহি। শ্রীরামচন্দ্রেণোক্তং যোহ বিমুক্তং পশ্যতি সজন্মান্তরিতান্ দোষান বারয়তীতি পাপান্নাশয়তীতি। ১৯।

ব্যাখ্যাচ। যোহবিমুক্তমিতি নাস্তি বিমুক্তং যস্মাৎ তং অবিমুক্তং মং প্রকাশিকা কাশিকা ক্ষেত্রং মৎ প্রতিমা ধিষ্ঠিতংচ যঃপশ্যতি (সজন্মান্তরিতানিতি) পূর্ব্বং জন্মার্জ্জিতান্ দোষান্ অবিদ্যা সম্বলিত কর্ম্মাণি বারয়তীতি। পাপান্ নরকোৎ পাদিকান্ নাশয়তীতি।

দর্শিত। শ্রীরামোত্তর তাপনীতে শিব কল্পিত শ্রীরাম প্রতি মোক্ত শ্রুতিগণে জীবের সংসার ক্লেশ নাশের উপায় কেবল শ্রীরাম নাম গুণ কীর্ত্তনাদি ইহাই প্রস্ফুট হইল। এবং পূর্ব্বতাপনীর প্রথমকণ্ডিকাদি সপ্তমকণ্ডিকা চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়-স্যেত্যাদিতে ব্রহ্মণোরূপ কল্পনেতি শব্দের সংন্যাসিগণ

কৃত অসৎ কল্পনাও দূরীভূত হইল। যেহেতুক ভগবান্ গঙ্গাধর চিন্ময় পরব্রহ্ম শ্রীরাম আত্মমূর্ত্তি, ইহাই গ্রহণ করিয়া উপাসকানাং তদ্ভক্তানাং কার্য্যার্থং সংসার ক্লেশনাশার্থং মহাশ্মশানে শ্রীরাম প্রতিমা কল্পনা করিয়া তন্মুখে মহাশ্রুতিকে আবির্ভূত করত মাধ্যন্দিন শ্রুতিঃ। এতদ্বাঅরে অস্য মহাতো-ভূতস্য নিশ্বসিত মেতদৃগ্বেদমিত্যাদির উপপত্তি দর্শাইলেন। ভগবান্ গঙ্গাধর, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপা শ্রীগঙ্গা দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া দর্শিত শ্রীরাম প্রকাশিকা কাশিকা ধামকে প্রকাশ করত অনাদি হরি বহির্মুখগণের অবৈদিক বাদ মাত্রকে আ-কাশ কুসুমায়িত করিলেন। ১৯। গঙ্গাধর কবিরাজ, দর্শিত শিবের মহাকীর্ত্তিকে অনাদর করত সুরামাংস লতাসাধনেরত হইয়া স্বীয় পিতামাতার আসালতা উচ্ছিন্ন করিয়াছে।।

শ্রীভাগবতী সভার সভ্যগণের উক্তি। ছাত্রের অধ্যয়ন বর্ণন।

এক ব্যক্তি পণ্ডিত শাঙ্কর শারীরক মীমাংসা ভাষ্য গ্রন্থ হস্তে করিয়া শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্ত বাগীশ পরমতত্ত্বজ্ঞের স্থানে অধ্যয়নার্থ আগত হইয়া ভাষ্য গত স্থানদ্বয় দর্শাইয়া ছিলেন, তাহাও লিখিতেছি ঐ শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে।

সূত্রং। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। ২০।

অত্র শাঙ্করভাষ্যে। যত্তূক্তং হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি রূপ শ্রবণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যতে।

তত্র ক্রমঃ স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছা বশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানু গ্রহার্থং। মায়া হ্যেষাময়া সৃষ্টাযন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈ র্যুক্তং নত্বং মাং জ্ঞাতু মর্হসীতি স্মরণাৎ। অপিচ যত্র নিরস্ত সর্ব্ব বিশেষং পারমেশ্বররূপ মুপদিশ্যতে ভবতি তত্র শাস্ত্রং অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি।

এই ভাষ্য দর্শনে আর শ্রীরামতাপনীয় প্রথমোপনিষৎস্থ সপ্তম কণ্ডিকাগত ব্রহ্মণোরূপ কল্পনেতি শ্রুতি দর্শনে কাশি-বাসি সংন্যাসিগণ তাপন্যুক্ত চিন্ময়ামর উপাস্যরূপকে মায়া কল্পিত মানিয়া এবং তাপন্যনুগতশ্রীভাগবতোক্ত পরমেশ্বররূপ-কেও মায়াময় মানিয়া নির্বিশেষ চৈতন্য মাত্র ব্রহ্ম স্থাপন করি-য়াছেন, সুতরাং জগন্মণ্ডলে রাম তাপন্যুক্ত দর্শিত সপ্তম কণ্ডি-কায় চিন্ময়স্যে ত্যাদিকে অভ্যাস করত প্রায় সর্ব্বত্র নিরবয়ব চৈতন্যমাত্রব্রহ্ম ইহাই প্রচলিত হইয়াছে।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় কহিলেন। অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকানাম গ্রন্থে বিচার পূর্ব্বক স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরমেশ্বর ইহা অতুল নাম ভাষ্যে ও কৃষ্ণ নাম ভাষ্যে এবং সূত্র ভাষ্যোক্ত নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্রঘন শব্দে, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ইহা স্থাপিত হইয়াছে। যথা (উৎপত্ত্য সম্ভবাদিতি সূত্র ভাষ্যে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ পরমার্থ সত্যঃ)।

অধ্যয়নার্থী ছাত্র কহিলেন। সত্য বটে, আমি তাহা দর্শন ক-রিয়াছি, কিন্তু দর্শিত ভাষ্যে যত্তূক্ত মিত্যাদি পূর্ব্ব পক্ষ বাক্য। তত্র ক্রমঃ স্যাৎ পরমেশ্বর স্যাপীচ্ছা বশাৎ ইত্যাদিতে। আর মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টেত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া চিত্ত দোলিত হইতেছে।

বেদান্ত। শিব, বিরিঞ্চ্যাদি, উপাসকগণ বেদান্তোক্ত মায়াময় পরমশুদ্ধ নরাকৃতি দর্শনার্থ সাধন করেন। তিনিনিত্য অব্যক্ত ঐ ভগবান্ (স্যাৎ) আছেন সুতরাং সত্তামাত্র শরীর, ইচ্ছা বশাৎ অনুগ্রহ করত শরীরীরন্যায় মায়াময় শ্রীরাম নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ঐ সাধকদিগের নয়ন গোচর হন, যেমন ভগবান্ মায়াময় রাম,

গঙ্গাধরকে অনুগ্রহ করিয়া তৎ কল্পিত পাষাণপ্রতিমাতে আবির্ভূত হইয়া ঐ শিবকে এবং ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন, ইহাঁরাও সেই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্যদিগকে উপদেশ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্ত করান।

ছাত্র। ইহাতে অধুনা আর পূর্ব্ব পক্ষনাই আপনি যে শাঙ্কর ভাষ্য দর্শাইয়াছেন, তাহাতে সকল পূর্ব্বপক্ষই নিরস্ত হইয়াছে। অধুনা কেবল মায়াহেষেত্যাদি একপদ্য-মাত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, এইপদ্য কোথা হইতে উত্থাপিত করিয়াছেন, ইহা দৃষ্ট হইলে নিসংন্দেহ হইতে পারি?

বেদান্ত। এই অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা গ্রন্থে ১৬৫।১৬৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৭ সূত্রভাষ্যে ঐ পদ্য প্রমাণিত করিয়াছেন। যথা, ইত্যেবমাদিষু তথা বিশ্বরূপ ধরো নারায়ণো নারদ মুবাচেতি স্মর্য্যতে মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যন্মাংপশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং নৈবংমাং জ্ঞাতু মর্হসি॥ ১৭॥

ছাত্র। ইহাতেও সন্দেহ হইতেছে যে ঐ নারায়ণ এই মায়িক বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং স্বয়মপি সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্ত ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পরমেশ্বরের বিগ্রহ সগুণ?

বেদান্ত। সাধারণ লোকের আপাতত ইহাই বোধ হয়, অতএব ভগবান্ কহিলেন, নৈবংমাং জ্ঞাতুমর্হসীতি। ইহাতে ঐ প্রকার বিবেচনায় আমার চিন্ময়াময় বিগ্রহ কদাচ জানিতে পারিবা না, কেননা আমার প্রপঞ্চ গোচর লীলায় অনেক মায়া আছে। যে হেতু এই চিন্ময়াময় শরীর সর্ব্বভূত গুণ যুক্তইব দর্শন হয়।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীশ্রীভাগবতী সভা।

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা

পত্রিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভগবন্তং প্রপদ্যে।

যস্যব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং ক্বচিদপিনিগমেযাতি চি-
ন্মাত্রসত্তাপ্যংশোযস্যাং শকৈঃ স্বৈর্বিভবতি
বশয়ন্নেবমায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈবরূপং
বিলসতি পরমব্যোম্নিনারায়ণাখ্যং সশ্রীকৃষ্ণো
বিধত্তাং স্বয়মিহভগবান্ প্রেমতদ্ভক্তিভাজাং।

১২ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮০। সন ১২৬৬। ১ খণ্ড।

ছাত্র কহিতেছেন। ঐ পদ্যে দুর্বিজ্ঞেয় নির্দেশ হওয়াতে আমার মনে হইতেছে চিন্মাত্র স্বরূপ আত্মাই দুর্বিজ্ঞেয়?

বেদান্ত কহিলেন। শাস্ত্রাভিপ্রায় এমত নহে স্বরূপশক্তি মৎচৈতন্য মাত্রঘন আত্মাই দুর্বিজ্ঞেয় যেহেতু চিন্মায়াময় বিগ্রহ। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে তমোমায়াকার্য্য সর্ব্বভূত গুণ তন্ময় বিগ্রহই আপাততবোধ হয়, কিন্তু তাহানহে অতএব বাস্কলিনাম মুনি পুত্র প্রশ্নে বাহ্বনাম ঋষি অবচন হন। কিন্তু শাস্ত্রে চিন্মায়াময় বিগ্রহকেই দুর্বিজ্ঞেয় কহিয়াছেন।

ছাত্র। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণনে মহিষী গণের বিবাহ আর তদগর্ভে বহুতর পুত্র কণ্যকোৎপাদন পরে ব্রহ্মশাপে যদুবংশেরসহিত স্বশরীর ত্যাগাদি লীলাবর্ণন দর্শনে আর দর্শিত শাঙ্করভাষ্যে এবং স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপমিত্যাদি এবং তদ্দর্শিত প্রমাণে মায়াহ্যেষামায়া সৃষ্টা, ইত্যাদি দর্শন করিয়া ঐ মায়াময় শব্দে তমো মায়াময় কৃষ্ণ ইহাই বোধ হয়?

বেদান্ত। ভগবদ্বাক্যে হে নারদ সর্ব্বভূতগুণৈ র্যুক্তং যৎ মাংপশ্যসীতি তদ্দর্শন কারণ এষা মায়া ময়া সৃষ্টা এই আমার মায়ায় চিন্মায়াময় মৎশরীর প্রপঞ্চাত্মক সর্ব্বভূত গুণৈ র্যুক্তং পশ্যসি বস্তুতঃতন্ন ভবতি যদ্যপি মাংসনয়ন গোচরে তাদৃশ মনুভবসি নৈব মমমায়া দুর্ঘটঘটিকাশক্তি খলুচৈতন্য মাত্র-ঘনং সত্তামাত্র শরীরং চিচ্ছক্তিস্বরূপ মাত্র মপিসর্ব্বভূত গুণৈ-র্যুক্ত মিবপ্রত্যায়য়তিএষা মমৈবমায়া অহন্তু চিন্মায়াময়ঃ। অতোপি তমোমায়াময়মিতি দ্রষ্টুং নার্হসি তমোমায়াময়-মিতি ননিশ্চেতব্যং ত্বয়েতিভাবঃ।

ছাত্র। তমোমায়া ব্যতিরেকে চিন্মায়াময় কৃষ্ণ ইহাকোন্ শাস্ত্রে কোন্ মহর্ষি বর্ণন করিয়াছেন।

বেদান্ত। সকল শাস্ত্রেই আছে মায়া স্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গাচ সাস্মৃতেত্যাদি!

বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞপাদ শ্রীমার্কণ্ডেয় মহর্ষিঃ। ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃ-তির চেতন আর তদ্গুণ সম্বলিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইহা ঐ মার্কণ্ডেয় মুনি দর্শন করিয়াছেন, একসময়ে প্রলয়েও মথুরা দ্বারকার প্রকাশভেদরূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ ঐ মহামুনি

আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দর্শন করিলেন। কিন্তু ভগবান্ এবং তদ্ধামস্থ পার্ষদ গণের প্রলয় হইল না, দেখিয়া ভগবানের সম্মুখে ভগবত্তত্ত্ব বর্ণন রূপ স্তুতি করিতেছেন, বৃহন্নারদীয়ে পঞ্চমাধ্যায়ে।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সহস্র শিরসং বিষ্ণুং নারায়ণ মনাময়ং বাসুদেব মনাধারং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনং। ১। আধারং সর্ব্বলোকা নামনাদিনিধনং তথা। অভেদ্যং সর্ব্ব মায়ানাং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনং।।২।। অমেয়মজরং নিত্যং সদানন্দৈক বিগ্রহং। অপ্রতর্ক্য মনির্দ্দেশ্যং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনং।। ৩।। অক্ষরং পরমং সত্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বসম্ভবং। সর্ব্বতত্ত্বময়ং শান্তং প্রণতোঽস্মীত্যাদি।। ৪।। পুরাণং পুরুষং সিদ্ধং সর্ব্বজ্ঞানৈক ভাজনং। পরাৎপর তরং রূপং প্রণতোস্মীতি।। ৫।। পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পবিত্রং পরমং পদং। সর্ব্বৈকরূপং পরমং প্রণতোঽস্মি-৬। সগুণং নির্গুণং শান্তং মায়াতীতং সুমায়িনং। অরূপং বিশ্বরূপং তং প্রণতোঽস্মি।। ৭।। তংসদানন্দ চিন্মাত্রং পরাণাং পরমং পদং। পূর্ব্বং সনাতনং শ্রেষ্ঠং প্রণতোঽস্মি।। ৮।। যদেতৎ ভগবান্ বিশ্বং সৃজত্যত্তিচ পাতিচ। তমাদি দেব মীশানং প্রণতোঽস্মি।। ৯।। পরেশ পরমানন্দ শরণাগত পালক। ত্রাহিমাং করুণা সিন্ধো মনো

ভীত নমোঽস্তুতে ॥ ১০। এবং স্তুবন্তং বিপ্রেন্দ্রং মার্কণ্ডেয়ং জগদ্গুরুঃ। উবাচ পরমপ্রীত্যা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥ ১১॥ শ্রীভগবানুবাচ॥ লোকে ভাগবতা যেবৈ স্তবদ্ভক্ত বৎসলাঃ। তেষাং তুষ্টো ন সন্দেহো রক্ষামিতাংশ্চ সর্ব্বদা॥ ১২॥ অহমেব কচিদ্বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ ১৩॥

এই ত্রয়োদশ পদ্য সকল বেদান্তবাক্য সমূহের ফলরূপ সূত্র। যেহেতু শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে যাহা অস্ফুট আছে শ্রীগীতাভাষ্যে তাহা স্ফুট হইয়াছে, তত্রাপি যে কিছু অস্ফুট আছে সহস্র নাম ভাষ্যে তাহা স্ফুট হইয়াছে, তত্রাপি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই পদ্যগণ, সহস্র নাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভগবত্তত্ত্বই সারাৎসার পরতর ইহাই নিরূপণ করিলেন, এই সকল নাম সহস্র নাম মধ্যে গণিত আছে, ইহার সমর্থ সহস্র নাম ভাষ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

ছাত্র। ভাল বিশ্বরূপ ধর, ইহাতে সহস্র নামে লোকাধিষ্ঠান নামে ব্রহ্ম সুতরাং বৃহচ্চতদ্দিব্যম চিন্ত্যরূপ মিত্যাদি শ্রুতি বলাৎ অচিন্ত্যশক্তিমদব্রহ্ম স্বীকারে পরম শুদ্ধরূপ বিশ্বরূপধর নারায়ণ ইহারো অঙ্গী নন্দকুমার ইহা পূর্ব্ববিচারিত হইয়াছে। ঐ নারায়ণ কহিতেছেন মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা ইহাতে মায়াবাদি কাশিবাসি সংন্যাসিগণ মানেন বিগ্রহ মাত্রেই তমোমায়া গুণময় ইহা জীবের সম্ভব, মহামায়রূপই চিন্মাত্রঘন চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র অতএব মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টেত্যাদি এক পদ্য শাঙ্করভাষ্যে প্রমাণিত আছে, এই অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন

শাঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্যজ্ঞাতা কেবল রূপসনাতনাদি শুদ্ধকৃষ্ণ ভক্ত। আর মায়াবাদি সংন্যাসিগণের মায়াবাদ যাবতীয় টীকাও পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থগণ।ঐ শাঙ্করভাষ্যোদাহৃত বিশ্বরূপধর বচন কে অবলম্বনকরিয়া পরমেশ্বর বিগ্রহকেতমো মায়ময় লিখিয়াছেন?

বেদান্ত। ঐ লেখা মায়াবাদ যে হেতুক শাঙ্করভাষ্যস্থ ঐ বিশ্বরূপধর ভগদ্বচনের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

ছাত্র। ইহার হেতু কি তাহারাও ব্যাকরণ ব্যুৎপন্ন এবং শাঙ্কর সম্প্রদায়ে সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন?

বেদান্ত। সত্য বটে কিন্তু তাহাদিগের আগ্রহ কিরূপে ভগবদ্বিগ্রহকে তমোমায়াগুণময় ইহাইসম্পন্ন করা, অতএব মায়াতীত সুমায়ী অচিন্ত্য চৈতন্য মাত্রঘনবিগ্রহ প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রতি আদর শূন্য অতএব ঐ বিশ্বরূপধরবচন কোথায় আছে ইহার অন্বেষণ করেন নাই। গৌরাঙ্গীয়রূপসনাতনাদি সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকারানুগ্রহে ভাষ্যে প্রমাণিত বচন যে শাস্ত্রে আছে তাহা অন্বেষণ করিয়া তৎপ্রকরণ বিবেচনা করিয়া ভাষ্যাভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন। সূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য ও সহস্রনামভাষ্য এই ত্রিবিধভাষ্যে মীমাংসিত পরমার্থ সত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহা শ্রীগোবিন্দাষ্টকে পষ্টআছে। রূপসনাতন কৃত যাবতীয় মীমাংসা গ্রন্থ আছে সে সকলেই শ্রীগোবিন্দাষ্টকানুসারে

ছাত্র। ভাষ্যস্থ বিশ্বরূপধর বচন দর্শন করিয়া ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথ এবংগায়ত্র্যুক্ত ভর্গনাম হরিকেও তমোমায়াময় মানিয়াছেন, ইহাতেপ্রায় সকলজগৎ মোহিত হইয়া পরম বিগ্রহকে অনাদর করিয়াছে, অতএব ঐবিশ্বরূপধর বচনের সঙ্গতিরূপসনাতন কৃতগ্রন্থে কি প্রকার লিখিয়াছেন তাহা দর্শাইয়া

কাশীবাসি সংন্যাসিগণের মায়াবাদ অন্ধকূপ হইতে উর্দ্ধার করুণ?

বেদান্ত। এই কথা ছাত্র মুখে শ্রুতমাত্র লঘুভাগবতা মৃতগ্রন্থের কিঞ্চিৎ দর্শাইলেন তত্রাপি জন্মাদি লীলাগণের নিত্যত্ত্ব দর্শাইয়া যে কারিকা লিখিয়াছেন তাহা দর্শাইতেছি।

চেদদ্যাপিদিদৃক্ষেরন্নুৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েত্তান কৃপানিধিঃ। কৈরপি প্রেম বৈবশ্য ভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন বৃন্দাবনান্তরে। কিঞ্চ। যৎ যস্যপার্ষপাদাদীনামপ্যুক্ত নিত্য মূর্ত্তিতা। তস্যেশ্বরেশিতু র্নিত্য মূর্ত্তিত্বে কাবিচিত্রতা। তথাপি শুষ্কবাদৈকনিষ্ঠানাং হেতুবাদিনাং। তূষ্ণীং ভাবায়বচনং পুরাণাদের্বিলিখ্যতে। তথাহি শ্রীদশনে ব্রহ্মস্তুতৌ। ত্বয্যেব নিত্য সুখবোধতনা বনন্তে মায়াত উদ্যদপিযৎ সদিবাবভাতি॥ ব্রহ্মাণ্ডে। অনাদেয় মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতোহরেঃ। আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে॥ বৃহদ্বৈষ্ণবে নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্য মূর্ত্তি র্জগৎপতিঃ। নিত্য রূপোনিত্য গন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্য সুখানুভূঃ॥ পাদ্মেব্যাসাম্বরীব সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি ব্যাসবচনং। ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন। যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্যোনিং জগৎপতিং। বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষংনাথ মেস্তুতৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। পশ্যত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং। ততোহপশ্যমহং ভূপ বালংকালাম্বুদপ্রভং। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপ বালকৈঃ। কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতং। তত্রৈবাগ্রে ততোমামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্। যদিদং মেত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং

সমাচ্ছনং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং। পূর্ণং পদ্মপলাসাক্ষং নাতঃ পরতরং মম। ইদমেববদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণং। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবং। শ্রীবাসুদেবোপনিষদি। মদ্রূপ মদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্ত-বিবর্জ্জিতং। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতিচাব্যয়মিতি ॥ নস্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো দৃশ্যোমায়িক রূপতঃ ॥ তথাহি মোক্ষ ধর্ম্মেশ্রীভগবদ্বচনং এতৎত্বয়ান বিজ্ঞেয়ং রূপ বা নিতিদৃশ্যতে। ইচ্ছন মুহুর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোহহং জগতো গুরুঃ। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যস্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত গুণৈ র্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥ যথাপাদ্মে। অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতিচযোবেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে ইতি।

অত্রসমাধানং। যথা বাসুদেবাধ্যাত্মে। অপ্রসিদ্ধেস্তদ্ গুণানা মনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপো সাবুদীর্য্যতে। সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা। অক-র্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ ইতি।

অতশ্চ মোক্ষ ধর্ম্মীয় বচনং যোগ্য মেবতৎ। তথাহি। রূপীতি হেতোর্দৃশ্যোত যথৈব প্রাকৃতোজনঃ। তথাহ্ নৌদৃশ্যত ইতি ত্বয়ামাস্ম বিচার্য্যতাং। ইত্যুক্ত্বাস্বস্যরূপিত্বেপ্যদৃশ্যত্ব মুদীরিতং। অতো নিজস্য রূপস্য প্রাকৃতত্বংচ দর্শিতং। তদ্দর্শনেত্ব কুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈবচ কারণং। ইত্যা হেচ্ছন মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধপদ্যং স্বয়ং পুনঃ। নশ্যেয় মিত্যদৃশ্যঃ স্যাংযতোনশিরদর্শনে। তথাপি ভূতগুণ বত্ত্বেনমাংত্বং যদীক্ষসে। এষামায়া ময়া সৃষ্টানৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি। মায়া শব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরপি দৃশ্যতে। স্ব-রূপ ভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যায়াযুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণু

প্রবদন্তি সনাতনং। ইত্যেষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্য ভাষ্যেনিজেশ্রুতিঃ। তত্রস্বৈচ্ছিক প্রকাশত্বং মোক্ষধর্ম্ম এবচ। প্রীতস্ততোহস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ। সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস সোহদৃশ্যোহন্যেন কেনচিৎ। বৃহস্পতি স্ততঃক্রুদ্ধঃ শ্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ। আকাশং ঘ্নন্‌শ্রুচঃ পাতৈরোষাদশ্রুণ্যবর্ত্তয়ৎ। উদ্যতা যজ্ঞভাগাহি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ। কিমর্থ মিহন প্রাপ্তো দর্শনং সহরির্বিভুঃ। ততঃসতংসমুত্থিতং ভূমিপালোমহান বসুঃ। প্রসাদয়ামাসমুনিস্তে সদস্যাশ্চ সর্ব্বশঃ। অরোষণো হ্যসৌদেবো যস্যভাগোয় মুদ্যতঃ। নশক্যঃ সত্বয়া দ্রষ্টু মস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্যপ্রসাদং কুরুতে সবৈতং দ্রষ্টু মর্হতি। ততৈ্রবৈকত দ্বিতত্রিত বাক্যং। অথবুতস্য। বভূথে বাগুবাচাশরীরিণী। স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণ করীবিভোঃ। যূয়ং জিজ্ঞাসবোভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুমিতি। ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছা প্রকাশয়া। সোহভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে সনেত্রবিষয়ত্বতঃ। যথা বন্নারায়ণাধ্যাত্মে। নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃপশ্যেতা মিতং বিভুমিতি। পাদ্মেপি সচ্চিদানন্দ রূপ ত্বাৎস্যাৎ কৃষ্ণোহধোক্ষজোপ্যসৌ। নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বংভক্তান দর্শয়েৎ প্রভুরিতি। যএব বিগ্রহঃ ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ সএবহি একস্যৈবৈকদাচাস্যদ্বিরূপত্বং বিরাজতে। আসীনোদূরং বুজতিশয়ানোজাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যোজ্ঞাতু মর্হতীতি নচান্তর্ন বহির্যস্যন পূর্ব্বং নাপিচাপরং। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্ত র্জগতো যোজগচ্চযঃ। তংমত্বাত্মাজমব্যক্তং মত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং। গোপিকো লখলেদম্না বরন্ধ প্রাকৃতং যথা ইতি।

ছাত্র। অনুগ্রহ করিয়া লঘুভাগবতামৃত প্রকরণ দর্শাইলেন, ইহাতে স্পষ্ট হইল শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বরূপ শক্তি মদদ্বয় জ্ঞা-তত্ত্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ঐ স্বয়ং ভগবানের লীলা সমুদায় এবং ধাম পরিকরাদি সকলই সচ্চিদানন্দরূপ ইহাই বেদান্তবাক্য সমু দায়ের সমন্বয় সিদ্ধ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপাদ শ্রীগোবিন্দাষ্টকে ব্যক্তকরিয়াছেন, যথা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনা কাশং পর-মাকাশং গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণ লোলনমায়াসং পরমায়াসং। মায়াকল্পিত নানা কারমনাকারং ভুবনাকারংক্ষ্মা মানাথ মনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দ মিত্যাদি।

এই কৃষ্ণকে লক্ষ করিয়া যাবতীয় ভাষ্য রচনা। করিয়াছেন সুতরাং দ্বারকা লীলাতে রুক্মিন্যাদি গর্ভে যে পুত্রাদি উৎ-পত্তি এ সকল স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য আর যদুবংশে ব্রহ্মশা-পাদি, মহিষীগণ লইয়া হস্তিনায়ে গমনকালে অসদোপ কর্ত্তৃক অর্জুন পরাভব পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মায়া, অতএব শাঙ্কর ভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তত্ত্ব ক্ষেতি।এইপরব্রূপদ্বিবিধঃ।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যে বিশ্বরূপধর ভগবদ্বচন উত্থাপিত করিয়াছেন, তৎপ্রকরণ না দেখিয়া সন্ন্যা-সিগণ মহামায় নাম সত্তামাত্র বিগ্রহকে প্রাকৃত লিখিয়াছেন, আমরাও তল্লিপি দর্শনে পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম বিগ্রহকে মায়িকমানিয়াছিলাম লঘুভাগবতামৃত মোক্ষধর্ম্মীয় বচন সমু হমধ্যেঐভাষ্য ধৃতবচন দর্শনে এবং তদর্থরূপকারিকা গণ দর্শনে বুঝিলাম শঙ্করাভিপ্রায় যে ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনকালে দর্শনকর্ত্তার

মনোহর প্রাকৃত, বিশ্বরূপধর বচন আর তৎপূর্ব্বপদ্য দর্শনে নিশ্চয়হইল ভগবদ্বিগ্রহে প্রকৃতি গুণসম্বন্ধগন্ধও নাই। অতএব চিন্ময়ামায় বিগ্রহ কদাচমাংস নেত্রের দৃশ্যনহে। ভগবানেরস্বরূপ ভুতমায়া তন্ময়বিগ্রহ যে ভক্তপ্রতি অনুগ্রহ, করিয়া দর্শন প্রদান করেন সেইভক্ত তাঁহাকে দেখিতেপায় অন্যকেহ আপন ইচ্ছায় কদাচ দেখিতেপান, নাই একদা বৃহস্পতি শ্রীহরিকে যজ্ঞভাগ অর্পণকরিয়া তাঁহাকে ধ্যানকরেন তদ্দর্শনভাবে কোপান্বিত হইয়া শ্রুক্দ্বারা আকাশকে ঘাতন করেন, তাঁহার মনে আকাশ লিঙ্গহরি আকাশ ঘাতনে দর্শনদিবেন, তাহাতে বসুনাম রাজারবাক্য, মুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাননা, তবে যে নারদের পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্ত্রদেহে একবার দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে তাঁহার ইচ্ছামাত্র ॥ গৌরাঙ্গীয় রূপসনাতন কৃত গ্রন্থগণে কেবল শাঙ্করভাষ্যস্থ শ্রুতি ও স্মৃতি বচনগণের অর্থ ঐ শাঙ্করভাষ্যে পরোক্ষবাদিনী শ্রুতিগণ উদাহৃত করিয়া তদুপপত্তি বুঝাইতে মহাভারত আর বিষ্ণুপুরাণ বচন সমূহ উদাহৃত করিয়াছেন, তবে বৈষ্ণবগণ ঐ ভাষ্যকে মায়াবাদ বলেনকেন?

বেদান্ত। উদাহৃত করিয়াছেন সত্য কিন্তু মুল মহাভারতের প্রকরণের বচন খণ্ড উদাহৃত করিয়াছেন, তৎ পূর্ব্বাপর বচন উদাহৃত করেন নাই, অতএব তাৎপর্য্য না বুঝিয়া পঞ্চদশীকার প্রভৃতি এবং শাঙ্করভাষ্য টীকা কারাদি মোহিত হইয়া স্বরূপশক্তি বিহীন চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রগণে স্বরূপংহি বিনাশক্তিঃ শক্তিংবিনা

স্বরূপংচ কদাচন্নহি তিষ্ঠতি। এবম্প্রকার বহুতর স্মৃতি বচন আছে, অতএব স্বরূপশক্তিবিহীন ব্রহ্ম অলীক অর্থাৎ আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা, উক্তংহি অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয় ত্বতঃ। শাঙ্করী সংন্যাসিগণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্থাপন করিয়াছেন, অতএব নাস্তিক যৎদৃষ্টে প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাচারী সর্ব্ব ভক্ষহইয়াছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শাঙ্করি সংন্যাসি কেশব ভারতীস্থানে সংন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সাধুগণকে বুঝাইলেন শাঙ্করভাষ্যস্থ মহাভারত বচনখণ্ডের পূর্ব্বাপরবচন দর্শন করিলেই পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্মশ্রীকৃষ্ণ ইহাই জ্ঞাতহওয়া যায় সমুদায় শাঙ্করভাষ্যের এই অভিপ্রায়। তদনুগত শ্রীরূপসনাতনাদি কেবল শাঙ্করভাষ্যস্থ বচনগণের পূর্ব্বাপরবচন অন্বেষণকরত· সর্ব্বজ্ঞ পাদের গূঢাভিপ্রায় জ্ঞাতহইয়া বৃহদ্ভাগবতামৃতনাম মহাগ্রন্থ প্রস্তুতকরিয়াছেন, তদনুগত লঘুভাগবতামৃত তদনুগত ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থগণ প্রস্তুতহইয়াছে।

ছাত্র। রূপসনাতনাদি শাঙ্করভাষ্যস্থ স্মৃতি বচনগণের পূর্ব্বাপর প্রকরণ দৃষ্টি করিয়া শঙ্করাভিপ্রায় জ্ঞাতহইয়াছেন ইহার অনুগমকি?

বেদান্ত। ইহার অনুগমদর্শিত লঘুভাগবতামৃত প্রকরণ, তত্রাপি নন্নরূপঃ স্বতঃকৃষ্ণো দৃশ্যোমায়িক রূপত ইত্যাদি শাঙ্কর সংন্যাসিগণের পরিগ্রহ। তত্র শাঙ্করভাষ্যস্থ বিশ্বরূপধর বচন আর তদ্বচনের পূর্ব্বপদ্যউত্থাপিত করিয়াছেন। তথাহি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচনং। ইহার পরেই মোক্ষধর্ম্মীয় পদ্যদ্বয় লিখিয়া কারিকাতে তদর্থলিখিয়া সংন্যাসিগণের অসদ্বাদকে বিনাশ করিয়াছেন।

ছাত্র। বুঝিলাম শাঙ্করভাষ্যস্থ বিশ্বরূপধর নারায়ণবচনের তাৎপর্য্য কেবল অপস্মৃত্ত লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ম্ভগবান শ্রীনন্দকুমার। পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণংব্রহ্ম। পঞ্চদশীকার প্রভৃতি সন্যাসিগণ ভাষ্যাভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম হইয়ালেখেন ধ্যানদিপে। প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমূর্ত্তেৰ্ব্বিভাষণাৎ। সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাজ্ঞানে প্যানুল্লিখন্। প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্ত্বব্রহ্মসাক্ষ্যস্বীক্ষতে ॥ ১০ ॥ এইলিখনে আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেত্যত্র আনন্দরূপত্বাদি ব্রহ্মের ধর্ম্মগণের অনাদরকরত বেদান্তসমুদায়কে অগ্রাহ্ করিয়া প্রত্যগভূত একাত্মপ্রত্যয় সার চিন্মাত্র আত্মাকেস্থাপিত করিয়াছেন?

বেদান্ত। যাঁহারা শাঙ্করভাষ্যকে অনাদর করেন, তাঁহারাই নাস্তিক কেননা একাত্ম প্রত্যয়সারঃ চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্র আত্মা ইহাই শাঙ্করভাষ্যাভিপ্রায় ইহার বিজ্ঞাতানাম আত্মবিৎ ইহাই তত্তুসমন্বয়াদিতি সমন্বয়সূত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন, যথা, আত্মবিদাপ্নোতি পরমিতি। ইহাতে আত্মাশব্দে স্বরূপভূত অস্মিতাপন্ন ঈশ্বর। ইহাই সর্ব্বজ্ঞ পাদভাষ্য কারের অবধারণা।

ছাত্র। সংন্যাসিগণ ঐ ভাষ্যস্থ শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছেন ঐ চতুঃসূত্রীয় চতুর্থসূত্রভাষ্যে মীমাংসকাদি দর্শনগণকে বেদান্তসমন্বয় দর্শাইয়া নিরস্ত করিয়া আত্মাব্রহ্মেতি স্থাপন করিয়াছেন, তদ্যথা। তত্তুসমন্বয়াৎ। ৪। অত্রশাঙ্করভাষ্যঞ্চ। নন্বিহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্য মুক্তং। কর্ম্মকাণ্ডে ভাব্যোধর্ম্মোজিজ্ঞাস্যঃ। ইহতুভূতং নিত্যনির্বৃতং ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যমিতি। তত্র ধর্ম্মজ্ঞান ফলাৎ অনুষ্ঠানাপেক্ষাং বিলক্ষণং ব্রহ্মজ্ঞানফলং

ভবিতুমর্হতি । আত্মাবাঅরে দ্রষ্টব্যঃ । যআত্মাঽপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ । আত্মেত্যেবোপাসীত । আত্মানমেবলোকমুপাসীত । ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈবভবতীত্যাদিষু হি বিধানেষু সৎসু কোসাবাত্মা ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তাউপযুক্তাঃ নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি এবমাদয়ঃ তদুপাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোঽদৃষ্টো মোক্ষঃফলং ভবিষ্যতীতি ।। ৪ ।।

এই প্রকরণে সংন্যাসিগণ লেখেন ব্রহ্মজ্ঞসংন্যাসিগণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈবভবতীতিশ্রুতেঃ । ইহাতেই কাশীবাসি সংন্যাসিগণের অনুগতগঙ্গাধর কবিরাজ শ্রীভাগবতোক্ত ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার ব্রহ্ম হইয়াছেন ?

বেদান্ত । গঙ্গাধর কবিরাজেরনাম এস্থানে উপযুক্ত নহে তবে যেকাশীবাসি সংন্যাসিগণ ঐ শ্রুতিকে অবলম্বনকরত ব্রহ্ম হইয়াছেন, সেকিরূপ ব্রহ্ম তাহাতে ব্রহ্মেরলক্ষণ নিরূপণ সূত্রং জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ ।। ২ ।। অত্রোদাহৃতশ্রুতিঃ যতোবাইমানি ভূতানিজায়ন্ত ইত্যাদি । এইবিশ্বসৃষ্টি ও স্থিতি ও প্রলয় যাঁহাহইতে হইয়াথাকে তিনিইব্রহ্ম ।

ছাত্র । বিচিত্রবিকারাত্মক বিশ্বের উৎপত্ত্যাদি যাঁহাহইতে হয় সংন্যাসিমতে তিনীসগুণব্রহ্ম ? বেদান্ত । ভালনির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপ শাঙ্করমতে নিরূপিত আছে ?

ছাত্র । বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ? বেদান্ত । সত্য চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মনির্গুণ ইহাতে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু ঐ আনন্দরূপ ব্রহ্মহইতে বিশ্বোৎপত্ত্যাদি প্রবাহরূপে হইয়া থাকে

ইহা শাঙ্করভাষ্যে পুনঃপুনঃ স্বপ্রতিজ্ঞা লিখিয়াছেন।

ছাত্র। আনন্দ রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ বিশ্বরূপের উৎপত্ত্যাদি শাঙ্করভাষ্যে কোথায় লিখিয়াছেন। বেদান্ত? সমুদায় শাস্ত্রে নির্গুণ পরমেশ্বর হইতে সগুণব্রহ্মাণ্ডগণের উৎপত্ত্যাদি এবং শাঙ্করভাষ্যে এই সিদ্ধান্ত, ইহা প্রথম পত্রিকায় দর্শাইয়াছি। জন্মাদ্যস্য যতোন্বয়াদিতি সূত্রভাষ্যে।

ভৃগুর্বৈবারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহিভগবো ব্রহ্মেত্যুপক্রম্যাহ যতোবাইমানি ভূতানিজায়ন্তে যেনজাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি সম্বিশন্তিতদ্বি জিজ্ঞাসস্বতদ্ ব্রহ্মেতি। তস্যচ নির্ণয়বাক্যং আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানিজীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তীতি। অন্যান্যপ্যেবংজাতীয়কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ কারণ বিষয়াণি উদাহর্ত্তব্যানি॥ কচিজ্জীবেপিচিচ্ছক্তি রিতি স্মৃতেঃ। ঐ জীব মুক্তাবস্থাতেও পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম হইবার সম্ভাবনানাই, দেখ রাজদত্তপদস্থ হইয়া কি সেইরাজার সিংহাসনারূঢ় হইতে পারে অপিতু কদাচনহে ইহাই শঙ্করাচার্য্যপাদ নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, বেদান্তে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ পাদে সূত্রং।

জগদ্ব্যাপার বর্জং প্রকরণা দসন্নিহিতত্বাচ্চ।১৭।

অত্র শাঙ্করভাষ্যে জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জয়িত্বা অন্যদণিমানাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্যেত্যাদি।

ছাত্র। তবে যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মহন শ্রুতিবাক্য সেকিপ্রকার?

বেদান্ত। অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্তহইয়া পূর্ব্বসিদ্ধস্বরূপভূত চিন্মাত্রাস্মিতাপন্নহন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি উপদেশ

করিতেছেন, সআত্মতত্ত্বমসীতি এবং তুমি ও দর্শাইয়াছ সমন্বয় সূত্রভাষ্যে কোহসা বাত্মাব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপ সমর্পণেন সর্ব্বেবেদান্তাঃউপযুক্তাঃ নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি।

ছাত্র। সেই আত্মাকে, এই আকাঙ্ক্ষাতে সেই আত্মার স্বরূপসমর্পণে সকল বেদান্তগণ উপযুক্ত অর্থাৎ কেবল বেদান্ত গণ আত্মারস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ইহাই কহিতেছেন, তিনিসর্ব্বশক্তি ইহাতে ত্রিগুণ মায়াশক্তিকে প্রাপ্তহওয়াতেও মায়াও তত্ত্বর্ত্তা পরমাত্মাকেই প্রাপ্তহওয়াতায়। জীব আর প্রকৃতিই শক্তি?

বেদান্ত। কদাচ এমতনহে, ঐ ত্রিগুণমায়া শক্ত্যতিরিক্ত চিন্মায়ানাম পরাশক্তি বিবিধাকারা ইহাপূর্ব্বে বহুতর বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়াছি। এবং বৃহন্নারদীয়োক্ত ত্রয়োদশ পদ্যমধ্যেও স্পষ্টদর্শাইয়াছি। সগুণংনির্গুণং শান্তং মায়াতীতং সুমায়িনমিতি।

ছাত্র। পরাখ্যাশক্তি যুক্তচিন্মায়াময় পরমাত্মা ইহাপ্রাপ্তহইয়াছি তিনিচৈতন্য মাত্রমিতি?

বেদান্ত। যিনি সর্ব্বগত নিত্যতৃপ্তাদি তিনীই পরম তিনীই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসক্তি তিনী নিত্যশুদ্ধাদি স্বভাব। তিনিইবিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্মেতি। ইনীইপরমশুদ্ধ আত্মানাম।

ছাত্র। ভাল ইহারি উপাসনা বিধান করিতেছেন, যআত্মা পহতপাপ্মা সোহন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি ইহাতেসআ আতত্ত্বমসীতি মুক্তাবস্থায় তাহাইহন, অতএব শ্রুতিঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মবভবতীতি। বেদান্ত। ব্রহ্মেবভবতীতি শ্রুতির গূঢ়াভিপ্রায় ব্যক্তকরিতেছি ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য গুণকস্বভাব, জীবাত্মাঅণুচৈতন্য

গুণকস্বভাব সুতরাং ব্রহ্মের। ঐ বিভুচৈতন্য গুণকস্বভাবের অর্থাৎ পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা পরিপাকে। জীব, প্রাপ্ত প্রাকৃত রূপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধ অণুচৈতন্য গুণকস্বভাবহন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকোক্তিঃ। মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি ॥

ছাত্র। একপরমাত্মার উপাসনাই কর্ত্তব্য সিদ্ধহইল। কিন্তু অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতং। মহান্তংবিভুমাত্মানং মত্বা ধীরোন শোচতীতি। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃঅসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ইহাতেনিরাকারআত্মা ইহাইবোধহয়। নন্দ-নন্দনের উপাসনায় ধামপরিকরের সহিত উপাসনা বিধান আছে। সেইলোক আত্মানাম তিনীইসর্ব্বগত ইহামানিব কি প্রমাণে?

বেদান্ত। ইহাও ঐ সমন্বয় সূত্রভাষ্যে দর্শাইয়াছ। আত্মা নমেবলোক মুপাসীতইতি।

ছাত্র। ভাষ্যকার নিখিলেন পরমশুদ্ধআত্মলোক আত্মমূর্ত্তিসমূহের সহিত। এবং ইতিহাস পুরাণাদিতেও বর্ণন আছে। এক আত্মা বলাতেওরাজাগচ্ছতীতি শব্দেস্বপরিকরসহ রাজারগমনের ন্যায় আত্মানমেবলোক মুপাসীত। ইহা গৌরাঙ্গীয় রূপসনাতন কৃতগ্রন্থগণে লিখিত আছে। শ্রীতাপন্যুক্তে সচ্চিদানন্দরূপধ্যানে গোপীগোপগবাবীত মিত্যাদি। সুতরাং অদ্বিতীয় রাজার ন্যায়-একাত্মপ্রত্যয়সার এই দৃষ্টান্ত শাঙ্করভাষ্য মধ্যেকোথায় আছে?

বেদান্ত। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম, মহামায়ঞ্চ তত্ত্বজ্ঞেতি সম্প্রদায় বেদান্তবাক্যের ব্যবস্থা। অতএবচৈতন্যমাত্রঘন বলাতেইনিই সর্ব্বশক্তি বর্গের সহিত ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্তস্বীকার করিয়াছেন। যোজনারম্ভে। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি। সূত্রং।

শাঙ্করভাষ্যঞ্চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসে নাপ্রুমিষ্ট তমস্ত্বাৎপ্রধানং। তস্মিন প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতং বিনাব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং নভবতি তান্যর্থান্যা ক্ষিপ্তান্যেবেতি নপৃথক্ সূত্রয়িত ব্যানি । যথারাজা সৌগচ্ছতীত্যুক্তে সপরিকরস্য রাজ্ঞোগমন মুক্তং ভবতি তথাশ্রুত্যনুগমাচ্চ । সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্মেতি অতএব মহামায় নামস্বমায়ী স্বয়ংভগবান্ অদ্বিতীয়রাজারন্যায় পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম। এইব্রহ্মেরশক্তি ত্রিবিধ । তত্রতটস্থাখ্যা জীবশক্তি ॥ মায়াশক্তি দ্বিবিধ ১ বহিরঙ্গামায়া আর স্বমায়া নাম স্বরূপশক্তি ॥ এই সর্ব্বশক্তিবর্গের আশ্রয় এক স্বমায়ী নাম স্বয়ংভগবান্ শ্রীনন্দকুমার অদ্বিতীরাজারন্যায় পূর্ণব্রহ্ম। ইহাঁকে লক্ষকরিয়া সকল বেদান্তগণের প্রবৃত্তি ।

ছাত্র। বুঝিলাম শাঙ্করভাষ্যাভিপ্রায় যিনিনিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্তিতিনীই বিচিত্রবিকাবাত্মক জগৎকারণ ব্রহ্মযিনি ব্রহ্মতিনীই ঈশ্বরসুতরাং তাহারনামব্রহ্মআত্মা পরবিষ্ণুভগবৎ উদগীথমহদ্ভূত, সংন্যাসিগণেরগ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ ও নাই অতএব সন্যাসিগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রন্থগণকে সুসদ্রে নিঃক্ষেপকরাই উচিত । কিন্তুদর্শিত শ্রুতিতে আনন্দাদ্ধ্যেব ইত্যাদিতে আনন্দমাত্র নির্দেশ ইহাতে প্রত্যগভূত চৈতন্য মাত্রস্বরূপআত্মাই আনন্দমাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বয়ক্তি ইহাতে ঐ আনন্দমাত্র শব্দেধাম পরিকরাদিরসহিত মাপ্তিব কিপ্রকারে।

বেদান্ত। পূর্ব্ববহুতর বিচারপূর্ব্বক কঠবল্লী মুণ্ডকাদিশ্রুতি সমুহের শাঙ্করী বৃত্তিদর্শাইয়া গোকুলাখ্যং মহৎপদমিতি ধাম এবং পরিকরাদি ও আত্মমূর্ত্তি সমূহ ইহাস্থাপিত করিয়াছি

শ্রীমার্ক:ণ্ডেয়েনোক্তং সগুণং নির্গুণং শান্তংমায়াতীতং সুমায়িনমিতি। যিনিগুণৈঃ স্বরূপ ভূতৈর্গুণী তিনিনীই নির্গুণ শান্ত। তিনীই মায়াতীত সুমায়ী অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র আত্মাব্রহ্মেতি। শাঙ্করভাষ্য সিদ্ধান্তঃ। অপহতপাপ্মা অর্থাৎ নিরুপাধি পরমশুদ্ধ শ্রীহরিঃ সুতরাং অশরীরী অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুদ্ধঃইতি। রসঘনঃ গুডহস্তিবৎ। ইনীই লোক ইনীইলোকী সূতরাং অনবস্থেযু অনিত্যেষু বিশ্বেষু অবস্থিতং অতএব বিভুং অনিলয়নং সুতরাং হরিনিবাস আত্মনীতি শ্রুতেঃ। হরিরেবাত্মা আত্মৈব হরিঃ আত্মনিচিদা নন্দৈকরসে নিবাসঃ সুতরাং আত্মানমেব লোকমুপাসীত, দর্শিতহরি নিবাসএ বাত্মনোলোকং গোকুলাখ্যং মহৎপদং ব্রহ্ম তদুপাসনা রাগানুগাভক্তিঃ উপাসীতইতি ক্রিয়াপদস্য কর্ত্তৃপদং। উহ্যং জীবনাম আত্মা শ্রীকৃষ্ণভক্ত ইত্যর্থঃ। শ্রীশুকোক্তিশ্চ কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মান মখিলাত্মনামিতি।

ছাত্র। আত্মানমেবলোক মুপাসীত ইত্যাদি শ্রুতিরয়ে অর্থদর্শাইলেন ইহা অযথার্থনহে কিন্তু শাঙ্করভ্যষ্যমধ্যে অপহৃত পাপ্মা আত্মানিরুপাধি চৈতন্যমাত্রঘন তিনীইবিভু পুনর্নিবাসস্থ সুতরা• পরিছিন্ন, একচৈতন্যমাত্রঘন আত্মার বিভুত্ব ও পরিছিন্নত্ব যুগপৎ ইহা লঘুভাগবতামৃতে দর্শাই য়াছ শাঙ্করভাষ্যধৃত শ্রুতিদর্শনহইলে কৃতার্থহই। আর নিরুপাধিক আত্মা চৈতন্যমাত্রঘন তিনিইকৃষ্ণ অথচ গোকুলাখ্যমহৎপদস্থ কদম্ববনে গোপরমণী কদম্বরমণ তাঁহারউপাসনা পরিপাকে উল্বণ কামেরহানিঃ ইহা বুঝিতেঅক্ষম হইয়াছি।

বেদান্ত। সত্য তাঁহার অচিন্ত্য লীলাকেস্মরণকরত শ্রুতি কহিয়াছেন বৃহচ্চতদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চতৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতীতি পূর্ব্বদর্শাইয়াছি অচিন্ত্যরূপ চৈতন্যমাত্রঘন ইনীই কৃষ্ণইহাঁর লীলাসকলই অতর্ক্য ইহাশ্রুতি ও স্মৃতিগণ সর্ব্বদা কহিতেছেন তাঁহার লীলাসমুদায় স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্য সমূহ ইহা সহস্রনামভাষ্যে ব্যক্তআছে তাহাও দর্শাতেছি। মহাভারতে ভীষ্মোক্ত সহস্রনামে।

অতুলঃ ৫৩৫।

শাঙ্করভাষ্যং চতুলোপমানং নবিদ্যতেঽস্যেতি অতুলঃ নতস্য প্রতিমাঽস্তিযস্যনাম মহদ্যশ ইতি শ্রুতেঃ। নতৎ সমোঽস্ত্যধিকঃ কুতোঽন্য; ইতিস্মৃতেশ্চ ॥ ৩৫৫ ॥

বেদান্তেদ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদেসূত্রং। উপসংহার দর্শনান্নেতি চেন্নক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যেচ। নম্বক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষতএব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং কথমুচ্যতেক্ষীর বদ্ধীতি। নৈষদোষঃ। স্বয়মপিহিক্ষীরং যাংচয়াবতীংচপরিণামমাত্রাং অনুভবতি এবন্ত্বার্য্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনাদধিভাবায়। যদিচ স্বয়ংদধিভাব শীতলতানস্যাৎ নৈবৌষ্ণ্যাদিনাপিবলাৎদধিভাব মাপদ্যেত। নহির্ব্বায়ুবাকশো বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাব মাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যাচ তস্যসম্পূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকংতু ব্রহ্ম নতস্যান্যেন কেনচিৎ সম্পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চতত্রভবতি। নতস্যকার্য্যং করণংচবিদ্যতে নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি।

তস্মাদেকস্যাপিব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্রপরিণামস্চোপাপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

এইভাষ্যে পরিপূর্ণশক্তি পরাখ্যাস্বরূপশক্তিইনীই সুমায়া তদ্যুক্তপূর্ণংব্রহ্মপরম শুদ্ধলীলা পুরুষোত্তম শ্রীনন্দকুমার তিনিই অতুলাখ্য স্বয়ংভগবান্ তলবকারবৃত্তিস্থ চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র ইহারি লীলা গণ সরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যসমূহ। ইঁহারি নামসহস্রাংশঃ। অতএব মার্কণ্ডেয়মহামুনি সুমায়িন মিতিসাধুসিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন সগুণং নির্গুণং শান্তং মায়াতীতং সুমায়িনমিত্যাদি। ইহাও ঐ সহস্রনামে ব্যক্তকরিয়াছেন সর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকার। তত্রনামদ্বয়ং

লোকাধিষ্ঠানং। ৮৯৪। অদ্ভুতঃ। ৮৯৫॥

অত্র শাঙ্করভাষ্যঞ্চ। তমনাধার মাধারমধিষ্ঠায় ত্রয়োলোকাস্তিষ্ঠন্তি ইতিলোকাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম। ৮৯৪। অদ্ভূতত্বাৎ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ত্বাৎ অদ্ভূতঃ শ্রবণায়াপি বহুভির্যোনলভ্যঃ শৃন্বন্তোপি বহবোয়ং নবিদ্যু রিত্যাদিশ্রুতেঃ। আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্য্য বদ্বদতীতি ভগবদ্বচনাৎ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্যৈরদ্ভুতঃ। ৮৯৫। অত্রভাষ্যধৃত। গীতাপদ্যংদর্শ্যতে।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্য্য বদ্বদতিতথৈ বচান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈবকশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অত্রশাঙ্করভাষ্যংচ দুর্ব্বিজ্ঞেয়োহয়ং প্রকৃত আত্মা কিংত্বামেবৈকং সউপলভেৎ সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োহয় মাত্মেত্যত্তআহ আশ্চর্য্যবদিতি। আশ্চর্য্য বদাশ্চর্য্যং অদৃষ্টপূর্ব্ব মদ্ভুতমকস্মা দ্দৃশ্যমানং তেনতুল্য আশ্চর্য্যবদাশ্চ

র্থ্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিদাশ্চর্য্যবদেনং বদতিতথৈব চান্যঃ আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতিশ্রুত্বা দৃষ্ট্বাউক্ত্বাপি-আত্মানং বেদনচৈব কশ্চিৎ অথবা যোঽয়ং আত্মানং পশ্যতি সআশ্চর্য্যতুল্যঃ যো বদতি যশ্চশৃণোতি সোনেকসহস্রেষুকশ্চি দেব ভবতিঅতো দুর্বোধঃ প্রকৃত আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯॥ দর্শিতভাষ্যগণে স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্য বিশিষ্টঅস্তুতাখ্য স্বয়ংভগবান্ নরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম ইহাকে শ্রবণদর্শন এবং কী র্ত্তনকরিয়া ও জানিতেপারেনা তাহারকারণ কেবল চিন্ময়া নামমহাশক্তি বৃত্তিভেদ মুর্ত্তিমতী নরাকৃতি গোপগোপীগণ সহনিত্যলীলা বিশিষ্ট অতএব ব্রহ্মাদিসর্ব্ব বেদাধ্যাপকের স্বচ্ছন্দজ্ঞেয় নহেন। ইহারকারণ মহামায়ংচতত্ত্বজ্ঞেতি। অনাদি কিন্তু নন্দপুত্রত্বাৎ আদিমানিব প্রত্যগভূত বস্তুসীম অথচ প্রাকৃতনরইব প্রপঞ্চগোচর অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতী য়মান, সদা ষড়্বিকারশূন্যঃ তথাচকৌমার. পৌগণ্ডকৈশোরাদি বিশিষ্ট সদাতৃপ্ত কিন্তু গোপীগৃহেনবনীতচৌর অক্রোধ কিন্তু কালিয়াদিযুক্রূদ্ধঃ সদাপরমসদাচার গোপবালকগণ সহপর-স্পরোচ্ছিষ্টান্নভোজী সদাকামশূন্য আপ্তকাম উল্বণকামাধীনইব পারদারিকইব এবম্প্রকার স্বরূপশক্তি ব্যাপারবিশিষ্ট অস্তুতাখ্য অতুলনাম ভগবান্ ব্রহ্মাদিদুর্বোধঃ। যিনিউক্তলক্ষণ পর-মাত্মকে দেখেন তিনিঅনেক সহস্রেরমধ্যেএক নিত্যঅবিদ্যা স্পর্শশূন্য সম্যগ্দর্শনপরমহংস শুকযোঽয়মাত্মানংপশ্যতি সআ শ্চার্য্যতুল্যঃ। স্মৃতিশ্চ সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়োহচ্যুত ইতি সুতরাং স্বরূপস্থঃ। নির্বিকারশরীর সচ্চিতানন্দ বিগ্রহইত্যর্থঃ। অতএব স্বমায়া শক্তিব্যাপারকার্য্য বিশিষ্টনরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম১ পরমহংস

বেদ্য, দর্শিতলক্ষণ স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যসমূহেরদ্রষ্টা বক্তাঅনুমন্তা পরমহংস শুক, শ্রোতাবিষ্ণুরাতোপি তথা যিনি মাতৃগর্ব্ভে সর্ব্বাশ্চর্য্যময়কে দর্শনকরিয়া ভূমিষ্ঠকালে জ্ঞানের অন্যথাহয়নাই অর্থাৎ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ইতি পরীক্ষিন্নাম নিরুক্তি পুরাণেআছে । দর্শিতপ্রকৃতআত্মানাম ভগবানের ভজনশীল শান্তিপ্রাপ্তহন, ভগবান মনু ও ইহাই কহিয়াছেন সমংপশ্যন্নাত্মযাজীসশান্তি মধিগচ্ছতি ইতি ।

ছাত্র । শাঙ্করভাষ্য সম্মতনিরুপাধি আত্মাসুতরাং প্রাকৃত গুণশূন্য নির্গুণ আত্মশব্দবাচ্য ভগবান, ইহা শাঙ্করভাষ সম্মত । কিন্তু আধুনিক জ্ঞানিগণ্বলেন বৈষ্ণবরা ভগবান্কে ভজেন কিন্তু তাহারা সগুণের উপাসক, তদ্ভিন্ন নির্গুণের জ্ঞানী নিরাকারব্রহ্মজ্ঞাতা ॥

বেদান্ত । ইহারাই নাস্তিক যে হেতুক শাঙ্করভাষ্য মানেনন॥

ছাত্র । শাঙ্করভাষ্য নামানিলে নাস্তিকসেহ আলাপ্যনহে । তাহারাবলেন কঠবল্লী বৃত্তিতেআছে নির্গুণচিন্মাত্র ব্রহ্ম । তিনীই পরিশিষ্যমাণআছেন সুতরাং নিরবয়ব ।

বেদান্ত ঐ কঠবল্লী পূর্ব্বদর্শাইয়াছি । পুনশ্চদর্শাইতেছি।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চপরং মনঃ । মনসস্তুপরাবুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মামহান্পরঃ । মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ । পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎসাকাষ্ঠা সাপরাগতিরিতি ॥

এই শ্রুতিতে সংন্যাসিগণের স্বকপোলকল্পিত যাবতীয় অবৈদিক সিদ্ধান্তবিনাশ হইলেন । ইহাতে সগুণভূমিক

রূপপঞ্চবিধ। ইন্দ্রিয়গণ ১ এক তদর্থগণ পূর্ব্বহইতে সূক্ষ্ম ২ ইহাহইতে মনসূক্ষ্ম ২ মনহইতে বুদ্ধ্যুপাধি সূক্ষ্ম ৩ বুদ্ধি হইতে মহৎনামসূত্র যিনিহিরণ্যগর্ভ ইনীই ৪। ইহাহইতে ও সূক্ষ্ম অথচমহৎ অব্যক্তাখ্য, যিনীগীতাভাষ্যে বিষযুক্তঅয়ে রন্যায়বিষং। ৫। এই পঞ্চবিধ মূর্ত্তিকে কোনস্থানে ত্রিবিধ নিরূপণ করিয়াছেন বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয় ইতি ইহারাই সগুণ ইহাদিগের প্রতিষেধ বুঝাইয়াছেন, শাঙ্করভাষ্যে দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেন ব্রহ্মনির্বি শেষং চৈতন্য মাত্রঘন মিতি। এস্থ্যানে পররূপশব্দে সপ্রকৃতিক ঈশ্বর সগুণ অতএব প্রতিষেধ, তদতি রিক্ততুরীয় অর্থাৎ নির্গুণ মূর্ত্তি এই নির্গুণশব্দে নির্বিশেষ, বিশেষশব্দে গুণকার্য্য রূপও বিরাট হিরণ্যগর্ভ। আর তমোমায়াময় সপ্রকৃতিক ঈশ্বরঃ সগুণ। ইহাহইতে অতিরিক্ত নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্রঘন অর্থাৎতুরীয় মূর্ত্তিইনী নির্গুণব্রহ্ম। ইহারআশ্রিত অবিদ্যামায়াযুক্ত সুতরাং ইনিই তমোনাম প্রকৃতিমিশ্রিত তমোমায়াময়, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে বিরাট, হিরণ্যগর্ভে সূক্ষ্মরূপহইয়া অদৃশ্যহন। ঐ হিরণ্য গর্ভ সপ্রকৃতিকঈশ্বরেলীনহন। ঐ স্বপ্রকৃতি-কতমো ভূতহইয়া স্বকীয় সমাশ্রয়রূপ পরমআত্মাতে অপ্রকটরূপেথাকেন। ইহা শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে স্পষ্টআছে। ঐ সপ্রকৃতিক ঈশ্বরমূর্ত্তির সমাশ্রয়রূপ পরমাত্মা পুরুষঅন্তরেচিচ্ছক্তিরত বাহিরে ঐ তমোভূত সপ্রকৃতিক ঈশ্বরপ্রতি অনুমোদনকরেনতদা চেতনপ্রাপ্তহইয়া হিরণ্যগর্ভকে উৎপত্তিকরেন ঐ হিরণ্যগর্ভ জীবঘননাম ইহার অন্তর্যামী পরমাত্মাইনি দ্বিতীয় পুরুষ এবং ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী তৃতীয়পুরুষ। ইহা পূর্ব্বোক্ত

খিয়াছি এই তিনপুরুষ পরমাত্মাখ্য ইহাঁরা ভগবানেরঅংশ অতএব নিরুপাধি ব্রহ্ম। ইহারাই ঈশ্বর, সুতরাং স্বরূপশক্তি মান্। এতস্তিন্ন বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয় ইতি। এইতিনরূপ সোপাধি এবং বিশ্বমধ্যে ত্রিগুণোপাধি রূপত্রি-বিধদেব দেবীগণ ইহারাও সোপাধি সুতরাং গুণগুণীভাবাপন্ন অর্থাৎ দেহতস্তিন্নআত্মা চিন্মাত্র অর্থাৎ দেহআর দেহিভেদবান্ ইহাদিগকে পররূপগ্রহণের নিষেধআছে বেদান্তেইহারাই প্র তীকোপাস্য। অতএব তৃতীয়াধ্যায়ে দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্মনির্বিশেষং চৈতন্যমাত্রঘনমিতি। ইনীই। চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র আত্মা ইনি গুণগুণীভাবাপন্ন নহেন ইহার গুণ চৈতন্যমাত্র ইনীই ও স্বরূপচৈতন্যমাত্রঘনঃ। ইনীই তমোমায়াতীত স্বমায়ী স্বয়ংভগবান্। বিভুচৈত ন্যগুণকপূর্ব্ব-বৎভেদশূন্য অতএব নির্বিশেষ। এই নির্বিশেষরূপ ত্রিবিধ পর-মেশ্বরনাম তত্র প্রথম পুরুষাবতার সপ্রকৃতিকের অন্তর্যামীমহা পুরুষ ইহাহইতে শুদ্ধরূপ স্বরূপ ভূতগুণৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ম হানারায়ণ পরব্যোমনাথ। ইহাহইতে পরমশুদ্ধরূপ স্বয়ংভগবা ন্ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দনাইনীইঅষ্টম। নির্গুণব্রহ্মনাম।

ছাত্র। যাহাদর্শাইলা এসকলি বেদান্ত সিদ্ধবটে কিন্তু পূর্ব্বদর্শিত কঠবল্লীতেআছে অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃপরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতিরিতি ॥ ১১ ॥ অত্রশাঙ্ক রীবৃত্তিশ্চ ॥

তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণ কারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চপুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ। ততোহন্যস্য পরস্যাপ্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎইতি

যস্মান্নাস্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্রঘনাৎ পরংকিঞ্চিদপি বস্তুন্তরংতস্মাৎ সূক্ষ্মত্বমহত্ত্বপ্রত্যগাত্মত্বানাং কাষ্ঠানিষ্ঠা পর্য্যবসানং অত্রহি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদি পরিসমাপ্তিঃ। অতএব গন্তৃণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সাপরাকাষ্ঠাগতিঃ, ॥ ১১ ॥

এই কঠবৃত্তিতে অত্রহিইতি ইন্দ্রিয়াদি আরভ্য অব্যক্ত নামকারণ পর্য্যন্তসূক্ষ্ম ও মহৎ। ইঁহা হইতেও ক্রমে সূক্ষ্মত্বাদির পরিসমাপ্তি চিন্মাত্রঘন ইহাকে সংন্যাসিগণ মানেন নিরবয়বব্রহ্ম।

বেদান্ত। তাঁহারা শাঙ্করভাষ্যাভিপ্রায় কিছুইজ্ঞাত হইতে পারেনাই। কেননা দর্শিত একাদশসংখ্যক কণ্ডিকার পূর্ব্ব নবসংখ্য কণ্ডিকা পূর্ব্বদর্শাইয়াছি পুনশ্চদর্শাইতেছি।

বিজ্ঞান সারথি র্যস্তুমনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৯ ॥

শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ। শুচির্নরঃ বিদ্বান্। সঅধ্বনঃসংসারগতেঃ পারং পরমেবাভিগন্তব্যমিত্যেতৎ আপ্নোতি তৎ বিষ্ণো র্ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদংস্থানং ॥ ৯॥ ইহাতে ভক্তিসাধন পরিপাকে শুচিঃ শুদ্ধ চিদ্রূপজীবাত্মা বিদ্বানসম্যক দর্শনধ্বস্ততমাঃ সসংসার গতির পার অর্থাৎ উপাধিরূপত্রয় বিরাট হিরণ্যগর্ভ আর কারণ সপ্রকৃতিক সোপাধিরূপের পার, অধিগন্তব্যের অবধিস্থান মহাবৈকুণ্ঠ শ্রীহরিরনিবাস অতএব লিখিলেন প্রকৃষ্টং পদং স্থানং গোকুলাখ্যং মহৎপদং আত্মলোকমিত্যর্থঃ। সুতরাং চিন্মাত্রঘন।

ছাত্র। ভাল চিন্মাত্রঘন বস্তুব্রহ্ম ইহা কি এই প্রপঞ্চনেত্র গোচরহন, ?

বেদান্ত। লঘুভাবতামৃত পূর্ব্বদর্শাইয়াছি, যথাবন্নারায়ণ ধ্যাত্মো নিত্যাব্যক্তোহি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ ইত্যাদিষু।

ছাত্র। ভাল নিজশক্তি চিন্মায়ানাম তিনীই দুর্ঘটবিষয় ঘটাইয়া থাকেন অতএব মায়াতীত সুমায়ীভগবান্। তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধনাই কোনবিষয়ে। সুতরাং স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য সমূহকে ইচ্ছামাত্রে প্রপঞ্চনেত্র গোচর করেন, পুনঃ সেচ্ছামাত্র অদৃশ্যও হন, কেননা তিনি সত্য সংকল্প-নামা। দর্শাইয়াছি, কঠবল্লীভাষ্যে পরমাত্মরূপ হইতেও চিন্মাত্রঘন ব্রহ্মপরাকাষ্ঠা তাঁহার উপরি শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। তিনিই এই গোপগোপী গবাবীতনন্দনন্দন ইহা কঠবল্লী শাঙ্করীবৃত্তি মধ্যে কোন শব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

বেদান্ত। দর্শাইয়াছি, নবম কণ্ডিকাবৃত্তি তত্র বিষ্ণোর্ব্যাপন শীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ বাসুদেবাখ্যস্য এই শাঙ্করীবৃত্তিতে অবধারণাবাক্য ইহাতে বসুদেবনাম নন্দঘোষ এবং শূরশেন পুত্রশৌরি অতএব এইদুয়ের পুত্রকৃষ্ণ ইহা রূপসনাতাদি কৃতগ্রন্থে বহুতর প্রমাণে সাধিত আছে, অতএব যিনি বিষ্ণুনাম ভগবান্ তিনী পরিপুর্ণশক্তিক পুর্ণব্রহ্ম তিনীই অপহতপাপ্মা পরমাত্মা তিনীই নন্দবসুদেবেরপুত্র কৃষ্ণবাসুদেবাখ্য স্বয়ং ভগবান্ সূমায়িরূপ। ইহাকে বুঝাইতে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা-হ্যর্থা ইত্যাদি কণ্ডিকাদ্বয় দর্শাইয়াছি। সুতবাং চিন্মাত্রঘন শব্দে পরম শুদ্ধলীলা পুরুষোত্তম ইহাতে কোন সংশয় নাই। কেননা ঐ চিন্মাত্রঘন শব্দ পরাকাষ্ঠা পুরুষঃ।

ছাত্র। মহাশয় যেপ্রকার শাঙ্কর ভাষ্যের অভিসন্ধি দর্শাইলেন ইহা এতাবৎ কালপর্য্যন্তকাহারো মুখে কিম্বা কাশী বাসিশংন্যাসিগণের গ্রন্থেদৃষ্ট শ্রুত হয় নাই কঠবল্লী-তাৎপর্য্যে ইন্দ্রিয় এবং তদর্থ আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও পরমমহদ্বস্তুর নিরূপণ করিয়াছেন, তত্র হিরণ্যগর্ভ চতুর্থ তদুপরিসপ্রকৃতিক ঈশ্বর গীতাভাষ্যে বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় বিষ ইনিই পঞ্চম তদুপরি পরমাত্মা ষষ্ঠ। যিনি প্রকৃতির অন্তর্যামী ইহার অন্তরে চিচ্ছক্তি বাহিরে সৃষ্টি কৃচ্ছক্তিকে ঈক্ষণ দ্বারা অনুমোদন করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নির্লিপ্ত কারণ রূপে নিত্য আছেন। ইহার অংশী ভগবান্ নারায়ণ তুরীয়াখ্য মহাবৈকুণ্ঠপতি ইনিই সপ্তম॥ ইহার উপরি অষ্টম নির্গুণ ব্রহ্ম ইহাই সংন্যাসি গণের গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা তাহারাও শাঙ্করভাষ্য প্রমাণিত করিয়াছেন বেদান্তে তৃতীয়াধ্যায়েতৃতীয় পাদেসূত্রং।

কামাদীতরত্রতত্রচায়তনাদিভ্যঃ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যংচ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরেদহরং পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি প্রস্তুতাচ্ছন্দোগা অধীয়তে এষ আত্মাপহতপাপ্মাবিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃসত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পইত্যাদি তথাবাজসনেয়িনঃ সবা এষ মহানজআত্মাযোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু যত্রযোন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্যবশীত্যাদি তত্রবিদ্যৈকত্বং পরস্পর গুণোপসংহারশ্চকিংবানেতিসংশয়েবিদ্যৈকত্বমিতি তত্রেদমুচ্যতে কামাদীতি সত্যকামাদীত্যর্থঃ যথাদেবদত্তোদত্তঃসত্যাসত্যভামাভামেতি। যদেতচ্ছান্দোগ্যেহৃদয়াকাশস্যসত্যকামত্বাদি গুণজাতমুপলভ্যতে তদিতরত্রবাজসনেয়কেসবা এষমহানজআত্মেত্যত্রসম্বধ্যেত যচ্চবাজসনেয়কেবশিত্বাদ্যুপলভ্যতে তদপীতরত্রচ্ছান্দোগ্যে এষআত্মাপহতপাপ্মেত্যত্রসম্বধ্যেত কুতঃ আয়ত-

নাড়িসামান্যাৎ। সমানং হ্যুভয়ত্রাপিহৃদয়মায়তনং সমানশ্চবেদ্যঈশ্বরঃ সমানঞ্চ তস্যসেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনমিত্যেবমাদি বহুতরং সামান্যং দৃশ্যতে। ননুবিশেষোপিদৃশ্যতেছান্দোগ্যেহৃদয়াকাশস্যগুণযোগোবাজস নেয়কেত্বাকাশস্থস্যব্রহ্মণইতি ন দহরউত্তরেভ্যইত্যত্রছান্দোগ্যেপ্যাকাশশব্দং ব্রহ্মৈবেতিপ্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অয়ন্তুত্রবিদ্যতে বিশেষঃ সগুণাহিব্রহ্মবিদ্যাছা-ন্দোগ্যেউপদিশ্যতে অথযইহাত্মানমনুবিদ্যব্রজন্তে তাং শ্চসত্যান্কামানি-ত্যাত্মবৎ কামানামপিবেদ্যত্বশ্রবণাৎ বাজসনেয়কেতুনির্গুণমেবপরং ব্রহ্মো-পদিশ্যমানং দৃশ্যতে অতঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈবব্রূহি সঙ্গোহ্যয়ং পুরুষইত্যাদি-প্রশ্ন প্রতিবচনসমন্বয়াৎ বশিত্বাদিতুতত্তৎ স্তুত্যর্থমেবগুণজাতং বাজসনেয়কে সংকীর্ত্ত্যতে তথাচোপরিষ্টাৎ সএষনেতিনেত্যাত্মেত্যাদিনানির্গুণমেব ব্রহ্মোপসংহরতি। গুণবতস্তুব্রহ্মণ একত্বাবিভূতিপ্রদর্শনায়ায়ং গুণোপসং হারঃসূত্রিতোনোপাসনায়েতিদ্রষ্টব্যং ॥ ৩৯ ॥

এই সূত্রভাষ্য দৃষ্টি করিয়া তাপন্যুক্ত সহস্র পত্র কমলাত্মক গোকুলস্থ সত্য কামাদিগুণ বিশিষ্ট কৃষ্ণ আত্মাকেও সগুণ নির্দ্দেশ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম স্থাপন করিয়াছেন ?

বেদান্ত। ভাল ঐ নির্গুণ ব্রহ্ম পরমতত্ত্বজ্ঞেরউপাস্য, সগুণ ব্রহ্ম সত্তা যে গুণ আর গুণী দ্বৈতবান্ আত্মা ইহা হইতে পৃথক্ নির্গুণ সত্তাবান্ বটেন কি না ?

ছাত্র। সগুণ সত্তাবৎ আত্মা হইতে পৃথক্ সত্তাবৎ নির্গুণ ব্রহ্ম ইহা না মানিলে নির্গুণ ব্রহ্ম আকাশ কুসুম সদৃশ অলীক হন।

বেদান্ত। তবে নির্গুণ সত্তাবৎ ব্রহ্ম কীদৃক্ ?

ছাত্র। কাশীবাসি সংন্যাসিগণের গ্রন্থে আছে নির্গুণ ব্রহ্ম কোন প্রমাণ গোচর নহেন অর্থাৎ অননুমেয়।

বেদান্ত। পরিছিন্ন বস্তু সগুণ অতএব নির্দ্দেশার্হ সুতরাং অনুমেয় অর্থাৎ চিন্তা গোচর, তুরীয়বস্তু নির্গুণ সত্তাবৎ।

গুণজাতইন্দ্রিয়োৎপত্তির পূর্ব্বসিদ্ধ, সুতরাং অবরকালজাত ইন্দ্রিয়গণের গোচর নহেন ইহাই কহিয়াছেন মুণ্ডকশ্রুতিঃ বৃহচ্চতদিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চতৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতীত্যাদ্যা।

ছাত্র। দর্শিত শাঙ্করভাষ্যে বাজসনেয়কে সংকীর্ত্তনাতে তথা চোপরিষ্টাৎ সএব নেতিনেত্যাত্মেত্যাদিনা নির্গুণ মেব ব্রহ্মোপসং হরতি। এই ভাষ্যে নিষেধ প্রতিপাদিকাশ্রুতিতে আত্মাকেও নিষিধ্যগণ মধ্যে লিখন দেখিয়া সংন্যাসিগণ পূর্ব্ব-দর্শিত বশিত্বাদিগুণ বিশিষ্ট আত্মাকেও সগুণ ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদান্ত। কঠবল্লীতে যে অষ্টবিধ আত্মা নিরূপণ করিয়াছেন তন্মধ্যে বশিত্বাদিগুণ বিশিষ্ট আত্মা সপ্তমতু-রীয়াখ্য নারায়ণ।

ছাত্র। অষ্টবিধ আত্মার কথা সংন্যাসিগণের গ্রন্থে দেখি নাই, কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম কোনপ্রমাণ গোচরনহেন ইহাই লিখিয়া ছান্দোগ্যোক্ত অথ যদিদমস্মিন ব্রহ্মপুরেইত্যাদ্যুক্ত এষ আত্মা হপহত পাপ্মে ত্যাদিশ্রুত্যুক্ত আত্মাকেও নিষেধ মানিয়াছেন।

বেদান্ত। যদিশ্রুতির অর্থজ্ঞাত নহেন তবে শাঙ্করভাষ্য প্রমানিত করেন কেন, কিন্তু তাঁহারা শাঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায় কিছুই জ্ঞাত ছিলেননা।

ছাত্র। ভাল বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট আত্মাকিম্বিধ ইহা কোথায় আছে আর, ঐ নির্গুণ ব্রহ্ম অষ্টম ইনিই বা কিরূপ ইহা কো-থায় লিখিত আছে?

বেদান্ত। সর্ব্বজ্ঞ পাদভাষ্যকার যে শাস্ত্রদৃষ্টি করিয়া

ঐভাষ্য লিখিয়াছেন সেই শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রগণের অকৃত্রিমভা-ষ্য ভূত তদ্ব্যতিরেকে শাঙ্করভাষ্যগণের অর্থ কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন। অতএব সর্ব্ববেদান্তসারংহি শ্রীভাগবত মিষ্যতে তদ্রসা মৃততৃপ্তস্যনান্য ত্রস্যা দ্রতিঃ কৃচিদিতি ॥ এই শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবিহীন সংন্যাসিগণ সাঙ্করভাষ্যার্থ নাবুঝিয়া কেবল বেদা-ন্তশাস্ত্রের কদর্থন করিয়াছেন।

ছাত্র। ভাল পূর্ব্বদর্শিত যে সূত্রওভাষ্য তাহা শ্রীভাগ-বতের কোন্‌প্রকরণ দৃষ্টিকরিয়া সর্ব্বজ্ঞপাদ ঐ ভাষ্য লিপি করিয়াছেন ?

বেদান্ত। শ্রীএকাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে। শ্রীমদুদ্ধ-বংপ্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং যথা।

শ্রীভগবানুবাচ। সিদ্ধয়োষ্টাদশপ্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ। তাসামষ্টৌ মৎ প্রধানা দশৈবগুণহেতবঃ ॥৪॥

অত্র স্বামী চ। ধারণাশ্চাষ্টাদশইত্যনুষঙ্গঃ। যোগপারগৈরিতি ত্রিকা-লজ্ঞত্বাদি ক্ষুদ্রসিদ্ধীরন্যেঽপি জানন্তীতিভাবঃ। অহমেব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাবত আশ্রয়ো যাসাং তাঃ। মৎসারূপ্যং প্রাপ্তেষু কিঞ্চিন্মূনা ভবন্তি ইতি ভাবঃ। গুণহেতবঃ সত্ত্বোৎকর্ষ হেতবঃ ॥৪॥

অণিমা মহিমামূর্ত্তের্লঘিমাপ্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমী-শিতা ॥ ৫॥

স্বামী। তাঃ স্বরূপেণাদিশতি অণিমেতিসার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ অণিমা মহিমা লঘিমা চ মূর্ত্তের্দেহস্য তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। প্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ সর্ব্ব-প্রাণিনামিন্দ্রিয়ৈঃ সহ তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপেণ সম্বন্ধঃ। ইত্যর্থঃ।

শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষ্বদর্শনযোগ্যেষ্বপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদি পিহিতেষ্বপি প্রাকাম্যং ভোগদর্শনসামর্থ্যঃ সিদ্ধিঃ। শক্তীনাং মায়াতদংশভূতানাং প্রেরণং তত্রেশ্বরে মায়া অন্যেষু তদংশানাং ঈশিতামাম সিদ্ধিঃ ॥৫।

গুণেষ্বসঙ্গোবশিতাযৎকামস্তদবস্যতি।
এতামেসিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌচৌৎপত্তি
কীর্ম্মতাঃ ॥ ৬ ॥

স্বামী। বিষয়ভোগেম্বসঙ্গোবশিতা সিদ্ধিঃ। যৎকামঃ বৎ বৎ সুখং কাময়তে তত্তদবস্যতি তস্য তস্য সীমানং প্রাপ্নোত্যষ্টমীসিদ্ধিঃ। ঔৎপত্তিকীঃ স্বাভাবিক্যঃ নিরতিশয়াশ্চেত্যর্থঃ ॥৬॥

এতদভিপ্রেত্য সূত্রিতং। তথা চতুর্থাধ্যায়ে। চতুর্থ পাদে।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যং চ যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং ভবতি আহোস্বিৎসাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্য্যং ভবিতুমর্হতি আপ্নোতি স্বারাজ্যং সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ইত্যেবংপ্রাপ্তে পঠতি। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্জ্জং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ তস্য তত্র প্রকৃতত্বাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাং।" পরএবহীশ্বরো জগদ্ব্যাপারে অধিকৃতঃ তমেবপ্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশাৎ নিত্যশব্দ নিবন্ধত্বাচ্চ। তদন্বেষণ জিজ্ঞাসন পূর্ব্বক মিতরেষামাদি মদৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে তেনাসন্নিহিতাস্তু জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনেকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায়ইত্যেবং বিরোধোপি কদাচিৎ সঙ্কল্পমস্থ স্যাৎ। অন্যস্য সঙ্কল্পঃ ইতি এবংবিরোধঃ সমর্থ্যেত ততঃ পরমেশ্বরায়ত্ত তন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠেত ॥ ১৭ ॥

এই প্রকরণে পরমেশ্বরের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যগণ স্বাভাবিক সুতরাং স্বরূপানুবন্ধি। এবং অন্যসিদ্ধাকাঙ্খি যোগিগণের মুক্ত্যবস্থায় সংকল্পা-স্বরূপ সিদ্ধিস্ত মুক্তিপ্রদান করেন সেইমুক্ত শ্রীনারদাদির ন্যায় সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিত্যসিদ্ধ এক পরব্রহ্ম নাম-পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে ইহাতে পঞ্চদশীকার প্রভৃতিরা শ্রীশঙ্কর বিরুদ্ধস্বকপোলকল্পিত মায়াবাদলক্ষণগ্রন্থগণ রচনা করিয়া নিরীশ্বর অর্থাৎ তাপন্যুক্ত ঈশ্বর তমোমায়াময়গুণগুণী ভাবাপন্ননিশ্চয়মানিয়া চিন্মাত্রস্থাপন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের গ্রন্থগণ শ্রীঅগ্নিমুখে প্রদান করাই কর্ত্তব্য মাত্র ॥

ছাত্র। সংন্যাসিগণের গ্রন্থগণ শঙ্করানুযায়ি নহে ইহা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছ। তাহাতে আর পূর্ব্বপক্ষ নাই। কিন্তু পূর্ব্বদর্শিত অষ্টম, এই অষ্টম চিন্মাত্রঘন ইনীই কিম্বিধ লক্ষিত হইলেন।

বেদান্ত। নিত্যসিদ্ধ একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্মনামা পরমেশ্বর শ্রীশঙ্কর হৃদয়স্থ নির্গুণব্রহ্ম ইনীই তলবকারস্থ চিচ্ছক্তিস্বরূপ মাত্রঃ কঠোক্ত পরাকাষ্ঠাপন্ন পুরুষ॥

ছাত্র। ইহা ভবদ্দর্শিত পত্রিকাগণাবলোকনে নিশ্চিত হইয়াছে কিন্তু অষ্টম পদে অষ্টেরপুরণ অত্র প্রথমাদি ক্রমে অষ্টবিধ রূপের দর্শন হইলে কৃতার্থ হই।

বেদান্ত। ইহাও ঐ একাদশস্কন্ধীয় পঞ্চদশাধ্যায়ে স্বয়ংভগবান্ শ্রী উদ্ধবকে কহিয়াছেন। যথা।

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তাঃ যোগধারণ
সিদ্ধয়ঃ। যয়াধারণয়া যাস্যাদ্যথাবাস্যান্নি
বোধমে ॥ ১০ ॥

স্বামী তত্তদ্ধারণাভিঃ সহবিশেষতঃ নিরূপয়তিযয়েতি যাবৎসমাপ্তিঃ ॥১০॥

ভূতসূক্ষ্মাত্মনিময়ি তন্মাত্রং ধারয়ন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো
মম ॥ ১১ ॥

স্বামী। ভূতসূক্ষ্মোপাধৌময়ি তন্মাত্রং ভূতসূক্ষ্মাকারং। তন্মাত্রো-পাসকঃ মম মদীয়মণিমানং ॥১১॥ প্রথম।১।

মহত্তত্ত্বাত্মনিময়িযথাসংস্থংমনোদধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১২॥

স্বামী। জ্ঞানশক্তি প্রধানে মহত্তত্ত্বোপাধৌময়ি যথাসংস্থং মহত্ত-ত্ত্বাকারং। ভূতানাঞ্চেতি আকাশাদিভূতোপাধৌচ ময়ি মনোধারয়ন্ তত্তদ্ভূত মহিমানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥১২॥ দ্বিতীয়।২।

পরমাণুময়েচিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মাত্মতাং যোগীলঘিমান মবাপ্ন-য়াৎ॥১৩॥

স্বামী। বায়্বাদিভূতানাং যেপরমাণবঃ তন্ময়েতদুপাধৌ চিত্তংময়ি রঞ্জয়ন্ যোগী কালসূক্ষ্মাত্মতাং কালপরমাণূপাধিতামিতিলঘুত্ববিবরণং তদুক্তং সকালঃ পরমাণুর্বৈযোভুংক্তে পরমাণুতামিতি। ১৩। তৃতীয়।৩॥

ধারয়ন্ময্যহংতত্ত্বে মনোবৈকারিকেঽখিলং। সর্বেন্দ্রিয়ানা মাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ॥ ১৪॥

স্বামী। বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ ময্যখিলং একাগ্রং আত্মত্বং অধি-ষ্ঠাতৃত্বং অত্রহেতুঃ মন্মনাঃ ময়িমনোধারণাপ্রভাবাদেবং ভবতি নাত্রাতীবহেত্বন্তরমনুসন্ধেয় ইতিভাবঃ। এবং মদ্ধারণানুভাবেন মদ্যোগ বলমা-শ্রিত্য ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যং। ১৪। চতুর্থঃ। ৪।

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রেধারয়েন্ময়ি মানসং।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ১৫॥

স্বামী । ক্রিয়াশক্তি প্রধানং মহত্তত্ত্বমেব সূত্রং তদুপাধৌ ময়ি মে পারমেষ্ঠ্যাং সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ প্রাকাম্যং বিন্দতে কথং ভূতস্য অব্যক্তাজ্জন্ম যস্যতস্য সূত্রস্য তদুপাধের্ম্মে মেত্যর্থঃ ।। ১৫ ।।

অত্র সহস্রনামেচতুর্মূর্ত্তিনামভাষ্যে বিরাট এবং সূত্রং তথা অব্যক্ত মিতি সোপাধিমূর্ত্তি ত্রয়পর্য্যন্ত ধারণায়াঃ ফলং দর্শিতমিতি পঞ্চমঃ ।।৫ ।।

এইপর্য্যন্ত প্রকৃতিসম্বন্ধ অর্থাৎ সোপাধিস্বরূপ নিরূপণং ।

বিষ্ণৌত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কাল বিগ্রহে। সঙ্গীশিত্ব মবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্র চোদনাং ।। ১৬ ।।

স্বামী। ত্র্যধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি অতএব কালবিগ্রহে আকলয়িতৃরূপে অন্তর্যামিণি ঈশিত্বংবিশিনষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তদুপাধীনাঞ্চচোদনাং প্রেরণং নতু বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বলক্ষণ মিত্যর্থঃ ।। ১৬ ।।

অয়মেব প্রকৃত্যন্তর্যামী বিষ্ণুঃ অতএব পররূপঃ ।। অয়মেব ষষ্ঠঃ ৬ ।।

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে। মনোময্যাদধদ্যোগী মদ্ধর্ম্মাবশিতা মিয়াৎ ।। ১৭ ।।

স্বামী তুরীয়যাখ্যে বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ । ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ । ইত্যেবং লক্ষণে । ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যযোশ্চৈবষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা । তদ্বতিভগচ্ছব্দ শব্দিতে ।। ১৭।। অয়মেববশিত্বাদি চিন্মাত্র গুণবিশিষ্ট সপ্তম ।

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ । পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ।। ১৮ ।।

স্বামী। যত্র পরমানন্দরূপে ময়ি সর্ব্বোহপি কামঃ তদংশভুতোহব-সীয়তে, সমাপ্যতে ॥ ১৮ ॥ অষ্টম।

শ্রীগীতোপনিষদি। বলং বলবতাচাহং কামরাগ বিবর্জ্জিতং। ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যঞ্চ। বলমিতি বলং সামর্থ্যং তেজোবলবতামহং তচ্চবলং কামরাগ বিবর্জ্জিতং কামশ্চরাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু, রাগোরঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু, তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদি ধারণমাত্রার্থং বলং সত্ত্বহমস্মি নতু যৎসংসারিণাং তৃষ্ণা রাগকারণং কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধো যঃ ভূতেষু প্রাণিষু কামো যথা দেহধারণ মাত্রাদ্যর্থঃ অশনপানাদি বিষয়ঃ কামোহস্মিহে ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

যে চৈবসাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চযে মত্ত এবেতিতান বিদ্ধিনত্বহং তেষুতে ময়ি ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ। যে চৈবেতি যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্বৃ্তাঃ ভাবাঃ পদার্থাঃ রাজাসাঃ রজোনির্বৃ্তাঃ তামসাস্তমোনির্বৃ্তাশ্চ যে কেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে ভাবাঃ তান্ মত্তএব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি সর্ব্বান্ সমস্তানেব যদ্যপি তে মত্তোজায়ন্তে তথাপি নতু অহং তেষু তদধীনঃ তদ্বশঃ যথা সংসারিণস্তে পুনর্ম্ময়ি মদ্বশাঃ মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

ত্রিভিগুণ ময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরম ব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যং। এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত সত্যস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসার দোষবীজ প্ররোহকারণং মাংনাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ তচ্চ কিংনিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানমুচ্যতে ত্রিভিরিতি ত্রিভিগুর্ণময়ৈ র্ভাবৈ গুর্নবিকারৈঃ রাগদ্বেষমোহাদিবিকারৈঃ পদার্থৈ রেভির্যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগৎ মোহিতং অবিবেকতামাপাদিতং সং নাভি জানাতি মাংএভ্যোযথোক্তেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণঞ্চাব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্ব্বভাববিকার বর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩॥

এতদপি প্রেত্যসূত্রিতং কামাদীরত্রতত্রায়তনা দিভ্যঃ ইত্যারভ্য ভগবৎশঙ্করাচার্য্য পাদেন প্রমাণিতং অথযদিদ মস্মিন্ ব্রহ্মপুরে ইত্যাদি না সূত্রস্যার্থঃ। দর্শিতাষ্টমরূপস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীনন্দবসুদেবসুতস্যাতু বিবেকার্থং। এবং গীতাভাষ্যে এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং সবর্বভূতাত্মানং নির্গুণ মিত্যাদিতে যিনি নির্গুণমেব ব্রহ্মোপসংহরতীতি ইহাতে ঐ উপসংহার শ্রীএকাদশে ভগবদ্বাক্যে অষ্টমধারণাবধারণে নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ীতি এবং গীতাভাষ্যে এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরমিত্যাদৌ যিনি পরমেশ্বর তিনিই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব সুতরাং চৈতন্য মাত্রঘন অতএব নির্গুনমেব ব্রহ্ম।

ছাত্র। শাঙ্করভাষ্য সমূহে এই ব্যবস্থা পরমেশ্বরের নাম পরমাত্মা পরব্রহ্ম ইহা শ্রীঅদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকাতে জ্ঞাত হইয়াছি কিন্তু সংন্যাসিগণের পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থ বর্গেসবর্বত্র যিনি ঐশ্বর্য্যশালী তিনিই সগুণ ইহাও দর্শিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যোপসংহারে। গুণবতস্তু ব্রহ্মণ একত্বাৎ বিভূতি কথনায় গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনাৰেতি দ্রষ্টব্যং।

ইহাই দৃষ্টিকরিয়া পরমেশ্বরকে হেয় বুঝাইয়া নির্গুণব্রহ্ম চৈতন্য মাত্রকেই স্থাপিত করিয়াছেন।

বেদান্ত। ভাল কঠবল্লীতে পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ অন্তিম, যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু মাত্র নাই তত্র শ্রুতিপুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠামাপরা গতিরিত্যত্র পুরুষাৎ চিন্মাত্রঘনাৎ এই চিন্মাত্রঘন শব্দে গীতাভাষ্যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ইহা প্রতি মনোযোগ না করিয়া নির্গুণ চিন্মাত্রকে গ্রহণ করিয়া চৈতন্যমাত্র ঘন নির্গুণ ব্রহ্ম নাম পরমেশ্বরকে অনাদর করা কি সুবুদ্ধির কর্ম্ম।

ছাত্র। ভাল বিভূতি কথনায় গুণোপসংহারঃ সূত্রিতঃ নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্য মিতি ইহার কিগতি হইবেক।

বেদান্ত। বিভুচৈতন্যগুণক নির্গুণ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য কহিতে বশিত্বাদিগুণ সূত্রিত করেন। কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য গুণ-ভক্তের প্রার্থনীয় নহে। ইহাও দর্শিত অষ্টবিধ ধারণা নিরূপণাধ্যায়ে অষ্টাদশ প্রকারসিদ্ধিগণ নিরূপণ করিয়া অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধিকে পরমেশ্বরের স্বাভাবিক স্বরূপগুণগণমধ্যে ঐশ্বর্য্যগুণগণের নাম অষ্টবিধসিদ্ধি ইহাই নিরূপিত আছে।

ছাত্র। চিদ্গুণ বিশিষ্ট ভগবান্, কিন্তু সংন্যাসিগণ ইহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলেন নাই ঐ নারায়ণকে সাত্ত্বিকরূপ বলিয়া নিরবয়বনাম চিন্মাত্রই নির্গুণব্রহ্ম সুতরাং তদুপাসনা স্থাপন করিয়াছেন।

বেদান্ত। ভাল সচ্চিদানন্দ রস নির্গুণ ব্রহ্ম বটেন কিনা।

ছাত্র। সর্ব্বত্রই আছে সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি এবং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি। সুতরাং সচ্চিদানন্দ রসকেই নির্গুণ ব্রহ্ম কহিয়াছেন ইহা কদাচ অন্যথা নহে। ঐ সচ্চি-

দানন্দ বস্তুকে কোন শ্রুতিতে সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ কোন শ্রুতিতে চিদেকরস কহিয়াছেন কোন শ্রুতিতে আনন্দাদ্ধ্যেব খাল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি সুতরাং সচ্চিদানন্দবস্তু অপ্রাকৃত অতএব নির্গুণ শব্দবাচ্য।

বেদান্ত। ভাল দর্শিত গীতাভাষ্যে পরমেশ্বর নাম নির্গুণ সর্ব্বভূতাত্মা যদি উক্ত পরমেশ্বর নির্গুণশব্দবাচ্য হইলেন সুতরাং তাঁহারপারমৈশ্বর্য্যগুণগণকেও ভাষ্যকার নির্গুণ কহিয়াছেন তদযথা অথ য ইহাত্মান মনুবিদ্য ব্রজন্তে তাংশ্চ-সত্যান্ কামানিত্যাত্মবৎ শ্রবণাদিতি আত্মবৎ চিন্মাত্র।

ছাত্র। ভাল গুণবতস্তু ব্রহ্মণ একত্বাৎ ইহার কি অর্থ হইবে।

বেদান্ত। ওই ভাষ্যের অভিপ্রায় না বুঝিয়া সংন্যাসিগণের সর্ব্ব ধর্ম্ম নাশ হইয়াছে। ঐ সত্যকামাদি গুণগণস্বরূপ ভুক্ত নিশ্চিত করিয়া ঐ গুণবতো ব্রহ্মণঃ শব্দ দ্বারা ঐ গীতাভাষ্যোক্ত পরমেশ্বরকে লক্ষ করিয়া তস্য হি অতুল্যত্ব বুঝাইতে একত্বা-দিতি শব্দ দ্বারা দর্শিত একাদশস্কন্ধোক্ত অষ্টম ধারণার বিষয় রূপ নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ীতি স্বয়ং শ্রীনন্দবসুদেব পুত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন এবং সহস্র নামগণায় অতুল নাম ভাষ্যে তুলোপমানং ন বিদ্যতেঽস্যেতি অতুলঃ। ন তস্য প্রতিমাহ্যস্তি যস্য নাম মহদ্যশ ইতি শ্রুতেঃ এই মহদ্যশঃ শব্দে ব্রজবাসিগণেয় সহিত সমুদায় লীলাগণকেও নির্গুণ ব্রহ্মেতি বুঝ,ইলেন। যেমন শ্রীগীতাভাষ্যোক্ত পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য গুণগণও নির্গুণ ব্রহ্ম॥

ছাত্র। ভগবদ্ভাষ্যকারের অত্যন্ত গঢ়াভিপ্রায় ইহার জ্ঞাতা এই কলিযুগ মধ্যে কেবল মহাশয়কেই প্রাপ্ত হইলাম। গুণবতস্তু

ব্রহ্মণ একত্বাৎ এই ভাষ্যের গূঢ়ার্থ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। উহারি পরেই লিখিয়াছেন গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্য মিতি ভাষ্যের সদর্থ উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন॥

বেদান্ত। ইহাও দর্শিত অষ্টবিধধারণাকথনাধ্যায়ে ব্যক্ত আছে বিভূতি কথনায়েতি শব্দে নির্গুণ ব্রহ্ম নাম পরমেশ্বরের স্বাভাবিক, অনিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্য তৎ কথনার্থ সত্যকামাদি গুণগণকে সূত্রিত করিয়াছেন নোপাসনায়েতি উপাসক ঐ অপ্রতিম মহদ্‌যশ নাম নির্গুণব্রহ্মের শুদ্ধ শ্রবণাদিভক্তিপরায়ণ পরমভাগবতেয় উপাসনার নিমিত্তে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যগুণগণ, উপাস্য নহে অর্থাৎ ঐ ঐশ্বর্য্য গুণ প্রাপ্তির নিমিত্তে যদি উপাসনা করে তবে ঐ ঐশ্বর্য্য গুণের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু অহৈতুকী শুদ্ধভক্তিরহানি হয় ইহাও ঐ অষ্টাদশ বিধধারণাধ্যায় শেষে লিখিত আছে তদ্যথা একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়ামুনেঃ। সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতাঃ উপতিষ্ঠন্ত্য শেষতঃ॥ ৩২॥

স্বামীচ। উপসংহরতি উপাসকস্যেতি এবং পৃথগধারণাদিভিঃ॥৩২॥

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনোমুনেঃ মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কাসাসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা। ৩৩।

স্বামী। যদ্বা কিং নানাধারণাপ্রয়াসেন একয়ৈব সর্ব্বাঃ সিদ্ধয়োভবন্তীত্যাহ জিতেন্দ্রিয়স্যেতি মদ্ধারণাং নারায়নে তুরীয়াখ্যে ইত্যত্রোক্তাং যাসুদুর্লভাস্যাৎ সা কাচিদিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমং ময়া সম্পাদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ। ৩৪।

স্বামী। উত্তমং যোগং পরাভক্তিং কুর্ব্বতোময়ি পরমানন্দরূপেতস্য মদ্ভক্তস্যাকাপিসিদ্ধির্নদুর্লভা। তথাপি ন প্রার্থ্যাইত্যাহ অন্তরায়ানিতি শুদ্ধভক্তের্ব্বিঘ্নকরানিত্যর্থঃ। ৩৪।

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ। যোগেনাপ্নোতিতাঃ সর্ব্বাঃ নান্যৈ র্যোগগতিং ব্রজেৎ। ৩৫।

তস্মাদহৈতুকীং মেযত্নবতা ধারণাকার্য্যা নান্যাঃ ইত্যাহ জন্মেতি জন্মনৈব কাশ্চিৎ সিদ্ধয়ো ভবন্তি যথাদেবানাং যথাচ যাদসা মুদকস্তম্ভাদি পক্ষ্যাদীনাং খেচরত্বাদি তদুক্তং পাতঞ্জলে জন্মৌষধি তপোমন্ত্রযোগজাঃ সিদ্ধয়ঃ যোগেম দ্ধারণামিমিত্তেন যোগগতিং সালোক্যাদিরূপাং।। ৩৫।

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃপতিরহং প্রভুঃ। অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাং। ৩৬।

স্বামী। কুত ইত্যত সর্ব্বাসামিত্যর্দ্ধেন প্রভুত্বাপপাদনং হেতুঃ কারণং পতিঃ পালয়িতাচেতি কিঞ্চ নকেবলং সিদ্ধীনামেব প্রভুঃ অপিতু মোক্ষাদীনামপীত্যাহ অহমিতি যোগ্যস্য মোক্ষস্য সাংখ্যস্য তৎসাধনস্য জ্ঞানস্য ধর্ম্মস্য তদুপদেষ্টৄণাং ব্রহ্মবাদিনাঞ্চ।। ৩৬।।

অহমাত্মান্তরো বাহ্যো নাবৃতঃসর্বদেহিনাং যথাভুতানি ভুতেষু বহিরন্তঃস্বয়ং তথা।

ইতি শ্রীভাগবতেমহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

স্বামী। কুতস্তত্রাহঅহমিতি সর্ব্বদেহিনাং জীবাত্মনামাত্মা আত্মাংশঃ পরমাত্মনইতি স্মৃতঃ যতোহন্তরঃ অন্তর্যামী এবোহবর্যামৃতইতি শ্রুতেঃ তর্হিকিমন্তর্বর্ত্তিত্বাৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন বাহ্যশ্চ ব্যাপক ইত্যর্থঃ তত্রাপি নাবৃতঃ নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধসত্যস্বভাবঃ ত্রিগুণমায়াসম্বন্ধগন্ধশূন্যঃ। এতৎ দৃষ্টান্ত মাহ ভূতেষু চতুর্বিধেষু মহাভূতানি যথা বহিরন্তশ্চ ভবন্তি স্বয়মহমপি-তথেত্যর্থঃ ইত্যোকাদশে পঞ্চদশঃ।

ছাত্র। মহাশয় যে শাঙ্করভাষ্যের অতিগূঢ় সঙ্গতি দর্শাইলেন ইহাতে বোধ হয় ইহজন্মে কিম্বা পূর্ব্বজন্মে সাক্ষাৎসর্ব্বজ্ঞপাদভাষ্যকারের শ্রীচরণারবিন্দ মকরন্দরসাস্বাদন করিয়াছেন, ইহাব্যতিরেকে তৎকৃতভাষ্যের অতি গূঢ়াভিপ্রায়, অন্যকোন ব্যক্তি মুখে শ্রবণ হইয়া জ্ঞাত হওয়া সম্ভবনহে। কেন না এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কুত্রাপি শুনি নাই।

বেদান্ত। তচ্চরণ প্রসাদব্যতিরেকে তৎকৃত ভাষ্যের অতি সূক্ষ্মসিদ্ধান্ত জ্ঞান হওয়া সুদুষ্করবটে। এই জগন্মধ্যে অনেক প্রকার জীবের বুদ্ধি হইয়াছে কিন্তু বেদশাস্ত্র নিষ্ঠবুদ্ধি একা প্রাণিরো নাই কেবল বঞ্চনা করিয়া কোমল শ্রদ্ধাবদ্ ব্যক্তির চিত্ত দোলিত করিয়া অবৈদিকমতে প্রবেশ করাইতেছে।

ছাত্র। আমি আপনকার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইলাম কঠবল্লীর যে কিঞ্চিৎ অস্ফুট ছিল তাহা শ্রীভাগবতের ধারণাবিষয় অষ্টবিধ আত্মার বিবৃত্তি দর্শাইলেন ইহারি মধ্যে যে পঞ্চবিধ ধারণার বিষয় রূপ অর্থাৎ বিরাট হিরণ্য গর্ভশ্চকারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। এইত্রিবিধসোপাধি রূপ লইয়া সকল দর্শন সূত্রকর্ত্তাদিগের আগ্রহ কিন্তু ভাষ্যে প্রতিষেধ তত্র বৈশেষিকাদিরা বলে যে দ্রব্য গুণক্রিয়া রূপইবস্তু ইহাতে ঐ দার্শবিক প্রপঞ্চ মাত্রকেইবস্তু মানে তদ্ভিন্ন চিদ্বস্তু রূপ আত্মাকেমানেন না

অতএব অবৈদিক। ইহাদিগের সকল হইতে শ্রেষ্ঠ অগ্নিবংশ্য কপিল সাংখ্য নাম দর্শনের সূত্র কর্ত্তা তিনিও অবৈদিক যদ্যপি প্রকৃতি সাম্য মিশ্রিত সপ্রকৃতিক ঈশ্বরের নাম কারণোপাধি ইহার ধারণায় অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় অতএব বৈদিক। সুমায়ি নাম চিন্মাত্রঘন পরাকাষ্ঠ পুরুষকে মানেন না অতএব শাঙ্করভাষ্যে ইহাকে প্রতীকোপাসক বলিয়াছেন অগ্নিবংশ্য কপিল কেবল প্রকৃতি মাত্র কারণ বাদী সুতরাং নিরীশ্বর কেন না বিষযুক্ত অন্নকে বিষ কহিতে হয় এই রূপ সপ্রকৃতিক ঈশ্বর; ইহাতে ঐ কপিল অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষ গ্রহণ করিয়াছেন যেহেতুক কেবল প্রকৃতি মাত্র কারণ মানেন অতএব শঙ্কর ভগবান ঐ কপিলকে অবৈদিক কহিয়াছেন।

তত্রাপি। পশুপতি নাম ঐ সপ্রকৃতিক ঈশ্বর ইহার উপাসক পাশুপতগণ ইহারা বিসক্ত অন্ন গ্রাহিরন্যায়। ইহাহইতে মহত্তর পরমাত্মা নাম ঈশ্বর প্রকৃতির অন্তর্যামী। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগী যোগধারণায় স্বহৃদয়ে এক রূপ চতুর্ভুজ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ধ্যান করিয়া সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধগণ মধ্যে আছেন ইনিও বৈদিক বটেন তাঁহার স্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিশেষ সম্পন্ন কারিণী মূর্ত্তিমতী স্বরূপশক্তিকে ধ্যান করেন না অতএব শঙ্করাচার্য্য পাদ স্বকৃতভাষ্যে লেখেন দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং চৈতন্য মাত্রঘন মিত্যাদি।

সংন্যাসিগণ নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রমানেন ভগবৎ শাঙ্করভাষ্য স্থঘনশব্দের তাৎপর্য্য মানে না অতএব স্বরূপশক্তি বিহীন স্বরূপমাত্রকে মানেন।

বেদান্ত। সত্য বটে ইহারাও পূর্ব্বোক্ত কপিল সদৃশ নিরীশ্বর কেন না ভগবৎ শাঙ্করভাষ্যে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্ম ইনি চৈতন্যমাত্রঘন।

ছাত্র। ভাল নির্গুণব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র সংন্যাসিগণের সংপ্রতি পত্তি ইহাই সর্ব্বত্র শ্রুত হইয়াছি। এবং রাড়দেশে গৌরাঙ্গীয় পণ্ডিত স্থানে শ্রীভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে মামুদ পুরনিবাসী পাচু অধিকারী নাম একব্যক্তি পণ্ডিত ছিলেন তিনি কহিতেন পৌরাণিকরা ঈশ্বরগণের উপাসনা করিয়া থাকেন শাঙ্করভাষ্য মতে নির্গুণ ব্রহ্ম তিনি শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র।

বেদান্ত। সত্য বটে আমিও জ্ঞাত আছি তাঁহারা শাঙ্করভাষ্য কিমাকার ইহা কদাচ দর্শন করেন নাই অন্ধপরম্পরান্যায়ে পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থ দৃষ্ট করিয়া কাশীবাসী সংন্যাসিগণের স্বকপোলকল্পিত কুৎসিতমতস্থ ছিলেন গৌরাঙ্গীয় মতকর্ত্তা রূপসনাতন ইহাদিগের কৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রতি মনোযোগ করেন নাই। কিন্তু পরমার্থ সত্য বস্তু প্রদর্শক কেবল বেদান্তশাস্ত্র তত্রাপি সংন্যাসিগণ, শুদ্ধচিন্মাত্র ব্রহ্মস্থাপনার্থ বিবর্ত্তবাদ উত্থাপিত করেন যাহাতে জগৎকে মিথ্যা বলেন অর্থাৎ ইন্দ্রজালবৎ একথা কোন শাস্ত্রসিদ্ধ নহে কেন না, কঠবল্লীতে শ্রীবাসুদেবাখ্য পরাকাষ্ঠাপন্ন পুরুষকে বুঝাইতে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চপরং মনঃ ইত্যাদি অব্যক্তাখ্য সোপাধি রূপপর্য্যন্ত পঞ্চমধারণার বিষয়রূপ ইহারি অবান্তর চতুর্বিধ ধারণার বিষয় রূপ পৃথক পৃথক ইহাই শাঙ্করভাষ্য সম্মত এই পঞ্চবিধ রূপকে ত্রিবিধ রূপে বর্ণন করিয়াছেন তদ্যথা বিরাট হিরণ্য

গর্ভশ্চ কারণক্ষেত্র্যুপাধয় ইত্যাদি তত্র বিরাট বিগ্রহে কিঞ্চিৎ প্রত্যগভুত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ ইহাদিগকেও ধারণার বিষয় রূপ নিরূপিত করিয়াছেন তৎফল, সিদ্ধি ইহাও দর্শিত একাদশ-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ কঠবলী বৃত্তির উপত্তি দর্শাইয়াছেন এই সকল বেদান্ত সিদ্ধান্তকেতুচ্ছ করিয়া সংন্যাসিগণ বিবর্ত্ত বাদ নাম মিথ্যা বিবাদ গ্রন্থরচনা করিয়া কলিকালজ জীবগণের সর্ব্বধর্ম্মপ্রণাশ করিয়াছেন। কেন না পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি তত্রাপি ত্রিগুণ মায়া শক্তি কার্য্য অখিল ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু সগুণ সত্তাবান্ এই সত্তাবদ্বস্তুকে অলীক বলা কি বেদান্ত সম্মত অপিতু কদাচ নহে শাস্ত্রে কহিয়াছেন ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং সত্যং জীবোপি সর্ব্বদেত্যাদি স্মৃতেঃ।

ছাত্র। এই অতি তামসকালে মহাশয় অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত যাথার্থ্য পরমার্থ সত্য বস্তু বিভু চৈতন্য গুণক, নিগুর্ণ ব্রহ্ম উপদেশ করিয়া আমাকে কৃত কৃতার্থ করিলেন। কিন্তু চিন্মাত্র বাদি সংন্যাসিগণকে, আপনি নিরীশ্বর কপিল সদৃশ কহিলেন ইহারহেতু কি।

বেদান্ত পূর্ব্ব কহিয়াছি অগ্নিবংশ্য কপিল, বিশ্বের উপাদান কারণ প্রধানাখ্য, এই দোষগৃহীতগুণাপ্রকৃতিকেই মানিয়াছেন তদযুক্ত সোপাধি ঈশরকে মানেন নাই অতএব অবৈদিক। এবং শাঙ্করভাষ্য মতে চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্র পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম এই পরিপুর্ণ শক্তিই চিচ্ছক্তি ইহাকে না মানিয়া স্বরূপমাত্র মানেন সুতরাং অবৈদিক যিনি নিগুর্ণব্রহ্ম শাঙ্কর-ভাষ্যমতে তিনীই নির্গুণ পরমেশ্বর নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধ সত্য স্বভাব সংন্যাসিগণপরমেশ্বরকেও গুণগুণিভাবাপন্ন বলিয়া

অবজ্ঞা করেণ অর্থাৎ নির্গুণ পরমেশ্বরের স্বরূপ ভূত অনন্ত কল্যাণ গুণগণকে মানেন না সুতরাং নিরীশ্বর। গৌরাঙ্গীয় পণ্ডিত মধ্যে কোন ব্যক্তির পঞ্চদশী গ্রন্থদর্শনে মত ভ্রষ্ট হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ছাত্র। শ্রুতি কহিতেছেন সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি। ইহাতে বিজ্ঞানমাত্র এবং আনন্দমাত্র ব্রহ্ম শব্দ আছে ইহাতে স্বরূপশক্তি প্রসঙ্গও নাই।

বেদান্ত। পূর্ব্বশাঙ্করভাষ্য দর্শইয়াছি সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তে-শ্চেতি সূত্রভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তদব্রহ্মে-তি এই দুই স্থানে ব্রহ্মশব্দে মহামায়, অদ্বিতীয়, রাজায়ং গছতি প্রয়োগে রাজার সকল পার্ষদগণের সহিত গমন মানিতে হয়। সেই রূপ বিজ্ঞানমানন্দং এই শব্দে সকল শক্তিবর্গের সহিত থাকা মানিতে হয় ইহা শাঙ্করভাষ্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়া সাংখ্যাদি দুষ্ট দার্শনিকগণের অবৈদিক বিষয়াদকে প্রকৃষ্টরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

ছাত্র। ভাল বিজ্ঞানমাত্রশব্দে বিজ্ঞানঘনশব্দদ্বারা মূর্ত্তি-মতী স্বরূপশক্তিবৃত্তিভেদগণের সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীন-ন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দাষ্টকে লিখিয়াছেন ইহা শ্রীভাগবত মধ্যে কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেদান্ত। শ্রীভাগবত সমুদায় পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম নাম ভগবানেরস্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্যসমূহ পুরিত মাত্র তত্রাপি শ্রীদশমস্কন্ধ কেবল মহামায়া নামস্বমায়াতদবৃত্তিভেদ মূর্ত্তিমদ্ গো গোপ গোপীগণের সহ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য সমূহ।

ছাত্র। বিজ্ঞান ঘনশব্দে ঐ লীলা বিশিষ্ট নির্গুণব্রহ্ম

ইহা কোন স্থানে বর্ণিত আছে ইহা দর্শাইয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

বেদান্ত শ্রীদশমে সপ্তত্রিংশাধ্যায়ে প্রাতঃকালে কেশিদৈত্যবধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন ইত্যবকাশে শ্রীনারদমুনি আগত হইয়া হবে যে মথুরায় কংশ বধাদি লীলা দ্বারকালীলায় রুক্মিন্যাদির বিবাহ তদন্তঃপাতি পাণ্ডব জয়োপলক্ষে দুষ্টদমন শিষ্টপালন লক্ষণ ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি বর্ণন করত ঐ সকল লীলা স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য সমূহ বুঝাইয়া শ্রী কৃষ্ণ, সন্নিধানে তত্তল্লীলাগণের স্বরূপ ভূতত্ব কথন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেছেন পদ্যদ্বয় পাঠকরত যথা ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্ত সর্ব্বার্থ মমোঘবাঞ্ছিতং। স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্ত মায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥২০॥ ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষ বিশেষ কল্পনং ক্রীড়ার্থমভ্যাত্তমনুষ্য বিগ্রহং নতোঽস্মি ধূর্য্যং যদুবৃষ্ণি সাত্বতাং ॥২১॥

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনমিতি বিশুদ্ধং দোষ গৃহীত গুণা অবিদ্যা মায়া তৎসম্বন্ধ গন্ধশূন্যং নির্গুণ মিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং চৈতন্যমাত্রং তদ্ঘনমিতি চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রং পরিপূর্ণশক্তিকমিত্যর্থঃ এতদভিপ্রেত্য সন্দর্ভে তদেকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন বিরাজতীতি। সুতরাং স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপং স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্যৈরভূতমিত্যর্থঃ। এতদেববিবৃণোতি টীকাকায়াং। টীকাচ। এবং বিজ্ঞাপ্য কৃতাভিনন্দনং ভগবন্তং নমস্যতি

দ্বয়েন বিশুদ্ধবিজ্ঞান ঘনমিতি কেবলং জ্ঞানৈকমূর্ত্তিং অতএব স্বসংস্থয়া স্বরূপ সম্যক্‌স্থিত্যৈব পরমানন্দ রূপয়া সম্যক্ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে অর্থাযেনতং আপ্তকামত্তোক্ত্বা সত্য সংকল্পতা মাহ অমোঘবাঞ্ছিতমিতি। নন্বু বাঞ্ছাচে দস্তি তর্হিন্ন্নির্বিবারা সংসৃতি রতআহ স্বতেজসৈতিচিচ্ছক্ত্যা নিত্য নিবৃত্তা মায়াকার্য্যরূপা গুণপ্রবাহা যস্মাৎ তং অতোভগবন্তং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যং ঈমহি শরণং ব্রজেমেতি ॥ ২০ ॥ এবম্বিধোহন্যঃ কোপিনাস্তীত্যাহত্বামিতি ঈশ্বরং নিরুপাধিক মৈশ্বর্য্যং যস্যেতি ভাষ্যকারঃ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরমিতি এষ সর্ব্বেশ্বরইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরাণামীশ্বরঃ সর্ব্বেশ্বর ইতি ভাষ্যকার ব্যাখ্যাচ। সুতরাং স্বাশ্রয়মিতি অনিলয়ন ইতি শ্রুতেঃ হরিনিবাস আত্মনিশ্রুত্যন্তরাচ্চ কিঞ্চ আত্মমায়য়া স্বাধীনয়া সৃষ্টি কৃচ্ছক্ত্যা অশেষঃ অনন্তং বিশেষ, ব্রহ্মাণ্ডরূপা কল্পনা যেনতং তত্রাপি ক্রীড়ালীলৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্যতং যদ্বাক্রীড়া স্বাভাবিকী লীলা স্বরূপ-শক্তিব্যাপারকার্য্যান্বিতা তদনুগামিনী কাদাচিৎকী ধর্ম্ম সংস্থাপনী ক্রীড়া তদর্থং অভ্যাত্তঃ গৃহীত আনীতঃ প্রপঞ্চলোকে মনুষ্য বিগ্রহো যেনতং। সতুবিগ্রহঃ সপরিকর ইত্যাহ নতোহস্মি ধূর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতামিতি-স্পষ্টং ॥ ২১ ॥

ছাত্র। মহাশয় যে দশমস্কন্ধে বিশুদ্ধজ্ঞানশব্দের অভি-সন্ধি দর্শাইলেন ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক বিবাদের উত্থান শক্তি নাই তথাচ সংন্যাসিগণ পূর্ব্বদর্শিত ভাষ্যস্থ অযন্ত্র বিদ্যাতে বিশেষঃ সগুণাহি ব্রহ্ম বিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে ইতি। এই ভাষ্য লইয়া বিবাদ উত্থাপিত করেন বলেন ঐ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন শব্দ দ্বারা শরীর বিশিষ্ট নন্দ পুত্রের স্তুতি করিয়াছেন কিন্তু তাৎপর্য্য বিশুদ্ধবিজ্ঞানমাত্র, ঘনশব্দ পাদ পূরণে ব্রহ্মের শক্তি একমায়া নাম তবে যে চিচ্ছক্তি স্বরূপ মাত্র শাঙ্করভাষ্যস্থ ব্যবস্থা তাহাতে ঐ চিচ্ছক্তি শব্দে জীবের স্বরূপকে লক্ষ করিয়া নির্গুণব্রহ্ম নিরবয়বই ব্যবস্থা বস্তু সকল

সগুণ, কেন না ভূমি জল আর তেজঃ এই মহাভূত ত্রয়ের দৃশ্যত্ব আছে তদ্ভিন্ন বায়ু আর আকাশের দৃশ্যত্ব নাই অতএব বপুমাত্রই প্রাকৃত।

বেদান্ত। তবে সংন্যাসিগণ শাঙ্করভাষ্য গ্রহণ না করিয়া স্ববুদ্ধি কল্পিত মত সংস্থাপণ করিয়াছেন। তাঁহারাই নাস্তিক কেন না শঙ্করাচার্য্য কৃতভাষ্যে যে বপুকে নির্গুণ ব্রহ্ম নিশ্চয় করিয়াচেন সংন্যাসিগণ, সেইশরীরকেপ্রাকৃতগুণময় বলিয়া নিন্দা করেন অতএব তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থগণ অগ্রাহ্য।

ছাত্র। সেই সকল পুস্তক সংস্কৃত শব্দ ময় তাঁহারাও শব্দশাস্ত্রেব্যুৎপন্ন ছিলেন অতএব প্রায় সকল দেশে সেই সকল মত প্রকাশ হইয়া তাপন্যুক্ত ভগবদুপাসনা কে সগুণোপাসনা বলিয়া অনাদর করিয়াছে।

বেদান্ত। তাহারা অতিমূঢ় কখন তাপনী শ্রুতির শাঙ্করী বৃত্তি দেখেনাই অতএব শ্রীনৃসিংহ তাপনী যথা ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরি বিগ্রহ মিতি। অত্র শাঙ্করী বৃত্তিশ্চ নৃসিংহ শরীরং নিত্য মিতি।

এইরূপ শ্রীগোপাল তাপনীর বৃত্তি আছে এবং শ্রীরামতাপনী পূর্ব্বদর্শাইয়াছি। চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণাবিত্যাদি।

ছাত্র। সংন্যাসিগণ শ্রীভাগতোক্ত নন্দপুত্রের বাল্যাদি লীলা দর্শন করিয়া যৌবনে প্রাকৃতকামাধীন মানেন যাহাতে আছে গোপরমণীগণ সহ রাসাদিলীলা।

বেদান্ত। অপ্রতিম নাম চৈতন্য গাত্রঘন বিগ্রহের মহদ্যশ নাম মহালীলা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ব্যাপার কার্য্য সমূহকে অবিদ্যা পর্ব্বরূপ কামাদি বিহারমাত্র কেবল অজ্ঞতা মাত্র।

পরমহংস সীম শ্রীশুক তৎ লীলা সংকীর্ত্তন করিতেছেন অতএব মার্কণ্ডের মহামুনি ত্রয়োদশপদ্যরূপ সমুদায় বেদান্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়াছেন সগুণং নির্গুণং শান্তং মায়াতীতং সুমায়িন মিতি। এবং তৎ সহস্র নাম গণনায়াং একপদো দশ নাম দ্বারা যাবতীয় মূঢ়দিগের দশমস্কন্ধীয় লীলা প্রতি যে কটাক্ষ আছে তাহাকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাদ, খণ্ডন করিয়াছেন অতএব শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বনি উত্তমানুশাসনে শ্রীবেদ-ব্যাস, সর্ব্বজ্ঞভীষ্মমুখাবির্ভূত সহস্র নাম লক্ষণ বেদান্ত সূত্রসার রূপ এক শ্লোককে নাম দশ রূপ দশ সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন যথা।

কামদেবঃ ৬৫১ কামপালঃ ৬৫২ কামী ৬৫৩ কান্তঃ ৬৫৪ কৃতাগমঃ ৬৫৫ অনির্দ্দেশ্যবপুঃ ৬৫৬ বিষ্ণুঃ ৬৫৭ বীরো ৬৫৮ হনন্তো ৬৫৯ ধনঞ্জয়ঃ ৬৬০ ॥৮৩॥

ভগবৎশঙ্করাচার্য্য কৃতভাষ্যং৮। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ং বাঞ্ছদ্ভিঃ কাম্যত ইতি কামঃ কামশ্চাসো দেবশ্চেতি কামদেবঃ। ৬৫১। কামিনাং কামান্ পালয়তীতি কামপালঃ। ৬৫২। পূর্ণকাম স্বভাবত্বাৎ কামী। ৬৫৩। অভিরূপতমং দেহং বহন্ কান্তঃ দ্বিপরার্দ্ধান্তে কস্য ব্রহ্মণো হন্তো বন্ধা-দিতিবা কান্তঃ। ৬৫৪। কৃত আগমঃ শ্রুতি স্মৃত্যাদি লক্ষণো যেন স কৃতা-গমঃ বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎ সর্ব্বং জনার্দ্দনাদিতি বক্ষ্যতিহি শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যাভ্যামেতৎ প্রবর্ত্ততে অ জ্ঞাভঙ্গী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোপি নবৈষ্ণব ইতি ভগবদ্বচনাৎ। ৬৫৫। ইদন্তদাদৃ.গ.বতি নির্দ্দেষ্টুং যন্নশক্যতে গুণাদ্যতীতত্বাৎ রূপমস্যেতি অনির্দ্দেশ্যবপুঃ। ৬৫৬। রোদসীব্যাপ্য কান্তি রূপাধিকা স্থিতাহ সোতি বিষ্ণুঃ ব্যাপ্তমে রোদসী পার্থ কান্তিরভ্যধি কা-স্থিতা। ক্রমণাদ্বাপ্যহংপার্থ বিষ্ণু রিত্যভিসংজ্ঞিত। ইতি মহাভারতে

।৩৫৭। গত্যাদিমত্ত্বাৎবীরঃ বীগতি প্রজনকান্ত্যশনখাদনেম্বিতি ধাতু-পাঠাৎ। ৩৫৮। দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চাপরিচ্ছেদোহনন্তঃ সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগচারণাঃ নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোহয়মব্যয়ঃ ইতি। বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ। ৩৫৯। যদ্দিগ্বিজয়ে প্রভূতং ধনমজয়ৎ তেন ধনঞ্জয়ঃ অর্জুনঃ পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয় ইতি ভগবদ্বচনাৎ। ৩৬০। ইতি ভাষ্যং। ৮৩।

দর্শিত দশনাম ভাষ্যেপঞ্চদশীকারা দিসংন্যাসিগণের গ্রন্থ-গণ, শাঙ্কর ভাষ্যের বিরুদ্ধ। সঙ্করাচার্য্যপাদব্যবস্থাপিত সগুণ আর নির্গুণব্রহ্ম শ্রীতাপন্যুক্ত ভগবান্ পরিপূর্ণশক্তিক পূর্ণব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃগিতিচ। ইহাতে শ্রী কৃষ্ণশরীর নির্গুণব্রহ্ম ইহাই ব্যবস্থিত হইল গুণাদ্যতীতত্বাৎ। পূর্ব্বদর্শিত দশ শংখ্য নাম ভাষ্যে যে সকল ব্যবস্থা রূপ ভাষ্য দর্শাইলেন ইহাতে যাবদীয় বহির্মুখগণের কুতর্কনিষ্ঠবাক্য অর্থাৎ শুকশাস্ত্রোদিত ব্রজবিলাসগণ এ সকলিই স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যসমূহ তত্রহি অদ্ভুতনামভাষ্যে আচার্য্যপাদ যে শ্রুতিদ্বয় উত্থাপিত করিয়াছেন তথা শ্রবণায়াপি বহুভির্যো-নলভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবোযং নবিদ্যুরিত্যাদি। ইহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্র সমুহ শ্রবণ করিয়া ও যে আত্মশব্দবাচ্য গুণাদ্যতীত অনন্তকল্যাণগুণবিশিষ্ট অনন্তনাম ঐ নন্দসুত তল্লীলা মহদ্গুণগণকে জানিতে পারে না সুতরাং সংন্যাসি-গণ, সর্ব্বজ্ঞপাদকৃত ভাষ্যের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া মহামায় নাম সুমায়া বৃত্তিভেদ মুর্ত্তিমতী গোপীগণ সহ ঔপপত্য লীলাদিতে। সাধারণজীবে আছে অবিদ্যামায়ার একপর্ব্ব উদ্ভব কাম যাহাতে পরস্ত্রীগমন করিয়া মহাপাপিগণ, যমসদনে নরক প্রাপ্ত হয়। সুমায়া সহ ভগবানের পরমানন্দ রস পরমশুদ্ধ প্রেম

কর্ণ স্বরূপভূত স্বকন্দর্পবিলাস শ্রীশুকসনকাদি পরমহংসগণের সংকীর্ত্তনীয় সেই লীলাবিলাসকে সামান্য পরদার গমন মানিয়াছে ইহারা অতিমূর্খ পামর বেদান্তশাস্ত্রের কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু বাস্কলিনাম মুনি পুত্র বাহ্বনাম ঋষি স্থানে পরমার্থসত্যবস্তু জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করেন ঐ মহর্ষি সর্ব্বজ্ঞ ঐ ব্রজলীলাকেই পরমার্থ সত্য সার জানিয়া অবচন হন। কেন না ঐ স্বমায়াবিলাস রসানাংরসতম ইহা স্পষ্ট করিলে ঐ মুনি বালক বুঝিবেক না আর অন্য উপদেশ করাও উচিত নহে সুতরাং অবচন হন।

ছাত্র। কিন্তু ঐ স্বমায়া বিলাসস্বরূপানন্দরস ইহাকে বেদান্তে কোথায় সূত্রিত করিয়াছেন।

বেদান্ত। প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে সূত্রং। যথা।

আনন্দময়োভ্যাসাৎ॥ ১২॥

তৈত্তিরীয়কেহন্নময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ং চানুক্রম্যাম্নায়তে তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোন্তর আত্মা আনন্দময় ইতি তত্রসংশয় কিমিহানন্দময়শব্দেন পরমেবব্রহ্মোচ্যতেযৎ প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি কিম্বান্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণোহর্থান্তরমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তং ব্রহ্ম ণোর্থান্তরমমুখ্য আত্মা নন্দময়ঃস্যাৎ কস্মাৎ অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতি তত্বাৎ। অথাপিস্যাৎ সর্ব্বান্তরত্বাদানন্দময়োমুখ্য এবাত্মেতি নস্যাৎ প্রিয়াদ্যবয়বযোগাচ্ছারীরত্ব [illegible]ণাচ্চ। মুখ্যঃশ্চদাত্মাস্যাৎ ন প্রিয়াদিস স্পর্শঃস্যাৎ ইহতুতস্যপ্রিয়মেবশির ইত্যাদি শ্রূয়তে। শারী [illegible] শ্রূয়তে তস্যৈষএবশারীরস্য আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। তস্যপূর্ব্বস্যবিজ্ঞানময়স্যৈষ এ বশারীরস্য আত্মাযএব আনন্দময়ইত্যর্থঃ। নচসশরীরস্যসতঃপ্রিয়াপ্রিয়সং স্পর্শোবারয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎসংসার্য্যেবানন্দময় আত্মেত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে। আনন্দময়োভ্যাসাৎ। পরএবতু। আনন্দময় আত্মাভবিতুমর্হতি কুত অভ্যাসাৎ পরস্মিন্নেবহ্যাত্মন্যানন্দ শব্দোবহু কৃত্বোহভ্যস্যতে আনন্দমা

প্রস্তুত্য রসোবৈসইতিতস্যৈবরসত্বমুক্তোচ্যতে রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎকঃপ্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দোনস্যাৎএষহি এবানন্দয়াতি। সৈষানন্দস্যমীমাংসাভবতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন। আনন্দব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতিচ। শ্রুত্যন্তরেচবিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতিব্রহ্মণ্যেবানন্দশব্দোদৃষ্টঃ। এবমানন্দশব্দস্যবহুকৃত্বোব্রহ্মণ্যভ্যাসাদানন্দময় আত্মাব্রহ্মেতি গম্যতে যত্তূক্তং অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাদানন্দময়স্যাপ্যমুখ্যাত্মত্বমিতি। নাসৌ দোষঃ আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। মুখ্যমেবহ্যাত্মানমুপদিদিক্ষু শাস্ত্রং লোকবুদ্ধি মনুসরদন্নময়ং শরীরমনাত্মানমত্যন্তমূঢ়ানামাত্মত্বেনপ্রসিদ্ধমনূদ্যমূষানিষিক্তদ্রুত তাম্রাদিপ্রতিমাবৎ ততোহন্তরংততোহন্তরমিত্যেবং পূর্ব্বেণপূর্ব্বেণসমানমুত্তরমুত্তরমনাত্মানমাত্মেতি গ্রাহয়ৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাপেক্ষয়াসর্ব্বান্তরং মুখ্যমানন্দময়মাত্মান মুপদিদেশেতিশ্লিষ্টতরং। যথাহরুন্ধতীনিদর্শনেবহ্বীষ্বপিতারাস্বমুখ্যাস্বরুন্ধতীষুদর্শিতাস্বযাহন্ত্যা প্রদর্শ্যতেসামুখ্যৈবারুন্ধতীভবতিএবমিহাপ্যানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বান্মুখ্যমাত্মত্বং। যত্তুব্রূষেপ্রিয়াদীনাং শিরস্ত্বাদিকল্পনানুপপন্নামুখ্যস্যাত্মনইতি অতীতানন্তরোপাধিকনিতাসা নস্বাভাবিকীত্যদোষঃ। শরীরত্বমপ্যানন্দময়স্যান্নময়াদিশরীরপরম্পরয়া প্রদর্শ্যমানত্বাৎ নপুনঃসাক্ষাদেবসশরীরত্বং সংসারিবৎ তস্মাদানন্দময়ঃ পরএবাত্মা ॥ ১২ ॥

ছাত্র এই তৈত্তিরীয়োক্ত আনন্দময় ভগবান্ ইহা কদাচ অন্যথা হইতে পারে না কেন না ঐ তৈত্তিরীয়কে অন্তর্ব্বহিশ্চ ভূতানাং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতইতি। এবং ভাষ্যশেষে লেখেন তস্মাদানন্দময়ঃপরএব আত্মা ইহাকে কুত্রাপি প্রতিষেধ করেন নাই তৃতীয়াধ্যায়ে আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেতি সূত্রভাষ্যে ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষু আনন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবং জাতীয়কা ব্রহ্মণোধর্ম্মাঃ কুচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে ইত্যাদি ইহাতে নির্গুণক ব্রহ্মস্থাপনার্থ পঞ্চদশীকার লেখেন সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাভ্যাসেহপ্যনুল্লিখিতমিত্যাদি রেখা শাঙ্কর

ভাষ্য সম্মতনহে ভাষ্যে কৃচিন্নিতি ইহাতে শ্রীতাপনী শ্রুতিকে লক্ষ করিলেন কেন না ঐ সকল ধর্ম্মগণ কঠোক্ত পরাকাষ্ঠা পুরুষের প্রতি বচন চিন্মাত্রঘনাদিতি লিখিয়াছেন এ স্থানেও আনন্দরূপত্বমিত্যাদি শ্রীগোপালতাপনী সচ্চিদানন্দরূপায়েৎ ত্যাদিতে ঐ সকল ধর্ম্মগণ ঐ তাপনীতেই আছে ইহাতে সচ্চিদানন্দ রূপত্বং ভাষ্যকার লেখেন নাই বলা আর বিজ্ঞানঘনস্থ ধর্ম্মেরঘনশব্দেরতাৎপর্য্যনামানা পামরতা অতএব পঞ্চদশীতে নির্ধর্ম্মক চিন্মাত্রস্থাপনার্থ যে কিছু লিখিয়াছেন সে সকলিই অলীক সুতরাং বিদ্যারণ্য নাম সংন্যাসির অনুগত যত লোক জগতে আছে ইহারা সকলেই অলীকবাদী আমিও ঐ অলীকবাদিদিগের অনুগত ছিলাম ভবন্মুখোদিত বেদান্তার্থ যাথার্থ্য শ্রবণপথগত হইয়া হৃদয়স্থ অলীকবাদ দূরীভূত হইলেন। দর্শিত সূত্রভাষ্যে আনন্দময় পরমাত্মা পুরুষ ইনি অব্যক্তাখ্য কারণের অন্তর্যামী কিন্তু ভাষ্যে আছে সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতিরসো বৈস ইত্যাদিতে সেই আনন্দময় পুরুষকে রসরূপ নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু রসবস্তু বিষয় রূপ আর আশ্রয় রূপ অর্থাৎ বিষয়ালম্বনরূপ আর আশ্রয় অবলম্বনরূপের অপেক্ষা করে অন্তর্যামী আত্মা একমূর্ত্তি তবে রসোবৈস এই শ্রুতির লক্ষ্য হইলেন কিরূপে।

বেদান্ত। প্রকৃত্যান্তর্যামী পরমাত্মাবিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণের মহাকাল পুরগমন লীলায় কহিয়াছি। মহাকাল নাম পরমাত্মার ধাম তমোনাম প্রকৃতি অর্থাৎ গহনান্ধকারের পার, সেখানে স্বরূপশক্তি বৃত্তিকেন মূর্ত্তিমতী দেবীগণ আছেন তাঁহারাই রসের আশ্রয়ালম্বনরূপ, বিষয়ালম্বন রূপ স্বয়ং মহাকাল।

অতএব রসোবৈস ইতিশ্রুতিঃএবং দ্বারকায়াং শ্রীরুক্মিণ্যাদির সহিত রসতর শ্রীব্রজমণ্ডলে গোপিরমণীগণ সহরসানাং রসতম লীলা পুরুষোত্তমঃ পূর্ব্বদর্শাইয়াছি নির্গুণ ব্রহ্ম নাম অষ্টম ধারণার বিষয় রূপ।

ছাত্র। এই রসতমঃ শ্রীরাসবিহারী যশোদারস্তনন্ধয়ঃ শ্রীগোপালতাপনী ঐ রসতম লীলার স্থানচতুর্ব্বিংশতি বন, তত্রোপরিভাগে সকল দেবগণের ধাম আছে। বেদান্তে এই রসানাং রসতমঃ কোথায় সূত্রিত করিয়াছেন।

বেদান্ত। বেদান্তে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদে সূত্রং।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতিচেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥২১॥

শাঙ্কর ভাষ্যঞ্চ সএষরসনাং রসতমঃ পরমঃপরার্দ্ধোঽষ্টমোযদুদ্গীথঃ ইয়মেবর্গগ্নিঃসাম অয়ম্বাবলোক এঃষোগ্নিশ্চিতঃ তদিদমেঃবাকর্থিয়মেব পৃথিবীত্যেবংজাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ কিমুদ্গীথাদি স্তুত্যর্থা আহে। স্বিদুপাসনবিধ্যর্থাইত্যস্মিন্ সংশয়েস্তুত্যর্থাইতি যুক্তং উদ্গীথাদীনিকর্ম্মাঙ্গান্যুপাদায়শ্রবণাৎ যথা ইয়মেব পৃথিবীজুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃস্বর্লোক আহবনীয়ইত্যাদ্যাজুহ্বাদিস্তুত্যর্থাস্তাদ্বদিতিঃচন্নেত্যাহ। ন স্তুতিমাত্রমাসাং শ্রুতীনাং প্রয়োজনং যুক্তং অপূর্ব্বত্বাৎ বিধ্যর্থতায়াং হ্যপূর্ব্বার্থোবিহিতো ভবতি স্তুত্যর্থতায়াংত্বানর্থক্যমেবস্যাৎ বিধায়কস্যহিশব্দস্যবাক্যশেষভাবং প্রতিপদ্য স্থানাস্তুতিরুপযুজ্যতইত্যুক্তং বিধিনাত্ত্বেকবাক্যত্বাৎস্তুত্যর্থেনবিধীনাং স্যুরিত্যত্র। প্রদেশান্তরবিহিতানাং তূদ্গীথাদীনামিয়ং প্রদেশান্তরপঠিতা স্তুতির্বাক্যশেষভাবমপ্রতিপদ্যমানানর্থিকৈবস্যাৎ। ইয়মেবজুহূরিত্যাদিস্তুবিধিসন্নিধানেবাক্যতিমিতিবৈষম্যং তস্মাদ্বিধ্যর্থা এবং জাতীয়কাঃশ্রুতয়ঃ ॥২১॥

ছাত্র। এই ভাষ্য ধৃত শ্রুতিতে অষ্টমঃ পরমঃ ইহা স্পষ্ট হইল, কঠশ্রুতিতে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ ইত্যাদির উপপত্তি একাদশস্তরীয় অষ্টবিধধারণাবিষয় রূপগণ নিরূপণে পরমাত্ম

বিষ্ণু ষষ্ঠধারণার বিষয়রূপ তদুপরি নারায়ণে তুরীয়াখ্যো ইত্যাদিতে ভগবান্ পরব্যোম নাথ সপ্তম। অষ্টমস্কন্ধে কহিলেন নির্গুণে ব্রহ্মণিময়ি সপ্তম ধারণার বিষয়রূপ নারায়ণ ইনীও তাদৃশ যেহেতু তুরীয়াখ্য। কঠশ্রুতিতে পরমাত্মা অব্যক্তাখ্য সপ্রকৃতিকের ওতপ্রোতভাবে সমাশ্রয় রূপ। আর পরাকাষ্ঠা পুরুষ এই দুই রূপকেই মূলশ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় অষ্টম ধারণার বিষয় শ্রীভাগবতে নির্গুণ ব্রহ্ম কঠশ্রুতিতে চিন্মাত্রঘনাৎ এই শব্দে অষ্টম নির্গুণ ব্রহ্ম ইহাতে কঠশ্রুতিতে কষ্ট আছে। এই অষ্টম, তুরীয়াখ্য নারায়ণ হইতেও অতিরিক্ত। শ্রীভাগবতে আছে, ইহার স্পষ্ট শ্রুতি দৃষ্টি হইলে গৌরাঙ্গীয় মত কর্ত্তা শ্রীরূপসনাতন তৎকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থষট্ সন্দর্ভাদিকে পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীরামানুজ ভাষ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ মানিতে পারি।

বেদান্ত। শ্রীতাপনীতে শ্রীগান্ধর্ব্বা নাম্নী শ্রীরাধিকার প্রশ্নে দুর্ব্বাসার প্রত্যুত্তর বাক্য শেষ বিদ্যাহ বিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যা ময়ো হি যঃ সকথং বিষয়ী ভবতীতি শ্রুতিতে বিদ্যা নাম শুদ্ধ সাত্ত্বিকীবৃত্তি আর অবিদ্যা নাম রাজসীতামসী বৃত্তি এই দুই হইতে অতিরিক্ত বিদ্যানাম সুমায়াখ্যা আখ্যে মহামায়েতি দর্শাইয়াছি।

ঐ গোপালতাপনীর শেষে তুরীয়াখ্য নারায়ণ হইতেও অতিরিক্ত শ্রীগোপাল ইহা স্পষ্ট করিতেছেন। যথা। শ্রীগোপালোত্তর তপন্যাং মন্ত্রবর্ণঃ।

ওঁ যোহসৌ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি মতীত্যতুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ

বৈতুর্য্যাতীতাত্মনে নমোনমঃ ওঁ একো-দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্ত-রাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ॥ ৯৮॥

ছাত্র। সর্ব্বজ্ঞপাদ ভাষ্যকার এই মন্ত্র বর্ণশ্রুতি দৃষ্টি করিয়া স্বকৃত ভাষ্যে সত্য কামাদিগুণ বিশিষ্ট তুরীয়াখ্য নারায়ণ রূপ হইতেও অতিরীক্ত নির্গুণমেব ব্রহ্মোপদিশতীতি ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ প্রপঞ্চনেত্র গোচর হইয়াও শ্রীমদর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ঐ গোপালই নির্গুণ ব্রহ্মো-পদিশতীতি ইহাতে গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত নির্গুণমেব ব্রহ্মশ্রুতিঃ প্রাপ্ত হওয়া গেল ঐ নির্গুণব্রহ্ম গোপরমণীগণ সহলীলা বিশিষ্ট কেবলানন্দরস ইহা মানিবকি প্রকারে। শ্রীদশমে ঐ গোপীগণ উপপত্য রসের আশ্রয়া লম্বন রূপ।

শ্রীগীতায় ইহার প্রসঙ্গও নাই।

বেদান্ত। পুর্ব্বশাঙ্করভাষ্যস্থ শ্রুতি দর্শাইয়াছি রসানাং রসতম অষ্টম ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদি স্বয়ং ভগবান্ ঐ ব্রজস্থ সখাগণ সহ আনন্দময় রসকে লক্ষ করিয়া নির্গুণব্রহ্ম সুত্রিত করিয়াছেন তদযথা।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃত মশ্নুতে। অনাদি মৎ পরংব্রহ্ম নসত্তন্নাস দুচ্যতে। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতো-হক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি॥ ১॥

অস্যাব্যাখ্যাচ। জ্ঞেয়মিতি সর্ব্ববেদান্ত বাক্যৈর্যদ্বেদ্যং সচ্চিদানন্দ রসরূপং নির্গুণংব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। যজ্জ্ঞাত্বেতি অমৃতং অমরণকং পরমানন্দ রস মশ্নাতীত্যর্থঃ।

নন্থ। অশনীয়রসং জনিকং তত্রাহ অনাদি মদিতি আদিমৎ প্রাকৃত-রসং তত্তু বদ্ধজীবর্গে সম্ভবতি ইদংতু পরংব্রহ্ম নন্থরসস্য বিষয়াশ্রয়ালম্বন ত্বেন কার্য্যকারণাত্মকত্বং তত্রাহন সদিতি ইদন্তু রসাত্মকত্বং পরংব্রহ্ম, সংশব্দে নাত্র কার্য্যং তন্নভবতি বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ নভবতীত্যর্থঃ। অসৎতৎ কারণং বিষযুক্ত অন্নবৎ বিষং অব্যক্তাখ্যংচ নোচ্যতে সোপাধিত্বাৎ ।। ১।। তর্হি কিংতত্রাহ সর্ব্বতঃ ইতি। দিঙ্‌। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিতস্যাদারূণংতু শ্রীদশমে গোপবালকৈঃ সহ বন্যভোজনলীলায়াং যথা।

কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ
ফুল্লদৃশোব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা বিপিনে
বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহ কর্ণিকায়াঃ ।।১২।।

স্বামী। তদাতে বিরেজুঃ কৃষ্ণস্য বিশ্বক পরিতঃ পুরুরাবিজমণ্ডলৈঃ সহনৈরন্তর্য্যেণোপবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখানি আননানি যেষাংতে ফুল্লদৃশো বিকশিত নয়নাঃ কমল কর্ণিকায়াঃ পত্রাণি যথেতি ।। ১২ ।।

এষ এব সখ্যরসঃ। শৃঙ্গাররসং সূত্রয়তি শ্রীগীতোপনিষদি।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেব মনন্তং বিশ্বতোমুখং।।১১।।

ব্যাখ্যাতংচ। ভগবদ্ভাষ্যকারৈঃ দিব্যেতি দিব্যমাল্যাম্বর ধরং দিব্যানি অলৌকিকানি মাল্যানি পুষ্পাণি অম্বরাণি বস্ত্রা-ণিচধ্রিয়ন্তে যে নেশ্বরেণতং দিব্যমাল্যাম্বধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং দিব্যা অপ্রাকৃতা গন্ধা অনুলেপনং যস্যতং। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় মিতি শ্রীব্রজমণ্ডলে সর্ব্বাণি আশ্চর্য্যময়াণি যস্যতং তত্রাপি স্বস্যাপি আশ্চর্য্য ময়ং গোপরমণীভিঃ সহ রাস বিহার মিতি। উক্তংহি স্তবমালায়াং পরিস্ফুরতুসুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতে

তথা ভুবনন্দিনস্তদবতারবৃন্দস্যচ হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকর বর্দ্ধনঃ কিন্তু যে বিভর্ত্তি হৃদি 'বিস্ময়ং কমপিরাসলীলারসইত্যা-স্য টীকাচ।

বর্ণনীয়া যারাসলীলায়া নিখিল ভগবল্লীলাভ্যোঽতিশরিত-ত্বং তাবদাহ পরীতি। লক্ষ্মীপতেঃ পরমব্যোমনাথস্য লক্ষ্ম্যাসহ পারমৈশ্বর্য্যপ্রধানং চরিতবৃন্দং তত্তচ্ছাস্ত্রখ্যাতমত্র জগতি পরিস্ফুরতু। তথা তদবতার বৃন্দস্য নৃসিংহবরাহাদেশ্চ তৎ তৎ পরিস্ফুরতু তেন তেনচ মে ন বিস্ময়ঃ। কিন্তু রাসলীলারসো মম হৃদি কমপ্য নির্ব্বাচ্যং বিস্ময়ং বিভর্ত্তি কীদৃশঃ হরেঃ লক্ষ্ম্যা-দীনামপি মনোহরস্য শ্রীনন্দসূনোরপি স্বয়ং ভগবতঃ তল্লীলা কর্ত্তুশ্চমৎ কৃতিপ্রকর বর্দ্ধনাযদ্ধুত্তং সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তামনোহরাঃ নহিজানে স্মৃতে রাসেমনোমে কীদৃশং ভবেদিতি শাঙ্করশ্রীগোবিন্দাষ্টকেপি গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদন ভেদাবস্থমভেদাভং শশ্বদ্গোখরনির্ধূতোদ্ধূতধূলীধূষরসৌ-ভাগ্যং শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দ মচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং চিন্তামণিমণিমাণং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দং মিত্যাদি অতএব গোপরমণীভিঃ সহরাস বিহার রসময়ং স্বপর্য্যন্ত সর্ব্বে-ষামাশ্চর্য্যময়ং স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যপ্রচুরত্বাৎ। দেবমিতি মায়াতীত সুমায়া বৃত্তি মূর্ত্তিমতীভিঃ সহদিব্যন্তং দেবয়ন্তংচ।

ননু। তল্লীলা বিগ্রহং দেশ পরিচ্ছিন্নং নেত্যাহ অনন্ত মিতি নাস্তিদেশতঃ কালতো বস্তুতো অন্তঃপরিচ্ছেদো যস্য তমনন্তং। অস্যোদাহরণন্তু শ্রীযমুনা তটে অসংখ্য গোপরমণী কুঞ্জেষু যুগ পদেববিলসতি এবং দ্বারকায়াং ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তর শত মহিষী গৃহেষু তথা। সুতরামনির্দ্দেশ্য বপুঃ তস্যাশ্চর্য্যত্বমাহ।

রাসত্তৌর্য্যত্রিকেতু বিশ্বতোমুখমিতি নিক্ষেষু সর্ব্বেষু গোপীজনেষু সম্মুখ মিতি তত্রৈকায়া মপি নবিমুখং অনেন গোপীমণ্ডল মধ্যেস্থায়িত্বং নকাস্মচিদপি পশ্চাদস্তি যথা বন্যভোজনলীলায়াং পূর্ব্বদর্শিতা অত্রাপি তথা কিঞ্চ। ষোড়শ সহস্ৰ গোপীজন সহকুঞ্জপুঞ্জরহস্য লীলায়াং রসানাং রসতমস্য অষ্টমস্য নিগুর্ণ-ব্রহ্মণঃ আনন্দ ময়রসস্য ষোড়শ সহস্র কুঞ্জেষু শয়নলীলায়াং সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখ মিত্যাদি শ্রীগীতাপদ্যং সুসঙ্গত মিতি শ্রীশুকবাক্যংচ রাসপঞ্চাধ্যায়ে।

কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতী গোপযোষিতঃ
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়েতি।

নন্থ। ঔপপত্যং জুগুপ্সিতং সর্ব্বত্র। তত্রোচ্যতে দেহদেহি ভেদবৎসু অনীশ্বরেষু নিন্দিতং অবিদ্যা ব্যাপার কার্য্যত্বাৎ। নরকোপাদকত্বাচ্চ।

সর্ব্বভুতাত্মভুতেরসানাং রসতমে তন্নসম্ভবতি। তদুক্তং রাসপঞ্চাধ্যায়শেষে পরীক্ষিৎপ্রশ্নপ্রতিবচনে গোপীনাং তৎপতীনাংচ সর্ব্বেষাঞ্চেবদেহিনাং যোন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ এষ ক্রীড়ন দেহভাগিতি। নন্থ সর্ব্ব ভুতাত্মভুতঃ কথং দৃশ্যো-ভবতি।

তত্রোচ্যতে মুক্তোপসৃপ্যত্বাদিতি সূত্রভাষ্যে মুক্তজনেষু উপসর্পতি অতএব নিত্যাব্যক্তোহি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ইতি নিজশক্তিভিঃ গোপরমনীভিঃ সুমায়াবৃত্তিভেদরূপাভিঃ সহস্বস্যনিত্যমেবৌপত্যপ্রেমরসলীলা পরিপাটী সম্ভবতি তদুক্তং দেব্যাগমেপি শ্রীমহাদেবেন।

মায়াগুণবতাং দেবী নির্গুণানাং চিদাত্মিকা। দুরন্তা চারসা মায়া মুনীনামপি মোহিনী। শ্রীকৃষ্ণং মোহয়ামাস যা রাধা গোকুলে স্থিতেতি।

ব্যাখ্যাচ। মায়েতি অবিদ্যা মায়া গুণবতাং গুণগুণিভাববতাং বদ্ধজীববর্গাণামিত্যর্থঃ। অতএব জনমমরণ নরকাদ্যুৎ পাদিকাহবিদ্যাপরূপোলুণকামঃ (ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারংনাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেদিতি) শ্রীগীতাস্তঃ। ইতোপ্যন্যাচিদাত্মিস্বকেতি স্বরূপশক্তিঃ। নির্গুণানাং মায়াতীতানাং রসরূপাণাংভগবতাং চিদাত্মিকা আতোপি দুরন্তা দুর্গম্যা সুমায়াখ্যা চকারাৎ তত্ররসলীলা পরিপাটী অতর্ক্যা। তদপি কুতঃ আবসা আসম্যকরসো উন্নতোজ্জ্বলরসো যস্যা অতোহপি মুনীনাং মোহিনী মুনয়োপিতল্লীলায়াং মোহং প্রাপ্নুযুঃ রসতমাশ্রয়ালম্বনরূপায়া সুমায়াযাঃ ঔপপত্যলীলারসং বিবেক্তুমশকাত্বাৎ সাপি তাদৃশ প্রেম রসেন শ্রীকৃষ্ণং মোহয়াস প্রিয়াসহ কৃষ্ণং মোহয়ামাস যেনচস্বরূপৌশ্বর্য্যং জগদ্ব্যপারংচ স্বস্য বিস্মৃতবান্ সদৈবতৎ প্রেমরস সাগরনিমগ্নঃ। নন্বু শ্রীশ্চনারায়ণবক্ষঃস্থায়িনী পতিব্রতা শিরোমণিঃ গোপরমণীভূতাং কথংমোহয়িতুং সমর্থাভবতি তত্রোচ্যতে তাভিঃ সহ ঔপপত্যলীলারসতমংসর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং বাস বিহারিণং দৃষ্টবা স্বয়ং মোহিতবতীত্যুক্তং রাসপঞ্চধ্যায়ে গোপরমণীভিঃ শ্রীর্যৎপদাম্বুজ রজশ্চকমেতুলস্যাইতি।

নন্বু। পূর্ব্বদর্শিত গীতাপদ্য ভাষ্যে বিশ্বতোমুখং সর্ব্বভূতাত্মভূতত্বাৎ তং দর্শয়ামাস অর্জ্জনোহপি দদর্শেতি বা অধ্যাহ্রিয়তে ইতি ভাষ্যে॥ ১১॥

তাদৃশরসলীলাবিশিষ্ট সর্ব্বভূতাত্মভূতং অর্জ্জুনায় কথং দর্শিতবান্ তত্রোচ্যতে অর্জ্জুনস্যাপি তৎ সখ্য রস রূপত্বাৎ করুণযা দর্শয়ামাস সুতরাং অর্জনোপি দদর্শেত্তি। শ্রীগীতোক্ত পদ্যগণের উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীদামাদি সখা-গণ সহিত যমুনা পুলীনে শ্রীকৃষ্ণের বন্যভোজণ লীলায় তাঁহার সমুহ সখাগণের প্রত্যেকের ইচ্ছা যে আমি সখার অর্থাৎ কৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া ভোজন করিব, এবং ঐ সখার মুখে সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিব, এবং তদ্দত্ত ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিব, এই রূপ যাবতীয় সখাগণের প্রত্যকেরই এক কালিন বাসনা হইবায় ভগবানেরও তাদৃশ ইচ্ছা হইল। (তৎ প্র-মাণং তদ্বাক্যং যথা (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজা, ম্যহ মিতি।) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা যেজন আমাকে যেরূপ ভজনা করে আমিও তাহাকে তদ্রূপ ভজি)। এইরূপ ব্রজ সুন্দরীগণের মন, শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য ভাবনা রূপ শ্রীকৃষ্ণৈক সুখ তাৎপর্য্যপ্রীতি। ইহাতে স্বস্বদেহ সুখ-বাসনা সম্বন্ধ গন্ধ ও নাই সুতরাং প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখাগণের বাসনা পুরণার্থে সমুহ মণ্ডলী বদ্ধরূপে ঐ সখাগণ সহিত যমুনা পুলীনে ভোজন করিতে বসিলেন। যেমন পদ্মের কর্ণিকা সকলদিগে সমান থাকে। সেই রূপ পদ্মের দল সমু-হের ন্যায় পরিত সর্ব্বদিগে সখাগণ তন্মণ্ডলী মধ্য দেশস্থ কর্ণিকারূপ শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ সকল দিগে সকল সখাগণের সম্মুখ প্রতি মুখ কৃষ্ণ ইহাতে প্রত্যেক সখাগণ দেখিলেন যে আমরই সম্মুখ হইয়া কৃষ্ণ ভোজন করিতেছেন। এই হেতু শ্রুতিতে

কহিয়াছেন পরম সমঃ এবং ভগবান আপনিও কহিয়াছেন সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ইতি। অর্থাৎ আমি সকল প্রাণিতেসমান আছি, কাহার প্রতি বিষম নহি। ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণগণের উদাহরণ সঙ্গতি ভগবানের ঐ বন্য ভোজনলীলায় আর গোপসুন্দরী বৃন্দসহরাস লীলায় প্রস্ফুট আছে। ইহা প্রাকৃত জীবে কদাচ সম্ভবেনা, অর্থাৎ রসানাং রসতমের সখ্যরসলীল আর মহারাস লীলা ভিন্নঅন্যত্র সঙ্গতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাই দৃষ্টি করিয়া পরমার্থ সত্যবস্তু নির্ণায়ক তৃতীয় মুণ্ডক শ্রুতি কহিয়াছেন, বৃহচ্চ তদ্দিব্য মচিন্ত্য রূপ মিত্যাদি এবং অনির্দ্দেশ্য বপুরিত্যাদির সহস্রনাম ভাষ্য দৃষ্টি করিয়া মুণ্ডক শ্রুতি যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমু পৈতীতি। অর্থাৎ ঐ মুণ্ডক কহিতেছেন যখন ঐ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বিলসিত লীলা তত্ত্ব জ্ঞান হয়, তখন ঐ শ্রুতির নিগূঢ়ার্থ জ্ঞাত হইয়া পুণ্য ও পাপকে দূরীভূত করিয়া নিরুপাধি হওত পরমং অর্থাৎ পরাচিচ্ছক্তি মা লক্ষ্মীরূপাসুমায়ানাম পরমরমারাধাদি, আছেন যাঁহার তিনি পরম, এবং সম অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান ইহা ঐ গোপবালক সহ বন্য ভোজন লীলাতে মধ্যস্থায়ী শ্রীকৃষ্ণ আর রাসলীলায় তাদৃশ তল্লীলা স্থান শ্রীব্রজমণ্ডল ধাম তৎ (উপএতি) প্রাপ্ত হয়। অতএব শাঙ্করভাষ্যে সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বভূতাত্মা কহিয়াছেন তাহা শ্রীকৃষ্ণেতেই সুসম্পন্ন হইল। এবং ভগবানস্বীয় সখাগণ সহিত বন ভোজন লীলাতে অর্জ্জুনকে মুণ্ডকাদ্যুক্ত অচিন্ত্য রূপ দেখাইলেন যদি বল অর্জ্জুনকে ঐরূপ দেখাইবার আবশ্যক কি?

উত্তর। শ্রীদ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবগণের কাম্যবনে বাসকালীন ব্রজবাসিগণের বিরহালাপ শ্রবণে অর্জ্জুনের সন্দেহ হয় যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে নাই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জীব দেহবৎ পরিছিন্ন। ভগবান এই অবকাশে অপ্রকট প্রকাশরূপে নিত্যাবস্থিত ব্রজলীলা দর্শাইয়া অর্জ্জুনের সন্দেহ খণ্ডন করিলেন এই হেতু ভাষ্যকার পাদ লিখিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণোদর্শয়ামাস অর্জ্জুনোপি দদর্শ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় অর্জুনো দেখিলেন শ্রী গীতোপনি যদি সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদি পদ্যের ব্যাখ্যা হইল ভগবান শঙ্করাচার্য্য পাদেয় এই অভিপ্রায় অর্থাৎ সর্ব্ব বেদান্ত বাক্যার্থ রূপ শ্রীদশমস্কন্ধ ইহা স্বকৃত গোবিন্দাষ্টকে স্ফুট করিয়াছেন। ঐ অষ্টকের প্রথম পদ্য এই, সত্যং জ্ঞান মনন্তং নিত্য মনাকাশং পরমাকাশং গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণ লোলম নায়ানং পরময়াসং মায়া কল্পিত নানাকার মনাকারং ভুবনা কারং ক্ষামানাথ মনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দং। ১।

ছাত্র। ভগবদ্গীতোপদিষৎ পদ্যার্দ্ধ সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়ং দেব মনন্তং বিশ্বতোমুখ মিত্যাদি বেদান্ত বাক্য সমুহের উপপত্তি শ্রীদশমস্কন্ধীয় ব্রজলীলায় শ্রীশুকবাক্যানুসারে সর্ব্বজ্ঞপাদ কৃত গোবিন্দাষ্টকে ইহা স্পষ্ট হইল। তত্রাপি সর্ব্বতঃ পাণি পাদং তদিত্যাদি পদ্যের উপপত্তি বৎস চারকগণ সহবন্য ভোজন লীলায়পরমাদ্ভুতশব্দবাচ্য শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় ইহাও সিদ্ধহইয়াছে এবং গোপীজনের ঔপপত্যরসএব সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়মিতি।

বৎস বালক রূপ ঐ পুলিনে নিত্য আছেন, ইহা শঙ্করাচার্য্য পাদ স্বকৃত গোবিন্দাষ্টকে লিখিত করিয়াছেন। কিন্তু তদ্ব্যাখ্যাত প্রকৃষ্ট শাস্ত্রপ্রমাণে স্পষ্ট প্রমাণিত দৃষ্ট হইলে বোধ হয়

সংন্যাসি গণ প্রকাশিত নির্ভেদবাদ বেদান্ত সিদ্ধ নহে অর্থাৎ মায়াবাদ কাপট্য মাত্র।

বেদান্ত। ভগবান বাদরায়ণ জীবহিতার্থ সর্ব্ববেদান্ত বাক্য সমন্বয়ার্থ রূপ ৫৩৫ পঞ্চশত পঞ্চত্রিংশৎ ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করেন। পুনরপি সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভীষ্ম মুখোদিত সর্ব্ববেদান্ত বাক্যার্থ রূপ শ্রীহরির সহস্রনাম, তাহাও স্বপ্রকাশিত শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বে উত্তমানু সাসনে নিবন্ধিত করেন শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ ঐ সহস্রনামের ভাষ্যরূপ সমুদায় বেদান্ত বাক্য গণের সদর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সহস্র নামে ঐ যমুনা পুলিনে ভগবানের বন্য ভোজনলীলা আর রাসাদি লীলাঘটিত নামদ্বয়ং। যথা,।

সন্নিবাসঃ ৭০৬ সুযামুনঃ ৭০৭।

অত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃতভাষ্যং। সতাং বিদুষাং আশ্রয়ঃ সন্নিবাসঃ। ৭০৬। সোভনা যামুনাযমুনাসম্বন্ধিনঃ পরিবেষ্টারোঽস্যেতি সুযামুনঃ। গোপবেশ ধরাযামুনাঃ পরিবেষ্টারঃ পদ্মাসনাদয়ঃ শোভনা-ইতিবা সুযামুনঃ। ৭০৭।

অস্যটীকাচ। সুশোভনা যামুনাঃ যমুনাতীর বাসিনঃ শ্রীদামাদি গোপালাঃ শ্রীগোপীজনাশ্চ পরিবেষ্টারঃ পরিবার ভূতাঃ যস্য স সুযামুন গোপবেশধরো হরিরিতি শ্রুতিঃ আহ শোভনা ইতি। শোভনা যামুনাঃ পদ্মাকারাদয়ো গোপবেশধরা পরিবেষ্টারঃ পরিবারা যস্য স সুযামুনঃ।

তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণং। শ্রীপরাশর উবাচ।

গতেশক্রেঽথগোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণং। উচুঃপ্রীত্যাধৃতং দৃষ্ট্বাতেন গোবর্দ্ধনাচলং। বয়মস্মাৎ মহাবাহো ভবতা মহতোভয়াৎ গাবশ্চ ভবতাত্রাতা গিরিধারণ কর্ম্মণা। বালক্রীড়েয় মতুলা গোপালত্বং যুগুপ্সিতং। দিব্যংচ কর্ম্মভবতঃ কিমেতত্তাত কথ্যতাং॥ ১॥

ব্যাখ্যাচ। গতে শক্রেত্বিতি গোবর্দ্ধন ধারণানন্তরং শক্রে ব্রজমণ্ডলাৎ প্রস্থিতেসতি। অক্লিষ্টকারিণ মিতি। অনায়াসেন সর্ব্বকর্তৃকত্বাৎ সর্ব্বতোপ্যচিন্ত্যশক্তি মিত্যর্থঃ। তদেব বিশিনষ্টি ব্রহ্মাণং প্রতি তৎক্ষণমেব সর্ব্বান্তর্যামি সসাগ্রীকানন্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলা বির্ভাবনাদেঃ। অঘাসুরাদীনামপি মহাজ্ঞানি দুর্লভ মোক্ষস্যাশু প্রদানৎ পূত নাম্না অপি তৎক্ষণাদেব মহাদুর্লভ জননী সাম্য প্রদানাৎ। ব্রহ্মশিবাদিভ্যইব স্থাবরাদিভ্যোপি বেনুগীতাদিভিঃ সহসা পুলকাদিময়মহাপ্রেমপ্রদানাৎ। প্রতিক্ষণ মপিস্বস্যাপি বিস্মাপনরূপেণ সুষ্ঠু সর্ব্বচমৎকার কারণাৎ শ্রীশুকসীম পরমহংস শ্রীবিরিঞ্চি লক্ষ্মীসীম পরমভক্তগণ স্পৃহণীয় সৌভাগ্যধর স্বভাব সিদ্ধ নিজ পরিকর বৃন্দবন্ধুরত্বাচ্চ। এবম্প্রকার মক্লিষ্টকারিণং কৃষ্ণং গোপাঃ স্বাভাবিক বাৎসল্যাদি প্রীত্যা উচুরিত্যন্বয়ঃ। কদেতি অপেক্ষায়াং তেন কৃষ্ণেন স্বীয়বাৎসল্যাস্মহবিষয়েণাপি সাপ্তাহিকঃগোবর্দ্ধনাচলং ধৃতং দৃষ্ট্বা। কিমূচুঃ বয়মিতি হেমহাবাহো অসাধারণ বাহুবল সাপ্তহিক গিরিধারণ কর্ম্মণা ভবতা ইন্দ্রকৃতমহতো ভয়াৎ অতিবাতবৃষ্টি লক্ষণ মরণাৎ বয়ং সদার কুমার গোপাঃ সবৎসাগাবশ্চ ত্রাতা রক্ষিতাঃ কিঞ্চ বালক্রীড়েয়মিতি মাসিকেন শিশুনা মহারাক্ষসী পূতনা শোষণং ত্রৈমাসিকেন শকটোচ্চাটনং। সাম্বৎসরিকেণ তৃণাবর্ত্তঘাতনাদিকং এতৎ সর্ব্বং তববাল ক্রীড়াবৎ অক্লেষ সিদ্ধং অতোপি দিব্যঅত্যলৌকিকং কর্ম্ম॥ ১॥

কালীয়োদমিতস্তোয়ে প্রলম্বোবিনিপাতি-
তঃ। ধৃতোগোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি
মনাংসিনঃ। সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌস
পামোহমিতবিক্রম। যথা তদ্বীর্য্যমালোক্য
নত্বাং মন্যামহেনরং॥ ২॥

টীকাচ। কালীয়দমনগোবর্দ্ধনধারণাদ্যং অত্যলৌকিকং কর্ম্মদৃষ্ট্বানঃ অস্মাকং মনাংসি শঙ্কিতানি আশঙ্কাস্পদানি বভুবুঃ। নত্বয়ুস্মাকংকা আশঙ্কাকেতিচেৎ তত্রাহুঃ হে অমিত বিক্রম তব অলৌকিকং বীর্য্যং বিক্রমং আলোক্য। নত্বাং মন্যামহে নরমিতি অস্মাস্বপিপিত্রাদ্যুচিত চরণ ধূলি গ্রহণাদি কর্ম্ম সদৈব করোষি অনেনাস্মাকং পুত্রাদি রূপোনরঃ কিন্তুবীর্য্য মলৌকিক মিতি বিবিচ্যত্বাং অস্মাকং গোপানাং পুত্ররূপং নরং নমন্যামহে মন্তুং নশক্নুমঃ। ২॥

প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব।
কর্ম্মচেদ মশক্যং যৎসমস্তৈ স্ত্রিদশৈরপি। ৩।

সর্ব্বস্যাপি ব্রজস্য সস্ত্রীকুমারগোগোপলক্ষণস্য ত্বয়ি স্বাভাবিকী অসাধারণ প্রীতিঃ। তবচ সর্ব্বস্মিন ব্রজে তাদৃশী প্রীতি দৃশ্যতে। কিঞ্চ সমস্ত দেবগণৈরপি অশক্যং কর্ম্ম করোষি॥ ৩॥

বালত্বং চাতিবীর্য্যংচজন্মচাস্মাস্বশোভনং।
চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাংকৃষ্ণ প্রয়চ্ছতি। ৪।

টীকাচ। বালত্বং চাতিবীর্য্যংচেতি অস্মাভি দৃশ্যমানং অস্মাকমেব শিশুত্বং তব কিংচ শিশুত্ব মাস্থায়াপি অতিবীর্য্যত্বং ব্রহ্মাদ্যসাধ্য সাপ্তহিক গিরিধারণং শিশুনৈব নতুতাদৃশ বৃহৎ শরীরেণ অতোপি অস্মাকং মনঃ চিন্ত্যমানং এতৎ কিং অনেন কার্য্যং কিম্বা পরমেশ্বরেণ ইত্যাশঙ্কাংচ প্রযচ্ছতি। যদ্যয়ং পরমেশ্বরঃ তর্হিকথং অস্মাসুগোপেষু অশোভনং জন্ম সম্ভাব্যতে কথম্বা অস্মাকং জননান্তরেষু ঈদৃশ মপুর্ব্বং পুত্রং লপস্যাম হে অতএনমেব পৃচ্ছামঃ॥ ৪॥

দেবোবাদানবোবাত্বং যক্ষোগন্ধর্ব্ব এববা।
কিম্বাস্মকং বিচারেণ বান্ধবোহসিনমোহস্তু
তে ॥ ৫ ॥

টীকাচ। ত্বংকইতি। বিবিধং বিকল্পিপয়ন্তি হে অমেয়াত্মন্ অতিগভীরবুদ্ধে দেবইতি যথা প্রহ্লাদরক্ষার্থং শ্রীনৃসিংহ দেবঃ আবির্ভূতঃ সকিং ত্বং সতুস্ত পুত্রঃ তস্তযশোদাগর্ভজাতঃ। কিম্বা শ্রীদাশরথিঃ রাক্ষসহন্তা নস্তুসোহপি পরমেশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ সকথং অস্মাকং ভুক্তাবশেষং ভুঞ্জীত তস্মাত্ত্বতি তর্হি কিং মহামায়াবী ময়দানবোহসি অথবা কালীয় হ্রদে ক্রীড়নাৎত্বং যক্ষঃ কিম্বা গন্ধর্ব্বঃ বেণুগীতেন যমুনাবেগ সংরোধাৎ ইত্যাদিভিঃ স্বস্বসম্বন্ধ শিথিলব্যঞ্জকোক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য ঈষৎ প্রণয়কোপব্যঞ্জকং মুখং দৃষ্ট্বা- পুনর্বিবিচ্যাহুঃ অহহ অস্মাকংপ্রাণকোটি নির্মঞ্ছনীয় মদাহাস প্রসন্নমুখচন্দ্র মিদানীংকোপরাহুগ্রস্ত মিবাবভাতি। অতঃ অস্মাকং বিচারেণকিং অলমিত্যর্থঃ। বৎস অস্মাভি র্ভ্রান্তৈস্ত্বোবৈতদ্বিকল্পিতং সর্ব্বতস্ত্বমস্মাকং বান্ধবোহসি স্নেহাস্পদীভূত গোপালোহসীত্যর্থঃ। কিঞ্চ তবাত্যলৌকিক কর্ম্মভির্মুহ্যন্তোবয়ংতে ভূত্যাং নমঃ কিন্ত্বাস্মাকমিয়ং নমস্ক্রিয়া ত্বয্যাবিষ্টে পরমেশ্বরে অস্ত গচ্ছত্বিত্যভিপ্রায়ঃ নন্বকথং নমস্ক্রিয়তে আহুঃ ত্বল্লক্ষণ পুত্রস্য জন্মান্তরে বিচ্ছেদাভাবার্থং ॥ ৫ ॥

শ্রীপরাসর উবাচ। ক্ষণং ভূত্বাত্বসৌ তূষ্ণীং
কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্। ইত্যেব মুক্তস্তৈ
র্গোপৈঃ কৃষ্ণোপ্যাহ মহামুনে ॥ ৬ ॥

অত্রতাবৎকোপ বিকল্পিতং শ্রুত্বা মৌনীভূয় বিচারয়ামাস এতেতু গোপালা মমনিত্যপিতরঃ নিত্যমেব ময়ি অসাধারণ বৎসল রসময়া অধুনা প্রকটাব- সরে প্রপঞ্চমিশ্রবুদ্ধয়ো বভূবুঃ মমচ ভূভার হরণলক্ষণাসুরবধাদিভি রাধিকারিকাণাং প্রাপ্তাধিকারহেতুকদর্পখণ্ডনাদিভিশ্চ স্ফুটীভূতং পার মৈশ্বর্য্যং দৃষ্টা ময়িবাৎসল্যং সিথিলয়ন্তি কিঞ্চতদ্বাৎসল্যাদিনা প্রতিক্ষণ মুচ্ছলিত পরমানন্দোহহং অতোপি এতেষাং মত্তি পারমৈশ্বর্য্যবুদ্ধিং খণ্ডয়ামি ইতিবিভাব্য এতেষাং মমনিতপিতৃত্বং ময়িচৈষাং নিত্যপুত্রত্বং বোধয়িত্বা এষাং বিকল্পং খণ্ডয়ামি ইতি নিশ্চিত্য সপ্রণয় কোপং বক্তি ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। মৎসম্বন্ধেন ভোগোপা যদি লজ্জানজায়তে। শ্লাঘ্যোবাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনং। যদিবোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি। নাহং দেবো নগন্ধর্ব্বো নযক্ষোনচ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমিতোন্যথা ইতি ॥ ৭ ॥

টীকাচ। পূর্ব্বোক্ত প্রণয় কোপং ব্যঞ্জয়তি যদীতি। ভো গোপা-যদি মৎসম্বন্ধেন মমপিতৃপাদিনা লজ্জানজায়তে যদি যুষ্মাকং শ্লাঘ্যঃ শ্লাঘনীয়োঽস্মি তদাবিচারেণ কিং প্রয়োজনং কাদাচিৎক ভূভারহরণার্থ অসুর বধাদিকং দৃষ্টা বিকল্পেমাল মিত্যর্থ।

নম্নু তর্হি কিং কর্ত্তব্য মিতিচেৎ তত্রাহ। মিথ্যা বিকল্পং পরিত্যজ্য ময়ি স্বভাবিক্যাত্ম বন্ধুসদশী বুদ্ধিঃ স্বপুত্রাবিরূপনির্ধারণামতিঃ তদুচিত মাচরণং ময়ি স্নেহাদ্ব্যাথাশীঃ করণাদিকং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। যদি যুষ্মাকং পুত্রাদিরূপোনাসং তর্হি কথং ভবতাং ভার্য্যা শ্রীযশোদাদীনাং দেহোত্থস্তনরস পানং বিনা মম বৈকল্যম্ ভবতি কিঞ্চভবদ্ভির্যৎ যৎ বিকল্পিতং তন্ম্ নৈবেত্যাহ নাহ মিত্যাদি তর্হি কিং নিশ্চেতব্যং তত্রাহ অহমিতি। বোযুষ্মাকং বান্ধবঃ নিত্যঃ পুত্রাদিরূপোঽহমেব ময়িতু যুষ্মাকং পুত্রাদি রূপাবুদ্ধি তদুত্থযোরাগঃ সৈবরাগাত্মিকা ভক্তিঃ তয়ৈবাহং পরমানন্দরূপঃ যেনচ আনন্দরসময়স্যাপি মমসদৈব প্রেমানন্দ মুচ্ছলতি। অধুনা প্রকটাবসরে জাত বৎপ্রাদুরাসং তথাহঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়ত ইতি অজোঽপি জাতো মহদংশ যুক্ত ইতি স্মৃতেশ্চ। অতঃ প্রকটাবসরাৎ পরং যুষ্মৎ পুত্রত্বাদ্যন্যথা ভাবীতি নচিন্ত্যংমা সম্ভাবনীয়ং ঈক্ষণ কর্ত্তুঃ প্রাগপি যুষ্মাভিঃ পিত্রাদিভিঃসহমম নিত্যাবস্থিতেঃ এতেন

সুযামুন ইতি প্রতিপাদ্যস্য শ্রীকৃষ্ণত্যং নিত্যমেব গোগোপগোপীগোপবালক পরিকরগণৈঃ পরিবেষ্টিত ত্বং সিদ্ধ্যতি ॥ ৭ ॥ অতোপি সুত্রিতং।

লোক বত্তু লীলা কৈবল্য মিতি।

শ্রীগোপালতাপনীষুচ।

জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্টতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈ গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষু আবিশ্য ভূতানি বিদধাতি ইতি ॥ ১ ॥

বৃত্তিশ্চ। নন্বুষদিঅয়ং বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং ভিন্নস্তদাকথং জন্মবাল্যাদ্যামায়িক্যোঽবস্থা অস্যদৃশ্যন্তে তত্রাহ জন্মেতি জীববৎ ধাতুসম্বন্ধেন জন্ম-নাস্তি কিন্তু আবির্ভাব এবাস্তি। জরাতু সর্ব্বথৈবনাস্তি বাল্যগণৈপগু কৈশোরাণিতু অপ্রাকৃতান্যেব সন্তীতি ভাবঃ। স্থাণুঃ সর্ব্বকাল এবস্থিতি মান ইতি জরা অন্তিমাবস্থাপি বারিতা অচ্ছেদ্য কালাদিভিঃ। বেদেষু তদুক্তং প্রামাণ্যার্থ্যং গীয়তে ইতি (তদুক্তং তেনৈব শ্রীগীতাসু সর্ব্বৈশ্চ যেদৈরহমেব বেদ্য ইতি) সর্ব্ব বেদাযং পদমানন্তি ইতি কঠবল্লীষু (সৌর্য্যে ইতি। সুরস্য কন্যা সোরী যমুনা তস্যাস্তটভব দেশঃ শ্রীবৃন্দাবনং তস্মিন সোর্য্যে তিষ্ঠতি নিত্যমেব বিহরীত্যর্থঃ। গোষু যজ্ঞঃ প্রাতাস্ততঃ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ) তচ্চারণার্থং গোপসুতৈঃ সহখেলনার্থং। ভূতেষু তত্তৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্তনেন ফলদানার্থং সএব কৃষ্ণঃ ইতি ॥ ১ ॥

দর্শিতা তাপনীশ্রুতি, সর্ব্বজ্ঞকল্প শ্রীভীষ্ম মুখোদিত পূর্ব্বদর্শিত ব্রহ্মসূত্র রূপস্য সুযামুন ইতি নাম্নঃ প্রমাণী ভূতা এবং সর্ব্বত্র শ্রুতিষু অস্যৈবনাম্নোঃ ভাষ্য লিখিত মস্তি অলংতেষাং প্রসঙ্গেন

তারকব্রহ্মানন্দপাদধৃতং এবমপি তথাচ বিষ্ণুপুরাণং (মনুষ্য লীলাং ভগবন্ গোকুলেতু সুরাঙ্গনাঃ। ক্রীড়ার্থ মাত্মনঃ পশ্চাদবতীর্ণোসি শাশ্বতেতি) মনুষ্যলীলা মিতি হে ভগবন্ অচিন্ত্য প্রভাব ভবতা মনুষ্য লীলাং জগদুৎপত্তেঃ প্রাক্তনীং অধুনা ভজতা প্রপঞ্চে প্রকটয়তা তদৈব সুরাঃ দেবাঃ তাং প্রকট প্রকাশ ভূতাং লীলাং বিড়ম্বয়ন্তঃ নিত্য সিদ্ধ পরিকরৈঃ সহ ক্রীড়ন্তং ভবন্তমনু ক্রীডন্তো বর্ত্তন্তে তথা নিত্যসিদ্ধ গোপীভিঃ গোকুলং তত্র সুরাঙ্গনা ভবানেবাব তারিতান্।(তদুক্তং শ্রীদশমে গোপরূপপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপাল রূপিণং। ঈড়িরেরামং কৃষ্ণং চ সহগোপালদারকৈরিতি।●) গোপাল দারকৈঃ সহগোপাল রূপিণংরামং কৃষ্ণং চ গোপরূপ প্রতিচ্ছন্না দেবা ঈড়িরে ইত্যন্বয়ঃ।। ।।

অস্যার্থঃ। এই মহাভারতীয় ভগবানের সহস্র নাম মধ্যে সুযামুন এই সপ্তশত সপ্তনামের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন। যথা, শোভনা যামুনা অর্থাৎ যমুনাতীরবর্ত্তী গোপ গোপীও বনভোজন লীলায় পদ্মকারে উপবিষ্ট্য গোপ বালক সকল যাঁহার পরিবেষ্টা অর্থাৎ পরিকর, তিনি স্বরূপশক্তিমদদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত নাম। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীত হইল ভগৎ শংকরাচার্য্যের গূঢ় অভিপ্রায় যে সর্ব্ববেদান্ত বাক্য প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ তাহার সন্দেহ নাই।

দেখ ঐ সুযামুন নামের ভাষ্যরূপ প্রধান প্রমাণে ভাষ্যকারের হার্দ্দ অভিপ্রায় স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব রূপ শ্রীকৃষ্ণই ইহা প্রমাণিত হইল ভাষ্যে ব্যবস্থিত নির্গুণব্রহ্ম) সত্যংজ্ঞানমনন্ত মিতি স্বকৃত গোবিন্দাষ্টকে ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাংসং

ন্যাসিগণ কল্পিতনির্ভেদবাদ মায়াবাদ কাপট্য মাত্রতাহাও স্বীকৃতহইল। এবং চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রই নির্গুণব্রহ্ম সর্ব্বপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন।

ছাত্র। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইলাম। বেদান্ত তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদে গতসূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন দর্শয়তি শ্রুতিঃ পররূপ প্রতিষেধেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং চৈতন্যমাত্রঘনং যথা রসঘনমিত্যাদি। এই চৈত-ন্যমাত্রঘন কঠবল্লীতে পরাকাষ্ঠা পুরুষ অষ্টম তদুপপত্তিনিরূ-পণ একাদশস্কন্ধীয় পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টবিধ ধারণার বিষয় নিরূপণে ঐ পরাকাষ্ঠা পুরুষ অষ্টম ইনিই অষ্টমধারণার বিষয়রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম যাঁহাকে সর্ব্ব বেদান্ত বাক্যে লক্ষ্য করি-য়াছেন। তিনিই তৈত্তীয়োক্ত আনন্দময়ঃ পরএব আত্মা তিনি তত্রৈবোক্ত (রসোবৈসঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভব-তীতি) ইহাতে ঐ আনন্দময় প্রচুরানন্দঘনমূর্ত্তিরসঘন। ইনিই তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদে ২১ সূত্রভাষ্যে।

রসনাংরসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধে অষ্টমাঃ যদুদ্গীথ ইত্যাদি শ্রুতিতে যিনি অষ্টমধারণার বিষয়রূপ নির্গুণব্রহ্ম তিনিই রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমঃ। উদগীথ নামা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরাধাকান্ত তন্নিবাসস্থান শ্রীব্রজমণ্ডল ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, রসনাং রসতমঃ তত্রাপি শ্রীগীতাপদ্যে সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদিপদ্যগণে শ্রীব্রজস্থরসদ্বয়ের সূত্র। শ্রীদশমস্কন্ধীয়ো-দাহরণে গোপবালক সহ বন্যভোজন লীলা আর গোপরমণী-মণ্ডলস্থ রাসলীলা। ঐ লীলাই রসতমঃ? ঐ ব্রজমণ্ডলস্থ স্বরূপ শক্তিব্যাপারকার্য্যসমূহযুক্ত অদ্ভুত নামা শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়।

তিনিই গোপরমণীগণ সহরাসাদিলীলা পুরুষোত্তমঃ সেই মনুষ্য দৃশ্যলীলারসো সনাতনদ্ববোধক সূত্র লোকবত্তুলীলা কৈবল মিতি। তৎসহস্রনামগণের প্রমাণ শ্রীগোপালতাপনী তদুপপত্তি প্রমাণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গোপগণের সন্দেহ নোদনার্থ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে। নিশ্চয় হইয়াছে শ্রীনন্দযশদাদিগোপগোপীগণের বৎসলরসরূপ নিত্য সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাদি সম্বন্ধনিত্য। এবং শ্রীদামাদি গোপবালকের শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরস নিত্য তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধও নিত্য। এবং ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণে উম্নতোজ্জ্বলশৃঙ্গারাখ্যমহারসঃ সুতরাং তাহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে সম্বন্ধ আর শ্রীকৃষ্ণের গোপ-রমণীগণে যে সম্বন্ধ ইহাও নিত্য ইহা বিষ্ণুপুরাণ বচনে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের সহিত ঔপপত্য রস নিত্য ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইলে কৃতার্থ হই কোন কোন গৌরা-ঙ্গীয় পণ্ডিত মুখে শ্রুত হইয়াছি ঔপপত্য রসমায়িক নিত্য নহে অতএব নির্গুণব্রহ্ম কহিতে পারি না।

বেদান্ত। তাঁহারা কিছুই জ্ঞাতছিলেন না যেহেতুক মায়াতীত সুমায়ার রসতমলীলা তত্ত্ব কাহাকে কহিতে হয় ইহা কদাচ শ্রবণ পথে অনেন নাই।

ছাত্র। মায়াতীত সুমায়াকে লইয়া চিচ্ছক্তি স্বরূপনাত্র পরিপূর্ণ শক্তিক পূর্ণব্রহ্মই নির্গুণব্রহ্ম শ্রীযশোদা স্তনন্ধয় ইহা অশেষ বিশেষ রূপে মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ বিজ্ঞাত মইয়াছি আর রসানাং সরতমেয় পরমলীলা রসতত্ত্ব সর্ব্ববেদান্ত সার শ্রীমদ্ভা-গবতে ইহাও সুবিজ্ঞাত হইয়াছি এবং পরমহংস সীম শ্রীশুকদেব শ্রীরাসাদিলীলাতেই পরমাবিষ্ট আছেম ইহা জ্ঞাত হইয়াছি।

বেদান্ত। তবে যুগলমলীলা তত্ত্বকে অবিজ্ঞাত ব্যক্তি-দিগের কথা উত্থাপিত কর কেন।

ছাত্র। গৌরাঙ্গীয় মধ্যে আধুনিক ব্যক্তিদিগের আকার ব্যবহার আর কথা শ্রুত হইয়া মহাশয় স্থানে জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিতেছি। ঐ গৌরাঙ্গীয় সংপ্রদায় মধ্যে অনেক প্রকার কথা উপস্থিত হইয়াছে কতিপয় লোক ভগবানের ঔপপত্যলীলা সংকীর্ত্তন পদাবলি বলিয়া আপনারা ও উপপত্নী গ্রহণ করে।

বেদান্ত। তাহাদিগের মুখদর্শনে সচেল স্নান মাচরে দিতি, শাস্ত্রব্যবস্থা। বদ্ধজীববর্গের শরীর অবিদ্যা মায়া গুণযুক্তযাহাতে আছে উল্বণকামোপভোগ সেই ভোগের শান্তির নিমিত্তে স্বধর্ম্মাচরণরূপ বিধি শাস্ত্রগণে স্বস্ত্রীকোধর্ম্মমা-চরেদিতি। পুত্রোৎপত্তিরনিমিত্তে (ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াদিতি শ্রুতেঃ) এই বিধি বাক্যে স্বস্ত্রীগমন জীবধর্ম্ম ঐজীবের পরস্ত্রী গমন নিষেধ অতএব অধর্ম্ম অজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ। ঈশ্বরন্তু (অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্র কৃতাকৃতাদিতি শ্রুতেঃ) ঈশ্বরের স্বস্ত্রী গ-মন লক্ষণ ধর্ম্ম নাই এবং পরস্ত্রী গমন লক্ষণ অধর্ম্মও নাই কিন্তু স্বগুণং নির্গুণং শান্তং মায়াতী তং সমাশ্রিনমিতি। এই স্বমায়া বৃত্তিভেদ মূর্ত্তিগণের সহিত স্বরূপশক্তি ব্যাপার অর্থাৎ শ্রীরুক্মি-ণ্যাদির সহিত সস্ত্রীকলীলা আর শ্রীরাধিকাদিগোপীগণের সহি-ত ঔপপত্যলীলা এইদ্বিবিধলীলাই নির্গুণব্রহ্ম। তৎশ্রবণও কীর্ত্তনওস্মরণাদিরূপঅহৈতুকীভক্তি করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বস্ত্রী-কধর্ম্ম আর পরস্ত্রীগমনরূপ অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া ঐ স্বমায়াবিলসিত ধামেয় মুক্তাবস্থায় প্রাপ্ত হয় অতএব বদ্ধজীব বর্গেআছে ধর্ম্মাচরণ আরঅধর্ম্মাচরণ ইহা মায়াজীব স্বভাবি-

নামঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহেনাই কেননা হরিতত্ত্বনির্গুণব্রহ্ম অষ্টাদশ দোষহীন ইহা শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু নাম মহাশাস্ত্রে বিচারিত আছে। এবং ভগবদ্ গৌরাঙ্গীয় নিজ পার্ষদবর্গ মধ্যে কোনো ব্যক্তির এমত কদাচার নাই কিন্তু শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত ঔপপত্য রস-লীলা সংকীর্ত্তনরস শ্রবনকীর্ত্তনকরিয়া মহাপ্রেমাবেশেঐ ঔপপত্য লীল্যাকে স্মরণকরেন আর ঐ ঔপপত্য রসতমা নাম পরমরমারস হিত পরমরসতমের অর্চ্চন বন্দন প্রভৃতি অহৈতুকী ভক্তিকরিয়াছেন ঐ গৌরাঙ্গীয় মধ্যে কোন ব্যক্তি অশাস্ত্রীয় আচার করেন নাইকিন্তু গৌরাঙ্গীয়মতশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীরূপ সনাতন,শ্রীভাগবতানু-সারে অনেকনিবন্ধ গ্রন্থরচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বারকালীলায় ম হিষীগণগর্ব্ভেদশদশপুত্র হইয়াছে কিন্তু মহিষীদিগের সহিত-রহো লীলাতেওমদনের সম্বন্ধগন্ধওনাই। ইহা শ্রীভাগবত স-ন্দর্ভে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু নাম মহাগ্রন্থে প্রথমস্কন্ধীয় একাদ-শাধ্যায়ে উদ্দামভাবপিশুনামলবলগুহাসেত্যাদিপদ্যোত্থাপিত করিয়া মহিষীগণ সহরহোলীলাতেও মায়াতীতস্বমায়াবৃত্তি-ভেদরূপশুদ্ধপ্রেমোচ্ছলন মাত্র, উল্বণকামাধীনতা জীবগণে আছেতৎ ব্যাপার পরিনাম কেবল বিভৎস নাম রবাভাস, ইহা ভগবানের শৃঙ্গার রসতমনাম উন্নতোজ্জলরসে নাই। অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন রসানামং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্য ইত্যাদি।

ছাত্র। বহির্মুখদিগের কুকথা ও কদর্য্যআচারেরকথায় আর প্রয়োজন নাই কিন্তু নারারণ হইতে ও অতিরিক্ত শ্রীনন্দসুত তাঁহার ঔপপত্যলীলা ভজনীয় ব্রহ্ম ইহা তদুপাসনাশাস্ত্রগণ মধ্যে কোথায় লিখিত আছে।

বেদান্ত। সর্ব্ব বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ

শ্রীদশমে শ্রীউদ্ধবমুখে তন্মহিমা প্রস্ফুট হইয়াছে। এবং শ্রীকৃষ্ণোপাসনাশাস্ত্রশ্রেষ্ঠশ্রীগোপালতাপনীতদর্থরূপ ব্রহ্মসংহিতা শ্রীগৌতমীয়াদি তাহা হইতেও অতিপ্রমাণ শ্রীসনৎকুমার সংহিতা যদনুসারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রাগানুগা ভক্তি লিখিত হইয়াছে। ঐ সনৎকুমার সংহিতার ষট্‌ত্রিংশদধ্যায়ের শেষ দর্শাইতেছি শ্রীনারদং প্রতি শ্রীমহাদেব স্বহৃদয়স্থপরমার্থ সত্যসার বস্তুকে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা।

তত্রতে বর্ণয়িষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
শ্রুতংপূর্ব্বংময়াকৃষ্ণাৎসাক্ষাদ্ভগবতঃকিল।১৮১।
মন্ত্ররত্নমহং পূর্ব্বংজপন্ কৈলাসমূর্দ্ধনি।
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবমবসং গহনেবনে।১৪২॥
ততস্তু ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রাদুরাসীন্মমাগ্রতঃ।
ব্রিয়তাংবরমিত্যুক্তে ময়াপ্যুদ্ ঘাট্যলোচনং।১৪৩।
দৃষ্টোদেবঃশ্রিয়াসার্দ্ধং সংস্থিতো গরুড়োপরি।
প্রণিপত্য মুহুশ্চৈনমবদংচশ্রিয়ঃপতেঃ।১৪৪।
যদ্রূপংতে কৃপাসিন্ধো পরমানন্দদায়িনং।
সর্ব্বানন্দাশ্রয়ং নিত্যং মূর্ত্তঞ্চ সর্ব্বতোঽধিকং।১৪৫।
নির্গুণংনিষ্ক্রিয়ং শান্তং ব্রহ্মেতিচ বিদুর্বুধাঃ।
তদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামিচক্ষুর্ভ্যাং পরমেশ্বর।১৪৬।
ততোমামাহ ভগবান্ প্রসন্নঃকমলাপতিঃ।
তদদ্য দৃক্ষসেরূপং যত্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতং।১৪৭।
যমুনাপশ্চিমে কূলে গচ্ছ বৃন্দাবনংমহৎ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃশ্রিয়াসার্দ্ধং জগৎপতিঃ।১৪৮।
অহমপ্যাগমন্তর্হি যমুনায়াস্তটংশুভং।

অত্রকৃষ্ণমপশ্যঞ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরম্ । ১৪৯ ।
গোপবেশধরং কান্তংকিশোরবয়সান্বিতম্ ।
প্রিয়াস্কন্ধে সুবিন্যস্তবামহস্তমনোহরম্ ।১৫০।
হসন্তং হাসয়ন্তঞ্চমধ্যে গোপীকদম্বকম্ ।
স্নিগ্ধমেঘ সমাভাসংকল্যাণগুণমন্দিরম্ ।১৫১।
প্রহস্যচ ততঃকৃষ্ণোমামাহামৃতভাষণঃ ।
অহংত্বেদর্শনোয়াতো জ্ঞাত্বারুদ্র তবেপ্সিতম্ ।১৫২।
যদদ্যমে ত্বয়াদৃষ্টমিদং রূপমলৌকিকম্ ।
ঘনীভূতামলপ্রেমসচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।১৫৩।
নীরূপং নির্গুণং ব্যাপি ক্রিয়াহীনংপরাৎপরম্ ।
বদন্তি বেদশিরস ইদমেব মমানঘ ।১৫৪।
প্রাকৃতৈক গুণাভাবাদনন্তত্বাত্তথেশ্বর ।
অপ্রসিদ্ধ্যামদ্গুণানাংনির্গুণং মাংবদন্তিহি । ১৫৫।
অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্ম্মচক্ষুষা ।
অরূপং মাংবদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বেমহেশ্বর ।১৫৬।
ব্যাপকত্বাচ্চিদংশেন মাম্ব্রহ্মেতি বিদুর্বুধাঃ ।
অকর্তৃত্বাৎপ্রপঞ্চস্য নিষ্ক্রিয়ংমাং বদন্ত্যপি ।১৫৭।
মায়াগুণৈর্যতোমেহংশাঃ কুর্ব্বন্তি সৃজনাদিকম্ ।
নকরোমিস্বয়ংকিঞ্চিৎ সৃষ্ট্যাদিক মহংশিব ।১৫৮।
অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ ।
ক্রিয়ান্তরং ন জানামি নাত্মানঞ্চসদাশিব । ১৫৯ ।
বিহরাম্যনয়ানিত্যমস্যাঃ প্রেমবশীকৃতঃ ।
ইমান্তুমৎপ্রিয়াংবিদ্ধি রাধিকাংপরদেবতাম্ ।১৬০।
অস্যাশ্চপরিতঃ পশ্য সখ্যঃ শতসহস্রশঃ ।

নিত্যাঃ সর্ব্বাইমেরুদ্র যথাহং নিত্যবিগ্রহঃ।১৬১।
সখায়ঃপিতরৌগোপাগাবোবৃন্দাবনং মম।
নিত্যমেব সর্ব্বমেতচ্চিদানন্দরসাত্মকম্।১৬২।
ইদমানন্দ কন্দাখ্যং বিদ্ধিবৃন্দাবনম্মম।
যস্মিন্ প্রবেশমাত্রেণ নপুনঃ সংসৃতিং বিশেৎ।১৬৩।
মদ্বনংপ্রাপ্যযোমূঢ়ঃ পুনরন্যত্র গচ্ছতি।
স আত্মহা মহাদেব সর্ব্বথানাত্রসংশয়ঃ।১৬৪।
বৃন্দাবনম্ পরিত্যজ্য নৈবগচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ।
নিবসাম্যনয়া সার্দ্ধমহমত্রৈব সর্ব্বদা।১৬৫।
ইত্যেবংসর্ব্বমাখ্যাতংযত্তেরুদ্র হৃদিস্থিতম্।
কথয়স্বমমেদানীংকিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।১৬৬।
ততস্ত মব্রুবং দেব মহঞ্চমুনিসত্তম।
ঈদৃশস্ত্বং কথং লভ্যস্তমুপায়ং বদস্বমে।১৬৭।
ততোমামাহভগবান্ সাধুরুদ্রত্বয়োদিতম্।
অতিগুহ্যতমংহ্যেতদ্ গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।১৬৮।
সকৃদাবাম্ প্রপন্নোযস্ত্যক্তোপায় উপাসতে।
গোপীভাবেন দেবেশ সমামেতি নচেতরঃ।১৬৯।
সকৃদাবাং প্রপন্নোবা মৎপ্রিয়ামে কিকামুত।
সেবতে তেনভাবেন সমামেতি নসংশয়ঃ।১৭০।
যোমামেব প্রপন্নশ্চমৎপ্রিয়াং ন মহেশ্বর।
ন কদাপি সমাপ্নোতি মামেব তে ময়োদিতম্।১৭১।
সকৃদেত্যং প্রপন্নোযস্তবাস্মীতি বদেদপি।
সাধনেন বিনাপ্যেব মামাপ্নোতিনসংশয়ঃ।১৭২।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনারুদ্র মৎপ্রিয়াং শরণং ব্রজেৎ।

সত্যাশু মৎপ্রিয়া ভূত্বামাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতি।১৭৩।
ইদংবহস্যম্ পরমং ময়াতেপরিকীর্ত্তিতং।
ত্বয়াপ্যেতন্মহ্যাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।১৭৪।
ত্বমপ্যেতাং সমাশ্রিত্য রাধিকাং মমবল্লভাং।
জপন্মেযুগলং মন্ত্রং সদাতিষ্ঠেৎমদালয়ে।১৭৫।

শ্রীসদাশিবউবাচ।

ইত্যুক্ত্বাদক্ষিণেকর্ণেমমকৃষ্ণোদয়ানিধিঃ।
উপদিশ্যদ্বয়ং হ্যেতৎসংস্কারাংশ্চ বিধায়হি।১৭৬।
সগণোহন্তর্দধে বিপ্রতত্রৈবমে বিপশ্যতঃ।
অহমপ্যত্রতিষ্ঠামি তদারভ্য নিরন্তরং।১৭৭।
সর্ব্ব মেতন্ময়াতুভ্যং সাঙ্গমেব প্রকীর্ত্তিতং।
অধুনাবদবিপ্রেন্দ্র কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছাসি।১৭৮।

শ্রীনারাদউবাচ।

ভগবন্সর্ব্বমাখ্যাতংয়দ্‌যৎপৃষ্টংময়াগুরো।
অধুনাশ্রোতুমিচ্ছামি ভাবমার্গমনুত্তমং।১৭৯।

শ্রীসদাশিবউবাচ।

সাধুপৃষ্টংত্বয়াবিপ্রসর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
রহস্য মপি বিক্ষ্যামি তন্মেনিগদতঃ শৃণু।১৮০।
দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যগুণশালিনঃ।১৮১।
যথাপ্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথাতে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি।১৮২।

গমনাগমনে নিত্যংতথৈব বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনং।১৮৩।
পরকীয়াভিমানিন্য স্তথাতস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজ প্রিয়ম্। ১৮৪।
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাম্ মধ্যেমনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্।১৮৫।
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিনীং।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্রভোগপরাংমুখীং। ১৮৬।
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎ সেবনপরায়ণাং।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেমরাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্ ।১৮৭।
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাৎতয়োঃ সঙ্গমকারিণীং।
তৎসেবন সুখাস্বাদভরেণাতি সুনির্বৃতাং।১৮৮।
ইত্যাত্মানম্ বিচিন্ত্যৈব তত্রসেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎস্যাত্তু মহানিশা।১৮৮।

শ্রীনারদ উবাচ।

হরের্দৈনন্দিনীংলীলাং শ্রোতুমিচ্ছামিতত্ত্বতঃ।
লীলামজানতাসেব্যো মনসাতুকথং হরিঃ ১৯০।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

নাহং জানামিতাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবীং সমাগচ্ছসাতেলীলাং প্রবক্ষ্যতি।১৯১।
অবিদূর ইতস্থানাৎ কেশিতীর্থসমীপতঃ।
সখীসহবৃতাসাস্তে গোবিন্দপরিচারিকা। ১৯২।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য হৃষ্টোনত্বা পুনঃ পুনঃ।
বৃন্দাশ্রমং জগামমাথ নারদোমুনিসত্তমঃ। ১৯৩।
বৃন্দাপি নারদং দৃষ্ট্বা প্রণম্যচ মুনঃ পুনঃ।
উবাচ ভোমুনিশ্রেষ্ঠ কথমত্রাগতিস্তব। ১৯৪।

শ্রীনারদউবাচ।

ত্বত্তোবেদিতুমিচ্ছামি নৈত্তিকং চরিতং হরেঃ।
তত্তদাবূহি মে দেবি যদি যোগ্যোঽস্মিশোভনে।১৯৫।

শ্রীবৃন্দোবাচ।

রহস্যমপি বক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোসি নারদ।
নপ্রকাশ্যং ত্বয়াহ্যেতদ্ গুহ্যাদ্গুহ্যতমং মহৎ। ১৯৬।
মধ্যেবৃন্দাবনেরম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জেতু দিব্যরত্নময়ে গৃহে। ১৯৭।
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।
মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি।১৯৮।
গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদ মাপ্তৌতত্ভঙ্গকাতরৌ।
মমনঃ কুরুতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুংমনাগপি। ১৯৯।
ততশ্চশারিকাসংঘৈঃ শুকাদ্যৈরপি তৌমুহুঃ।
বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাং। ২০০।
উপবিষ্টৌততোদৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতাঃ।
প্রবিশ্য চক্রিরে সেবাং তৎকালযোচিতীংতয়োঃ।২০১।
পুনশ্চশারিকাবাক্যৈরুত্থায় তৌ স্বতল্পতঃ।
গচ্ছতঃ স্বস্বভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌমিথঃ। ২০২।

কৃষ্ণোপি দুগ্ধ্বাগাঃকাশ্চিদ্দোহয়িত্বা জনৈঃ পরা।
আগচ্ছতি পিতুর্ব্বাক্যাৎ স্বগৃহংসখিভির্বৃতঃ ।২১৩।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং কৃত্বাদাসৈঃ সংস্নাপিতোমুদা।
ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বীচন্দনাক্ত কলেবরঃ ।২১৪।
দ্বিকালবদ্ধকেশৈশ্চ গ্রীবাভালোপরিস্ফুরন্।
চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভালতিলকালক রঞ্জিতঃ ।২১৫।
কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূররত্নমুদ্রালসৎকরঃ।
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ।২১৬।
মুহুরাকারিতোমাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ং।
অবলম্ব্য করংসখ্যুর্ব্বলদেবমনুব্রতঃ ।১১৭।
ভুঙেক্তু বিবিধান্নানিভ্রাত্রাচ সখিভির্বৃতঃ।
হাসয়ন্ বিবিধৈর্ব্বাক্যৈঃ সখীং স্তৈর্হসিতঃ স্বয়ং ।১১৮।
ইত্থং ভুক্ত্বাতথাচম্য দিব্যখট্টোপরিক্ষণং।
বিশ্রম্য সেবকৈর্দত্তং তাম্বূলং বিভজন্নদন্ ।১১৯।
গোপবেশধরকৃষ্ণোঃধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ।
ব্রজবাসি জনৈঃ প্রীত্যাসর্ব্বৈরনুগতঃপথি ।১২০।
পিতরম্ মাতারং নত্বানেত্রান্তেন প্রিয়াগণং।
যথাযোগ্যং তথাচান্যান্ সংনির্ব্বর্ত্য বনংব্রজেৎ ।২২১
বনংপ্রবিশ্যসখিভিঃ ক্রীড়িত্বাচক্ষণংততঃ।
বঞ্চয়িত্বাচ তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্যুতঃ ।২২২।
সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়াসন্দর্শনোৎ সুকঃ।
সাপিকৃষ্ণেবনংযাতে দৃষ্ট্বাতং গৃহমাগতা ।২২৩।
সূর্য্যাদি পুজাব্যাজেন কুসুমাদ্যাহৃতৈস্তথা।
বঞ্চয়িত্বাগুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়াবনং ।২২৪।

ইত্থং তৌবহুযত্নেন মিলিত্বা সগণৌততঃ।
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্রবনে বিক্রীড়তোমুদা ।২২৫।
স্যন্দোলিকাং সমারূঢ়ৌ সখীভি র্দোলিতৌকুচিৎ।
কুচিদ্বেণুং করভ্রষ্টং প্রিয়য়াচোরিতংহরিঃ ।২২৬।
অন্বেষযন্নুপালব্ধো বিপ্রলব্ধঃ প্রিয়াগণৈঃ।
হসিতো বহুধাতাভি র্হৃতস্বইবতিষ্ঠতি ।২২৭।
বসন্তঋতুনাজুষ্টং বনখণ্ডং কুচিন্মুদা।
প্রবিশ্যচন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদি জলৈরপি ।২২৮।
বিসিঞ্চতোযন্ত্রমুক্তৈস্তৎ পঙ্কৈর্লিম্পতোমিথঃ।
সখ্যোপ্যেবং বিসিঞ্চন্তি তাশ্চতৌ সিঞ্চতঃপুনঃ ।২২৯।
তথান্যঋতুজুষ্টাসু ক্রীড়তোবনরাজিষু।
তত্তৎ কালোচিতৈ র্নানাবিহারৈঃ সগণৌদ্বিজ ।২৩০।
শ্রান্তৌ কুচিদ্বৃক্ষমুল মাসাদ্যমুনিসত্তম।
উপবিশ্যাসনে দিব্যেমধুপানং প্রচক্রতুঃ ।২৩১।
ততোমধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রযামীলিতেক্ষণৌ।
মিথঃ পাণীসমালম্ব্য কামবাণবশং গতৌ । ২৩
রিরংসুবিশতঃ কুঞ্জংস্খলদ্বাগ্গমনৌপথি।
ক্রীড়তশ্চ ততস্তত্র করিণীযূথপৌয়থা ।২৩৩।
সখ্যোপি মধুভির্মত্তানিদ্রয়াপীড়িতেক্ষণাঃ।
অভিতঃ কুঞ্জপুঞ্জেষু সর্ব্বাএব বিশিশ্যিরে ।২৩৪।
পৃথগেকেন বপুষাকৃষ্ণোপি যুগপদ্বিভুঃ।
সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো মুহুঃ ।২৩৫।
রময়িত্বাচ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব।
প্রিয়াং গত্বা তয়া তাভিঃ ব্রীড়িতাভিঃ সরোব্রজেৎ ।২৩৬।

জলসেকৈর্ম্মিথস্তত্র ক্রীড়িত্বা সগণৌ ততঃ।
বাসঃস্রক্‌চন্দনৈ র্দিব্য ভূষণৈরপিভূষিতৌ।২৩৭।
তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যরত্ন ময়েগৃহে।
অশ্নতঃ ফলমূলানি কল্পিতানি ময়ৈবহি।২৩৮।
হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেশিতং।
দ্বিত্রাভিঃ সেবিতোগচ্ছেচ্ছয্যাংপুষ্পাবিনির্ম্মিতাং।২৩৯।
তাম্বূলব্যজনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ
সেব্যমানোহসংস্তাভির্ম্মোদতে প্রেয়সীংস্মরন্।২৪০।
রাধিকাপিহরৌসুপ্তে সগণামুদিতান্তরা।
অপিতত্রগতপ্রাণা তদুচ্ছিষ্টং ভুনক্তিযৎ।২৪১।
কিঞ্চিদেবং ততোমুক্ত্বা ব্রজেচ্ছয্যা নিকেতনং।
দ্রষ্টুং কান্তংমুখাম্ভোজং চকোরীব নিশাকরম্।২৪২।
তাম্বূলং চর্ব্বিতং তস্য তত্রত্যাভি র্নিবেদিতম্।
তাম্বূলানপিচাশ্নাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিভিঃ।২৪৩।
কৃষ্ণোপিতাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দংভাষিতং মিথঃ।
প্রাপ্তনিদ্রইবাভাতি বিনিদ্রোপি পটাবৃতঃ।২৪৪।
তাশ্চ ক্ষ্বেলিংক্ষণং কৃত্বামিথঃ কান্তকথাশ্রয়াং।
ব্যাজনিদ্রাং হরের্জ্ঞাত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ।২৪৫।
বিদশ্য রসনাং দদ্ভিঃপশ্যন্ত্যোন্যোন্যমাননম্।
লীনাইবলজ্জয়াস্ত্যঃক্ষণমূচুর্নকিঞ্চন।২৪৬।
ক্ষণাদেব ততোবস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ।
সাধুনিদ্রাংগতোসীতি হাসয়ন্ত্যো হসন্তি তং।২৪৭।
এবং তৌ বিবিধৈর্হাস্যৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ।
অনুভূয়ক্ষণং নিদ্রাসুখঞ্চ মুনিসত্তম।২৪৮।

উপবিশ্যাসনেদিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা।
পণীকৃত্যমিথোহার চুম্বাশ্লেষ পরিচ্ছদান্ ।২৪৯।
অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ প্রেম্নানর্ম্মালাপ পুরঃসরং।
পরাজিতোপি প্রিয়য়া জিতমিত্য বদন্ময়া ।।২৫০।।
হারাদি গ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে তয়া।
তয়ৈব তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ কর্ণোৎপল সরোরুহে ।।২৫১।।
বিষণ্ণবদনো ভূত্বা গতস্বইব নারদ।
জিতোহস্মিচেত্ত্বয়াদেবি গৃহ্যতাং যৎ পণীকৃতম্ ।২৫২
চুম্বনাদি ময়া দত্ত মিত্যুক্ত্বাচ তথাচরেৎ।
কৌটিল্যংতস্ত্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুঞ্চ ভৎর্সনংবচঃ ।২৫৩।
ততঃ শারীশুকানাঞ্চ শ্রুত্বাবাগাহবং মিথঃ।
নির্গচ্ছতস্ততঃস্থানাদ্দাম্ভ কামৌ গৃহংপ্রতি ।।২৫৪।
কৃষ্ণঃকান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ।
সাতুসূর্য্যগৃহংগচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংযুতা ।।২৫৫।।
কিয়দ্দূরং ততোগত্বা পরাবৃত্তো হরিঃপুনঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায় যাতিসূর্য্য গৃহংপ্রতি।।২৫৬।।
সূর্য্যঞ্চ পূজয়েত্তত্র প্রার্থিত স্তৎসখীজনৈঃ।
তদৈব কল্পিতৈর্ব্বেদৈঃ পরিহাস বিগর্হিতৈঃ ।২৫৭।
ততস্তাঅপিতংকান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণাঃ।
আনন্দ সাগরে লীনং নবিদুঃ স্বংনচাপরম্ ।২৫৮।
বিহারৈর্ব্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধয়ামত্রয়ংমুনে।
নীত্বাগৃহান্ ব্রজেয়ুস্তাঃ সচকৃষ্ণোগবাং ব্রজং ।২৫৯।
সংগম্য সসখীন্ কৃষ্ণো গৃহীত্বাগাঃ সমন্ততঃ।
আগচ্ছতি ব্রজং কর্ষন্ তত্রৈতান্ মুরলীরবৈঃ ।২৬০।

ততোনন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বাবেণু রবং হরেঃ।
গোধূলিপটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বাচাপি নভস্তলং।২৬১।
বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি স্ত্রিয়োবালাদয়োপিচ।
কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শন সমুৎ সুকাঃ।২৬২।
রাধিকাপিসমাগত্য গৃহং স্নাত্বা বিভূষিতা।
সংপাদ্যকান্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি বিবিধানিচ।২৬৩।
সখীসংঘযুতাযাতি কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎসুকা।
রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্রসর্ব্বে ব্রজৌকসঃ।২৬৪।
কৃষ্ণোপ্যেতান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
দর্শনস্পর্শনৈর্ব্বাচাস্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ।২৬৫।
গোপবৃদ্ধান্নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্ব্বাচিকৈরপি।
সাষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ।২৬৬।
নেত্রান্তসূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াস্তথা।
এবংতৈশ্চ যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ।২৬৭।
গবালয়ং তথাগাশ্চ সংপ্রবেশ্য সমন্ততঃ।
পিতৃভ্যামর্থিতোযাতি ভ্রাত্রাসহ নিজালয়ং।২৬৮।
স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা মাত্রানুমোদিতঃ।
গবালয়ং পুনর্যাতি পয়োভার শতানুগঃ।২৬৯।
তত্রপিত্রা পিতৃব্যৈশ্চ তৎ পুত্রৈশ্চবলেনচ।
ভুনক্তি বিবিধান্নানি চর্ব্ব্য চোষ্যাদিকান্যথ।২৭০।
তস্মাতুঃ প্রার্থনাপূর্ব্বং রাধয়াপি তদৈবহি।
প্রস্থাপ্যন্তে সখীদ্বারা পক্কান্নানিতদালয়ং।২৭১।
শ্লাঘয়ংশ্চহরিস্তানি ভুক্ত্বাপিত্রাদিভিঃ সহ।
সভাগৃহং ব্রজেন্দ্রৈশ্চ জুষ্টংবন্দিজনাদিভিঃ।২৭২।

পক্বান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতঃ।
বহূনিচ পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া।২৭৩।
সখ্যাতত্রত্যয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং তথারহঃ।
সর্ব্বংতাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে।২৭৪।
সাপিভুক্ত্বা সখীবর্গ যুতাতদনুপূর্ব্বতঃ।
সখীভির্ম্মণ্ডিতাতিষ্ঠেদভিসর্ত্তুং সমুদ্যতা।২৭৫।
প্রস্থাপ্যতে ময়াকাচিদ্বিতএব ততঃ সখী।
তয়াভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ।২৭৬।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেস্মিন্ দিব্যরত্নময়েগৃহে।
সিতকৃষ্ণ নিশাযোগ্য বেশায়াতি সখীযুতা ২৭৭।
কৃষ্ণোপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতুহলং ততঃ।
কবিত্বানি মনোজ্ঞানি শ্রুত্বাচ গীতকান্যপি।২৭৮।
ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রণয়িত্বা বিধানতঃ।
জনৈরাকারিতো মাত্রা যাতিশয্যা নিকেতনং।২৭৯।
মাতর্ষ্যি প্রস্থিতায়াঞ্চ ভোজয়িত্বা ততোগৃহৎ।
সঙ্কেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ।২৮০।
মিলিত্বা তাবুভাবত্র ক্রীড়তে বনরাজিষু।
বিহারৈর্ব্বিবিধৈরাসলাস্য গীতপুরঃসরৈঃ ২৮১।
সার্দ্ধয়ামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রেরেবং বিহারতঃ।
সুষুপ্সূবিশতঃ কুঞ্জং পঞ্চষাভিরলক্ষিতৌ।২৮২।
নির্বৃন্তকুসুমৈ ক্লৃপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে।
সুপ্ত্বাবিতিষ্ঠতস্তত্র সেব্যমানৌ প্রিয়ালিভি ঃ২৮৩।
ইতিতে সর্ব্বমাখ্যাতং নৈত্যিকংচরিতং হরেঃ।
পাপিনোপি বিমুচ্যন্তে শ্রবণাদেবনারদ।২৮৫।

শ্রীনারদ উবাচ।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মিত্বয়াদেবি ন সংশঃ।
হরের্দৈনন্দিনী লীলাযতোমেঽদ্য প্রকাশিতা।২৮৬।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং পরিক্রম্য তয়াচাপি প্রপূজিতঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতো রাজন্ নারদোমুনিসত্তমঃ।২৮৭।
ময়াপ্যেতদানুপূর্ব্ব্যাৎ সর্ব্বং তে পরিকীর্ত্তিতং।
জপন্নিত্যং প্রযত্নেন মন্ত্রযুগ্মমনুত্তমম্।২৮৮।
কৃষ্ণবক্ত্রাদিদংলব্ধং পুরারুদ্রেণ যত্নতঃ।
তেনোক্তং নারদায়াপি নারদেন মমোদিতং।২৮৯।
সংস্কারাংশ্চ বিধায়ৈব ময়া প্যেতত্তবোদিতং।
ত্বয়াপ্যেতদ্গোপনীয়ং রহস্যং পরমাদ্ভুতং।২৯০।

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ॥

কৃতকৃত্যোভবং সাক্ষাত্ত্বৎ প্রসাদাদহং গুরো।
রহস্যানাং রহস্যং যত্ত্বয়া মহ্যং প্রকাশিতং।২৯১।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

ধর্ম্মানেতানুপাতিষ্ঠ জপন্মন্ত্রমহর্নিশং।
অচিরাদেব তদ্দাস্যমবাপ্স্যসি নসংশয়ঃ।২৯২।
ময়াপি গম্যতে রাজন্ গুরোরায়তনং মম।
বৃন্দাবনে যত্রনিত্যং গুরুর্মেঽস্তি সদাশিবঃ।২৯৩॥

ইতি শ্রীসনৎকুমারীয়ে শ্রীসনৎকুমারাম্বরীষ সম্বাদে শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল প্রকাশকঃ ষট্‌ত্রিংশত পটলঃ॥

এই দর্শাইলাম উপাসনা শাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ যাহাতে শ্রুত্যুক্ত রসানাং রসত্তমঃ অষ্টম নির্গুণব্রহ্ম ধাম ইনি রসময় ঔপপত্য নিত্যলীলাবিশিষ্ট শ্রীব্রজরাজসুত। এবং মহাদেবের প্রশ্নপূরণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে বোধ হইল যেসকল শ্রুত্যর্থ নাবুঝিয়া সংন্যাসিগণ নির্গুণব্রহ্মশব্দে চিন্মাত্র অর্থাৎ নিরবয়ব্রহ্ম স্থাপন করিয়াছেন সে সকল শাঙ্করভাষ্যাভিপ্রেত নহে। এবং কোন শাস্ত্র সম্মত নহে। ইহা ঐ নিরয়ববোধক শ্রুতিগণের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে যাহা স্পষ্ট হইল ইহাই ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ শ্রীগোবিন্দভট্টকে স্পষ্ট করিয়াছেন।

ঐ ছাত্র। সনৎকুমারসংহিতা দর্শন করিয়া আচার্য্য চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন এই শাঙ্করভাষ্যের অর্থ জানিবার নিমিত্তে শ্রীকাশ্যাদি যাবতীয় সমাজে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে সংন্যাসিগণ, স্বরূপশক্তি প্রসঙ্গ না করিয়া অবিদ্যা মায়াশক্তিকে অবলম্বন করিয়া তৎকার্য্যরূপপ্রপঞ্চ,তদপ বাধে চিন্মাত্রই নির্গুণব্রহ্ম ইহাই মাত্র জ্ঞাত ছিলাম মহাশয়ের নিকটে শাঙ্করভাষ্যার্থদর্শনে সংন্যাসিগণের কুৎসিতবাদ আমারচিত্তহইতে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইল যেহেতু তলবকারের শাঙ্করীবৃত্তিতে বহুতর বিচার করিয়া চিচ্ছক্তিস্বরূপ মাত্রই নির্গুণব্রহ্ম ইহাই ব্যবস্থা আর কঠবল্লীবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা ইত্যাদির অর্থ অষ্টম নাম নির্গুণব্রহ্মের ক্রমে দ্বিবিধ, ভগবান সপ্তম আর ষষ্ঠ পরমাত্মা নাম বিষ্ণু, আর পঞ্চম, সপ্রকৃতিকঈশ্বর ইনিই কারণাখ্য গীতাভাষ্যে বিষযুক্ত অন্যের ন্যায় বিষ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি বিহীন, ইহা হইতে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভ জিনি সমষ্টিব্রহ্মা ইহা

হইতে স্থূল বিরাট, ইহাতে আছে ইন্দ্রিয় আর তদ্বিষয়রূপ সুতরাং সপ্রকৃতিকপঞ্চম রূপ হইতে উৎপত্তি মান্ রূপচতুষ্টয়, ইহারাই সগুণসত্ত্বাবান্ এতদ্ভিন্ন পরমাত্মাদিরূপত্রয় স্বরূপ-শক্তিমান। তন্মধ্যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পরিপূর্ণশক্তিক-পূর্ণব্রহ্ম ইনিই নির্গুণব্রহ্ম অষ্টমঃ রসানাং রসতমঃ সুতরাং সনৎকুমারসংহিতোক্ত ঔপপত্য লীলাবিশিষ্ট, অদ্ভুত নামা এই স্বরূপশক্তি ব্যাপার শ্রীদশম স্কন্ধে শ্রীরাসাদি লীলা ইনিই রসানাং রসতমঃ সুতরাং নির্গুণব্রহ্ম ইহাতে আমার আর সন্দেহ নাই অর্থাৎ ঐ অষ্টমের ঔপপত্য লীলাই রসানাং রস-তম ইহাতে অবিদ্যা পর্ব্ব উল্বণকামের সম্বন্ধ গন্ধও নাই তবে জীবমাত্রে আছে উল্বণকাম তদ্ব্যাপার বিভৎসরসাভাস, নরা-কৃতি পরিপূর্ণশক্তিকের রসতমলীলাকে যাঁহারা বিভৎসরসাভাস মানেন তাহারা অতি অজ্ঞ। ইহা আমার বুদ্ধি গোচর হইয়াছে কিন্তু মুক্তি বিষয়ে আছেন চিন্মাত্র ব্রহ্ম সা যুজ্য সে কি প্রকার।

বেদান্ত। মুক্তি বিষয়ে বেদান্তে চতুর্থাধ্যায়ে বহুতর বিচার করিয়াছেন তত্র সমনস্ক আর অমনস্ক দ্বিবিধ। তত্রাপি অম-নস্ক মুক্তি শ্রীহরিহস্তমৃতদৈত্যাদির অর্থাৎ প্রকৃতির পার চৈতন্যমাত্র নিরয়বব্রহ্মেলয়) তদ্ভিন্ন নরাকৃতি পরব্রহ্মোপা-সকের সমনস্ক মুক্তি হয় ইহাও শাঙ্করভাষ্যেবিচারিত আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে সূত্রং।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥৪২॥

ভাষ্যঞ্চ। তত্র ভাগবতামন্যন্তে। ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থ তত্ত্বং সচতুর্ধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি।

তত্র তাবদুচ্যতে যোহয়ং নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনা আত্মান মনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি তন্নিরাক্রিয়তে স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধাভবতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোহনেকধা ভবস্যাধিগতত্বাৎ। যদ্যপি তস্য ভগবতোভিগমনাদিলক্ষণ মারাধন মজস্র মনন্যচিত্ত তয়াভিপ্রেয়তে তদপি ন প্রতিসিধ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যোরীশ্বর প্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যৎ পুনরিদমুচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণমুৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি। অত্র ব্রূম ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সংঙ্কর্ষণসংজ্ঞকস্য জীবস্যাপি উৎপত্তিঃ সংম্ভবতি অনিত্যত্বাদি দোষ প্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্বেহি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্ ততশ্চ নৈবাস্যভগবৎ প্রাপ্তির্মোক্ষঃস্যাৎ কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য বিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতি চাচার্য্যোজীবস্যোৎপত্তিং।

নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চতাভ্য ইতি॥
তস্মাদসঙ্গতৈষা কল্পনা॥৪২॥

ছাত্র। বুঝিলাম শাঙ্করভাষ্যাভিপ্রায়, সংন্যাসিগণের কল্পনা জীবের উৎপত্তি অর্থাৎ উপাধিনাশে জীবের স্বরূপ নাশের নাম মুক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি বিহীন চিন্মাত্র প্রাপ্তি এই কল্পনা অসঙ্গত অর্থাৎ বেদান্ত শাস্ত্রের অসম্মত। ভাষ্যকার লিখিলেন শ্রুতিস্মৃত্যোরীশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাদিতি। ইহাতে শ্রুতি, তাপনীশ্বেতাশ্বতরমুণ্ডকমাণ্ডুক্যঐতরেয় তলবকার বাজসনেয় ষট্ প্রশ্নী প্রভৃতি।

স্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ শ্রীভাগবত ব্রহ্মসংহিতা সনৎকুমার সংহিতা শ্রীগৌতমীয়াদি। এই সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মোপোসনা ইহাই নিগুর্ণব্রহ্মোপাসনা ইহাতে ভগদংশ জীবগণের ভগবৎ সেবা প্রাপ্তিই মোক্ষ অতএব শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন মুক্তির্হিত্বান্য

থারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি রিতি। শ্রীগৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ে দর্শিত সনৎকুমারসংহিতোক্তদেশভাষাণুবন্ধ, শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়েরনাটকগীতি, কর্ণামৃতশ্রীগীতগোবিন্দ। মহাপ্রভু রাত্রদিনে, স্বরূপরামানন্দসনে, গায় সুনে পরম আনন্দ॥ ইত্যাদিতে ঐ সনৎকুমারসংহিতোক্ত ঔপপত্য লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ স্মরণাদি লক্ষণ সাধন ভক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ঐ উপাসনা সংপ্রদায় প্রবৃত্তির মূল আচার্য্য কোন ব্যক্তি ইহা শাস্ত্রে কি লিখিয়াছেন।

বেদান্ত। ইহার উপাসনা মন্ত্র সপ্রণব গায়ত্রী তত্র ভর্গনাম ভগবানের স্তুতি সন্ধ্যা মন্ত্র তত্রাপি অঘমর্ষণসূক্ত আর আত্ম রক্ষা মন্ত্রে আছে ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গল মিতি ঐ ব্রজনাথের উপাসনা শ্রীগোপাল তাপনীতে শ্রীগোপালদেব ব্রহ্মাকে প্রদান করেন পূজার মন্ত্র অষ্টাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা তাহাতে প্রণবাদি, কেবল ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের, কামবীজাদি হইলে স্ত্রীশূদ্রাদির অধিকার। ইহাই ভগবদ্ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্ট আছে।

ছাত্র। মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণবের বিবৃতি বিস্তার আছে তত্রাপি অকারাদি পাদত্রয়ে জীবের জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়। অর্থাৎ বিশ্ব আর তৈজস আর প্রাজ্ঞ তদ্ভিন্ন তুরিয়পাদে ব্যঞ্জিত নির্গুণ সত্তা অর্থাৎসচ্চিদানন্দবস্তুই নির্গুণব্রহ্ম মনন করিতে হয়, প্রণবার্থে শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁহার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ শক্তিব্যাপার কার্য্য ইহা কোন শাস্ত্রে বর্ণিতকরিয়াছেন।

বেদান্ত যেপিপ্পলাদ শাখাতে ঐ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। সেই পিপ্পলাদশাখাতে পঞ্চবিধ তাপনী আর পুরুষবোধনী

প্রভৃতি শ্রুতিশির আছে তত্র শ্রীগোপালোত্তরতাপনীতে প্রণবের অংশ পঞ্চকবর্ণিত করিয়াছেন। তদ্যথা।

সহোবাচতং হিবৈ পূর্ব্বং হ্যেকমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীদিত্যাদি ।।৫১॥

ব্যাখ্যাচ। শ্রী দুর্ব্বাসাঃ শ্রীগান্ধর্ব্বাং কথয়তি সহেতি স নারায়ণ ইকিলতং ব্রহ্মাণমুবাচেতি। পূর্ব্বং বিশ্বসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং অব্যাকৃত নামরূপত্ব ধর্ম্মাত্মকং ত্রিবিধ ভেদশূন্যং সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম বৃহচ্চ তদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ আত্মানমেব ব্রহ্মেত্যুপাসিতব্য নিত্যাদিনা আত্মানমেব লোকমুপাসীত ইত্যাদিনা চ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপাল পুরীইত্যাদিনাচ সহস্র পত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদমিত্যর্থঃ। আত্মলোক ব্রহ্মলোকঃ পরিপূর্ণ শক্তিকং পূর্ণং ব্রহ্মেতি ভাবঃ। আসীদিতি শাশ্বতং।৫২।

সত্তামাত্রং চিৎস্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মমায়য়াতুচতুষ্টয়ং।৫২।

সত্তামাত্রমিতি বিশ্বরূপমিতি অয়মত্র বিবেকঃ যদেব সত্তামাত্রমিতি গুণাদ্যতীতত্বাৎ অনির্দ্দেশ্যং অব্যাকৃতং তদেববিশ্বরূপং অব্যাকৃত নামরূপত্বধর্ম্মাত্মকং প্রকাশমিতি ব্যাকৃত লোকাত্মকে আবির্ভূতং। নমু সচ্চিদানন্দ বস্তু কথং ব্যাকৃতনামরূপাত্মক লোকে দৃশ্যমানং অচিন্ত্য শক্ত্যা ব্যাপকং অত্র শ্রুতি দ্বিতীয় মুণ্ডক।

ব্রহ্মৈবেদং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।

বেদান্ত বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সং-
ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে
ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ
পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।ইতি।

নমু একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মেত্যাদিনা একাত্মপ্রত্যয়সারস্য কথং লোকদ্বোকিত্বং তত্রাহ মায়য়াতু চতুষ্টয়মিতি মায়য়া স্বরূপ ভূতয়ানিত্য শক্ত্যাবহুমূর্ত্ত্যৈকমূর্ত্তিকমিত্যর্থঃ। সএকধা ভবতি ত্রিধা ভবতি ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্ছ।

ছাত্র। দর্শিত শ্রুতিমায়য়াতু চতুষ্টয়মিত্যাদি তাপনী দর্শনে এবং ঐব্রজলোক ভুমিবিকারস্থ দেখিয়া আর ঐ ব্রজলোকে ঔপপত্যলীলা দৃষ্টি করিয়া পঞ্চদশীগ্রন্থে তাপ-নীয়ে তমোমায়েতি লিখিত দৃষ্টি করিয়াছি।

বেদান্ত। ঐ সকল গ্রন্থ শাঙ্করভাষ্যসম্মত নহে। ইহা পূর্ব্বে ভাষ্যস্থ স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থমিত্যাদির তাৎপর্য্য পূর্ব্ববহুতর বিচার করিয়া সর্ব্বশক্তি বিবৃতি সূত্ররূপ চতুষ্টয় পদ্য দর্শাইয়াছি পূনশ্চ দর্শাইতেছি।

মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গাচসা-
স্মৃতা। প্রধানেপি ক্বচিদ্দৃষ্টা তদ্বৃত্তি-
র্মোহিনীচ সা। আদ্যেত্রয়েস্যাৎ
প্রকৃতিশ্চিৎ শক্তিস্ত্বন্তরঙ্গিকা॥ শুদ্ধ
জীবেপি তেং দৃষ্টেতথেশজ্ঞানবী
র্য্যয়োঃ। চিন্মায়াশক্তি বত্যোস্তু বি-

দ্যাশক্তিরুদীর্য্যতে। চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ
মায়ায়াং যোগমায়া সমাস্মৃতা।
প্রধানাং ব্যাকৃতাং ব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে
প্রকৃতৌপরং। নমায়ায়াং নচিচ্ছক্তা-
বিত্যাদ্যুহ্যং বিবেকিভিরিতি।

এই উক্ত লক্ষণ সর্ব্বশক্তি মদ্ব্রহ্ম শাঙ্করভাষ্যে সর্ব্বত্রই সর্ব্ব জ্ঞং সর্ব্বশক্তিব্রহ্ম উক্তলক্ষণব্রহ্মনাম পরমাত্মাকে বুঝাইতে কঠ-বল্লীর সদর্থ একাদশস্কন্ধা তত্র অষ্টবিধধারণাবিষয়রূপ নিরূপণে ষষ্ঠ ধারণা বিষয়রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ইহার দূরবর্ত্তিনী ত-মোমায়া যদ্গুণোপাধি বিশিষ্ট বদ্ধ জীব বর্গ কৃচিৎ শুদ্ধ জীবে চিচ্ছক্তি নাম আছে। ইনি ঐ পরমাত্মার তটস্থাশক্তি। ইনীজীব ঐজীবশক্তি হইতে অতিরিক্ত চিন্ময়াশক্তি ইহারি বৃত্তিভেদ হ্লাদিনী নাম মহাশক্তি আর সঙ্গিনীসম্বিদিতি ঐ সকল শক্তি লইয়া পরমাত্মা নাম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ইঁহারি অন্তরে চিচ্ছক্তিতে রতি আছে।

ইহার অংশী সপ্তমরূপ ভগবান নারায়ণ ইনিও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম। ইহা হইতে অতিরিক্ত স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম ইহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম কহিয়াছেন।

অতএব ভাষ্যকার, পরব্রহ্মরূপদুইপ্রকার ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে দর্শইয়াছি পুনশ্চ দর্শাইতেছি। সূত্রং

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেতি।

শাঙ্করভাষ্যং চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম মহামায়ঞ্চ তদ্ভূবেতি সমাপ্ত।

ঐ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মার উপাস্য উপসনা মন্ত্র গায়ত্র্যাং ঋচি ভর্গনাম ভগবান তত্র বরেণ্য পদে দৃষ্টি করিয়া ভাষ্যকার লিখিলেন মহামায়ঞ্চ তদ্বৃঙ্ক্তেতি এই মহা মায়কে শ্রীমার্ক-ণ্ডেয় ভগবান সুমায়িনমিতি নিরূপণ করিয়া-ছেন বৃহন্নারদীয়ে।সগুণং নির্গুণং শান্তং মায়াতীতং সুমায়িনমিতি সুতরাং তাপন্যুক্ত মায়া চিচ্ছক্তি নাম সুমায়া, মায়য়াতু চতুষ্টয়মিতি এই মায়া স্বরূপ শক্তি, ইহারি ব্যাপার মাথুরমণ্ডল অতএব স্বরূপ শক্তি ব্যাপার কার্য্যোরদ্ভূত শ্রীব্রজমণ্ডল ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম সুতরাং মায়য়াতু অতর্ক্যায়া অন্তরঙ্গ শক্ত্যা চতুষ্টয়মিতি। ব্রজমণ্ডল আত্মলোক প্রণব বেদ্য ইহা স্পষ্ট করিতেছেন। যথা

রোহিণীতনয়ো রামো অকারাক্ষর সম্ভবঃ। তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারা-ক্ষর সম্ভবঃ। প্রজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধোবৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ। অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং। কৃ ষ্ণাত্মিকা জগৎ কর্ত্রীমূল প্রকৃতি রু-ক্মিণী।৫৪।

যথৈবৈকমেব ব্রহ্মস্বরূপৈরেবচতুষ্টয় মভুৎ তথৈব তদ্বাচকমকাক্ষরং প্রণবঃ স্বরূপেণৈবাক্ষরচতুষ্টয়াত্মক মিতি বিবৃণোতি রোহিণীতি অকা-রাক্ষর সম্ভবঃ আবির্ভাবো যস্য সঃ। প্রদ্যুম্নস্য তৈজসাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ স তৈজসাত্মকঃ। তেন রামস্য বিশ্বাধিষ্ঠাতৃত্বমায়াতং।' অনিরুদ্ধঃ প্রজ্ঞা-ধিষ্ঠাতা। অর্দ্ধমাত্রা প্রণবান্তর্ব্ব্যক্তা বিন্দু নাদরূপা আত্মপ্রকাসিকা যস্য সঃ। মাণ্ডুক্যোপ নিষদি চ॥ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽ-

স্বর্যান্যেষ যোনিঃসর্ব্বস্য প্রভবাপ্যযৌহি ভূতানাং এষ ইতি সর্ব্বেষামীশ্বরাণা-মীশ্বর ইতি ভাষ্যকারঃ দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়েদিতি সামোপনিষদেতি বিশ্বং সর্ব্বমেব যস্মিন্‌প্রতিষ্ঠিতমিতিতুরীয়ে ব্রহ্মণি তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতং তদুক্তংতেনৈব ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি গীতোক্তেঃ। মূল প্রকৃতিরংশো য-স্যাস রুক্মিণীচেতি শাকপার্থিবাদিবৎ যতঃ কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণস্বরূপভূতাহ্লা-দিনী শক্তিঃ নতু বহিরঙ্গমায়া তস্যাস্তৎস্বরূপত্বাভাবাৎ। জগৎকর্ত্রী জগৎ কর্ত্তুঃকৃষ্ণস্যপত্নী যথা কেনোপনিষদিবিদ্যাশক্তিহৈমবতীতি।৫৩।

ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতশ্রুতিভ্যোব্রহ্মসংগতঃ।৫৪।

টীকা। রুক্মিণী দ্বারবত্যাংতু রাধাবৃন্দাবনেবনেইতিস্কান্দমৎস্য পুরাণয়োঃ। রাধয়া মাধবো দেবোমাধবেনৈবরাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি ঋক পরিশিষ্টাৎ। গোপ্যস্তু মহানুরাগেনৈব প্রাপ্ত যদঙ্গসঙ্গাঃ নতু তৎপত্ন্যইত্যাহ ব্রজস্ত্রীজনেষু সম্ভূতাঃ বৃহদ্বামনপুরাণ দৃষ্টতপোভিরূপ পন্না যাঃ শ্রুতয়ঃ তাভ্যঃ হেতুভূতেভ্যঃ যদ্বাশ্রুতাঃ প্রাপ্যকৃষ্ণো ব্রহ্মসংগতঃ প্রাপ্ত বেদাঙ্গসঙ্গোঽভূৎ। ন্যপলোপেপঞ্চমী।৫৪।

প্রণবত্বেনপ্রকৃতিত্বংবদন্তিব্রহ্মবাদিনঃ। তস্মাদো ওঙ্কারসম্ভূতো গোপালোবিশ্বসংস্থিতঃ।৫৫।

টীকা।নন্থ রামাদিচতুষ্টয়াত্মকস্য কৃষ্ণস্য যদিপ্রণবঃ প্রকাশক উচ্যতে তর্হিকৃষ্ণস্য স্বপ্রকাশতাহানিঃ স্যাৎ তত্রাহ প্রণবত্বেন প্রণবস্বরূপত্বেন প্র-কৃতিত্বং সর্ব্ববেদানাং কারণত্বং বদন্তি। তস্মাদিতি যদিচ প্রণবস্তস্য স্বরূপ-মেবতদা তৎপ্রকাশত্বে তস্য নস্বপ্রকাশতাহানিরিত্যর্থঃ। বিশ্বস্মিন্‌সংস্থিতঃ সর্ব্বজগদধিষ্ঠাতেত্যর্থঃ বিশ্বংসম্যক্‌স্থিতংযত্র সর্ব্বজগদধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ।।৫৫।।

এই অভিপ্রায়ে সহস্রনাম গণনায় লোকাধিষ্ঠানমদ্ভুত এই দুইনামভাষ্য পূর্ব্ব দর্শাইয়াছি। তত্র স্বরূপশক্তিব্যাপার-কার্য্যৈরদ্ভুতনামা কৃষ্ণঃ।

ক্লীমোঁকারযোরৈক্যত্বং পঠ্যতেব্রহ্মবাদিনঃ।৫৬।

নন্থ তর্হি কথং অত্রৈবপূর্ব্বতাপনীয়ে ব্রহ্মণে শ্রীকৃষ্ণেন ক্লীমাদিকো

মন্ত্রঃদত্তঃ তত্রাহক্লীমোঁকারয়োরৈকত্বমিতি স্বার্থে দ্বয়োরপি সামানাধিকরণ্যং দ্বয়োরপি অক্ষরচতুষ্টয়াত্মকত্বাৎ।৫৬।

মথুরায়াংবিশেষেণমাংধ্যায়ন্মোক্ষমশ্নুতে।৫৭।

ছাত্র। মথুরামণ্ডলে ভগবদ্ধ্যানে মোক্ষানন্দলাভ সেই মুক্তি কিপ্রকার আর মথুরামাহাত্ম্যনাম সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাদৃশ মহিমার হেতু কি?

বেদান্ত। তাহার হেতু কেবল তারক আর পারক এই দুই মন্ত্রাত্মক নাম, রাম, কৃষ্ণ সর্ব্বসার ইহা ঐ মথুরায় নিত্য আছেন ইহা ঐ তাপনী শ্রুতি, মথুরাপদনিরুক্তি দ্বারা বুঝাইয়াছেন। যথা

মথ্যতেতুজগৎসর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেনবা।
তৎসারভূতং যদযস্যাং মথুরাসানিগদ্যতে।৬০।

টীকাচ। মথুরাপদনিরুক্ত্যাতন্মাহাত্ম্যং দর্শয়তি। জগৎসর্ব্বং ক্ষীরোদো যেনব্রহ্মজ্ঞানেন মন্দারণমথ্যতে বাশব্দাৎ ভক্তিযোগেনচ মথ্যতে তৎসারভূতং ব্রহ্মসাযুজ্যামৃতং প্রেমসারামৃতংচ যস্যাং লভ্যতে। মথ্যতে যেনেতি মথুজ্ঞানযোগোভক্তিযোগশ্চ। মন্থধাতোরৌণাদিকোড়ুঃ তংরাতীতিবা মথুনোঃজ্ঞান প্রেম্নোঃরঃসারো যস্যাং সা মথুরেতি সমাসঃ।৬০।

স্তবমালায়াংচ। বীজংমুক্তিতরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং ধামপ্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাসংপারকং পারকং এতদ্যত্রনিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ংমথ্যাতু ব্যসনানি মাথুরপুরীসাবঃ শ্রিয়ং প্রক্রিয়াৎ।৩।

অদ্যাবন্তিপতদ্গ্রহংকুরুকরেমায়েশনৈর্বীজয়ং ছত্রংকাঞ্চি গৃহাণ কাশিপুরতঃ পাদযুগং ধারয়,

নাযোধ্যে ভজসংভ্রমং স্তুতিকথাং নোচ্চারয়-দ্বারকে দেবীয়ং ভবতীষুহন্তমথুরাদৃষ্টিপ্রসা-দংদধে ।৪।

প্রকৃত্যুপরিকেবলেসুখনিধৌ পরব্রহ্মণি শ্রুতি প্রথিত বৈভবং পরপদং বিকুণ্ঠাভিধং। তদ-ন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি মাথুরংমণ্ডলং মহা-রসময়ং হরেঃ কলয়তত্র বৃন্দাবনং ।৫।

হেমস্ফাটিকপদ্মরাগরচিতৈ র্মাহেন্দ্রনীলদ্রু-মৈর্নানা রত্নময়স্থলীভিরলিঝংঙ্কারৈঃ স্ফুটদ্ব-ল্লিভিঃ। চিত্রৈঃ কীরময়ূরকোকিলমুখৈ র্নানা বিহঙ্গৈর্লসত্ত্যোঘাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনং।৬।

অদ্ভুতমিতি স্বরূপশক্তিব্যাপার কার্য্যৈরিতি শাঙ্করভাষ্যে।৬।

এই অভিপ্রায়ে সন্দর্ভে দশমস্থ অষ্টাবিংশতি তমধ্যায়ের শ্রীশুকবাক্য উট্টঙ্ক করিয়াছেন (দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপা-নাংতমসঃ পরমিতি) উক্ত্বা ঐ গোকুলস্থ লোকদিগের স্বীয়লোক গোলোক অর্থাৎ শ্রীগোকুলাখ্যমহৎপদের মহিমা বিশেষ এই ব্রজলোকে থাকিয়া ঐমহিমারূপগোলোকধাম দর্শা-ইলেন। অতএব লঘুভাগবতামৃতে। যথা

নিত্যলীলা পরিকরাযেস্থ্যর্যদুবরাদয়ঃ। তৈঃ সার্দ্ধং ভগ-বান্ কৃষ্ণোদ্বার্ব্বাত্যামেবদীব্যতি। যচ্চ গোলোকনামস্যাত্তচ্চ

গোকুল বৈভবং। সগোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং। গোলোকনাম্নি নিজধাম্নিতলেচ যস্য দেবীমহেশহরিধামসুতেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহংভজামীতি। বিরাট হিরণ্যগর্ব্ভ আর কারণরূপ হইতে অতিরিক্ত দেবীধাম তৎসন্নিধানে মহেশধাম অর্থাৎ চৈতন্য জ্যোতিস্থানে তদতিরিক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠলোক তত্র শ্রীপরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ তদুপরিভাগে শ্রীগোলোকধাম তত্রাপি শ্রীগোবিন্দচন্দ্রবিলাস করিতেছেন এবং শ্রীগোকুলাখ্যে মহৎপদেশ্রুত্যুক্ত রসানাংরসতমরূপ নিত্য আছেন। দর্শিত ব্রহ্মসংহিতোক্ত পদ্যে ব্রহ্মা কহিতেছেন ঐ গোবিন্দ আমার ভজনীয় আমি ঐ গোবিন্দ কর্তৃক সপ্রণবগায়ত্রী মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

ছাত্র। সর্ব্বপিতামহ এই বিশ্বমধ্যে বিষ্ণুর নাভিনালে জন্মিয়াছেন অতএব নাম পদ্মজ, নন্দগোপকুমার ব্রহ্মাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত করান ইহা কোন্‌শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ?

উত্তর। সর্ব্ববেদান্ত বাক্যের অকৃত্রিমার্থরূপ শ্রীমদ্ভাগবত তাহারমূল শ্রীগোপালতাপনী) তৎ প্রস্ফুটার্থ ব্রহ্মসংহিতা একশত অধ্যায় তত্র মূলসূত্ররূপ পঞ্চমাধ্যায়, যাঁহার টীকাকরেন শ্রীজীবগোস্বামী।

অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ব্রহ্ম সংহিতাক্রশ্বো পনিষদাং সারৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্মণোদিতেতি টীকাধৃতস্মৃতিঃ। তত্রাপিসর্ব্বশাস্ত্রসূত্ররূপপঞ্চমাধ্যায়ঃ

তত্রৈব। তত্রব্রহ্মাহভবভ্তয়শ্চতুর্বেদী চতুর্মুখঃ। সজাতোভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিলচোদিতঃ। সিসৃক্ষায়াং মতিংচক্রে পূর্ব্বসংকারসংস্কৃতাং। উবাচ পুরত স্তস্মৈ তস্যদিব্যাসরস্বতী। কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দঙেগোপীজনইত্যপি। বল্লভায় প্রিয়াবহ্নেরয়ংতে দাস্যতিপ্রিয়ং। তপত্বং তপ-এতেনতবসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ।২৬। অথতেপেসসু-চিরং প্রীণন্‌গোবিন্দ মব্যয়ং। শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থংপরাৎপরং। প্রকৃত্যাগুণরূপি ণ্যারূপিণ্যাপর্য্যুপাসিতং। সহস্রদলসম্পন্নে কো-টিকিঞ্জল্কবৃংহিতে। ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণি-কারে মহাসনে। সমাসীনং চিদানন্দং জ্যো তীরূপং সনাতনং। শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদ-য়ন্তং মুখাম্বুজে। বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃস্বৈরং শৈরভিষ্টুতং। অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ। স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশুমুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্যসরোজজঃ। সং-স্কৃতশ্চাদিগুরুণাদ্বিজতামাগমত্ততঃ ২৮। ত্রয্যা প্রবুদ্ধোহথবিধিবিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ। তুষ্টাববে-দসারেণস্তোত্রেণানেন কেশবং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষুসুরভী

রভিপালয়ন্তং। লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষংতমহং ভজামি।৩০।

এবম্প্রকার অষ্টাবিংশতি পদ্যরূপ সমুদায়বেদান্তবাক্যের সূত্র বর্ণিত আছে টীকার সহিত ঐগ্রন্থ মুদ্রিত করিব এমত বাঞ্ছা আছে দর্শিত পদ্যগণের টীকা লিখিতে হইলে পুস্তক অতি বিস্তার হয় অতএব প্রকরণের সংক্ষেপার্থ লিখিতেছি। ব্রহ্মা, সাক্ষাৎ শ্রীরূপা সরস্বতী স্থানে অষ্টাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া মহাতপোলক্ষণভজন করেনতাহাতে গোলোকস্থজ্যোতি-রূপ সনাতন গোপগোপীগণের সহিত সম্যগাসীন কৃষ্ণকে দর্শন করেন তত্রাপি শব্দব্রহ্মময় বেণু মুখপদ্মে লইয়া বাদ্য করি-তেছেন আর বিলাসিনীগণের অংশ গায়ত্র্যাদিশ্রুতি মূর্ত্তীমতী হইয়া স্তুতি করিতেছেন ব্রহ্মা ইহাও দর্শন করেন কিন্তু ঐ নিত্য-সিদ্ধগোপগোপীগণের কর্ণে বেণুনাদ প্রবিষ্ট হইয়া গোপগোপী গণকে মহাপ্রেমসাগরে নিমগ্ন করেন। ঐ মূর্ত্তি মতী শ্রুতি-গোপীদিগের অংশ ব্রহ্মার কর্ণে বেদশব্দরূপে প্রবেশ করেন ভগবানের বেণু হইতে যদা সপ্রণবগায়ত্রীগান হয় তদৈব ব্রহ্মার দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব হয়। ঐ সময়ে ব্রহ্মা, সম্য-গদর্শনত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মা বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞানসাগর হইয়া স্বরূপশক্তি ব্যাপারকার্য্যসমূহরূপ নিত্যলীলাধামের সহিত নিত্য আছেন ইহাই জ্ঞাত হন কদাচিৎ স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চনে ত্রাদির গোচর হন। সেই সময়ে দেবরাজ, স্বরূপশক্তিব্যা-পারকার্য্যসমুহ সহ বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণ তৎস্বরূপ মহিমা বোধগম্য না হইবায় ঐ দেবরাজ কৃষ্ণকে প্রাকৃতপুরুষমানিয়া তদধিষ্ঠান গোকুলবিনাশ করিতে সপ্তাহমহাকুলিশপাত এবং অতি

বাতবৃষ্ট্যাদিতেও গোবর্দ্ধনোপরি পশুপক্ষ্যাদিকেও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সেই বৃন্দাবনে গোপবালক সঙ্গে প্রত্যহ সগৃহ হইতে সুরভীগণ লইয়া গোচারণ এবং গৃহে আনয়ন, রাত্রে লক্ষ্মীসহস্র শতরূপ গোপীগণ কর্তৃক সেব্যমান থাকেন অর্থাৎ প্রত্যহ রাসাদিলীলা করেন যাহা সনৎকুমারসংহিতায় প্রস্ফুট দর্শাইয়াছি। ব্রহ্মা সেই গোবিন্দের সমুদায় ব্রজলীলার সূত্রবর্ণন করিতেছেন চিন্তামণিপ্রকরসদ্মস্বিত্যাদি। ঐ চিন্তামণি শব্দে চৈতন্য জ্যোতিকে লক্ষ করেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ময়ধাম তত্র যাবতীয় কদম্বাদি বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষবন, তলবকারে অগ্ন্যাদিকে ঐবনের তৃণ প্রদান করেন সেই তৃণও ব্রহ্ম, যে হেতুক অগ্ন্যাদিরা দাহাদি করিতে পারেন নাই, পুরাণে গোবর্দ্ধন ধারণ লীলায় প্রলয় কালের মেঘ আর ইন্দ্রের বজ্রাগ্নিসমূহ তাদৃশ ইহারা ঐ বৃন্দাবনের তৃণকেও স্পর্শ করিতে সক্ষম হন নাই, সেই বরেণ্য নামা ভগবানকে ভজিতেছি। ইহাতে ব্যক্ত হইল স্বরূপশক্তিব্যাপারকার্য্য সমূহ ঐবৃন্দাবন, সুতরাং গোগোপীগণও অনাদি শ্রীনন্দাদিও অনাদি এবং শ্রীরাধাললিতাদি ও অনাদি তাঁহাদিগের মহাপ্রেমানন্দের বিষয়রূপ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাতে আর পূর্ব্বপক্ষ নাই ।২৯।৩০।

ছাত্র। সত্য বটে কিন্তু কতকগুলি লোকে বলে, যিনি এই বৃন্দাবনে গোচারণ করেন তিনি হেয়, ব্রহ্মা তাঁহার উপাসনা করেন একথা আমাদিগের মনে গ্রাহ্য নহে?

বেদান্ত। তাহারা স্বেচ্ছাচার একথা কহিতে পারেন্, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ শালগ্রাম পূজা করিয়াছিলেন সেই শালগ্রামে গোষ্পদ চিহ্ন আছে এবং পঞ্চগব্য দ্বারা যাবতীয়

দেবদেবীগণের অভিষেক হয়। আর বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ নন্দিনীনাম ধেনুর সেবা করিয়াছেন এবং সেবার ত্রুটি হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন।

ছাত্র। সত্য বটে কিন্তু আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিগণ, কলিরাজানুগত হইয়া ঐস্থুরভীবংশোদ্ভব গোগণকে সাধারণ পশুমধ্যে গণনা করিয়া তাদৃশ ব্যবহার করেন। আর বলেন গোগণের পূজ্যত্ব শ্রুতি নাই?

বেদান্ত। তাহারা বেদান্তের কিছুই জ্ঞাত নহেন, কেবল অবৈদিকদিগের মুখের কথা শ্রবণ করিয়া বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ছাত্র। ভাল পশুজাতি গোগণ ইহাদিগের পূজ্যত্ব শ্রুতি কোথায় আছে?

বেদান্ত। ঋক্‌পরিশিষ্টে গো সূক্তং।

গোভ্যোযজ্ঞাঃপ্রবর্ত্তন্তেগোভ্যোদেবাঃসমুত্থিতাঃ গোভির্ব্বেদাঃসমুৎকীর্ণাঃষড়ঙ্গপদকক্রমাঃইতি।

আদৌ ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দারাধনালক্ষণ যজ্ঞ করেন গোঘৃতাদি দ্বারা এবং গোগণ হইতে দেবতারা উত্থিত হন। গো হইতে বেদগণ সমুৎকীর্ণ হন ষড়ঙ্গরূপ। অতএব গৌঃ পূজ্যা

শ্রীগোপালোত্তরতাপন্যাং। শ্রীগান্ধর্ব্বাদি গোপীগণের প্রশ্নোত্তরে দুর্ব্বাসা বাক্যং।

যোহিবৈত্বকামেনকামান্ কাময়তেসোঽকামী ভবতি।১৭।

টীকাচ। অকামঃ কামতুল্যঃ প্রেম্না তদুক্তং শ্রীগৌতমিয়ে প্রেমৈব গোপবামাণাং কামইত্যাগমৎ পৃথামিত্যাদি। তন্ময়েন মনসা অতঃসকৃষ্ণোঽকামীত্যতোপি যুষ্মৎ সম্ভোক্তৃত্বেপিস ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতীত্যর্থঃ। ১৭।

শোধন পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	৮	যত্রাবতীর্ণো	যত্রাবতীর্ণং
		ভগবান্	কৃষ্ণাখ্যং
১১		শ্রীমহেশ্বয়কে	শ্রীমহেশ্বরকে
২১	১৬	তেদৈব	তদৈব
২৩	১৬	হইতে	ইহাতে
২৫	১৯	সুতয়াং	সুতরাং
২৭	২	মত্তেস্তৎ	মত্তেজস্তৎ
২৮	১	লোমাদিগের	তোমাদিগের
ঐ	১৯	ভোজয়িত্বভু	ভোজয়িত্বা
ঐ	১৮	প্রপ্তঃ	প্রাপ্তঃ
২৯	২	স্বগৃহেযা	স্বগৃহেআ
৩০	৪	অংহতে	অহংতে।
ঐ	৭	অহংহি	অহংচ
ঐ	২২	পৃথিমীবায়	পৃথিবীবায়ু
৩১	২	মূহুর্ত্তাশ্চ	মুহূর্ত্তাশ্চ
ঐ	৩	পার্থষানি	পার্থযানি
ঐ	১১	যম্মাং	যস্মাং
ঐ	১৩	দারক্য	দ্বারকা
৩২	৫	সবাতন	সনাতন

শোধন পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৩	২	কার্য্য	কার্য্য
ঐ	১৩	প্রদর্শনার্ধং	প্রদর্শনার্থং
ঐ	১৪	ন্নুত্রেন	সুত্রেন
ঐ	১৬	যৎপ্রযন্ত	যৎপ্রযন্ত্য
ঐ	১১	কারনংতু	কারণত্ব
ঐ	২৩	অভুমান	অনুমান
ঐ	১৫	আবন্দ	আনন্দ
ঐ	২২	বিকরোঘক	বিকারাত্মক
৩৫	১২	হইরাছে	হইয়াছে
ঐ	২৪	মহহ্ভুত	মহদ্ভূত
৩৬	১১	ত্রভাষ্যে	অত্রভীষ্যে
৩৭	৪	মহর্দ্ভতং	মহদ্ভূতং
ঐ	৫	মহীযসে	মহীয়সে
ঐ	১৩	বিস্নুচ্যতে	বিমুচ্যতে
ঐ	১৯	র্নিরবষব	নিরবয়ব
৩৮	১০	অস্যর্থঃ	অস্যার্থঃ
ঐ	১০	বত্তনে	প্রবর্ত্তনে
৩৯	৬	অঙ্করাদি	অঙ্কুরাদি
ঐ	১৬	ভৃতীর	তৃতীয়
৪০	৮	সর্যা	যথা
ঐ	২৫	নায়া	মায়া
৪১	১৫	(এযইতি)	